

74
902

ভারত ভৈষজ্যতত্ত্ব

ভৈষজ্যতত্ত্ব-বিষয়ক বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী

গ্রন্থ হইতে

চিকিৎসাতত্ত্ব নামক গ্রন্থের সম্পাদক, ভিষক-সংস্কার গ্রন্থ সংকলন

ও প্রামাণ্য নীতিগণের অন্তর্গত কয়েকটি উপবিভাগ

সংকলন করিয়া চিকিৎসাতত্ত্বের ভার প্রাপ্ত

সংকলক

শ্রী অম্বিকাচরণ রায় কল্লিক

সংকলন

কলিকাতা

৮০ নং মূল্যবান বাণিজ্যী স্ট্রীট, কলিকাতা

চিকিৎসাতত্ত্ব সংকলন

শ্রীশোভানাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

ও

শ্রী নৃসিংহপ্রসাদ রায় কল্লিক প্রকাশিত

সংকলন ১৮৮৩

মূল্য ৩০ টাকা মাত্র

PREFACE.

The science of medicine, like all other sciences, had its origin in this ancient land of the Hindoos. But, unlike all other countries of the world, here, in this land of political revolutions and changes, the healing art made no further progress than it was in the last days of the Hindoo kings. The advent of the English in this country introduced a developed state of the science, and the result was, till lately, that Ayurvedic medicines had no share of attention from the native medical practitioners of the European school, as well as the educated portion of the native community. But the researches of the eminent European Physicians into the medicinal virtues of the Indian plants and the ancient Aryan books of medicine have brought to light many facts deserving high places in the science of Therapeutics. Besides, the experience of the last twenty years has proved that the Indian Drugs, used by the ancient Hindoo Physicians, are more adapted and effective to Hindoo constitution than those imported from abroad. The introduction of Indian Drugs in the more developed European system of medicine has, therefore, become a necessity of the times. Attempts have been made to analyse and examine the virtues of the Indian plants and minerals. Some have already found high places in the British Pharmacopœia.

The want of a Book in the Bengali language on Indian Drugs, compiled from the standard medical works of the Hindoos, and embodying the researches and experiences of the European Physicians, has now been felt among the Bengali knowing medical practitioners of the country. To remove this want of,

the profession to a certain extent I have ventured to undertake to compile this treatise. The subject is so comprehensive, the task so onerous, that I feel myself bent down at the very thought of it. I understand my own position and capabilities and, doing so, I feel that it is presumption on my part to undertake to handle such an important branch of the medicine. But I feel the want, and it is only the dictate of this feeling and nothing more that has induced me to compile this Book. If at my instance abler and more competent men than I, and I know they are innumerable, undertake to compile a more useful work on Indian Materia Medica and Therapeutics, I shall feel myself amply repaid for the labor and thought I have bestowed on this humble Book.

I am fully conscious that this small volume has numerous defects and shortcomings. I shall, therefore, feel deeply obliged to those, who will favor me with any suggestion and observation, which would add to the practical value of future editions, should such be called for.

April, 1879

AMBIKA CHARAN RAKHIT.

ভূমিকা ।

ইহা পুস্তক বিশেষের অন্তর্বাদ নহে । বিবিধ সংস্কৃত ও ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক পুস্তক অবলম্বনে সংকলিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ সংকলন ও প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য, স্বদেশীয় চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যে ভারতজাত ঔষধজ্যেব ব্যবহারের প্রীতি অমুরাগ সম্বন্ধনের চেষ্টা করা । এস্থলে চিকিৎসক মণ্ডলী বলিতে বঙ্গদেশস্থ মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলের পরীক্ষোত্তীর্ণ স্বশিক্ষিত চিকিৎসকগণকে আমরা লক্ষ্য করিতেছি । কারণ তাঁহাদেরই ব্যবহারের জন্য এই গ্রন্থ পাঠ্য সংকলিত ও প্রচারিত হইল ।

জগদীশ্বর যেক্রপ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক সৃজন করিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদের রোগ শাস্তির জন্য যে সেই সেই দেশে যথেষ্ট পরিমাণে তদ্রূপসূক্ত ভৈষজ্য জ্যেব সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় কাহার মতদ্বৈপ হইতে পারে না । মানব, বুদ্ধিরক্তি পরিচালনা ও গবেষণা দ্বারা তাহা আবিষ্কার ও সুসুস্থিতোদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারি-
বেন, তজ্জন্য পরম বারনিক সৃষ্টিকর্তা তাহাকে তদনুরূপ মনোহুতি ও শক্তি প্রদান করিয়াছেন । এক্ষণে যে সকল জাতি সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আদানে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহারা কেবল সুস্থ বুদ্ধিরক্তি পরিচাল-
নার ক্ষণে তদ্রূপ হইতে সমর্থ হইয়াছেন । অতি প্রাচীনকালে ভারত-
বাসীগণও সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে হটুক বা নিজ দেশে হটুক তাহাদের বংশধরদেরা যে এক্ষণে কিরূপ হীনাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিষমরাগ ও স্তম্ভিত হইয়া থাকে ।

সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান মানবজাতির স্বাধীন উপকারী ও নিত্য প্রয়োজনীয়, বোধ হয় আর কোনরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র তদ্রূপ নহে । কারণ ইহজীবনে মানবজাতির মুখ্য উদ্দেশ্য যে সুস্থ শরীরে জীবন-
যাত্রা নির্বাহ করিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করা । এই কারণেই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের স্বত্বপাত জগতের অতি শৈশ-

বাবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। জগতের সেই শৈশবকালে আৰ্য্য পণ্ডিত-গণ কর্তৃকই যে চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলভিত্তি সংস্থাপিত হয়, ইহা এক্ষণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুরাতত্ত্ববিৎ স্বপ্রসিদ্ধ ডাঃ ওয়াইজ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দ্বারা একরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে, যে সেই জাতির পরপুরুষগণ কর্তৃক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ততশা দূরে থাকুক, বরং যাহা ছিল তাহার সমস্ত অবনতি হইয়াছে। একদিক দিয়া ইউরোপীয় জাতির চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের আৰ্য্য-চিকিৎসা শাস্ত্র নিতান্ত হীন ও অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তথাপি তাজ পন্থাত ইত্যাদি একরূপ মহোপকারক ঔষধাদি প্রচলিত আছে, যাহা ইউরোপীয় ঔষধজ্ঞের অপেক্ষা অধিক উপকারী ও রোগাবোগ্য সম্পাদনে সম্যক সমর্থ। সেই সমস্ত ভৈষজিক জ্ঞানের সম্যক আয়োজ্য ও বাস্তবায়নকে কেন্দ্রস্থল উহাদের মহোপকারিতা যোক সমাজ নীতমান হইতেছে না। বর্তমান সময়ে বঙ্গীয় চিকিৎসকগণ দ্বারা যে উক্ত কার্য্য আত্ম সম্পাদিত হইবে, আমরা একথা আশা করিতে পারি না। কারণ তাঁহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই অনগ্রসরশীল এবং ইউরোপীয় সংস্কৃত প্রণালীর অনুশ্রমে স্ব স্ব ভ্রমোদর্শন লব্ধ করা চিকিৎসক সাধারণে বিদিত কহিতে অনিচ্ছুক। তবে তাঁহাদের এই প্রকার জড়তা ভাবেব তিবোধান হইলে দেশের অশেষ নুজস সংসাদিত ও স্বদেশীয় ভৈষজ্যবিদ্যার সমস্ত উন্নতি হইতে পারে।

আমাদের বাসস্থানের চতুর্দিকে বিবিধ বোগের অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঔষধ থাকিতে আমরা রোগশাস্তির প্রত্যাশায় বিজাতীয় ঔষধের মুখোপেক্ষা করিয়া থাকি, ইহা অপেক্ষা ভারতবাসীর অঘণস্বর বিষয় আর কি আছে। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে সকল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অঙ্গবিশেষ আমাদের দেশে ভালরূপ নাই বা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা ভিন্ন দেশ বা জাতি হইতে গ্রহণ করা কর্তব্য। যাহাতে বিদেশীয় ঔষধের প্রতি নির্ভর না করিয়া স্বদেশীয় ঔষধ দ্বারা

To

James Irving Esqr., M. D.
Surgeon General, Bengal.

SIR,

If it is a custom with writers to dedicate their works to persons whom they admire and esteem, that custom, I presume, has its origin in feelings of the human heart. A Hindoo by birth and persuasion, I can not claim any thing my own, which has not been first offered to him under whom I have the honor to serve. Secondly the book I have undertaken to write being the first of its kind in the Bengali language, I feel that, before it is given to the general public, it should be offered to the fostering care of the highest Authority in the land on the subject treated in the work. So if I am moved to ask your permission to inscribe this book to you, it is the deepest feeling of duty and respect that moves me to take this bold and presumptuous step. I am conscious that this humble work is not, at any rate, worth your great and high name inscribed on it. But knowing that the warm interest you take in the use of Indian Drugs in the treatment of diseases of the people of this country, and that you are ever generous and kind to all your subordinates, high or low, I am confident to hope that this poor offering of an humble servant of yours will not be unacceptable to you.

I am, Sir,

Your most devoted & faithful
Servant,

AMBIKA CHARAN RAKHIT.

Bharata Bhaishajya Tattwa.

OR

A

HAND BOOK OF MATERIA MEDICA AND
THERAPUTICS ON INDIAN
DRUGS.

COMPILED FROM *VARIOUS SANSKRIT AND*
ENGLISH WORKS ON THE SUBJECT

IN BENGALÉE.



BY

AMBIKA CHARAN RAKHIT.

MEDICAL OFFICER IN CHARGE OF A GOVERNMENT CHARITABLE
DISPENSARY AND SUBDIVISION IN THE PRESIDENCY DIVISION.

CALCUTTA.

printed by Bhotanath Chatterjee at the Chakrasa Tattwa Press

and

PUBLISHED BY NREESINGHO PROSAD RAKHIT.

No 80 MOOKTARAM BAROO'S STREET CHOREBAGAN.

1879.

স্বজাতির রোগ যন্ত্রণা বিমোচন করিতে পারা যায়, তজ্জন্য ভারতবাসী চিকিৎসক মাত্রেই অগুণ্ণ চেষ্টা করা উচিত। এই উপায় সংস্কৃতির জন্য স্বদেশজাত ঔষধের পরীক্ষা ও অনুসন্ধানাদিতে আশু প্রবৃত্ত হওয়া অতীব কর্তব্য। প্রাচীন আৰ্য্য-চিকিৎসকগণের বহুদর্শিতা ও এক্ষণকার ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের গবেষণা দ্বারা আমরা স্বদেশীয় ঔষধ সম্বন্ধে সমৃদ্ধ উপকার ও জ্ঞান লাভ করিতে পারি। তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রণালীর অগুসরণে নিযুক্ত থাকিলে ক্রমশঃ ঔষধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিবিধ নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে। বর্তমানকালে ভারতবাসীগণ যেরূপ বোগ শোকে জর্জরিত ও তৎসঙ্গে আবার যথোপযুক্ত অর্থাভাবে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে এরূপ অবস্থায় বিজাতীয় ও বিদেশাগত বহুমূল্য ঔষধ দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষে কিরূপ অপরিমিত কষ্টজনক হইয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সহজেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। যদি স্বদেশীয় সুশিক্ষিত চিকিৎসকগণ বিদেশজাত ঔষধের পরিবর্তে স্বদেশীয় ঔষধের বহুল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে স্বজাতীয় লোকের অনেক দুঃখ যন্ত্রণা অপসারিত ও ভারত-ঔষধ বিদ্যার উৎকর্ষতা সম্পাদিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেক অর্থ দেশেই থাকিয়া যায়। কেবল কয়েকটা মাত্র বিদেশীয় ঔষধের উপর আমাদের এক্ষণে নির্ভর করিতে হইতেছে, তন্মিত্ত অধিকাংশ ইউরোপীয় ঔষধের অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। চিকিৎসকগণ যদি ক্রমাগত এ বিষয়ের গবেষণায় অধ্যবসায় সহকারে নিয়োজিত থাকেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ বিদেশীয় ঔষধের উপর নির্ভর এককালীন বিদূরিত হইতে পারে।

ইহা অতিশয় আশ্চর্যের বিষয়, যে বিগত কয়েক বৎসর হইতে কয়েক জন সুশিক্ষিত কবিরাজ এদেশীয় ঔষধ-বিদ্যা সম্বন্ধে কয়েক খানি পুস্তক মাতৃভাষায় প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে যে দেশের অনেক উপকার দর্শিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। এরূপ পুস্তকের যত অধিক

প্রচার হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল চিহ্ন বলিতে হইবে। প্রকৃত স্বদেশ-
হিতৈষী মহোদয়বর্গের উচিত যে এই সকল পুস্তক প্রণেতাদিগকে যথো-
চিত উৎসাহিত করেন। উৎসাহ অভাবে যে অনেকে সংকার্য্য হইতে
প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

বঙ্গীয় চিকিৎসক সমাজের মধ্যে পূর্ব বর্ণিত অল্পসঙ্কানেক্ষার যথা কথ-
ঞ্চ সাহায্য করণোদ্দেশে এই পুস্তক থানি প্রণয়নে সন্মত হইয়াছি।
আমাদের ন্যায় হীনবুদ্ধি ও বিদ্যা সম্পন্ন চিকিৎসকগণের একরূপ গুরুতর
বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতার কৰ্ম্ম জানিয়াও যে আমরা
ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কারণ এপর্য্যন্ত মাতৃভাষায় একরূপ এক
থানিও পুস্তক প্রচারিত হয় নাই। ইহা দ্বারা যদি এক জন মাত্রও চিকিৎ-
সকের দেশীয় ঔষধ ব্যবহারের প্রতি অহুরাগ সম্বন্ধিত হয় ও একটীমাত্রও
রোগী ইহাতে বর্ণিত ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করে, তাহা হইলেও
শ্রম সফল বোধ করিব।

ইউরোপীয়দিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রে যেক্রপ ভৈষজ্যতত্ত্ব বলিয়া একটী
বিভাগ আছে, আর্য্যায়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঠিক তক্রপ কোন বিভাগ নাই।
পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্বের বর্ণনা সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে এই পুস্তক থানি
সেই প্রণালী অবলম্বনে ও অকারাদি বর্ণক্রমে ঔষধের বিবরণ, বিবৃত হইল।
ইহাতে ভারতবর্ষজাত ঔষধ দ্রব্য সকলের নাম, পর্য্যায়, উৎপত্তি স্থান,
স্বরূপ, রাসায়নিকতত্ত্ব, ক্রিয়া, আয়ুর্গিক প্রয়োগ, মাত্রা, ডাক্তারীমতে
প্রয়োগরূপ, আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ও মুষ্টিযোগ প্রভৃতি সবিস্তার বিবৃত
হইল। যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্যে এই পুস্তক থানি সংকলিত হইয়াছে,
তাহার একটী তালিকা পরিশিষ্টে প্রদান করিবার ইচ্ছা রহিল। এই পুস্তকে
যে সকল ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হয়, তাহা সহদয় ব্যক্তিগণ আমাদিগকে বিজ্ঞাপিত
করিলে আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইব এবং দ্বিতীয়
সংস্করণকালে উহার সংশোধন করিয়া দিব অথবা চিকিৎসক সমাজ ও সৰ্ব্ব
সাধারণের অবগতির জন্য “চিকিৎসাতত্ত্ব” নামক মাসিক পত্রে প্রকাশ
করিব।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত দ্রুহ শব্দ সমূহের অর্থ এবং “রোগ ও তদৌষধ
নির্ণয়” পরিশিষ্টে দিবার ইচ্ছা আছে।

১৮০০ শক।

ভাদ্র।

}

শ্রীঅধিকাচরণ রক্ষিত।

উপক্রমণিকা ।

মান পরিভাষা ।

পূর্বকাল হইতে ভারতবর্ষে কালিঙ্গ ও মাগধ নামক দ্বিবিধ মান প্রচলিত আছে। কিন্তু এক্ষণে তদনুরূপ নিয়মে ঔষধাদি মাপ বা ওজন করা হয় না। বর্তমান কালের প্রচলিত মান নিম্নে লিখিত হইতেছে।

| | | | |
|---------------------|------------|---------|------------|
| ৪ ধানে | এক রতি। | ৮ পলে | এক সের। |
| ৬ রতিতে | এক আনা। | ২ সেরে | এক প্রস্থ। |
| ১২ রতি বা দুই আনায় | এক মাষা। | ৮ সেরে | এক আড়ক। |
| ৮ মাষায় | এক তোলা। | ৩২ সেরে | এক দ্রোণ। |
| ২ তোলায় | এক কৰ্ম্ম। | ১০০ পলে | এক তুলা। |
| ৮ তোলায় | এক পল। | | |

তরল পদার্থের পরিমাপার্থে আৰ্য্য-চিকিৎসক মণ্ডলীর মধ্যে কোন রূপ মানযন্ত্র ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তরল পদার্থও ওজন করিয়া লওয়ার নিয়ম ছিল এবং এক্ষণেও তদনুরূপ প্রণালীতে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দ্রব ও ঘন পদার্থের পরিমাপার্থে যেক্রপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

| মিনিম বা বিন্দু। | ঘন পদার্থের ওজন। |
|---------------------|-------------------------|
| ৬০ মিনিমে এক ড্রাম। | ১ গ্রেণ বা অর্দ্ধ রতি। |
| ৮ ড্রামে ১ আউন্স। | ৪৩৭½ গ্রেণে . এক আউন্স। |
| ২০ আউন্সে ১ পাইন্ট। | ১৬ আউন্সে এক পাউন্ড। |
| ৮ পাইন্টে ১ গ্যালন। | |

বিন্দু বা ফোটার পরিমাণের স্থিরতা নাই, শিশী বা বোতলের মুখের পরিসর অথবা ঔষধের তরলতার নানাদিক্যানুসারে বিন্দু ছোট বা বড় হইতে পারে, কিন্তু মিনিমের পরিমাণের ভ্রাস বৃদ্ধি নাই। ঔষধ ব্যবস্থাকালে এই বিষয়টী স্মরণ রাখা কর্তব্য।

আয়ুর্বেদমতের ঔষধের মধ্যে তরল দ্রব্যের দ্বিগুণ লওয়া বিধি। অর্থাৎ ঘৃত বা তৈল পাক করিতে যদি উক্ত দ্রব্য এক প্রস্থ লইবার উপদেশ থাকে, তবে উহার ২ প্রস্থ অর্থাৎ ৪ সেব লইতে হইবে। কিন্তু এই পুস্তকের যে যে স্থলে সের বলিয়া লেখা আছে, তৎস্থলে দ্বিগুণ লইতে হইবেক না। কারণ সেই সেই স্থলে দ্বিগুণ করিয়াই পরিমাণ (সের) লিখিত হইয়াছে।

ঔষধের মাত্রা।

আয়ুর্বেদমতে সাধারণতঃ এইরূপ মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগের উপদেশ থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—এক মাস বয়স্ক শিশুকে ১ রতি পরিমাণ ঔষধ, মধু, তুষ্ণ, চিনি বা ঘৃত সহ অবলেহ করাইবে। তৎপরে প্রতি মাসে এক এক রতি মাত্রা বাড়াইয়া এক বৎসর বয়সের সময় ১২ বার রতি করিবে। এস্থলে ১২ রতিতে এক মাষা ধরিতে হইবে। দুই বৎসর বয়সকে ২ মাষা, তিন বৎসর বয়সকে ৩ মাষা, এইরূপ প্রতিবৎসর এক এক মাষা বৃদ্ধি করিয়া ষোড়শ বর্ষ বয়সে মাত্রা ২ তোলা করিতে হইবে। এইরূপ মাত্রা সপ্ততি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রযোজ্য। তৎপরে বয়সে ক্রমশঃ বালবৎ মাত্রা হ্রাস করিতে হইবে। কিন্তু বর্তমানকালে এরূপ মাত্রায় প্রায়ই ঔষধাদি ব্যবহৃত হয় না। এক্ষণে পূর্বোল্লিখিত মাত্রাপেক্ষা অনেক কম মাত্রায় ব্যবহার হয়। কারণ এক্ষণকার লোকদিগের বল বীৰ্য্যাদি, প্রাচীনকালের লোকদিগের অপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। বিযাক্ত ঔষধের মাত্রা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে, তাহা এ নিয়মের অন্তর্গত নহে। বর্তমানকালে যেক্রূপ মাত্রায় ঔষধাদি ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহা প্রতি ঔষধের বর্ণনাকালে লিখিত হইয়াছে। অনবধানতাবশতঃ যে যে স্থলে মাত্রা উল্লিখিত হয় নাই, তাহা পরিশিষ্টে বিবৃত হইবে। এই পুস্তকে আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপের যেক্রূপ মাত্রা বর্ণিত হইয়াছে, ব্যবহারকালে রোগীর শারীরিক শক্তি আদির অবস্থা দৃষ্টে তদপেক্ষা হ্রাস করা সময়ে সময়ে আবশ্যক হইতে পারে, অতএব সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিবেচনা পূর্বক যথাযোগ্য মাত্রা ব্যবস্থা করিবেন। এদেশের যে সমস্ত ঔষধ ইউরোপীয়

চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার মাত্রা সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই। কারণ সে সমস্ত ঔষধের ও তাহাদের প্রয়োগরূপ সমূহের মাত্রা যথা স্থানে বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে।

ভেষজ গ্রহণ সঙ্কেত।

কেবল লবণ উল্লিখিত থাকিলে সৈন্ধব লবণ বুঝিতে হইবে, তদ্রূপ চন্দনে রক্তচন্দন। চূর্ণ, লেহ ও স্নেহ সাধনে স্বেদচন্দন এবং কষায় ও লেপে রক্তচন্দন ব্যবহার্য্য। ছুঙ্ক ও ঘৃত বলিতে গোছুঙ্ক ও গোঘৃত বুঝিতে হইবে। তৈল বলিতে তিল তৈল। বিষ শব্দে কাট বিষ। পারদ ও গন্ধক একত্রে মর্দন ও কজ্জলী করিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ত্রিকটু ও ত্রিকলা লিখিত থাকিলে শুঠ পিপ্পল মরিচ এবং হরিতকী বহেড়া আমলকী প্রত্যেকে অন্যান্য দ্রব্যের (ঔষধের তালিকার লিখিত দ্রব্য) সমান ভাগে গ্রহণ করিতে হইবে। কেবল মরিচ উল্লিখিত থাকিলে গোলমরিচ দিতে হইবে। পঞ্চলবণ শব্দে সৈন্ধব সচল বিট সামুদ্র ও ঔত্তিদ লবণ। লৌহ অত্র স্বর্ণ বৌধ্য বঙ্গ তাম্র প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য জারিত ব্যবহার্য্য। মুক্তা শব্দে বরাট শুক্তি ও শম্বুকাতির ভস্ম গ্রাহ্য।

প্রতিনিধি।

চিতার অভাবে দস্তী অথবা অপাগার্গাক্ষার, ধন্যয়াস অভাবে ছুরালভা, তগরপাছকা অভাবে কুড়, মূর্শাভাবে পিয়াশালত্বক, কুলেখাড়ার পরিবর্তে মানকন্দ, লক্ষণার অভাবে নীলকণ্ঠশিখা, ময়ূরশিখা, নীলোৎপলের অভাবে হুঁদিপুষ্প, জাতীপুষ্পের অভাবে লবঙ্গ, অর্কপত্রাদি বহুভাবে রস গ্রাহ্য। পৌষ্করাভাবে কুড়, লাঙ্গলী অভাবেও কুড়, সোমরাজী অভাবে চাকুলেবীজ, দারুহরিদ্রার পরিবর্তে হরিদ্রা। রসাজনের (রসত) অভাবে দারুহরিদ্রা, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে ফটকিরি ব্যবহার্য্য। বামনহাটীর অভাবে তালীশপত্র অথবা কণ্টকারি মূল, কচক লবণাভাবে খারিলবণ, যষ্টিমধুর অভাবে ধাতকী, অন্নবেতস অভাবে চুফ (চুকাপালং), দ্রাক্ষাভাবে গাভারী ফল। নখীর পরিবর্তে লবঙ্গ, কন্তুরী অভাবে কঙ্কোল,

কঙ্কালের অভাবে জাতীপুষ্প, কপূরের অভাবে স্বর্ণকুমুতা বা গেটেলী, কুসুমভাবে কুসুমফুল, ত্রীখণ্ড চন্দনাভাবে কপূর বা রক্তচন্দন, রক্তচন্দনাভাবে নূতন বেনার মূল। নাগেশ্বরভাবে পদ্মকেশর, মেদ ও মহামেদ অভাবে শতমূল, জীবক ও ঋষভকাভাবে ভূমিকুশ্মাণ্ড, ক্ষীরকাকোলী অভাবে অশ্বগন্ধা, ঋদ্ধি বৃদ্ধির অভাবে চামার আলু। ভেলা অসহ্য হইলে রক্তচন্দন, ভেলার অভাবে চিতা। স্বর্ণাভাবে স্বর্ণমাক্ষিক, রক্তাভাবে রক্ত মাক্ষিক, স্বর্ণমাক্ষিকের অভাবে স্বর্ণ বর্ণ গেরিমাটি, স্বর্ণ ও রৌপ্যাভাবে লৌহও প্রশস্ত। মূক্তার অভাবে ঝিহুক, মধু অভাবে পুবাঁতন গুড়, মিছিরি অভাবে শ্বেতবর্ণ চিনি, চিনি অভাবে খাঁড়, ছন্ধাভাবে মুগ বা মসুরীর কাথ। পুরাতন গুড় অভাবে নূতন গুড় ৪ প্রহর রৌদ্রে গুড় করিয়া লইবে। ভূম্যামলকীর পরিবর্তে আমলকী। লৌহাভাবে মধুর, শ্বেতসর্ষপাভাবে কৃষ্ণসর্ষপ, চই ও গজপিপুল অভাবে পিপুলমূল। কুসুম অভাবে হরিদ্রা। পুষ্প অভাবে সেই বৃক্ষের অপক ছোট ফল। চামার আলুর অভাবে চুবড়ী আলু। মতাস্তরে মেদ স্থলে বেড়েলা বা অশ্বগন্ধা, মহামেদের পরিবর্তে অনন্তমূল, জীবকস্থলে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্তে বংশলোচন, ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলা ও বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষ চাকুলে বা অনন্তমূল এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর পরিবর্তে শতমূল গ্রাহ্য।

প্রতিনিধির জন্য সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্য সংযোগ করা কর্তব্য। ঔষধের তালিকার মধ্যে দ্রব্য বিশেষের অভাব হইলে তৎগুণ বিশিষ্ট পূর্ব বা পরবর্তী কোন দ্রব্য সংযোগ করিতে হইবে।

ভেষজের অঙ্গ গ্রহণ।

সাধারণতঃ ভেষজ বৃক্ষের মূলই গ্রহণীয়। উদ্ভিদের অঙ্গ বিশেষ অনুক্ত থাকিলে মূল বৃদ্ধিতে হইবে। বৃহৎ মূলের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া উহার বহুল গ্রহণ করা কর্তব্য। ক্ষুদ্র মূল সকলের সমস্ত অংশই গ্রহণীয়। ফলপ্রধান বৃক্ষের ফলই গ্রাহ্য। খদিরাদির সার, নিষাদির বহুল, দাড়িমাতির ফল ও পটোলদির পত্র গ্রহণীয়। বিলুপ্ত বহুল কিন্তু উদরাময়ে বিধগুষ্ঠ গ্রাহ্য।

দ্রব্যাদির ভাগ পরিমাণ অনুকৃত থাকিলে সমভাগ গ্রহণ করিতে হইবে।

ভেষজ বিধান।

স্বরস, কক, কাথ, হিম ও ফাণ্ট এই পাঁচ প্রকার কষায়। ইহার প্রথম হইতে পঞ্চ পর লবু।

দ্রব্য কুট্টিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া গে রস বাহির করা যায়, তাহাকে স্বরস কহে। চূর্ণিত দ্রব্য আদ সের, জল ২ সের, ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে তাহাকে উত্তম রস কহে। স্বরসের অভাবে শুষ্ক দ্রব্য ষোলগুণ জলে দিয়া সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ থাকিতে ছাকিয়া লইবে। স্বরসের মাত্রা ৪ তোলা, অগ্নিসিদ্ধ রসের মাত্রা ৮ তোলা। কিন্তু এক্ষণে ইহা অপেক্ষা কম মাত্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

চিনি, গুড়, মধু, ববক্ষার, সর্জিকাক্ষার, লবণ, জীরক, ঘৃত তৈল ও চূর্ণাদি, স্বরসে ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিবে।

তণ্ডুল জলবিধি। কুট্টিত তণ্ডুল ৮ তোলা, জল ১২৮ তোলা ৫১৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল গ্রহণীয়।

হিমবিধি। কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, জল ১১২ তোলা, রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাকিয়া লইবে। ইহাকে শীত কষায়ও বলে। ইহার মাত্রা ২—৪ তোলা।

মস্থবিধি। জল ৬৪ তোলা, কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, মৃৎপাত্রে রাখিয়া সম্যকরূপে মস্থিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৪—৮ তোলা।

ফাণ্টবিধি। কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, উষ্ণজল ১ সের। ভিজাইয়া রাখিয়া ৩৪ ঘণ্টা পরে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৩—৮ তোলা। ইহার সঙ্গে গুড় চিনি মধু এক বা দুই তোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন বিধেয়।

কক্কবিধি। আদ্র বা শুষ্ক দ্রব্য জলসহ শিলাপিষ্ট করিবে। সেবনার্থ উহা হইতে রস বাহির করিয়া বিধান করিবে।

ভাবনাবিধি । চূর্ণ দ্রব্য সম্যক ভিজিয়া থাকে, একরূপ পরিমাণে রস বা কাথ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক হইলে পুনরায় রস বা কাথ দিতে হইবে। এক দিনে ২৩ বার ভাবনা দেওয়া যাইতে পারে। কোন দ্রব্যের কাথের দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে ভাব্য দ্রব্যের সমান কাথ্য দ্রব্য লইয়া কাথ্য দ্রব্যের আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্ট ভাগাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া তদ্বারা ভাবনা দিবে। রস বা কাথ দিয়া ভাব্য দ্রব্য উত্তমরূপে মর্দন করা কর্তব্য।

পুটপাকবিধি । ভেষজ দ্রব্য, বট জঙ্ঘু আদির পাত্রে উত্তমরূপে বেঠন করিয়া ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। লেপ অস্ত্রার বর্ণ হইলে উত্তোলন করিয়া ঔষধীয় দ্রব্য বাহির করিবে। পরে উহা নিম্নভাইয়া রস নিঃসারিত করিবে। কখন কখন পুটপাকের ঔষধ চূর্ণ বা বটিকাকারে ব্যবহৃত হয়।

উষোদক বিধি । অষ্টমাংশ বা চতুর্থাংশ ~~অ~~বশিষ্ট থাকিতে জল নামাইবে। ইহা পানে শ্লেষ্মা, আমবাত ও মেদ নষ্ট হয়। ইহা বস্তিশোধন ও দীপনকর, কাস খাস ও জরে পান করা বিধেয়।

ক্ষীরপাক বিধি । দ্রব্য হইতে দুগ্ধ ৮ গুণ আর দুগ্ধ হইতে জল ৪ গুণ, পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ করিয়া ছাকিয়া লইবে।

কাথ বিধি । কুট্টিত দ্রব্য ৮ তোলা, জল ২৫৬ তোলা, পাকশেষ ৩২ তোলা। মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিতে হইবে।

দ্রব্যের পরিমাণ ২ হইতে ৮ তোলা পর্য্যন্ত হইলে ১৬ গুণ জল দিবে। ৩২ তোলা পর্য্যন্ত হইলে ৮ গুণ এবং দুই সের পর্য্যন্ত দ্রব্য হইলে ৪ গুণ জল দিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। দ্রব দ্রব্যের দ্বৈগুণ্য অর্থাৎ ১৬ গুণ স্থানে ৩২ গুণ জল দিবার বিধি আছে।

কাথপান মাত্রা । উত্তম মাত্রা ১ পল, মধ্যম মাত্রা ৬ তোলা ও হীন মাত্রা ৪ তোলা।

কাথে চিনি ৪, ৮ বা ১৬ অংশ ক্ষেপণ করিবে। জীরক, শুগুণ্ডল, ক্ষার

লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু, ত্রিকটু একশাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ক্ষেপণ করিবে। মধুও সিকি বা আদ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে।

সাধারণতঃ বর্তমানকালে কাথ্য দ্রব্য সমষ্টি ২ তোলা, জল ৩২ তোলা। সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া দুই বায়ে পান করা বিধি আছে। যে কোন পাচন হউক না কেন তাহাতে যে কয়েক দ্রব্য আছে তাহাদের মোট ওজন ২ তোলা লইতে হইবে। এই পুস্তকে যেসকল কাথের উল্লেখ আছে তাহা এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিয়া সেবন করান বিধেয়।

অবলেহ বিধি। চূর্ণ ঔষধীর ৪ গুণ চিনি, বা চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় এবং দ্রব (জল) চারিগুণ দিয়া পাক করিবে। সুপক হইলে আটা আটা হইবে ও হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে গোলাকার হইবে।

বটীকা ও মোদক বিধি। চিনি ৪ গুণ ও গুড় দ্বিগুণ (চূর্ণের) দিয়া অগ্নিতে পাক করিয়া লেহবৎ করিবে, পরে মধু দ্বারা মোদক বা বটীকা বাধিবে। চূর্ণ সম মধু ও গুণগুলু দিতে হয়। মোদকে দ্বিগুণ দ্রব বা জল দিয়া পাক করিবে। ইহার মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই তোলা। কিন্তু এক্ষণে ইহা অপেক্ষা অনেক কম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়।

ঘৃত ও তৈলপাক বিধি। কক্ক দ্রব্যের চারিগুণ ঘৃত বা তৈল এবং স্নেহের চতুর্গুণ দ্রব দিয়া পাক করিতে হয়।

কাথ্য দ্রব্যের চতুর্গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পাদশেষ রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে তাহা স্নেহে অর্থাৎ তৈল বা ঘৃতে দিয়া পাক করিবে।

মূহু দ্রব্যো ৪ গুণ ও কঠিন দ্রব্যো ৮ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করা কর্তব্য। কিন্তু কেহ কেহ ৮ ও ১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিতে বলেন। মূহু দ্রব্য যথা গুলঞ্চাদি, কঠিন দ্রব্য যথা গুষ্টি আদি।

কাথ্য দ্রব্যের পরিমাণানুসারে যেক্রপ জল দিয়া কাথ প্রস্তুত করার বিধি আছে। তাহা কাথ বিধি দেখিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

জল দ্বারা স্নেহ সাধন করিতে হইলে কক্ক, স্নেহের চতুর্থাংশ হইবে। কাথ দ্বারা স্নেহ সাধন করিতে হইলে কক্ক, দ্রব্য স্নেহের ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ

স্বরস দ্বারা স্নেহ সাধন করিতে হইলে কক্ক দ্রব্য স্নেহের অষ্টমাংশ দিতে হইবে।

দুগ্ধ, দধির মাত ও তক্র দ্বারা স্নেহ পাক করিতে হইলে কল্ক দ্রব্য স্নেহের অষ্টমাংশ দিবে। এবং কক্কের সম্যক পাকার্থ উহার (কক্কের) চতুর্গুণ জল দিবে। উক্ত জল সহ কক্ক পেষণ করিয়া দিবে।

যখন স্নেহ পঞ্চ দ্রব (দুগ্ধ দধি স্বরস তক্র, কক্কোপযুক্ত জল) দ্বারা পাক করিতে হয়, তখন প্রত্যেক দ্রব স্নেহের সমতুল্য হইবে। দুগ্ধ দধি স্বরস ও তক্র মিলিত স্নেহের চতুর্গুণ হইবে। কেবল দ্রব্য (কক্ক) দ্বারা যখন স্নেহ পাক করিতে হয় তখন কক্ক জল পিষ্ট করিয়া দিবে ও স্নেহের চতুর্গুণ জল দিবে। যে স্থানে কেবল কাথ দিয়া স্নেহ পাকের বিধি আছে তথায় কাথ্য দ্রব্যের কক্কও স্নেহে যোজনা করিবে।

কক্ক দ্রব্য পুষ্প হইলে, জল স্নেহের ৪ গুণ ও কক্ক স্নেহের অষ্টমাংশ দিবে।

স্নেহের কক্ক বর্জিত, অঙ্গুলিতে বিবর্তিত ও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দহীন হইলে স্নেহ পাক সিদ্ধ হয়। স্নেহপাক তিন প্রকার যথা—মৃদু, মধ্য ও খর। কক্ক ঈষৎ স্বরস থাকিলে মৃদু পাক, কক্ক নীরস ও কোমল হইলে মধ্যপাক এবং কক্ক ঈষৎ কঠিন হইলে খরপাক বলে। তদূর্দ্ধ হইলে দধি পাক রুহে। তাহা কোনরূপ ফলপ্রদ নহে। নস্যার্থ মৃদু পাক, সর্ব কর্মে মধ্য পাক ও অভ্যঙ্গার্থ খর পাক বিধেয়।

স্নাত তৈলাদি একদিনে পাক সমাধা করা উচিত নহে। ১০।১৫ দিন বা মাসাবধি ধরিয়া উহার পাক করিবে অর্থাৎ কাথাদি দ্রব পদার্থ ক্রমে ২ তৈলাদিতে দিয়া সিদ্ধ করিবে। মূং, লোহ বা তাম্র পাত্রে স্নেহ পাক করিবে। কেহ কেহ মৃগায় পাত্র সর্ষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন। বিশেষ প্রয়োজনকালে ৫।৭ দিনেও স্নেহ পাক সমাধা করা যাইতে পারে।

তিল তৈল মুচ্ছাবিধি। দৃঢ় কটাছে মন্দ মন্দ অগ্নিতে তৈল পাক করিবে। তৈল নিক্ষেপ হইলে নামাইবে, শীতল হইলে পেষিত

হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে। পরে কুট্টিত ও জলসিক্ত মঞ্জিষ্ঠা (তৈলের ষোড়শাংশ) ক্রমশঃ তৈলে দিবে। তদনন্তর লোধ মূতা নালুকা আমলকী বহেড়া হরীতকী কেয়ার মূল বালা চূর্ণ প্রত্যেকে মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ তৈলের ১/৪ অংশ জল সংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে। কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছু দিন তদবস্থায় রাখিবে। হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠার সিকি দিতে হয়। সাধারণতঃ কাঁচা হরিদ্রাই প্রযোজিত হইয়া থাকে। তৈলের সহিত কক্ক ও কাথাদি দ্বারা পাক করিবার সময় মুচ্ছা দ্রব্য ছাকিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। মুচ্ছা ক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণ হইয়া উহা স্নিগ্ধ ও অরুণ বর্ণ হয়।

কটু তৈল মুচ্ছাবিধি। পূর্ববৎ, কেবল মুচ্ছা দ্রব্য এইগুলি দিতে হয়। যথা—আমলকী হরিদ্রা মূতা বেলছাল দাড়িমছাল নাগেশ্বর কুম্বজীরা বালা নালুকা ও বহেড়া।

এরও তৈল মুচ্ছাবিধি। মঞ্জিষ্ঠা মূতা ধনে ত্রিফলা জয়ন্তীপত্র বালা বনধেজুর বটেরঝুরি হরিদ্রা দারুহরিদ্রা নালুকা ও কেয়ারমূল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, তৈল ৪ সের, কাঁজি ও দধি তৈলের সমান। পূর্ববৎ মুচ্ছা দিবে।

ঘৃত মুচ্ছাবিধি। ৪ সের ঘৃতে প্রথমে হরিদ্রা ৮ তোলা, তৎপরে লেবুর রস ৮ তোলা দিবে। তদনন্তর হরীতকী আমলকী বহেড়া মূতা প্রত্যেকে ৮ তোলা (মুচ্ছা দ্রব্য) ও জল ১৬ সের দিয়া পাক করিবে।

লাক্ষারস। আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট করিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। কেহ কেহ ছয় গুণ জলে সিদ্ধ করিতে উপদেশ দেন।

মাংস রস। ঘন রস গ্রহণ করিতে হইলে মাংস ১১০ সের, জল ৪ সের; যে পর্য্যন্ত মাংস উত্তমরূপ সিদ্ধ না হয়, ততকাল পাক করিয়া

অবতারণ ও হস্ত দ্বারা চট্কাইয়া পরে কাপড় দিয়া ছাকিয়া লইবে। তরল রস করিতে হইলে মাংস তিন পোয়া দিবে। ঘূষ পাক করিতে চতুর্দশ গুণ জল দেওয়া কর্তব্য। পাদবশেষ থাকিতে নাশাইয়া ছাকিয়া লইবে।

গন্ধপাক। প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত পৃথক পৃথক স্নেহের পাক করিতে হয়। অবশেষে ককপাক। ককপাক করিবার সময় স্নেহে, স্নেহের চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিতে হয়। তদনন্তর গন্ধদ্রব্য সহ পাক করা কর্তব্য। গন্ধপাকার্থ নিম্নলিখিত গন্ধদ্রব্য দিতে হয়। যথা—এলাচ (ছোট) দারচিনি লবঙ্গ কুসুম অণুর মুবামাংসী কক্কোল জটামাংসী শঠী তেজপত্র খেতচন্দন মৃতা লতাকস্তুরী কুড় শৈল্যে বেনারমূল গন্ধবিরোজা মেথী সরলকাষ্ঠ দোনা গেটেলা প্রিয়ঙ্গু জায়ফল জীরা বচ খাটাশী রেণুক নালুকা পদ্মকাষ্ঠ জইত্রী নথী কপূর মৃগনাভি কুন্দরখোটা শিলারস গুল্ফা দেবদারু, মিলিত তৈলের অষ্টমাংশ (কেহ কেহ ককের সমান দিতে বলেন) দেওয়া কর্তব্য। পাকের পূর্বে এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য জলসহ কুট্টিত করিয়া তৈলে দিয়া তৈলের সমান জল দিয়া পাক করিবে। অবশেষে তৈল ছাকিয়া লইয়া কপূর মৃগনাভি শিলারস ও নথী তৈলের সহিত মিশাইবে। গন্ধপাকের সময় এই দ্রব্য চতুষ্ঠয় দিতে হইবে না। ৪ সের তৈলে উক্ত গন্ধদ্রব্য সমস্ত প্রত্যেকে ১ তোলা ও কপূর ৪ তোলা দিতে কেহ কেহ বলেন। কেয়া, জুই, জাতী, চাঁপা, মাধবী, কদম্ব, মল্লিকা, নাগেশ্বর, কুটজ, পাকুল এবং অন্যান্য সুগন্ধি পুষ্প ও তৈলে মিশ্রিত করা যাইতে পারে। ঘৃত পাক কালে গন্ধদ্রব্য দিতে হয় না।

আসবারিষ্ট বিধি। দ্রব ৬৪ সের, গুড় ১০০ পল, মধু ৫০ পল, প্রক্ষেপ দ্রব্য গুড়ের দশমাংশ অর্থাৎ ১০ পল। যেস্থানে পরিমাণ অনুসৃত থাকে, তথায়ই কেবল এই নিয়ম, অন্যত্র নহে। ঔষধ দ্রব্যের কাথ দ্বারা প্রস্তুত হইলে অরিষ্ট কহে। আর ঔষধ দ্রব্য সিদ্ধ না করিয়া কেবল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রস্তুত করিলে আসব হয়। আত্মত পাত্রে সমস্ত দ্রব্য একত্রে একমাস ভিজাইয়া রাখিলে অন্তরুৎসেক হইয়া আসব বা অরিষ্ট-রূপে পরিণত হয়।

মহাপুট । গভীরতা ও বিস্তৃতিতে কুণ্ডলী চারিদিকে ২ হাত করিয়া হইবে। এক সহস্র বনোপল দ্বারা উহা পূরণ ও তন্মধ্যে কোষ্ঠরুদ্ধ ঔষধ দ্রব্য স্থাপিত করিয়া তৎপরে তত্পরি আর অর্দ্ধ সহস্র বন ঘুটে দিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিবে, ইহাকে মহাপুট কহে। অগ্নি নির্দোষ হইয়া গেলে ঔষধ উদ্ধৃত করিবে।

গজপুট। ১১০ হাত গভীর ও আয়তে একটা কুণ্ড কাটিয়া বনোপল দ্বারা অর্দ্ধেক পূরণ করিবে, পরে ঔষধ দ্রব্য সরাব সংপূট বা মুষা-যুস্মে রুদ্ধ করিয়া তত্পরি স্থাপন করিবে। পরে বনোপল দ্বারা সমস্ত গর্ত পরিপূরিত করিয়া অগ্নি দিবে।

বারাহপুট । মুটুম হস্ত পরিমিত গর্ভে পুটপাক করিলে তাহাকে বারাহ পুট কহে।

কুক্কুট পুট । বিঠস্তি (এক বিগাত) বা ১৬ অঙ্গুলি পরিমিত গভীর কুণ্ডে পোড় দিলে কুক্কুট পুট কহে।

কপোতপুট । যে খাতে আটখানি ঘুটিয়ার অগ্নিতে পোড় দেওয়া হয়, তাহাকে কপোত পুট কহে।

লঘুপুট । মুষাযন্ত্রের নিম্ন ও উপরে অন্ন কয়েকখান ঘুটে দিয়া পোড় দিতে হয়।

বালুকাযন্ত্র । ১৬ অঙ্গুলি গভীর ভাণ্ডে কুপিকা নিহিত করিয়া কুপিকার কণ্ঠ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা পরিপূরণ করিয়া অগ্নিতে পাক করিলে তাহাকে বালুকাযন্ত্র কহে। একটা হাঁড়ির অর্দ্ধেক বালুকা দ্বারা পূরণ করিয়া তত্পরি মুষাবদ্ধ ঔষধ রাখিয়া সমস্ত হাঁড়ি বালুকা পূর্ণ করিবে, পরে নিচে জাল দিবে। এইরূপ জাল ২১৩ বা ৪ ঘণ্টা দিতে হয়। ফেহ-কেহ উক্ত পাত্রের উপর ধান্য ছড়াইয়া দিতে বলেন। ধান্য যখন ফুটিয়া যায়, তখন পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

দোলাযন্ত্র । ঔষধ দ্রব্য বস্ত্রমধ্যে বা ভূর্জপত্রে বাধিয়া কাঁজিপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়া হাঁড়ির নিচে জাল দিতে হয়। কাঁজি ভিন্ন

জল বা অন্য কোন দ্রব পদার্থ দ্বারা সময়ে সময়ে হাঁড়ি পূর্ণ করিতে হয়।

মূষায়ন্ত্র । ধান্যের তুষ, মৃত্তিকা ও খড়িমাটি দ্বারা মূষা প্রস্তুত করিবে। কর্মকারেরা সচরাচর যেরূপ মূচী ব্যবহার করে, তাহাতে অনায়াসে কার্যসিদ্ধি হয়। একটি মূচীতে ঔষধ রাখিয়া আর একটি তরুণি আবৃত করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া রোঁড়ে শুক করিবে। মূচীর উপরে প্রথমে কর্দমসিক্ত বস্ত্রখণ্ড আচ্ছাদন দিয়া পরে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া শুক করিলেও হয়। কিণুক ঘরের মধ্যে ঔষধ দ্রব্য পুরিয়া ও লেপ দিয়া কোন কোন ঔষধ পাক করিতে হয়।

শ্বেদন যন্ত্র । কাঁজি বা জল পূর্ণ হাঁড়ির মুখে বস্ত্রখণ্ড বাধিয়া তরুণি শ্বেদ্য দ্রব্য দিয়া সরাব বা মালশা দ্বারা ঢাকিয়া হাঁড়ির নিচে জাল দিবে।

বিদ্যাধর যন্ত্র । একটি হাঁড়ি বা স্থালীর মধ্যে জল বা ভেষজ দ্রব্য রাখিয়া তাহার মুখোপরি আর একটি স্থালী বা মালশা রাখিয়া লেপিবে। উর্দ্ধপাত্রে জল দিয়া নিচের পাত্রে ৪ গ্রহব পর্য্যন্ত জাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। ঔষধ উর্দ্ধ পাত্রের অধোদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে। উর্দ্ধপাতন যন্ত্রও এইরূপ। বোতলের মধ্যে ঔষধ দ্রব্য পুরিয়া ও বোতলের চারিদিক কর্দমসিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবৃত করিয়া ও মৃত্তিকার দ্বারা লেপিয়া শুক করিবে। পরে উহা বালুকা যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া পাক করিবে। ঔষধ উর্দ্ধপাতন ক্রিয়া প্রভাবে বোতলের গলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ভূধর যন্ত্র । গর্ত মধ্যে মূষা রাখিয়া উহার সমস্তাঙ্গ বালুকা দ্বারা পূরণ করিয়া ও দীপ্ত উপল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পোড় দিলে তাহাকে ভূধর যন্ত্র কহে।

ডমরু যন্ত্র । একটি কলসীর উপর আর একটি কলসী রাখিয়া ঔষধ পাক করাকে ডমরুযন্ত্র কহে। নিচের কলসীতে ঔষধ স্থাপন করিতে হয়।

তীর্থ্যকপাতন যন্ত্র । চূয়নে প্রকুরণ যদ্বারা সম্পন্ন হয়, তাহাকে তীর্থ্যক পাতন বা বকযন্ত্র কহে ।

ঔষধ প্রস্তুতের ডাক্তারী রীতি ।

সার প্রস্তুত বিধি ।

১। হরিত সার । বনজ দ্রব্যের সরস বঙ্গল ও মূলাদির নিম্পী-
ড়িত রসকে ২১২ তাপাংশ পর্য্যন্ত তপ্ত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিবে, পরে
জলশ্বেদন যন্ত্র দ্বারা ১৬০ তাপাংশের অনধিক সম্ভাপে যথাযোগ্য গাঢ়ত্ব
প্রাপ্ত করাইবে । সরস পত্র হইতে সার প্রস্তুত করিতে হইলে, উহার
নিম্পীড়িত রসকে ১৩০ তাপাংশ পর্য্যন্ত তপ্ত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া
তাহার বর্ণজনক হরিৎ পদার্থকে পৃথক্ করিয়া রাখিবে । পুনরায় ঐ
রসকে ২০০ তাপাংশ পর্য্যন্ত তপ্ত করিয়া তাহার সংযত আণুলালিক পদা-
র্থকে ছাঁকিয়া ফেলিবে, পরে জলশ্বেদন যন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া শর্করার
পাকের ন্যায় হইলে পূর্বেকৃত পৃথক্ভূত বর্ণপদার্থ ইহার সহিত মিলাইয়া
১৪০ তাপাংশের অনধিক সম্ভাপে যথোপযুক্ত গাঢ় করিয়া লইবে । গাঢ়
করিবার সময় অনবরত খুস্তি দ্বারা বিড়োলািত করিবে ।

২। জলীয় সার । শুষ্ক বনজ দ্রব্যকে শীতল বা উষ্ণজলে
ভিজাইয়া ফাট প্রস্তুত করিয়া ঐ ফাটকে অগ্নি সম্ভাপ দ্বারা যথোপযুক্ত
গাঢ় করিয়া লইবে । শীঘ্র নষ্ট না হয়, এই উদ্দেশে কোন কোন জলীয়
সারের সহিত কিঞ্চিৎ সুরা মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হয় ।

৩। সুরাবাসিত সার । ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে সুরা দ্বারা
অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া সুরা চুয়াইয়া ফেলিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে
অগ্নি সম্ভাপ দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ় করিবে ।

অরিষ্ট প্রস্তুত বিধি ।

ঔষধ দ্রব্যের চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচা, ৭১০ ছটাক সুরাতে ৪৮ ঘণ্টা

পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সমুদায়কে পার্কোলেশন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া আর আড়াই ছটাক সূরা ঢালিয়া দিবে। আধারভাণ্ডে সমুদায় অরিষ্ট নির্গত হইলে যন্ত্র মধ্যস্থ ঔষধকে চাপিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও নির্গত করিবে। পরিশেষে অপর সূরা সংযোগ দ্বারা দশ ছটাক পূর্ণ করিবে।

পার্কোলেশন যন্ত্রের বিবরণ। একটি ছই মূখ খোলা দীর্ঘ কাচের বা বাঁশের চোস্তার এক মুখ শোষক কাগজ ও বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিবে, পরে তন্মধ্যে ঔষধ দ্রব্যের চূর্ণ রাখিয়া তদুপরি সূরা ঢালিয়া দিবে, ঐ সূরা উক্ত চূর্ণ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সার অংশ গ্রহণ পূর্বক শোষক কাগজের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ বিন্দু বিন্দু হইয়া নিচে স্থাপিত আধার ভাণ্ডে পড়ে।

এই গ্রন্থোক্ত সমুদায় অরিষ্ট দেশী সূরা দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে।

জলশ্বেদন যন্ত্র।

এক পাত্রে জল পূর্ণ করিয়া উষ্ণ করিবে পরে ঐ জলোপরি পাত্রান্তর সংস্থাপন পূর্বক তাহাতে ঔষধ দ্রব্য রাখিয়া নীচের পাত্রে সম্ভাপ প্রদান করিবে। নানা প্রকার ঔষধ গুণ্ড করিতে কিম্বা চুয়াইবার জন্য এই যন্ত্র প্রয়োজন হয়।

বালুকা যন্ত্র।

প্রথমতঃ একটি লৌহ পাত্রে বালুকা পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সম্ভাপ প্রদান করিবে এবং বালুকোপরি যথোচিত পাত্র স্থাপিত করিয়া ঐ পাত্রে ঔষধ রাখিয়া, শোষণাদি ক্রিয়া নির্বাহ করিবে।

চুয়ান প্রকরণ।

প্রথমতঃ ঔষধ দ্রব্যকে খণ্ড খণ্ড রূপে কর্তন করিয়া জলপূর্ণ কোন পাত্রের মধ্যে পুরিতে হয়, পরে ঐ পাত্রের মুখ ভাগে, একটি নল দিয়া অব-

শিষ্ট সমুদায় ভাগ আচ্ছাদন করতঃ ঐ নল অপর কোন জলোপরিস্থ শীতল শূন্য পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া পাত্রের মুখ আঁটিয়া দিতে হয়। অনন্তর প্রথম পাত্রের তলভাগে জাল দিলেই উহার অভ্যন্তরস্থ ঔষধীয় দ্রব্যের রস সকল বাষ্পের আকারে উদ্ধাত হইয়া অপর শূন্য পাত্রমধ্যে প্রবেশ করে। বালুকা যন্ত্র, জলষেদন যন্ত্র বা দীপশিখা দ্বারা উত্তাপ প্রদান করিবে।

বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিবার ও রাখিবার নিয়ম।

শুষ্ক বনজ দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিবে। বর্ষা ও হিমাদিতে ভিজা হইলে গ্রহণ করিবে না। ঐ সকল দ্রব্য প্রতি বৎসর নূতন নূতন সংগ্রহ করিবে। এক বৎসর অতীত বা হীন হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে।

বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিতে হইলে শাখা ও পত্র নির্গমের পূর্বে বৃক্ষমূল উৎপাটন করিয়া লইবে। বৃক্ষের বন্ধন প্রয়োজন হইলে, যে সময়ে বন্ধন বৃক্ষ হইতে অনায়াসে পৃথক হইতে পারে, সেই সময়ে সংগ্রহ করিবে। বৃক্ষের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইলে এবং বীজ পরিপক হইবার পূর্বে পত্র সকল সংগ্রহ করিবে।

বীজ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত পরিপক ফল আহরণ করিবে। ঐ বীজ সকল খোলা হইতে পৃথক করিয়া রাখিবে না, প্রয়োজন হইলেই খোলা হইতে পৃথক করিয়া লইবে।

এই সকল ঔষধ কিছুকাল রাখিবার আবশ্যক হইলে মৃদু সস্তাপ দ্বারা উহাদিগকে শুষ্ক করিয়া যথোচিত ভাণ্ডের ভিতর রাখিবে এবং ঐ ভাণ্ড এমন স্থানে রাখিবে, যে উহাতে অধিক উত্তাপ বা ঠণ্ডাত্যস্পর্শ না হয়।

ভারত ভৈষ্ণব তৈল ।

অণুর ।

একুইলোরিয়া এগালোচা নামক বৃক্ষের স্ফগ্নিক কাষ্ঠ ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । চন্দনকাষ্ঠের ন্যায় গোলাকার
থণ্ডে বিক্রীত হয় । বর্ণ কৃষ্ণ, বিশেষ স্ফগ্নিকযুক্ত । ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী
তৈল আছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উষ্ণ, কটু তিক্ত তীক্ষ্ণ স্ফগ্ন
পিত্তল লঘু । ইহা কর্ণ চক্ষু রোগের ও বাতকফনাশক । কৃষ্ণ অণ্ডক অধিক
গুণবিশিষ্ট । আয়ুর্বেদমতের বিবিধ ঔষধ ও তৈল প্রস্তুত করিতে ইহা
ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অঙ্কোট ।

অপর নাম—অঙ্কোল, ধল আঁকড়া ।

ম্যালানজিয়ম লামারকিয়াই নামক বৃক্ষ । ইহার মূল ব্যবহার্য্য ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । দ্রব্য পীতাভ শ্বেতবর্ণ পত্র, পত্রের
পার্শ্ব হইতে হাতিগুড়ার ন্যায় এক একটা আঁকড়া বাহির হয় । হাতি-
গুড়ার গাছের সঙ্গে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে । কটু তীক্ষ্ণ মিত্ত উষ্ণ ।
বঙ্গদেশের শুষ্ক স্থানে কৌটিক অগ্রহায়ণ মাসে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । লঘু, সংকোচক, রেচক, কুমি,
শূল আম. শোফ বিসর্প কফ রক্তপিত্ত ও মূষকাদি বিষাপহ । ইহার
কল শীতল স্বাদু, শ্লেষ্মায়, বৃংহণ গুরু বলা বিরেচক এবং বাতপিত্ত দাহ
ও ক্ষয়নাশক । ধল আঁকড়ার মূলের কক তণ্ডুলাধু ও মধুর সহিত
পান করিলে প্রবল অভিষার নিবারণ হয় । ভাষ:

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অঙ্কোট বটিকা । ধল আঁকড়া মূল, আকনাদি মূল ও দারু হরিদ্রা প্রত্যেকে ৮ তোলা, চালুনি জলে বাটিয়া ১ তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বটিকা চালুনি জল দিয়া সেবন করিলে বাতপিত্ত কফোদ্ভূত, দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ অতিসার নষ্ট হয়। ভাব:

অনন্ত মূল ।

ম্যাসক্লিপিয়ারডেনী জাতীয় হেমিডিসমিস্ ইণ্ডিকস নামক লতার মূল। ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশের সকল স্থানেই সচবাচর জন্মে। দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক বহুত হইয়া থাকে। সার্সাপারিলার পরিবর্তে ব্যবহৃত।

স্বরূপ ও রাসায়নিকতত্ত্ব । ইহার মূল সকল মলাকার বক্র, দ্বিযং পীতাভ পাটল বর্ণ, বিশেষ গন্ধযুক্ত, দ্বিযং তিজ্জাস্বাদ। এক প্রকার উদ্বারী তৈল ও হিমিডিসমিণ নামক বীৰ্য্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকর, পরিবর্ক, মূত্রকারক স্বেদজনক, আশ্লেয়, স্নিগ্ধকারক। সার্সাপিক দোর্দ্বল্য, সার্সাপিক উপদংশ, ঔপদংশিক ক্ষত, পুরাতন বাত, জ্বর ও চর্ম্মপীড়ায় প্রযোজ্য। ডাং ওনানেসী ইহাকে সার্সাপারিলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন।

প্রয়োগরূপ ।

অনন্তমূলের ফাণ্ট । অনন্তমূল কুটিত ২১০ তোলা, ক্ষুটিত জল ৫ ছটাক। আবৃত পাत्रে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক।

অনন্তমূলের ক্কাথ । অনন্তমূল ২ ছটাক, জল দেড় সের, আবৃত পাत्रে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক। গৌণিক উপদংশ রোগে ইহার সহিত আইয়োডাইড অফ পটাশিয়াম মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অনন্তমূলের পাক । অনন্তমূল কুটিত ২ ছটাক, পরিষ্কৃত চিনি ১৪ ছটাক, ক্ষুটিত জল ১০ ছটাক । অনন্তমূল ও জল একত্রে আবৃত পাত্রে ৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে নিচে অপরিষ্কার পদার্থ জমিয়া গেলে উপরিস্থ স্বচ্ছ জল ঢালিয়া লইয়া চিনির সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পাক প্রস্তুত করিবে । সমুদায়ে ১ সের ৫ ছটাক ওজনে হইবে ।
মাত্রা ১—৪ ঠান ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

পিণ্ডতৈল । অনন্তমূল ধূম মঞ্জিষ্ঠা মোম ও হৃৎক সিদ্ধ তৈল বাতরক্তে প্রযোজ্য । ভাবঃ

মহাপিণ্ড তৈল । অনন্তমূল, নিম্ব, কুয়াণ্ড, পুইশাক, জাম ও গুল-
ফের রস বা কাথ, গব্য হৃৎক, কামরাস্তার রস এবং কঙ্কার্থ কাকোলী, ক্ষীর-
কাকোলী, জীবক, মেদ, স্তম্ভা, ক্ষীরিণী, মঞ্জিষ্ঠা, মোম, গুলফ, অনন্ত-
মূল, ধূনা, সৈন্ধব, রক্তচন্দন দিয়া তিল তৈল পাক করিবে । ইহা ব্যবহারে
বাতরক্ত, চর্মদল, পামা প্রভৃতি নষ্ট হয় । ভাবঃ

সারিবাদি কন্ধ । অনন্তমূল, বালা, মূতা, গুণ্ডী, কটকী একত্রে
পেষণ করিয়া ঐষদ্বয় জল সহ সেবন করিলে অল্পকালের মধ্যে সকল প্রকার
জ্বর নষ্ট হয় । মাত্রা ১—২ তোলা । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

উৎপল (হুঁদি) রক্তচন্দন, লোধ, বেনারমূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল
জল দ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিলে বিস্ফোটের দাহ নষ্ট হয় । ভাবঃ

অনন্ত, তিল, লোধ ও যষ্টিমধুর কষায় (কাথ) দ্বারা শিশুর মূখ ধৌত
করিয়া দিলে মুখস্ত্রাব নিবারণ হয় । ভাবঃ

অন্তমূল ।

রাসপ্লিপিয়াডেসী জাতীয় টাইলোফোরা রয়াজমেটিকা নামক বৃক্ষের
শুষ্ক পত্র । বঙ্গদেশ, মাল্লাজ, সিংহল দ্বীপ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য
প্রদেশে বালি প্রধান স্থানে জন্মে ।

স্বরূপ । শুষ্কপত্র ২। ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ, অথগু অণ্ডাকার, তীক্ষ্ণাগ্র উর্দ্ধ প্রদেশে মসৃণ, নিম্নপ্রদেশে লোমশ, দুর্গন্ধ ও কদর্য্য আশ্বাদ ।

ক্রিয়া । বমনকারক, শ্বেদজনক, কফ-নিঃসারক । ইপিক্যাকি-উয়ানহার পরিবর্তে ব্যবহার্য্য ।

আময়িক প্রয়োগ । রক্তামাশয় ও উদরাময় রোগে (জ্বর সম্বন্ধে) ২০০ হইতে ৫ রতি মাত্রায় দিবসে তিন চারি বার সেদনার্থ ডাং ওয়ারিং উপদেশ দেন । আবশ্যিকানুসারে ইহার সহিত মিউসিলেজ বা অহিফেন মিশ্রিত করা যাইতে পারে । ম্যালেরিয়া-জাত রোগে এই ঔষধ কুইনা-ইনের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে ডাং ওয়ারিং বলেন ।

পুরাতন বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ, কাশি, সর্দি প্রভৃতি রোগে যষ্টিমধুর পাক বা চূর্ণসহ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে উপকার দর্শে । ২ রতি মাত্রায় দিনে ২। ৩ বার দিবে ।

ইহার মূলও ব্যবহার হয় ; কিন্তু ডাং কার্কাস্টিক বলেন যে, মূল অপেক্ষা পত্র অধিক গুণকারী ও ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত । ডাং বিডি বিবেচনা করেন যে, ইহা শোষিত হইয়া ফুসফুসীয়-পাকাশয়িক স্নায়ুতে (নিমোগ্যাষ্ট্রিক) ক্রিয়া দর্শাইয়া বমন উৎপাদন করে । বাউকারক মাত্রা ৫—১৫ রতি । শ্বেদজনক ও কফ-নিঃসরণার্থ ১—২ রতি ।

ডাং ওসানেসীও ইহা ব্যবহারে সফল লাভ করিয়াছিলেন । আয়ু-র্ষেদমতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না ।

অপরাজিতা ।

অপর নাম—বিষ্ণুকান্তা ।

লিগিউমিনেসী জাতীয় ক্লাইটোরিয়া টারনেটীয়া নামক লতার মূল । বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সচরাচর জন্মে । অনেকে যত্নপূর্ব্বক পুষ্পোদ্যানে রোপণ করিয়া থাকেন ।

স্বরূপ । ইহার দুই প্রকার পুষ্প, শ্বেত ও নীলবর্ণ । পুষ্পভেদে লতাও দ্বিবিধ । ইহার মূল দীর্ঘ পীতাম্ব শ্বেত ও গোলাকার । দেবাক-

নার জন্য বিবিধ পুষ্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মূলের আশ্বাদ কষায়, কটু ও তিক্ত ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বিরেচক ও মূত্রকারক । ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, কলিকাতা মেডিকেল কলেজ আতুরালয়ে ডাং ওসানেসী ইহাব সুরাবাসিত সার ২৫০ হইতে ৫ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিয়া ইহাব উগ্র বিরেচন শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন । মেঃ মুরডেন শেরিক স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাব মূল বস্কল ৩০—৬০ রতি মাত্রায় ফাণ্ট প্ৰস্তুত করিয়া সেবনে লিঙ্গনাল ও মূত্রাশয়ের উগ্রতা নিবারণ করে এবং মূত্রকারক ও মুছ রেচক হয়, এই লতার বীজেরও বিরেচক গুণ আছে । ডাং শর্ট বলেন ঈষৎ ভর্জিত বীজ ৩০ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিরেচন হয় । ডাং ডিমকও উত্তমভেদে পোষকতা করেন । ডাং হেনিস বলেন যে, ইহার পুষ্পের পাকে উত্তম রং হয় । অপরাজিতার পাতার রসের নস্য করিলে পালাঙ্গর আরোগ্য হয় বলিয়া কথিত আছে । ভাব প্রকাশ বলেন যে, ইহাব মূল মূত্র-রোগ, ত্রিদোষ, অগ্নি, শোথ, ব্রণ ও বিষাপহ এবং রেচক ও মূত্রকর ।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

যেত অপরাজিতার মূল, ঘটসহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গলগ্রহ প্রশান্ত হয় । ভাবঃ

নীল অপরাজিতা ও পিপুল মূল একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্রই যেত কুষ্ঠ নষ্ট হয় । ঐ

অপরাজিতামূল, চোরপুস্পী, দস্তীমূল, নীলবৃক্ষের মূল সমভাগে লইয়া ও জল দিয়া বাটিয়া গোমূত্র সহ সেবন করিলে উদরী ও গুল্মাদি রোগ নষ্ট হয় । চক্রঃ

অপাঙ্গ ।

অপরনাম—অপামার্গ, চিড়চিড়ে ।

প্যামারানতেসি জাতীয় স্যাচিরাহিস স্যাসপেরা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই সচরাচর জন্মে ।

ক্রিয়া । মূত্রকারক ও সংকোচক । ইহা মূলগ্রন্থির উপর মূত্ররূপে ক্রিয়া করে । তীক্ষ্ণ, দীপন, কটু তিক্ত, পাচন ।

আময়িক প্রয়োগ । মূত্রবস্ত্রের পীড়াজনিত উদরী রোগে ডাং-কর্নিস ইহা প্রয়োগ করিয়া বিশেষ সম্ভাবকর ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন । ডাং জি স্মিথ, জে শর্ট ও কানাইলাল দে প্রভৃতি ইহার মূত্রকারক গুণ উপলব্ধি করিয়াছেন । এই বৃক্ষ পোড়াইয়া যে ক্ষার পৃথক্ করিয়া, তাহা সেবনেও মূত্রকর হয় । এই ক্ষারে অধিক পরিমাণে পটাশ থাকে । এই ক্ষার গুণীর ফাট সহ উদরীরোগে প্রযোজ্য । ডাং টণর ও দে বলেন যে, বিষধর জন্তু ও সর্প দংশনে ইহার বীজ বা সপুষ্প অগ্রভাগ ব্যবহারে সফল উপলব্ধি হয় । বৃশ্চিকাদির দংশনে ইহার পাতা ও সপুষ্প শাখাগ্র বাটিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে । রক্তসাম্য ও উদরাময় রোগে ইহা ব্যবহারে বিশেষ হিতফল উপলব্ধি হয় । ইহার মূলের রস আত্মাণে পালাজর আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা ।

ভাব প্রকাশ বলেন যে, ইহা ছদ্মি কফ মেদ অনিল হৃদ্রজ অর্শ কণ্ডু শূল উদরী ও অপচীনাশক ।

প্রয়োগরূপ ।

অপাঙ্গ কাথ । অপাঙ্গ (সমগ্র গাছ) ১ ছটাক, জল ১৮ ছটাক সিদ্ধ করিয়া ১২ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অপামার্গ তৈল । অপামার্গ ক্ষার, জল ও তৎকল্প দ্বারা সাধিত তৈল তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাধির্ঘ্য ও কর্ণনাদ নষ্ট হয় । চক্রঃ

শিথরী তৈল । গৃহ ধূম, পিণ্ডল দেবদারু যবক্ষার করঞ্জ সৈন্ধব ও অপামার্গ বীজ দ্বারা তৈল পাক করিবে । ইহা প্রয়োগে নাসার্শ নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

অপাঙ্গ মূল, গোলমরিচ সহ সেবনে বিষচিকা ও শূল নষ্ট হয় । ভাবঃ

অপাঙ্গের পত্র ও গোলমরিচ সমভাগে লইয়া অশ্বলালার সহিত বাটিয়া অঞ্জন দিলে বিস্ফটিকা নষ্ট হয় । ভাবঃ

অপাঙ্গের বীজ ও সৈন্ধব সুপিষ্ট করিয়া নাড়ীবর্ণে (নালীকত) পুরণ করিয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে উহা আরোগ্য হয় । ঐ

অপাঙ্গের রসে মূলার বীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধা আরোগ্য হয় । ঐ

অভ্র ।

ইংরাজী নাম ট্যাল্ক ।

অভ্র ৪ প্রকার—শ্বেত, নৈহিত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ । শ্বেষোক্ত প্রকাবই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অভ্র কেবল আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতেই ব্যবহার হয় ।

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে । পরে উহার পাত বা স্তর খুলিয়া ফেলিয়া কাঁটানটের রস ও কাঁজিতে ৮ প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে অভ্র বিশোধিত হয় ।

ধান্যাভ্রক । কষল মধ্যে অভ্রের সিকিভাগ ধান্য দিয়া তিন রাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে হস্ত দ্বারা মর্দন করিলে কষল মধ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্র চূর্ণ পড়ে, ইহাকে ধান্যাভ্রক কহে

অভ্রমারণ । ধান্যাভ্রক শুষ্ক করিয়া ও অর্ক ক্ষীর দ্বারা মর্দন করিয়া চক্রাকার করিবে । তৎপরে উহা অর্কপত্রের বেঠন করিয়া শরাব সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে । এইরূপ সাতবার পোড় দিবে । তদনন্তর বট জটা কাথে মাড়িয়া ও পূর্বরূপ চক্রাকার করিয়া তিন বার পোড় দিবে । ইহাতে অভ্রমারণ সিদ্ধ হয় । মৃত্যভ্র সম পরিমিত ঘৃত সহ লৌহ কটাহে পাক করিবে । ঘৃত নিঃশেষ হইলে নামাইবে । এইরূপে প্রস্তুত অভ্র সর্ব কার্যে প্রযোজ্য ।

ধান্যাভ্রক গোমূত্র বা কুকুরশাকার পাতার রস দিয়া মাড়িয়া চাক্তি বাঁধিবে, পরে তাহা শরাব সংপুটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে । যখন অভ্র নিঃস্রব ও ইষ্টকৃৎ বর্ণ হইবে, তখনই ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে

জানিতে হইবে। একণত হইতে এক সহস্র পোড় দিনে অন্ন উৎকৃষ্ট গুণশালী হয়।

ডাং উদয়চাঁদ দত্ত মহোদয় রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, জারিত অম্ল সিলিকেট অফ পটাশ ও লৌহ আছে।

মারিত অভ্রের গুণ। কষায় মধুর আয়ুষ্কর ত্রিদোষনাশক। বলবীৰ্য্য ও পুষ্টিবৃদ্ধি, কামোদ্দীপক, পরিবৰ্ত্তক। বৃণ, মেহ, কুষ্ঠ প্লীহা, উদরী, গ্রন্থিবিশ ক্রমি প্রভৃতি রোগে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। মাত্রা ৩—৬ রতি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বিদ্যাধরাভ্র। বিড়ঙ্গ, মূতা, গ্রিফলা, ত্রিকটু, শুল্ক, দন্তী, ত্রিবং, চিতা প্রত্যেকে ২ তোলা, পুরাতন মধু ৩২ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, পাবদ ১১০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্রে মর্দন করিয়া স্নাত মধু সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ মাষা, গব্য দুগ্ধ বা জল সহ সেব্য। পারদ থলকুড়ীর রসে মর্দন করিয়া পরে গন্ধক সহ কজ্জলী করিবে। এই ঔষধ সেবনে পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত প্রভৃতি বোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

মহালক্ষ্মীবিলাস রস। অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল জইত্রী প্রত্যেকে ৪ তোলা, বৃদ্ধড়ক বীজ ও ধুস্তর বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা। পানের রসে মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটাকা পুস্তত করিবে। ইহাতে সান্নিপাতিক রোগ, কাস, ধ্বজতঙ্গ ও দৌর্বল্য আরোগ্য হয়। (ঐ) ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে এই ঔষধ পুস্তত করিতে হরিতাল না দিয়া স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলার স্থানে এক তোলা দেওয়ার বিধি উল্লিখিত আছে।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস রস। অভ্র ৮ ভাগ, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জইত্রী, জায়ফল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, বৃদ্ধড়ক বীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুশ্মাণ্ড-মূল, শতমূলী, গোরক্ষ চাকুলে মূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুর বীজ, হিজলবীজ, প্রত্যেকে ২ ভাগ। এই সমস্ত একত্রে পানের রস দিয়া মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ

বটিকা করিবে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, কাস শ্বাস প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। ঔষধঃ—

মন্মথাত্ত রস । পারদ গন্ধক অভ্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, কর্পূর বঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বিক্কেডক বীজ, জীরা ভূমিকুস্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়া বীজ, বেড়েলা, আলকুশীর বীজ, আতিস জৈত্রী জায়ফল লবঙ্গ সিদ্ধি বীজ, শ্বেত ধূনা, যমানি প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা লইয়া জলের সহিত মর্দন করিয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে, অল্পপান চক্ষু। ইহাতে ধ্বজভঙ্গ আরোগ্য এবং অত্যন্ত কামোদ্দীপন ও বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। ঐ

মদন মঞ্জরী বটী । অভ্র ৪ ভাগ, বঙ্গ ২ ভাগ, বসসিন্দুর ১ ভাগ, কৃষ্ণ ধৃত্তুর মূল চূর্ণ ১ ভাগ, দারচিনি • তেজপত্র এলাচ নাগেশ্বর জায়ফল মরিচ পিপুল গুঁঠ লবঙ্গ জাতীপত্র প্রত্যেকে ২ ভাগ, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে স্নাত মধু দিয়া মোদক বাধিবে। মাত্রা দুই হইতে চারি আনা। ইহা সেবনে মনে আনন্দোদয় ও কামোদ্দীপন হয়। ভাষঃ

জ্বরশনী রস । পারদ গন্ধক সৈন্ধব বিষ (কাঠবিষ) তাম্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ অভ্র প্রত্যেকে ৫ ভাগ, নিসিন্দা পত্র রসে মর্দন করিয়া পরে গোলমরিচ চূর্ণ ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ১ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে। পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ রোগে পানের রস সহ সেব্য। ঔষধঃ

অগ্নিকুমার রস । পারদ গন্ধক সোহাগা লৌহ কাঠবিষ ত্রিকটু বনযমানি অহিফেণ প্রত্যেকে সমভাগ, অভ্র সর্বসমান, চিতাব কাথে ৩ ঘটা মর্দন করিয়া গোলমরিচবৎ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অজীর্ণ ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। ঐ

হ্রলোচনামৃতাত্ত্র । অভ্র ৮ তোলা, কুল, চই, বেনার মূল, দাড়িম লেবুর রস, আমলকী, আমরুল প্রত্যেকের ৮ তোলা রস বা কাথে মর্দন করতঃ ৩ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ৩ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা

অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, কাস, প্লীহা, মেহ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।
ইহা বিশেষ বলকর । রসেজ সারসংগ্রহ

হরিশঙ্কর রস । অত্র আমলকীর রসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া ১ রতি
প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে প্রমেহ ও অন্যান্য মূত্রপীড়া উপশমিত
হয়। ঐ

অজুর্নাত্র । অর্জুন বৃক্ষের বৃক্ষের রসে অত্র ৭ বার ভাবনা দিয়া
১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

শৃঙ্গারাত্র । অত্র ১৬ তোলা, কপূর, জৈত্রী, বালা, গজপিপূল তেজ-
পত্র, লবঙ্গ জটামাংসী তালীশপত্র দারচিনি নাগেশ্বর কুড় ধাইফুল প্রত্যেকে
অর্দ্ধ তোলা, ছোট এলাচ, জায়ফল প্রত্যেকে ১ তোলা, হরীতকী, বহেড়া
আমলকী, গুঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে চারি আনা, পারদ অর্দ্ধ তোলা,
গন্ধক ১ তোলা, জলে মর্দন করিয়া সিদ্ধ চনক প্রমাণ বটীকা করিবে।
আদা ও পানের রস সহ সেব্য। ইহাতে শ্বাস ও কাসাদি নষ্ট
হয়। ঐঃ রহা

অম্লবেতস ।

অপর নাম—চূক্র

রিউমেক্স ভেসিকেরিয়াস নামক গাছ। ভাবতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে।

অম্লভেদন লঘু দীপন, হৃদ্রোগ শূল গুল্ম মূত্রদোষ প্লীহা উদাবর্ত হিকা
আনাহ অরুচি শ্বাসকাস অজীর্ণ বমন বাতব্যাধিনাশক। রুক্ষ পিত্তল,
ছাগমাংস দ্রবকর। ভাবঃ

অর্জুন ।

অপর নাম—ককুভ, বীরতরু ।

কম্বিটেনি জাতীয় টারমিনেলিয়া অর্জুনা নামক বৃক্ষের বৃক্ষ।
ভাবতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকর, সংকোচক তিক্ত, তৃষ্ণা কফাপহ। ইহাতে মূত্রাঘাত, অশ্মরী, হৃৎপিণ্ড পীড়া, ক্ষত ও সদ্যব্রণাদি আরোগ্য হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অর্জুন ঘৃত । অর্জুন বৃক্ষের বন্ধলের কন্ধ ও রস বা কাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে । ইহা সকল প্রকার হৃদাময়ে উপকারী । ভাবঃ

অর্জুনাদ্য ঘৃত ! অর্জুন বন্ধল, পটোলপত্র নিম্ব বচ যমানি আক-
নাদি, মঞ্জিষ্ঠা ভেলা অণ্ডক মূত্রা কুড় চিতে রক্তচন্দন বেনার মূল, গোক্ষুর
শ্বেতখদির, রক্তপুনর্ণবা, পটোলপত্র হরিদ্রা ত্রিফলা পাতরকুচী, অশ্বস্তক
(আবুটা পশ্চিমে খ্যাত) অর্জুন চই লোঁধ মঞ্জিষ্ঠা ও আতিস, ইহাদের কাথ
ও কন্ধ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে, প্রমেহ রোগে প্রযোজ্য । ভাবঃ

বীরতরাদ্য তৈল । অর্জুন, পাতরকুচি, গণিয়ারি, শোনাছাল
পাটলা, গুলঞ্চ, এবণ্ড, বেনার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, কুশ কাশ শর ও ইক্ষু মূল,
অপরাজিতা, কুলে খাড়া, শতমূলী, গোক্ষুর বীজ, অশোক, ব্রাহ্মী, গান্তারী
ফল ও মূল, ইহাদের কন্ধ ও কাথ দ্বারা তৈল পাক করিবে ইহাতে শর্করা
অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ, শূল নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

অর্জুন বৃক্ষের শুষ্ক চূর্ণ, ঘৃত ছন্ধ বা চিনি সহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ,
জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । ভাব

গোধূম ও অর্জুনছাল চূর্ণ, ছাগ ছন্ধ ও গব্য ঘৃত সহ পাক করিবে । ইহা
যক্ষু ও চিনি সহ সেবন করিলে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয় ।

অর্জুন শুষ্ক ছন্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে অস্থিভঙ্গ ও আঘাতে উপ-
কার করে । চক্রঃ

অলম্বুযা ।

লঘু স্বাদু, কুমি পিত্ত কফাপহ । ভাবঃ

অলম্বুযাদ্য চূর্ণ । অলম্বুযা, গোকুর বীজ, গুলঞ্চ, বৃদ্ধড়ক, পিপুল তেউড়ী, মুতা, বরুণ, পুনর্নবা, ত্রিফলা, শুষ্কী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ কাঁজি, তক্র বা হৃৎ সহ সেবনে আমবাত, শ্বয়থু নষ্ট হয় । ঐ

অলম্বুযা চূর্ণ কাঁজির সহিত পান করিলে স্থলকায় ব্যক্তিদের গাত্র দৌর্গন্ধ নিবারিত হয় । ঐ

অশোক ।

লিগিউমিনোসি জাতীয় সারাকা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের বহুল । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রায় জন্মে । বসন্তকালে ইহার পুষ্প হইয়া থাকে, তখন এই বৃক্ষ দেখিতে অত্যন্ত সৌন্দর্য্যশালী হয় ।

শীতল তিক্ত, গ্রাহী, বর্ণ্য কষায় । অপচী, তৃষ্ণা দাহ কুমি শোথ বিষ ও রক্তজিৎ, ইহার বিশেষ গুণ সংকোচক ও রক্তরোধক, রক্তসাধিক্য ও প্রদর রোগে ব্যবহার্য্য ।

অশোক ঘৃত । অশোক বহুলের কাথ, জীরার কাথ, তণ্ডুলাম্বু, ছাগহৃৎ, কেণ্ডুরিয়ার রস প্রত্যেকে ৪ সের, গব্য ঘৃত ৪ সের, কঙ্কার্থ-জীরক ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাসানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়াল বীজ, পরুষফল, যষ্টিমধু, অশোক মূল, কিসমিস, শতমূলী কাটানটের মূল প্রত্যেকে ৪ তোলা দিয়া পাক করিবে । পাকান্তে শীতল হইলে ৬৫ তোলা চিনি মিশ্রিত করিবে । ইহা সেবনে সকল প্রকার পুদর, কুক্ষিশূল, কটিশূল প্রভৃতি নষ্ট হয় । ভৈঃ রসঃ

অশোক বহুল ৮ তোলা, জল ৮ সের, পাকশেষ ২ সের, উহার সহিত হৃৎ ২ সের জল দিয়া হৃৎবিশেষ রাখিবে । ইহা সেবনে রক্তপুদর নষ্ট হয় । ভাবঃ

অশোক বহুলের কাথ হৃৎ সহ সেবনে রক্তপুদর নষ্ট হয় । ঐ

অশ্বগন্ধা ।

সোলেনেসী জাতীয় উইথানিয়া সম্মিফেয়া নামক বৃক্ষের মূল । বঙ্গ-দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য পুদেশে জন্মে ।

এই বৃক্ষের মূলের গন্ধ অশ্বের গাত্রের গন্ধের ন্যায়, তজ্জন্য এই নামে আখ্যাত হইয়াছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকর, পরিবর্তক, কামোদ্দীপক । বায়ু শ্লেষ্মা শ্বিত্র শোথ ও ক্ষয়াপহ ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অশ্বগন্ধাদি চূর্ণ । অশ্বগন্ধামূল ও বৃদ্ধক মূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে । অর্দ্ধ হইতে এক তোলা মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেব্য । ইহাতে পুষ্টিবিধান ও কামোদ্দীপন হয় । শব্দ:

অশ্বগন্ধা ঘৃত । অশ্বগন্ধা মূলের কঙ্ক ১ ভাগ, দুগ্ধ ১০ ভাগ, ঘৃত ১ ভাগ একত্রে পাক করিবে । ইহা সেবনে বালকের পুষ্টিবৃদ্ধি হয় । চন্দ্র:

অশ্বগন্ধা তৈল । অশ্বগন্ধার কাণ্ড ও কঙ্ক এবং দুগ্ধ দ্বারা পাচিত তৈল অভ্যঙ্গ করিলে কুশাগ্র ব্যক্তিদিগের শরীর পুষ্ট হয় । ভাব:

অমৃত প্রাশাবলেহ । গব্য ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ ছাগমাংস ২২০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, অশ্বগন্ধা ১২০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃতমুচ্ছার্থ—কুঙ্কুম ৪ তোলা, কঙ্কার্থ—বেড়োলা, গোধূম অশ্বগন্ধা গুলঞ্চ গোক্ষুর কেশুর ত্রিকটু ধনে, তালাক্ষুর ত্রিফলা মৃগনাভি (লতাকান্তরী) আলকুনী বীজ, মেদ মহামেদ কড় জীবক ঋষভক শঠী দারুহরিদ্রা পিয়ব্ব, মজ্জিষ্ঠা, তগরপাছকা, তালীশপত্র এলাচ তেজপত্র দারচিনি নাপেশ্বর জাতীপুষ্প রেণুক, সরল কাঠ, জৈজী ছোটএলাচ সূদি-পুষ্প, অনন্তমূল তেলাকুচার মূল, জীবন্তী ঋদ্ধি বৃদ্ধি যজ্ঞভূষুর পুত্রেকে ২ তোলা দিয়া যথারীতি পাক করিবে । পাকান্তে শীতল হইলে ঘৃত ছাকিয়া লইয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১—২ তোলা, অল্পপান উষ্ণ দুগ্ধ । এই ঘৃত বিশেষ পুষ্টিকর, ইহা সেবনে প্রমেহ ধ্বজভঙ্গ পুষ্টি পীড়ার শান্তি এবং বল, শুক্র ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় । ভৈঃ রস।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

অশ্বগন্ধা বেড়েলা গাম্ভারী শতমূলী পূর্ণবা দ্বারা সিদ্ধ হৃৎক সেবনে ক্ষত ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয় । ভাবঃ

অশ্বগন্ধা হৃৎকের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঘৃত বা তৈল সহ সেবনে কৃশতা নষ্ট হইয়া পুষ্টি বৃদ্ধি হয় । ইহা বালকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত । এ

অশ্বগন্ধার কাথ সহ হৃৎক সিদ্ধ করিয়া ঘৃত সহযোগে ঋতুস্রাবের পর পান করিলে বক্ষ্য্য দোষ নিবারণ হয় । এ

অশ্বগন্ধার কাথ, হৃৎক ঘৃত তৈল বা ঈষৎ জলের সহিত অর্দ্ধ মাস সেবন করিলে দেহের পুষ্টি ও বীৰ্য্যবৃদ্ধি হয় । এ

অশ্বথ ।

আর্টিসিয়া জাতীয় ফিক্স রিলিজিয়োজা নামক বৃক্ষের বকল । ভারত-বর্ষে জন্মে ।

পিত্ত শ্লেষ্মা ও ব্রণ রক্তজিৎ, গুরু কটু রুক্ষ বণ্য ষোনি বিশোধক ।

অশ্বথ বট যজ্ঞডুমুর পাকুড় ও নিম্বছালকে পঞ্চ বকল ও ইহাদের কাথকে পঞ্চবকল কষায় কহে । এই কষায় ক্ষত ঘোত, পুদ্রাদিতে পীচ-কারি ও মুখরোগে কবচরূপে প্রযোজ্য ।

গুরু অশ্বথ বকল অগ্নি দগ্ধ করিয়া জলে ফেলিয়া দিবে । পরে সেই জল ছাকিয়া লইয়া পান করিলে ছর্দি নিবারণ হয় । ভাবঃ

অশ্বথ আরথধ, বট বৃক্ষের ফল, রক্তচন্দন ও মঞ্জিষ্ঠার কাথ মধুসহ পান করিলে পুমেহ নিবারিত হয় । এ

অশ্বথ বট যজ্ঞডুমুর পাকুড় ও বেতস বকল ঘৃতনহ বাটিয়া লেপ দিলে বিদ্রবী নষ্ট হয় । এ

অশ্বথ যজ্ঞডুমুর অর্জুন জাম ও লোধ চূর্ণ দ্বারা অবধূলিত করিলে শীঘ্রই ব্রণ (ক্ষত) পুরিয়া উঠে । এ

অশ্বথ বৃক্ষের কক্ক হৃৎক পেষিত করিয়া প্রলেপ দিলে নাচ্ছ (মাছতে বা ছুলী) নষ্ট হয় । এ

মুখের ক্ষতে অস্থখ মূল বহুল চূর্ণ, মধুসহ স্থানীক প্রযোজ্য । চক্রঃ
অস্থখ মূল বহুল চূর্ণ ক্ষতোপরি ছড়াইয়া দিলে ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ
হয় । ঐ

অহিফেণ ।

ওপিয়ম ।

প্যাপেভেরগী জাতীয় প্যাপেভব সম্মিফেরম্ নামক ওষধির অপক্ক
চেড়ীকে অল্প অল্প চিবিয়া দিলে শ্বেতবর্ণ দুগ্ধবৎ রস নির্গত হয়, ইহা বায়ুতে
শুক হইয়া পাটলবর্ণ হইলে, টাচিয়া লইয়া একত্রে পিণ্ডাকারে সংযত করে ;
ইহাকেই অহিফেণ বলে ।

অহিফেণ তিন প্রকার । ১ম ভুবক্ষ দেশীয়, ২য় মিসব দেশীয়, ৩য়
ভারতবর্ষীয় ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব ।—পিণ্ডাকার, নরম, গাঢ় পাটলবর্ণ,
তিক্তাস্বাদ, গন্ধযুক্ত, দাহ্য । ইহার জলীয় দ্রবে যবক্ষারদ্রাবক দিলে
লালবর্ণ হয় । উত্তম অহিফেণে শতকরা ৬।১২ অংশ মরফিয়া নামক বীৰ্য্য
আছে । ইহার দ্রবে মাজুফলের ফাণ্ট দিলে অধঃস্থ হয় ।

ক্রিয়া ।—মাস্তিষ্ক-উত্তেজক, মাদক, নিদ্রাকারক, বেদনানিবারক
আক্ষেপ-নিবারক, স্পর্শহারক, ধারক, শ্বেদজনক ও পর্য্যায়-নিবারক ।
অল্প মাত্রায় সেবন করিলে প্রথমতঃ উত্তেজক হয়, এই উত্তেজন ক্রিয়া সমু-
দয় শরীরে, বিশেষরূপে মস্তিষ্কে প্রকাশ পায়, পরে মাদক ও অবসাদক হয় ।

পূর্ণ মাত্রায় সেবন করিলে ১০।১৫ মিনিট পরে মস্তকে অল্প ভার, মনো-
বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, রচনাশক্তি, সাহস, শারীরিক ও মানসিক শ্রম-
পটুতা ও পেশী সকলের শক্তি প্রভৃতি উত্তেজিত হয় এবং কোন প্রকার
বেদনা থাকিলে নিবারণ হয় । এরূপ অবস্থা অর্দ্ধ ঘণ্টা থাকিয়া ক্রমে
নিদ্রাবেশ হয়, পরে ৮।১০ ঘণ্টা থাকিয়া জাগরণ হয়, তৎপরে অবসাদনের
লক্ষণ উপস্থিত হয়, কিঞ্চিৎ পরে শরীর স্তম্ভ হয় । যদি মাত্রার অল্পতা
প্রযুক্ত সম্পূর্ণ নিদ্রা নষ্ট হয়, তবে নানাবিধ স্বপ্ন দেখা যায় ।

বিষাক্ত লক্ষণ ।—ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে নিদ্রাবেশ, অচেতন্য, শ্বাসগতি মন্দ, গলমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু লাল ও মুদ্রিত, কনীনিকা কুঞ্চিত, নাড়ী স্থগ্ধ, কোমল ও মৃদুগামী হয়। ইহার পর অর্থাৎ ৪।৫ ঘণ্টার পর অবসাদনের লক্ষণ উপস্থিত হওতঃ ক্রমশঃ নাড়ী ক্ষীণ হইয়া লোপ হয়, শ্বাস অতি মৃদু, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয়, কিছুকাল অর্থাৎ ৬ ঘণ্টার পর মৃত্যু হয়।

শবচ্ছেদ ।—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মস্তিষ্কোদরে রস সঞ্চিত, ফুসফুস-রক্তাধিক্য, রক্তের তারল্য ও মালিন্য, কখন কখন মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত নিঃস্রবণ দেখা যায়।

চিকিৎসা । বারম্বার বমন করাইবে, মস্তকে শীতল জলধারা দিবে এবং রোগীকে নিদ্রা যাইতে দিবে না। অবসন্নাবস্থায় এমোনিয়া ও ব্রাণ্ড ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবে। বক্ষে, উদরে ও অধঃ শাখায় সর্বপের পটা দিবেক। মস্তক মুণ্ডন করিয়া বিষ্টার দিবে। শ্বাস ক্রিয়ার ও স্পন্দনের উত্তেজনার্থ তাড়িত প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী। কাওয়ার কাথ, চার ফাণ্ট, মাজু-ফলের কাথ, জ্বরীর রস, ডিম্বের কুসুম যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করা ইবে।

নিষেধ ।—নবজর বা মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্কাবরণের প্রদাহ, রক্তাধিক্য তরুণ যান্ত্রিক প্রদাহ, অতিবৃষ্ম, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্ষুধামান্য ইত্যাদি। অপব পূর্ণ-গর্ভাবস্থার এবং স্তনদায়িনী স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ ।—বিবিধ প্রদাহে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। যে সকল যান্ত্রিক প্রদাহে শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা যথা—মস্তিষ্ক ও ফুসফুস-প্রদাহ, তাহাতে অহিক্বেণ প্রয়োগ করিবে না এবং মুখমণ্ডলের মালিন্য বা ওষ্ঠের বর্ণের মালিন্য কিঞ্চিৎশুদ্ধ দেখিলে অহিক্বেণ হইতে বিরত হইবে। কিন্তু অস্ত্রাবরণ প্রদাহ, অস্ত্রপ্রদাহ এবং অতিসার প্রভৃতি যে সকল প্রদাহে অবসাদন হইয়া মৃত্যু হয়, তাহাতে অহিক্বেণ অত্যন্ত উপকারক। অপর যে সকল প্রদাহে যাতনা অধিক হয় ও তন্নিবন্ধন অনিদ্রা হয়, তাহাতে ও প্রযোজ্য।

বিবিধ অবিকার জরোঁ এবং প্রাদাহি ক জরে, প্রলাপ, অস্থিরতা, অনিদ্রা উদরাময়াদি নিবারণার্থ অহিফেণ বিশেষ উপযোগী ।

উন্মাদ, স্মৃতিকোন্মাদ, মদাতঙ্ক, বিবিধ কারণোদ্ভূত অনিদ্রা, বিবিধ কাশরোগে কাশের উগ্রতা দমনার্থ, অতিসার, উদরাময়, বিস্ফটিকা, অন্ত্রবন্ধ রোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, আবদ্ধ, ছুঁর্বিবার কোষ্ঠবদ্ধ, সীসশূল, পাঁকাশয়স্থ দ্বায়বীর উগ্রতা বশতঃ বমন ও হিক্কা, মূত্রাশ্মরী, পিত্তাশ্মরী, মূত্রাশয়ের তরুণ প্রাদাহ, লিঙ্গনাগের আক্ষেপজনিত প্রস্রাব বদ্ধ, মধুমেহ ইত্যাদি রোগে উপকারক । গর্ভপ্রস্রাবের উপলক্ষ হইলে, প্রসব বেদনাব আরম্ভে যদি জরায়ু বণা নিয়মে সংকুচিত না হইয়া বিশৃঙ্খলরূপে আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তবে অহিফেণ প্রয়োগ করিবে ।

হেতাল বেদনায় কপূঁরসহ প্রয়োজ্য । জরায়বীয় রক্তপ্রাব, অন্যান্য নানাবিধ রক্তপ্রাবে উপকারক । বাত ও দ্বায়শূঁলে ইহাব বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক প্রয়োগে উপকার দর্শে ।

নানাবিধ চর্ম্ম রোগে উগ্রতা ও বেদনা নিবারণার্থ ইহা প্রয়োজ্য ।

প্রয়োগরূপ ।

অহিফেণের পলস্ত্রা । অহিফেণ সূক্ষ্ম চূর্ণ ১ আউন্স, ধূনকর পলস্ত্রা ৯ আউন্স । জলস্বেদন যন্ত্রে রজন পলস্ত্রা গলাইয়া তাহার সহিত অহিফেণ মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

অহিফেণের পীচকারি । অহিফেণের অরিষ্ট অর্কড্রাম, শ্বেতসার মণ্ড ২ আউন্স, মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

অহিফেণের সার । অহিফেণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ১ পাউণ্ড, পরিষ্কৃত জল ৬ পাইন্ট । তিন দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন ক্রমান্বয়ে ২ পাইন্ট জলে অহিফেণকে ২৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া নিষ্কড়াইয়া লইবে, পরে সমুদয় জল একত্র ছাকিয়া জলস্বেদন যন্ত্র দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত করাইবে ।

মাত্রা । • সিকি হইতে ২ গ্রেণ । ইহার অর্দ্ধ গ্রেণ এক গ্রেণ অহিফেণের তুল্য ।

অহিফেণের তরল সার । অহিফেণের সার ১ আউন্স, পরিশ্রুত জল ১৬ আং, সূরা ৪ আং * । অহিফেণের সারকে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং পুনঃ পুনঃ আড়োলন করিবে, পরে ছাকিয়া সূরা সংযোগ করিবে । সমুদায়ে ১ পাউণ্ড হইবে । মাত্রা ৫ হইতে ৪০ মিনিম । ইহার ২২ মিনিমে ১ মিং অহিফেণ আছে ।

অহিফেণের মর্দন । অহিফেণের অরিষ্ট ২ আং, সাবান মর্দন ২ আং মিশ্রিত করিয়া লইবে ।

অহিফেণাদি বটিকা । অহিফেণের স্থূক্ষ চূর্ণ ১০ অর্দ্ধ আং, কঠিন সাবান চূর্ণ ২ আং, পরিশ্রুত জল যথা প্রয়োজন । একত্র মর্দন করিয়া বটিকা প্ৰস্তুত করিবে । মাত্রা ২ হইতে ৫ গ্রেণ । ইহার ৫ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে ।

অহিফেণযুক্ত সুগন্ধি খটীকাচূর্ণ । সুগন্ধি খটীকাচূর্ণ ৯৫০ আং, অহিফেণ চূর্ণ ১০ আং । একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা ১০ হইতে ৪০ গ্রেণ, ইহার ৪০ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে ।

অহিফেণাদি চূর্ণ । অহিফেণ চূর্ণ ১১০ আং, গোমগরিচ চূর্ণ ২ আং, শুষ্কচূর্ণ ৫ আং, জীরাচূর্ণ ৬ আং, কতিরা বা গঁদচূর্ণ ১০ অর্দ্ধ আং । একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা ৫ হইতে ১০ গ্রেণ । ইহার ১০ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে ।

অহিফেণের খণ্ড । অহিফেণ চূর্ণ ১৯২ গ্রেণ, শর্করার পাক ১ আং, একত্র মিশাইয়া লইবে । মাত্রা ৫ হইতে ২০ গ্রেণ, ইহার ৪০ গ্রেণে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে ।

অহিফেণের অন্নিষ্ট । অহিফেণ স্থূক্ষ চূর্ণ ১১০ আং, সূরা ১ পাইন্ট । সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং সূরা দ্বারা এক পাইন্ট

* যে যেস্থলে কেবল সূরা লেখা আছে তৎ তৎস্থানে দেশী সূরা বুঝিত হইবেক ।

পূর্ণ করিবে। মাত্রা ৫ হইতে ৪০ মিনিম। ইহার ১৪৥০ মিনিমে ১ গ্রেণ অহিফেণ আছে।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অকরাদি চূর্ণ । আকরকরা ঔষ্ঠ লবঙ্গ কুঙ্কুম পিপুল জায়ফল জাতিপুষ্প রক্তচন্দন চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, অহিফেণ চূর্ণ ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা, মধু সহ ভক্ষণ করিবে। ইহা শুক্র শুভ্রনকর ও বীৰ্য্য বৃদ্ধিকারক। ভাবঃ

আমরাফসী । অহিফেণ জায়ফল লবঙ্গ হিঙ্গুল কপূর সমভাগে লইয়া জল দিয়া মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে। ঈষ-দুষ্ণ তণ্ডুলাষু অণুপেয়। ইহাতে অতিসার ও বিস্মৃচিকা রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

দুগ্ধবটী । অহিফেণ বিষ প্রত্যেকে ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি, অভ্র ৬ রতি, জুষ্ণ সহ মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে। প্রাতঃ প্রাতে দুগ্ধ সহ এক একটী বটাকা সেব্য। লবণ জল বর্জিত, পথ্য কেবল দুগ্ধ। জ্বর গ্রহণী ও শোথে ব্যবহার্য্য। ঔঃ রস্নাঃ

গ্রহণী কপাটরস । জায়ফল, সোহাগা, অভ্র, ধূতুরার বীজ প্রত্যেকে ১ ভাগ, অহিফেণ ২ ভাগ একত্রে গন্ধভাছলের পত্রের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে। গ্রহণী ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার্য্য। পথ্য দধি অন্ন। রসেন্দ্র সারঃ

শঙ্কুনাথরস । হরিতাল সোহাগা হিঙ্গুল ফটকিরি মনঃশিলা, সিমুল ক্ষার (সৈকো) বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, পারদ গন্ধক অহিফেণ প্রত্যেকে ৭ ভাগ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে সিন্ধি, নিসিন্দা, ধূস্তর ও নিম্বপত্র রসে ৭।৭ বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে। আদার রস সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার অতিসার, গ্রহণী, জ্বর নষ্ট হয়। পথ্য—দধি অন্ন ও শীতল দ্রব্যাদি।

কপূরাদি বটী । কপূর মৃগনাভি প্রত্যেকে ১ ভাগ, অহিফেন ও জৈত্রী প্রত্যেকে ৪ ভাগ একত্রে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । পানের রস সহ বহুমূত্র রোগে প্রযোজ্য । অমৃতমাগর

আকনাদি ।

অপর নাম—পাঠা, অম্বষ্ঠা নিমূকা ।

মিনিসপার্মেসিয়া জাতীয় ষ্টিফানিয়া হারন্যান্ডিফোলিয়া নামক লতার মূল । বঙ্গদেশের সকল অংশেই অপরিয়াপ্ত জন্মে । এই জাতীয় আরও কয়েক প্রকার লতার মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে ইহা প্যারেরা ত্রেতার পরিবর্তে ব্যবহার করিবার উপদেশ আছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ডাক্তার কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা মূত্রকর, বলকর ও ঈষৎ রেচক । অশ্মরী, বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ, ক্ষত ও অন্যান্য প্রকার মূত্রাশয়ের পীড়ায় ইহা ব্যবহারে বিশেষ সফল উপলব্ধি হইয়াছে । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার মৃদু কটু, তিক্ত, গ্রাহী, ঘাত শ্লেষ্মহর এবং ঈহাতে শূল জ্বর ছদ্দি কর্তৃক অতিমার হ্রোগ দাহ কণ্ডু বিষ শ্বাস কৃমি গুল্ম ও ব্রণাদি নষ্ট হয় । ইহার পত্র ক্ষতোপরি বাঁধিয়া রাখিলে ক্ষতের অবস্থা আরোগ্যোন্মুখ হয় ।

প্রয়োগরূপ ।

নিমূকার কাথ । নিমূকা মূল আদ ২ ছটাক, জল ১০ ছটাক, ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১ কাঁচা হইতে ১ ছটাক, দিনে তিনবার ।

নিমূকার তরলসার । নিমূকার মূল স্থল চূর্ণ ৮ ছটাক, ক্ষুটত পরিষ্কৃত জল যথা প্রয়োজন, স্রা দেড় ছটাক । দশ ছটাক জলে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মূল গুলি ভিজাইয়া রাখিবে, পরে পার্কেলেশন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন

করিয়া জল দ্বারা মূলকে অসার করিবে । যে ফাণ্ট প্রস্তুত হইবে, তাহাকে জলস্বেদনবস্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া ৬০ ছটাক করিবে, শীতল হইলে সূরা সংযোগ করিবে । মাত্রা অৰ্ক হইতে ২ ড্রাম ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

পাঠাদি চূর্ণ । আকনাদি, হিঙ্গু, বন যমানি, বচ, পিপুল, পিপুল মূল চই চিতে ও গুঠ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ উষ্ণাষু ও সৈন্ধব সহ পানে আমাতিসার নষ্ট হয় । ভাবঃ

সারস্বত স্মৃত । আকনাদি সজিনা বচ লবণ ধাতকী লোধ প্রত্যেকে ৮ তোলা কঙ্কার লইয়া ও ১৬ সের ছাগ ছন্ধ দিয়া ৪ সের স্মৃত পাক করিবে । ইহাতে গদগদ মুকতা নষ্ট এবং স্মৃতি মেধা বৃদ্ধি হয় । এ

ভদ্রাবহ স্মৃত । আকনাদি, পাটলা, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা ভূমি কুম্মাণ্ড, কাশ মূল, কুশ মূল, ইক্ষু মূল, গোক্ষুর, পাতরকুটী, চামার আলু, শালি ধান্যের মূল, শরমূল, ভেলা, শিরীষ মূল সমভাগে লইয়া পাদাবশেষ কষায় প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা ৪ সের স্মৃত পাক করিবে, কঙ্কার—নিম্ন-মিশ্রিত দ্রব্যগুলি দিবে—শৈলজ, বষ্টিমধু, শূঁদিপুষ্প, কাকোলী, শশার-বীজ, কুম্মাণ্ড বীজ, কাঁকুড় বীজ সমভাগে দিবে । ইহাতে মূত্রাঘাত নষ্ট হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

আকনাদি পটোল যব রক্তচন্দন ধনে আমলকী বাসক দারচিনি তমাল পত্র, গজপিপুল ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া চিনি মধু ও স্মৃত সহ লেহন করিলে অগ্নিপিত্ত ও অরুচি নষ্ট হয় । ভাবঃ

আকনাদি মূল, মধু ও তণ্ডুলাষু সহ সেবনে অন্তর্ভূত বিদ্রবী নষ্ট হয় । চক্রঃ

আকনাদি পুষ্টিপর্ণী বৃহতী বষ্টিমধু ইন্দ্রযবের কাথ পানে মূত্ররুদ্ধ নষ্ট হয় । এ

আকন্দ ।

অপর নাম—অর্ক ।

ম্যাসক্লিপিয়েডী জাতীয় ক্যানটপিস জাইগ্যানটিয়া ও প্রসিয়া নামক বৃক্ষের মূলের বহুল । ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই জন্মে ।

রাসায়নিকতত্ত্ব । ইহাতে মুড়ারিণ নামক এক প্রকার বীৰ্য্য আছে । ইহার আশ্বাদ কটু ও বিবমিষা জনক ।

ক্রিয়া । বমনকারক, শ্বেদজনক পরিবর্তক । ইপি-ক্যাকিউয়ানহার পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে । ১৫ রতি হইতে ৩০ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ২০ মিনিট হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে বমন হয়, সচরাচর তৎসঙ্গে বিবমিষা থাকে ও কোন কোন রোগীর বিরেচন হয় ।

আময়িক প্রয়োগ । রক্তামাশর রোগে ইহা ইপিক্যাকের পরিবর্তে ব্যবহার্য্য । মাত্রা ইপিক্যাকের সমান বা তদপেক্ষা কিছু বেশী দেওয়া আবশ্যিক । অহিফেণের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়াও উক্ত রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কুষ্ঠ, শ্লৌশিক উপদংশ, বিবিধ প্রকার ক্ষত, পুরাতন বাত, উদরাময় এবং বিবিধ প্রকার চর্ম্ম রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ সূক্ষ্ম উপলব্ধি হয় ।

ভাবপ্রকাশের মতে আকন্দমূল, বাত কণ্ডু কুষ্ঠ বিষ শ্লীহা গুল্ম অর্শ উদরী ও কৃমিনাশক । শ্বেত পুষ্প—বৃষা, দীপন, পাচন, অরোচক প্রসেক অর্শ কাশ ও শ্বাসনাশক । রক্তপুষ্প—মধুর তিক্ত, কুষ্ঠ কৃমি কফ অর্শ গুল্ম রক্তপিত্ত নাশক ও সংগ্রাহী । অর্ক দ্রুত তিক্ত উষ্ণ স্নিগ্ধ ; কুষ্ঠ গুল্ম উদরীনাশক ও বিরেচক । ডাং এনিসলীর মতে ইহার দ্রুত ৬ রতি কয়েক বার সেবনে রমন হয় ।

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আকন্দ মূল সংগ্রহ করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিবে পরে বহুল পৃথক করিয়া চর্ণ করিবে । এই চূর্ণ সিসির মধ্যে রাখিবে কারণ বায়ু লাগিলে উহার ক্রিমার হানি হয় । মাত্রা—পরিবর্তক

বলকারক জন্য ১১০ হইতে ৫ রতি দিনে তিনবার, বমনকারক জন্য ১৫ হইতে ৩০ রতি । রক্তামাশয় রোগে ১০—২০ রতি মাত্রায় প্রয়োগ্য, কিন্তু এক বা দুই বারের অধিক দিতে হইবেক না । তৎপরে অল্প মাত্রায় দেওয়া কর্তব্য । বালকদের পক্ষে অর্ধ হইতে ১ রতি মাত্রা । বৈদজননার্থ ১—৩ রতি মাত্রায় প্রয়োগ কর্তব্য ।

প্রয়োগরূপ ।

অর্কাদি চূর্ণ । অর্ক মূল বঙ্গল চূর্ণ ১ কাঁচা, অহিফেণ চূর্ণ ১ কাঁচা, সোণ ২ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে । মাত্রা ২১০ হইতে ৫ রতি । ইহার ৫ রতিতে অর্ধ রতি অহিফেণ আছে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কচ্ছুরাক্ষস তৈল । মনঃশিলা, লঙ্কাসিজ, গন্ধক, সৈন্ধব স্বর্ণক্ষীরি পাতবকুচী গুঠ কুড় পিপুল ঈশলাঙ্গলী, করবী চাকুলে বীজ, বিড়ঙ্গ চিতা দস্তী নিম্বপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা, কটু তৈল ৮ সের, আকন্দর আটা ও মনঃসিজের আটা প্রত্যেকে ৮ তোলা ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে । ইহা মাখিলে কচ্ছুরাক্ষস পামা কণ্ডু ও অন্যান্য চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয় । ভাবঃ

অর্ক তৈল । অর্কপত্রের রস ও হরিদ্রার কঙ্ক দ্বারা সর্বপ তৈল পাক করিবে । ইহা প্রয়োগে পামা কচ্ছুরাক্ষস ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

আকন্দমূল জীরা গুঠ পিপুল মরিচ বামনহাটা কটকারী গুঠ কুড় ইহাদের কাথ সেবনে শীতাস্র মোহ শ্বাস কাসসহ সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

আকন্দ পত্র সৈন্ধবলবণ সহ গুটদণ্ড করিয়া স্ফূর্ণিত করিবে । ইহা দধির মাত সহ সেবনে শীতাস্র নষ্ট হয় । এ

আকন্দের আটা ও সিজের আটা সহ দারুহরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া

বাতি প্রস্তুত করিবে। ইহা নালী ক্ষতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। ভাবঃ

যেত আকন্দের মূল দ্বারা তৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয়। এ

আকন্দের মূল বকল, আকন্দের আটার ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে। তাহার ধূম পান করিলে কাস শাস্তি হয়। চক্রঃ

দন্তশূণ্য আকন্দের আটার স্থানীক প্রয়োগ উপকারী। এ

* আকরকরা ।

কম্পজিটী জাতীয় র্যানসিক্রস পাইরিথুম বৃক্ষের মূল। বার্বেরী, স্পেন, আফ্রিকাতে জন্মে। আরবদেশে ইহাতে বোয়াইতে আনীত ও রোপিত ইহা আছে।

স্বরূপ ও রাসায়নিকতত্ত্ব । অহুনির ন্যায় দীর্ঘ কুঞ্চিত, ধূসরবর্ণ কঠিন ভদ্রর গন্ধহীন। চর্ষণ করিলে প্রথমতঃ ঈষৎ অন্ন ও কটু বোধ হয়, কিঞ্চিৎ পরে জিহ্বা, তালু ক্লিন ক্লিন করিতে থাকে এবং উষ্ণ বোধ হয়, অবশেষে যথেষ্ট পরিমাণে লাল নিঃসরণ ইহাতে থাকে। ইহাতে কটু তৈল ও পাইরিথিন নামক ধূনা আছে।

ক্রিয়া । উদ্ভেজক, স্থানীক প্রয়োগে উগ্রতা সাধক, লালানিঃসারক ও প্রদাহকারক। গোচীন আর্ষ্য চিকিৎসকগণের নিকট ইহা অপরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভাবপ্রকাশ ও শাস্ত্রধর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহার করিতেন।

আময়িক প্রয়োগ । দন্তশূণ্যে এই মূল এক খণ্ড চর্ষণ করিলে লাল নিঃসরণ ইহা উপকার করে। স্বতঃ উৎপন্ন লালান্নাবে ইহা ব্যবহারে সবিশেষ উপকার দর্শে। তালু ও তালুপার্শ্ব গ্রন্থি শিথিলতা ইহা ইহার কুল্য প্রয়োগ উপকারী। জিহ্বা ও গলদেশের পেশী অবশ্য ইহা এই মূল চর্ষণ করিলে উপকার হয়।

প্রয়োগরূপ ।

আকরকরার কাথ । আকরকরা ১ কাঁচা, জল ২।০ পোয়া, সিদ্ধ করিয়া অর্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে ।

আকরকরার অরিস্ট । আকরকরা স্থূল চূর্ণ ২ ছটাক, সূরা তিন পোয়া, ৭ দিন ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । দস্তস্থল ও বেদনাদিতে স্থানীক প্রযোজ্য ।

আখরোট জংলী ।

ইউফরবিয়েসি জাতীয় গ্যালিউরাইটস ট্রিলোবা নামক বৃক্ষের দৃঢ়ত্বক বিশিষ্ট ফল । মলক্ক, মালাই দ্বীপ ও আসামে জন্মে । বাঙ্গালার নিম্ন প্রদেশেরও কোন কোন স্থানে জন্মে । ইহার শাঁস স্ফুটন ও বিলাতী আখরোটের সমান । ইহা নিষ্পেষণ করিলে এক প্রকার তৈল বাহির হয় ।

ক্রিয়া । শাঁসের কামোদ্দীপক শক্তি থাকা কথিত আছে, বোধহয় ইহাতে অধিক পরিমাণে তৈলবৎ পদার্থ থাকাতে শরীরে বলাধান হইয়া উক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে । ইহার তৈল মৃদু রেচক । ডাক্তার ওয়ারিং বলেন যে, এই তৈল অর্ধ বা এক ছটাক মাত্রায় মৃদু ও নিরাপদ বিরেচক । ঔষধ সেবনের পর ৩—৬ ঘণ্টার মধ্যে বেদনা বিবমিশাদি না হইয়া বিরেচন হয় । ইহা বিশ্বাস মতে, তজ্জন্য ক্যাণ্ডির অয়েলেব পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

আতা ।

অপর নাম—গণ্ডাত্র ।

ম্যানোনা ক্ষোয়ামোজা নামক বৃক্ষ । ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই জন্মে ।

ইহার পত্রের গুণ বিষ বিক্ষোভ, ব্রণ বীজ ও কুষ্ঠনাশক । মধুর তিক্ত রস ।

পকফল - মধুর মিষ্ট, শ্লেষ্মল শীতল ও শুষ্ক । ভাবঃ

ক্ষোটকাদিতে আত্মার পাতা বাটয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয় ।

আতিস ।

অপর নাম—আঁতৈচ, অতিরিশ ।

র্যাননকিউলেসিয়া জাতীয় একোনাইটম হিটরোফাইলম নামক চারার মূল । কমাযুন, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে জন্মে । ক্যাপ্টেন পুথার বলেন যে, ইহা প্রধানতঃ ডেকানে জন্মে ও তথা হইতে ইন্দোরে আনীত হয় ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । অণুকৃতি দুইটা কন্দ একত্রীভূত, ধূসর বর্ণ, অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ, ১১০ হইতে দুই বা তদধিক ইঞ্চি লম্বা, গন্ধ বিহীন, অভ্যন্তর তিক্তাস্বাদ, অম্ল বা কষায়ত্ব বিন্দুমাত্রও নাই । মূল ভাঙ্গিলে যাহার অভ্যন্তর শ্বেতবর্ণ ও আস্বাদ বিগুণ তিক্ত নহে তাহা পরিত্যাজ্য । ইহার এক খণ্ড চৰ্ণন করিলে যদি জিহ্বা ও মুখ গম্বরে বিন বিন বা অসাড়তা বোধ হয় তবে তদ্রূপ মূল কোনক্রমেই ব্যবহার করিবে না । জল দ্বারা ১৮ অংশ ও সূরা দ্বারা ৩২ অংশ ইহার ধর্ম গৃহীত হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকারক, পর্যায় নিবারক । ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, প্রকৃত আতিস অতিশয় তিক্ত, ঈষৎ সংকোচক এবং তাহাতে অধিক পরিমাণে সূত্রবৎ অংশ থাকে । কিন্তু উক্ত সূত্রবৎ অংশ দ্বারা কোন প্রকার অপকার হয় না । কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ আতুরালয়ে এবং বঙ্গ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং প্রধান প্রধান চিকিৎসকদিগের বহুদর্শিতা দ্বারা ইহার জরর ও তিক্ত বলকারক গুণ স্থিরীকৃত হইয়াছে । যদিও ইহা কুইনাইনের সমগুণবিশিষ্ট নহে, তথাপি তদভাবে ইহা ব্যবহার্য্য । পালাজর ও পর্যায় জরের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ । ১০।১৫ রতি মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টাস্তর জরের বিরামকালে প্রযোজ্য । জর ও অন্যান্য রোগান্তের দৌর্বল্যে ইহা ২—৪ রতি মাত্রায় দিবসে তিন বার

সেবনে বলাধান হয়। ডাং হেমিং, ডাইবেলফোর, ওয়াটসন, মুর প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ ইহার কার্যকারিতার সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা সংকোচক ও বলকারক এবং কফপিত্ত আমা-
তিসার কাস ও ক্রিমী নষ্ট করে।

মাত্রা বলকরণার্থ ২—৫ রতি, পর্যায় নিবারণার্থ ১০—১৫ রতি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বাল চতুর্ভদ্রিকা। মূত্রা পিপ্পল আতিস কঁকড়া শুঙ্গী চূর্ণ সম-
ভাগে মিশ্রিত করিবে। ২—৪ রতি মাত্রায় মধুসহ সেবনে শিশুর জ্বর
অতিসার কাস শ্বাস ও বমি নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আতিস বচ মূত্রা ও ইন্দ্রযবের কাথ সেবনে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ
আতিস গুঠ মূত্রা বাল্য ইন্দ্রযব শূত জল সেবনে বালকের অতিসার নষ্ট
হয়। ঐ

আতিস গুঠ কুটজ মূত্রা ও গুলঞ্চের কাথ পানে জ্বরাতিসার নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

আনারস।

ইংরাজী নাম—পাইন অ্যাপল।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া। আগ্নেয় ও স্নিগ্ধকারক। ইহার তরুণ শাখার মূলভাগ
মর্দন করিয়া উহার রস ভক্ষণ করিলে ক্রিমীনাশক হয়। ১৮৭০ সালের
ফেব্রুয়ারি মাসের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে কলিকতায় পুস্টিক
ডাক্তার বেলি সাহেব পক্ষ জ্ঞানারসের রস পাণ্ডু বা কামল রোগ আরোগ্য-
কর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। জরাস্থায় বমনে আনারস ভক্ষণ করিলে
উপকার হয়। আনারসের পাতার রস এক ছটাক, মিশ্রিত গুড়া ১ তোলা
একত্রে মিশ্রিত করিয়া হিকাগ্রস্থ রোগীকে সেবন করাইলে আশু প্ৰতীকার
হয়।

আমি আদা ।

অপর নাম—আম্রহরিদ্রা, কপূর হরিদ্রা ।

ফ্রিটামিনেরী জাতীয় করকিউমা আমিআদা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল ।
বঙ্গদেশে সচরাচর জন্মে ।

ক্রিয়া । আশ্বেয় ও বায়ুনাশক । অজীর্ণ রোগে পুথোজ্য । ইহার
গন্ধ আম্রের মত । কাঁচা পেঁপে ও তেঁতুল সহযোগে ইহার উৎকৃষ্ট অম্বল
হয় ।

আমড়া ।

স্পন্ডিয়াস মাস্তিফেরা বৃক্ষের ফল । ভাবতবর্ষে জন্মে ।

বাতয় গুরু উষ্ণ রুচিকর, সারক । পক আমড়া স্বাদু, শ্লেষ্মল মিষ্ট
বৃষ্য বিষ্টম্ভি, বৃংহণ গুরু বল্য, বায়ুপিত্ত ক্ষত দাহ ক্ষয় ও রক্তজিৎ । ভাব:

আমরুল ।

অপর নাম—অল্ললোনিকা চাঙ্গেরী ।

অগ্জ্যালিডেসী জাতীয় অগ্জ্যালিস কর্কিকিউলেটা নামক ক্ষুদ্র গুল্ম ।
ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আপনাপনিই জন্মে । ইহা ইউরোপীয় সরেলের
সমতুল্য । ইহার পত্র ব্যবহার্য্য ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । শৈত্যকারক, পিপাসা নিবারক,
আশ্বেয় । ইহার ক্ষুদ্র পাতা, ডগা ও পুষ্পাদি শর্করা সহযোগে খণ্ড পুষ্পত
করিয়া তাহা জ্বররোগে, শৈত্যকরণ ও পিপাসা নিবারণার্থ পুথোজ্য ।
মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক কাঁচা । ইহার পত্রের অম্বল ও চাট্‌নী পুষ্পত হয়,
তাহা ভক্ষণে অরুচি নিবারণ হয় । রক্তমাশয় ও গুদভ্রংশ রোগে ইহার
পত্র সেবনে উপকার হয় । ধুতুরার দ্বারা মত্ততা উপস্থিত হইলে ইহার
পত্রের রস সেবনে মত্ততা নিবারণ হয় । বস্ত্রে ইংরাজী কষকালি পড়িলে

তৎক্ষণাৎ উহাতে আমরুল শাক রগড়াইয়া উত্তমরূপে ধৌত করিলে ঐ কালি উঠিয়া যায় ।

আম্বুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

চাক্সেরী ঘৃত । আমরুলের রস, কুলের কাথ, দধি, কারোদক ও শুষ্ক কাথ দ্বারা বিপক ঘৃত পানে শুদ্রভ্রংশ রোগ আরোগ্য হয় । ভাবঃ

চাক্সেরী ঘৃত । আমরুলের রস ও তৎকক এবং ঘৃতেষু চতুর্ভুগ দধি দিয়া ঘৃত পাক করিবে । ইহাতে গ্রহণী অর্শ প্রবাহিকা মূত্রকৃচ্ছ্র শুদ্র-ভ্রংশ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । চক্রঃ

আমলকী ।

অপর নাম—ধাত্রী, আমলা ।

ইউফরিয়েসিয়া জাতীয় ফিলান্থস এম্বিলিকা নামক বৃক্ষের ফল । ভারতবর্ষের সকল স্থানে বিশেষতঃ বাঙ্গালা, করমাওল, মালাবার ও ডেকানে জন্মে । স্ত্রীলোকেরা কেশ পরিষ্কার ও সুগন্ধি করণার্থ ইহার শুক ফল ব্যবহার করিয়া থাকে ।

কাঁচা অবস্থায় অম্লাস্বাদ, শুকাবস্থায় অন্ন কষায়াস্বাদ, ইহাতে গ্যালিক এসিড আছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । শুক ফল সংকোচক, অপকাবস্থায় যুহু রেচক, পিপাসা নিবারক ও শৈত্যকারক । পৈত্তিক অসুস্থতা ও বিব-মিশায় শৈত্য জন্য ইহার সুপক ফল সেব্য । জ্বরে ইহার কাট উত্তম পানীয় । বহুশূক্রে ইহা দ্বারা উপকার হয় । এই বৃক্ষের বৃক্কল প্রবল সংকোচক এবং উদরাময় রোগে ব্যবহার হয় । মটেডিম্বার আতুরালয়ে ইহার শুক ফল উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহৃত হইয়া উপকার দর্শিয়াছিল । ডাং এন্সলী বলেন যে, ইহার পুষ্প শৈত্যকারক ও দীর্ঘ-রেচক । ডাং রস ইহার বৃক্ষের বৃক্কলের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করার খদিরের ন্যায় সমগুণকারী হইয়াছিল । তিনি বলেন যে, ইহার তরুণ

শাখাগ্র ও ক্ষুদ্র শাখা সকল অপরিষ্কৃত ও কদমাক্ত জলে ফেলিয়া দিলে জল পরিষ্কার হয়। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ত্রিবাঙ্কুরের লোকেরা এইরূপ উপায়ে কূপোদক পরিষ্কার করে। আমলকীর রস ১ তোলা ও মধু ১ তোলা একত্রে পান করিলে অগ্নিপিত্ত নষ্ট হয়। বমন নিবারণার্থ ইহার রস শর্করা সহ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার রস শীতল মূত্রকর ও মৃদু রেচক। শুষ্ক ফল সংকোচক, রক্তরোধক, রক্তপিত্ত ও প্রমেহঘ्न, বুধ্য ও বলকর।

হরীতকী বহেড়া আমলকী এই তিনকে ত্রিফলা কহে। তিনটাই সমভাগে গ্রহণীয়। ইহা কফপিত্তঘ्न, মেহকৃষ্টহর, চক্ষুষ্য, দীপনী, রুচ্যা ও বিষমজ্বরনাশিনী।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

আমলক্যাদি চূর্ণ। আমলকী চিতা হরীতকী পিপুল সৈন্ধব চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি। ইহা সর্বজ্বর হর, ভেদী কটিকর শ্লেষ্মহস্তা এবং দীপন ও পাচন। ভাষ:

চতুরঙ্গাবলেহ। স্থিন্ন আমলকী ফল পেষণ করিয়া দ্রাক্ষা, গুঠ ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শ্বাস, কাস, মুচ্ছা ও অরুচি শাম্য হয়। ঐ

কল্যাণ গুড়। আমলকী রস ১২ সের, গুড় ৪০০ তোলা পাক করিবে, পরে পিপুল মূল, জীরক চই গুঠ পিপুল মরিচ কৃষ্ণজীরা হবুবা বন-সমানি, আকনাদি চিতা ধনে প্রত্যেকে ৮ তোলা, ত্রিবাং চূর্ণ ৬৪ তোলা (তিল তৈল ৬৪ তোলায় তাজিয়া লইবে) প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। অবশেষে স্নগন্ধি দ্রব্য দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা বহেড়া ফলের সমান। ইহাতে সকল প্রকার গ্রহণী বিকার, শ্বাসকাস স্বরভেদ ও শোথ নষ্ট হয়, ইহা বলকর। ঐ

মহাকল্যাণ গুড়। আমলকীর রস ১২ সের, গুড় ৬০ সের ভেউড়ি মূল চূর্ণ ৬৪ তোলা (৬৪ তোলা তৈলদ্বারা তাজিবে) পিপুল, পিপুল

মূল, চিতে গজপিপূল ধনে বিড়ঙ্গ বমানী মরিচ ত্রিফলা বনযমানী নীল-
বৃক্ষ, জীরা সৈন্ধব রোমক সামুদ্র রচক ও বিটলবণ, আরণ্ড, দারচিনি
তেজপত্র ছোট এলাচ কৃষ্ণজীরা গুণ্ডী ইন্দ্রযব প্রত্যেকে ২ তোলা, দ্রাক্ষা
৩২ তোলা ; মূহু অগ্নিতে মন্দমন্দ পাক করিবে। অগ্নি ও বলাহুসারে বজ্র-
দুধুর, আমলকী বা কুল প্রমাণ সেব্য। ইহাতে সর্বপ্রকার গ্রহণী প্রমেহ
দৌর্বল্য অগ্নিমন্দ্য কোষ্ঠবদ্ধ নষ্ট হয়। ইহা ক্ষীণ ধাতু ও ক্ষীণবল ব্যক্তি-
দের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এ

ত্রিফলাদ্য তৈল । ত্রিফলা আতীস মূর্খা ত্রিবিং চিতে বাসক
শিঙ্গ সোদাল বচ ছাতিম হবিদ্রা দারুহরিদ্রা গুলঞ্চ নিসিন্দা পিপুল কুড়
সর্ষপ ও শুঠ কন্ধার্থ সমভাগে লইবে এবং তুলসী ও কৃষ্ণতুলসীব রস দিয়া
তৈল পাক করিবে। ইহা পান, অভ্যঙ্গ ও নৃস্যরূপে প্রযোজ্য। ইহাতে
হৌল্য ও পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয়। এ

আমলকী খণ্ড । সিদ্ধ, বস্ত্র নিষ্পীড়িত বীজাদি রহিত ও শিলা-
পিষ্ট কুয়াণ্ড শন্য ৪০০ তোলা, ভর্জনার্থ ঘৃত ২ সের, চিনি ৪০০ তোলা,
আমলকীর রস ৪ সের, কুয়াণ্ড রস ৪ সের দিয়া পাক করিবে, ঘনীভূত
হইলে পিপুল জীরা শুঠ প্রত্যেকে ১৬ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, তালীশ-
পত্র, ধনে দারচিনি তেজপত্র এলাচ নাগেশ্বর মূতা প্রত্যেকে ২ তোলা
চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে।
ইহাতে অগ্নিপিত্ত শূল শ্বাস কাস অরোচক ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট
হয়। চক্রঃ

ধাত্রী লৌহ । আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা, যষ্টি-
মধু ১৬ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া গুলঞ্চের কাথে ৭ বার ভাবনা
দিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি। ইহাতে শূল অজীর্ণ নষ্ট হয়। ঘৃত মধু সহ
আহারের পূর্ব সময় ও অস্ত্রে সেব্য। এ

ধাত্রী লৌহ । ঈষৎ কুঁটিত যব তণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল
১৬ পল শেষ ৩ পল, বদ্ধ পূত শতমূলীর রস, আমলকীর রস সমভাগে কাথ,

দধি দুগ্ধ প্রত্যেকে ৮ পল, ভূমি কুম্মাণ্ড রস, স্নাত, ইক্ষুরস প্রত্যেকে ৪ পল একত্রে মিশ্রিত করিয়া শোধিত মগুর ৬ পল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন-পাকে জীরা ধনে দারুচিনি, তেজপত্র এলাচ গজপিপুল মূতা হরীতকী লৌহ অন্ন ত্রিকটু রেণুক ত্রিফলা তালীশপত্র নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা চারি আনা হইতে এক তোলা। তৈঃ রসঃ

• ধাত্রী অরিকট । ছই সহস্র আমলকীর রস, মধু আমলকীর রসের ২ অংশ, পিপুল চূর্ণ ১৬ তোলা, শর্করা ৬০ সের একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষণ-কাল জাল দিয়া ঝিঙ্ক পাত্রে রুদ্ধ করিয়া একমাস রাখিবে। ইহাতে পাণ্ডু অজীর্ণ বাতন্ত্রক বিষমজ্বর, শ্বাস কাস নষ্ট হয়। মাত্রা ১—২ তোলা। চক্রঃ

চাবন প্রাশাবলেহ । বেলচাল গনিয়ারিছা সোনাচাল গাভারী পারুল বেড়েলা শালপান চাকুলে মুগানি মাষানি পিপুল গোক্ষুব বৃহতী কণ্ট-কারী, কাকড়াশুকী ভূই আমলা, ত্রাক্ষা জীবন্তী কুড় অণ্ডরু হরীতকী গুলঞ্চ ঋদ্ধি জীবক ঋষভক শঠী মূতা পুনর্নবা মেদ ছোট এলাচ, সূঁদি পুষ্প, বক্তচন্দন ভূমি কুম্মাণ্ড, বাসক মূল, কাকোলী কাকজংঘা প্রত্যেকে ২ তোলা। লব্ধ পোটলী বদ্ধ সরস সুপুষ্ট আমলকী ১২৫ টা, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের ছাকিয়া লইবে ও আমলকীর বীজ ফেলিয়া দিয়া স্নাত ১২ তোলা, তিল তৈল ১২ তোলায় অন্ন ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিবে। পরে চিনি ১০০ তোলা ও উক্ত কাথ দিয়া ভৃষ্ট আমলকী পাক করিবে; লেহবৎ হইলে নামাইয়া বংশ-লোচন ৮ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, দারুচিনি অর্দ্ধ তোলা, তেজপত্র অর্দ্ধ তোলা ও ছোট এলাচ অর্দ্ধ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ১২ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হস্তাতে ২ তোলা, ছাগ দুগ্ধ সহ সেব্য। ইহাতে বরভঙ্গ যক্ষ্মা শ্বাস কাস, শুক্রগত দোষ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহাতে অগ্নি ও ইন্দ্রিয়শক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা হৃৎকল ও কণি বাতুর পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। তৈঃ রসঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

আমলকীর রস মধু সহ সেবনে মেহ রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

দ্রাক্ষা ও আমলকীব কক্ক স্নাতব সহিত বদনাভ্যন্তবে বাপিলে মুখে
স্বরস ও রুচি হয়। ভাষঃ

আমলকী লৌহ শুঠ পিপুল মরিচ হরিদ্রা চূর্ণ, মধু চিনি ও ঘৃত সহ
লেহন করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পেষিত আমলকী, ষই চিনি প্রত্যেকে ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা,
জল ১ সের, একত্রে নিশিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। ইহা
পানে ছদ্দি নিবারণ হয়। ঐ

আমলকীর কক্ক দ্বারা বস্ত্রি দেশে প্রলেপ দিলে মূত্রনিগ্রহ সহজ প্রস-
ন্নিত হয়। ঐ

ত্রিফলা দেবদারু হবিদ্রা উল্লবার্কণী ও মূতাব ক্কাথ মধু সহ সেবন
কবিলে সকল প্রকাব প্রমেহ নষ্ট হয়। ঐ

আমলকী চূর্ণ শুড়সহ সেবনে শীতপিণ্ড নষ্ট হয়। ঐ

আমলকী, সূঁ দিপুষ্পের কেশর ও যষ্টিমধু একত্রে লেপ দিলে অরুখিকা
নষ্ট হয়। ঐ

ত্রিফলা চিনি সহ কিছু কাল সেবন কবিলে রসায়ন হয়। ঐ

বর্ষাকালে টৈক্ষব, শরৎকালে চিনি, হেমন্তকালে শুঠ, শীতকালে
পিপুল, বসন্তকালে মধু ও গ্রীষ্মকালে শুড় সহ ত্রিফলা সেবন করিলে
রসায়ন হয়। এক বৎসর এইরূপ নিয়মে সেবন কর্তব্য।

আম্র।

ম্যানাকার্ডিয়েসী জাতীয় ম্যাঙ্গিফেরা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। ভারত-
পার্শ্বের সকল প্রদেশেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার পক্ক কচ আম্র
ভারতবর্ষের সকল কলাপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। অপকাবস্থায় অল্প
নানাবিধ চাটনী ও আচার প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। বীজভাস্ক-
বস্ত্র শস্যই সাধারণতঃ ঔষধার্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া । আমের কেশী সংকোচক ও রক্তরোধক, কুমিনাশক । সুপক ফল পুষ্টিকারক । ডাং কানাইলাল দেবলেন যে, জুর্ভিক্ষাদির সময়ে আমের কেশী সিদ্ধ করিয়া লোকে ভক্ষণ করে । ডাং কার্কপাট্টিক আমের কেশী চূর্ণ ১০—১৫ রতি মাত্রায় কুমিবোগে ব্যবহার করিয়া সুফল উপলব্ধি করিয়াছেন । তিনি বলেন ইহাতে অধিক পরিমাণে গ্যালিক এসিড আছে । তদ্ব্যতীত রক্তস্রাবী অর্শ ও রক্তাধিক রোগে প্রয়োগ করিতে পবাসর্শ দেন । এই বৃক্ষ হইতে লালভ পাটলবর্ণ আঁঠু নির্গত হয়, তাহা লেবুর বৎসর তৈল সহযোগে পাঁচড়া ও নানা-বিধ চক্ষুবোগে ব্যবহারে উপকার হয় । ইহার বয়ল, তরুণ পত্র ও ঐষ্যাস বিবিধ ঔষবীয় গুণযুক্ত কিন্তু উহাদের ক্রিয়া অদ্যাপি বিশেষ-রূপে পরীক্ষিত হয় নাই ।

ভাবপ্রকাশ আমের নিম্নলিখিত গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আম্র-পুষ্প—অতিসার, কফপিত্ত, প্রমেহ ও রক্তস্রাবনাশক, রক্তিকর গ্রাহী, বাতল । কচি আম—কষায় অম্ল, রুচ্য বায়ুপিত্তকর । আমগুঠা—স্বাদু কষায়, কফবাতজিৎ । পক আম্র—মধুব বৃষা স্নিগ্ধ, বলপ্রদ, বাতহর হৃদ্য, বহ্নি শ্লেষ্মা ও শুক্র বিবর্দ্ধক, ঈষৎ রেচক । আম্র অধিক ভক্ষণ করিয়া গুঠ চূর্ণ ও জল বা জীরা ও সচললবণ সেবন করিলে শীঘ্রই উত্তা পরিপাক পায় । আমের কেশী—কষায়, হৃদ্বি ও অতিসাবনাশক, ঈষৎ অম্ল মধুব, হৃদয় দাহনুৎ । আমের নব পল্লব—রুচ্য ও কফপিত্ত নাশক । আম্র বকল—সংকোচক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

আম্রপাক । পক আমের রস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, ঘৃত ৪ সের, গুঠ ৬৩ তোলা, মরিচ ৩৩ তোলা, পিপ্পল ১৬ তোলা, জল ১৬ সের একত্র করিয়া মুছ অগ্নিতে পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ধনে জীরা হবাতকী চিতা মূতা দারচিনি মউরী গেটেলি নাগেশ্বর এলাচবীজ, লবঙ্গ ভায়ফল প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়িত করিবে । শীতল হইলে মধু ২ সের উহাতে ঢালিয়া দিবে । আহাৎসের পূর্বে ৪-৮ তোলা

মাত্রায় সেব্য । বিবেচনানুসারে ইহাপেক্ষাও মাত্রা হ্রাস করা যাইতে পারে । ইহা সেবনে ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি, বল পুষ্টিবৃদ্ধি এবং অল্পপিত্ত, মহাশ্বাস, রক্তপিত্ত ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

আম জাম ও অর্জুন বৃক্ষের ছাল শীতল জলে ভিজাইয়া ও ছাকিয়া লইয়া মধু সহ পান করিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব ও অতিসার নিবারিত হয় । শাস্তঃ

আমের কেশী ও বিষগুণ্ডীর কাথ, মধু ও শর্করা সহ সেবনে হৃদ্যতিসার নষ্ট হয় । ভাবঃ

আমের কেশী, লোধ বিষ্ণুশাস ও প্রিয়ঙ্গু, তণ্ডুলাষু ও মধুসহ পক্ষাতিসার নাশার্থ সেব্য । ঐ

আমসী সৈন্ধব লবণ সহ তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লেপ দিলে চন্দ্রদল নষ্ট হয় । ঐ

লৌহ চূর্ণ ২ তোলা, আমের কেশী ১০ তোলা, আমলকী ৪ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা ও বহেড়া ৪ তোলা একত্রে পেষণ করিয়া লৌহপাত্রে ২৪ বণ্টা রাখিবে । পরে উহা কেশে মাখাইলে কেশের গুরুতা গিয়া কৃষ্ণতা হয় । ঐ

আমের কেশী, হরীতকী আমলকী পিয়ালবীজ যষ্টিমধু কুড় মাষকলাই ও সৈন্ধব সমভাগে একত্রে তৃণ দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাক্ষণ্য রোগ আরোগ্য হয় । ঐ

আম্র জম্বু প্রবাল যষ্টিমধু ও বট ইহাদের দ্বারা সাধিত তৈল কর্ণে দিলে পুতিকর্ণ নষ্ট হয় । ঐ

আম্র ও জম্বুর ত্বকের কাথ, খই চূর্ণ সহ সেবনে গর্ভিণীর গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয় । ঐ

আমের কেশী, খই ও সৈন্ধব মধুসহ সেবনে শিশুর হৃদি নিবারণ হয় । ঐ

আয়ু্যাপান, বিশল্যকরণী ।

কম্পজিটী জাতীয় ইউপেটোরিয়ম আয়ু্যাপান নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র । ইহার জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, এক্ষণে ভারতবর্ষের নানা স্থানে, জাবা ও সিংহল দ্বীপে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক ষম্বন্ধকারক বলকাবক । মরিসসে ইহার পত্র চার পরিবর্তে ব্যবহার হয় । তথার্থ ইহার ফাণ্ট অজীর্ণ, উদরাময় ও কাশিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ১৮৫৪ ও ৫৬ খৃষ্টাব্দে তথায় যে বহব্যাপী বিস্ফটিকা রোগ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে ইহা ব্যবহার করায় শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি ও রক্তসঞ্চালন উত্তেজিত হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল । সর্প দংশনের ইহা প্রতিবিষ বলিয়া কথিত হয় । ইহা বাহ্য ও আভ্যন্তর দ্বিবিধ উপায়ে প্রযোজ্য । ডাং এন্সলী বলেন যে, ইহার পত্র বাটিয়া অল্পস্থ ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আরোগ্যানুভূত হয় । ডাং কামাইলাল দে বলেন যে, ইহার পত্র নিষ্পেষিত রস অর্দ্ধ হইতে এক কাঁচা মাত্রায় সংকোচক জন্য আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয় । আয়ু্যাপানের পাতা বাটিয়া কাটাঘায়ে দিলে বা ক্রমে পুরিয়া আইসে ও ২৩ দিনের মধ্যে আরোগ্য হয় । কেহ কেহ ইহা আন্মরক্ত রোগে ব্যবহার করেন ।

এই চারার সমুদায় অংশই সদৃগন্ধ যুক্ত ও দ্রব্য তিত্ত কষায়াদ ।

আরগুধ ।

অপর নাম—সোঁদাল, সোনালী, স্তবর্ণক ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসীয়া ফিষ্টিউলা নামক বৃক্ষের ফলের আভ্যন্তরিক শস্য । ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । ঘোর পাটল বর্ণ আটায়ুক্ত, মিষ্টা-স্বাদ ও বিশেষ গন্ধযুক্ত । ইহাতে শর্করা, গঁদ ও পেক্টিন নামক দ্রব্য আছে । ইহার ফলের স্বরূপ বর্ণন নিম্নপ্রয়োজন, কারণ বহুদেশের সকল লোকেই

তাহা অবগত আছেন। ইহার শাঁসের ৫ অংশে ৩ অংশ শর্করা পাওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। অল্প মাত্রায় মূত্র বিরেচক, অধিক মাত্রায় বিরেচক। ইহা কেবল প্রয়োগ করিলে আত্মান ও বেদনা উপস্থিত হইতে পারে, তদন্তে বায়ুনাশক ঔষধ সহযোগে প্রয়োগ কর্তব্য। ইহা সেবন করিলে মুতের বর্ণ ঘোর পাটল হয়। কোষ্ঠবদ্ধে প্রযোজ্য। বীজ ও পত্র চূর্ণের ক্রিয়া ও ঐরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত মৃদু। ডাং ইরভাইন বলেন যে ইহার মূল বকুল উগ্র বিরেচক।

প্রস্তুত করণ। শাঁস ১০ সের, জল দিয়া ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে পরে ছাকিয়া লইবে, তদনন্তর জলশ্বেদন যন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিবে। শাঁস বাহির না কবিয়া সমগ্র ফল কুট্টিত করিয়া পূর্কোক্ত প্রণালীতেও প্রস্তুত করা যায়।

মাত্রা ১—২ ড্রাম মূত্র রেচক, ১—২ আউন্স বিরেচক।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে ইহার শাঁস স্বাদু রেচক গুরু শীতল, ইহা অর হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত বাতরক্ত উদাবর্ত ও শূল নষ্ট করে। মূলও রেচক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

আরগুধাদি ক্কাথ। সৌদাল ফলের মজ্জা, পিপুলমূল মূতা কটকী ও হরীতকীর ক্কাথ, সংশোধন পাচন ও দীপনকর বিরেচক। শূল, আম-জর ও কফবাতপিত্ত অরে প্রযোজ্য। ভাব

আরগুধের পত্র কটু তৈল দিয়া ভাজিয়া সেবন করিলে আমল ও কটিগ্রহ নিবারক হয়। ভাব

সৌদালের পত্র, করঞ্জপত্র, দ্রোণ পুষ্প, পলাশ পুষ্প, সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ হরিদ্রা কুটজ যষ্টিমধু মূতা গুঠ রক্তচন্দন আমলকী যমানী দেবদারুর কন্ধ দ্বারা কটু তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দনে কণ্ঠ, পান্সা ও শীতপিত্ত নষ্ট হয়।

১. আরারুট ।

মারাণ্টাসি জাতীয় বিবিধ বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হয় । ভাবতবর্ষে মারাণ্টা অরগিনেসিয়া ও রানোসিসিমা নামক বৃক্ষ হইতে আরারুট প্রস্তুত করে । শেযোক্ত প্রকার বৃক্ষ পূর্ব বাঙ্গালা, শ্রীহট্ট, কুমিল্লাতে জন্মে । বাজারে যে আরারুট বিক্রয় হয়, তাহার সঙ্গে অনেক সময় আলুর পালো মিশ্রিত থাকে এবং তদ্বারা ইহার গুণের হানি করে । আলুর পালোর দানা কথঞ্চিৎ বৃহৎ বিধায় এবং পর্দা পর্দা থাকায় অনায়াসে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নিরূপণ করা যায় ।

ক্রিয়া । পুষ্টিকারক, লঘুপাক ও স্নিগ্ধকারক । ছফল পীড়িত ও শিশুদের পক্ষে লঘুপাক বিধায় প্রযোজ্য । একটা পাত্রে গরম জল দিয়া তাহাতে কিছু কিছু আরারুট ছড়াইয়া দিয়া কাটির দ্বারা অনবরত নাড়িবে তাহা হইলেই উহা জলের সঙ্গে মিশিয়া সেবনোপযোগী হইবে । আবশ্যকানুসারে ইহার সঙ্গে দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে ।

আর্দ্রক ।

অপর নাম—গুঠ শৃঙ্গবের, নাগর ।

সিটামিনী জাতীয় জিজিবের অফিসিনেল নামক ওষধির কন্দ । ভারত বর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি নানাস্থানে জন্মে ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । ২১৪ ইঞ্চি দীর্ঘ, ঈষৎ পীতবর্ণ, সদগন্ধযুক্ত, ঝাল আশ্বাদ । ইহাতে বায়ী তৈল, ধূনা ও স্বেতসার পাওয়া যায় ।

ক্রিয়া । উত্তেজক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক । কবিরাজেরা ইহার রস অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার করেন । কাঁচাবস্থায় আদা ও শুকাবস্থায় গুঠ নামে আখ্যাত হয় । ডাং ওয়ারিং, কাঁচাপেক্ষা গুণ আর্দ্রক ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন । ইহা চর্কণ করিলে লাল নিঃসরণ হয় । বাহ্য-প্রয়োগে চর্মে উগ্রতা সম্পাদন করে ।

আময়িক প্রয়োগ। উদরাধ্বান, আধ্বান শূল, অস্থির আক্ষেপিক বেদনা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে প্রযোজ্য। বিরেচক ঔষধ সহযোগে ইহা ব্যবহার করিলে পেট কামড়ায় না। শিথিল কঠক্ষত্র বা বেদনাতে ইহার ফাট কুল্যরূপে প্রযোজ্য। শুষ্ঠ চূর্ণ বিহুটিকা রোগে হাত পায়ে খাল ধরিলে মন্দন করিলে উপকার হয়। নিকট দৃষ্টি রোগে ইহার উগ্র অরিষ্ট কপালে মন্দন করিলে উপকার দর্শে। শিরঃপীড়াতে শুষ্ঠীর পলস্ত্রা কপালে লাগাইবে। দস্ত বেদনাতে শুষ্ঠ একথণ্ড চক্ষণ করিলে উপকার হয়। পুণাতন বাত রোগে সন্ধিস্থলে শুষ্ঠী চূর্ণ ও জল একত্রে প্রলেপ দিলে বেদনাদি নিবারিত হয়। ডাং ওয়াবিং পুরাতন বাতগ্রস্ত রোগীকে শয়ন করিবার পূর্বে শুষ্ঠীর ফাট (ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে) পান করিবার উপদেশ দেন। শুষ্ঠীর ঈষৎ ফাট কাসি, সর্দি ও বিদমজ্বরের শৈত্যাবস্থার পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শূল রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা উপকার লাভ করা গিয়াছে। বগা—শুষ্ঠ চূর্ণ ৫ তোলা বিটলবণ ২১০ তোলা, সোহাগা ১১০ তোলা (ওজনের পর খই করিয়া লইবে) মূলতানি হিং ১১০ আনা, সজিনার ছালেব রস দিয়া প্রথমে হিং মাড়িতে হয়, পরে উহাতে বিটলবণ সোহাগার খই ও শুষ্ঠী চূর্ণ মিশাইয়া উত্তমরূপে মন্দন করিয়া ৫৫টি বটীকা বাধিবে। সজিনার রসের পরিমাণের নিয়ম নাই, যত রস দিলে সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে মাড়া ও বড়ী বাঁধা যায় তাহাই দিবে। ২৭ দিন পর্যন্ত এই বটীকা প্রাতে ও সাংকালে এক একটা মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইতে হয়। পথ্য—পুণাতন তণ্ডুলের অন্ন, দ্ব্যতপক বাজ্ঞন, জুগ্ম মৎস্য। শাক অন্ন মিষ্ট তৈল, কাঁচা ঘৃত, ডাউল, ময়দা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক দ্রব্য ও নূতন তণ্ডুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ। যে কয়েক দিন ঔষধ সেবন করিতে হয়, কেবল সেই সময় পূর্বোক্ত পথ্যের নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। চূর্ণের মাত্রা ৩—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

শুষ্ঠীর ফাট। শুষ্ঠীর কুটীত ১১০ তোলা, ঈষৎজল ৫ ছটাক, এক ঘটা গাঢ় পান্নে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে

এক ছটাক। বায়ুনাশার্থ সাধারণতঃ প্রযোজ্য। সন্দি, বাত প্রভৃতিতেও ইহা উষ্ণ উষ্ণ পান করিলে স্বেদস্রাব হইয়া উপকার করে।

শুণ্ঠীর অরিষ্ট। শুঠ স্থূলচূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচা, শোধিত সূরা ১০ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১৫ মিনিম হইতে এক ড্রাম।

শুণ্ঠীর উগ্র অরিষ্ট। শুষ্ঠী চূর্ণ ৫ ছটাক, সূরা ফ্র্যা প্রয়োজন। শুষ্ঠী চূর্ণ একটা পার্কোলেটব যন্ত্রেব মধ্যে রাখিয়া ৫ ছটাক সূরা ঢালিয়া দিবে, দুই ঘণ্টা পরে আবার সূরা ঢালিয়া দিবে, নিম্নস্ত পাत्रে যখন অরিষ্ট ১০ ছটাক নিপতিত হইবে তখন তাহা গ্রহণ করিবে। মাত্রা ৫ হইতে ২০ মিনম।

শুণ্ঠীর পাক। উগ্র অরিষ্ট ৬ ড্রাম, শর্করার পাক ১০ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

১। নাগরাদি ক্কাথ। শুঠ দেবদারু, বেনার মূল, বৃহতী ও কণ্টকারির ক্কাথ সামান্য জরে প্রযোজ্য। ভাঃ

২। নাগরাদি ক্কাথ। শুঠ, বেনার মূল, বেলশুঠ, মূতা বালা ধনে ও মোচরস ইহাদের ক্কাথ পানে গ্রহণী ও পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

৩। নাগরাদি। শুঠ আতিন মূতা, শুল্ক চিরতা ও কুটজ ক্কাথ সেবনে সর্ব প্রকার অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

যোগরাজ ক্কাথ। শুঠ ধনে বামনজাটা পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দন পটোল-পত্র ত্রিফলা, যষ্টিমধু বেড়েলা কটকী মূতা গজপিপুল আরণ্য চিরতা শুল্ক দশমূল ও নিসিন্দা ইহাদের ক্কাথ ত্রিকোষন সন্নিপাতে প্রযোজ্য। ঐ

সম শর্কর চূর্ণ। শুঠ ৭ ভাগ, পিপুল ৬, মরিচ ৫, নাগেশ্বর ৪, তেজপত্র ৩, দারচিনি ২ ও ছোট এলাচ ১ ভাগ এবং চিনি ১৮ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অর্শ অগ্নিমান্দ্য অকচি প্রভৃতি বোগ নষ্ট হয়। ঐ

বিশ্বাদ্য চূর্ণ । শুষ্ঠ বনবমানি হরিদ্রা দাক্রহরিদ্রা সৈন্ধব বচ যষ্টি-
মধু, কুড় ও জীরা চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে । ইহা প্রভাতে ঘৃত
সহ লেচন করিলে বাক্শক্তি বৃদ্ধি হয় । ই

কল্যাণক চূর্ণ । পিপুল, পিপুলমূল, চই চিতে, শুষ্ঠ মরিচ ত্রিকলা বিট
ও সৈন্ধব লবণ, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, নাটা বা ডহর করঙ্গ, যমানি ধনে জীবা
চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । ইহা উষ্ণাস্থ সহ সেবন করিলে বাতশ্লেশ্ম-
বোগ, অগ্নিস্মার উন্মাদ ও গ্রহণী নষ্ট হয় । ই

শুষ্ঠী ঘৃত । শুষ্ঠী ব কাথ ও কক্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে
অগ্নি সন্দীপন ও কটিশূল নিদাবণ হয় । ই

শুষ্ঠী ধান্যক ঘৃত । শুষ্ঠ ১৮ তোলা, ধনে ১৬ তোলা গেষণ করিয়া
৪ সের ঘূতে দিয়া ১৬ সের জল দ্বারা পাক করিবে । ইহাতে বাতশ্লেশ্ম বোগ
কাস শ্বাস নষ্ট ও বল বর্ধাগ্নি বৃদ্ধি হয় । ই

শৃঙ্গবেবাদ্য ঘৃত । কক্কথ—আদা যবক্ষার পিপুলমূল পিপুল ঘৃত ও
শাহাব চতুর্ভুজ কাঁজি দিয়া পাক করিবে । ইহাতে শূল বিবন্ধ, আনাহ ও
আমবাত নষ্ট হয় । ই

শুষ্ঠী খণ্ড । শুষ্ঠ ৬৪ তোলা, ঘৃত ১৬০ তোলা, ছক্ক ৮ সেব, তিনি
৪০০ তোলা একত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে শুষ্ঠ পিপুল মরিচ দাবচিনি
এলাচ, তেজপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । ইহাতে
বল পুষ্টি বিবর্দ্ধন ও আমবাত প্রশমিত হয় । ই

নাগরাদি তৈল । শুষ্ঠ ও ত্রিফলার কক্ক ও দধিবামাত দ্বারা তৈল
বা ঘৃত পাক করিবে ইহা সর্কোদবে প্রয়োজ্য । ই

ব্যোমাদ্য শক্তু । শুষ্ঠ পিপুল মরিচ চিতা সজিনামূল ত্রিকলা
কটকী বৃহতী কণ্টকারী হরিদ্রা দাক্রহরিদ্রা আকনাদি আতপ শালপান
তিষ্ণু কেটনন যমানি ধনে চিতে সচললবণ, জীরা ও হুস্বা সমভাগে চূর্ণ,
তৈল তৈল, ঘৃত ও মধু, প্রত্যেকের চূর্ণ সমষ্টির সমান, ডাহু ১৬ গুণ বইয়া

একত্রে মিশ্রিত করিবে । ইহাতে প্রমেহ মূত্ৰবাত কুষ্ঠ অর্শ মূত্ৰকৃচ্ছ শ্বাসকাস গ্রহণী ও শোণ্য প্রভৃতি নষ্ট হয় । এ

গুড়াদি বটীকা । গুড় ২৪ তোলা, গুঠ ২৪ তোলা, পিপুল ২৪ তোলা, মঞ্জুর ৮ তোলা, তিল ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে । ইহাতে সর্ষপ স্ববধু নষ্ট হয় । এ

আদ্রক খণ্ড । আদার রস ৪ সের, গোয়ত ২ সের, গোছন্ধ ৮ সের শর্করা ২ সের, কক্কার্থ—পিপুল পিপুলমূল নরিচ গুঠ চিতা বিড়ঙ্গ মূতা নাগেশ্বর, দারচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া পাক করিবে । প্রাতঃকালে সেব্য, ইহাতে শীতপিত্ত উদর্দ, কোষ্ঠ, উৎকোষ্ঠ, শ্বাস কাস ও অরোচক প্রভৃতি নষ্ট হয় । এ

সৌভাগ্য শৃঙ্গী । স্বত ৩২ তোলা, ছন্ধ ৮ সের, চিনি ৪০০ তোলা পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে তাহাতে গুঞ্জী চূর্ণ ২ সের, ধনে ২৪ তোলা, স্থলফা ৪০ তোলা, বিড়ঙ্গ ৮ তোলা, জীবা কৃষ্ণজীরা ত্রিকটু মূতা তেজপত্র নাগেশ্বর দারচিনি ছোটএলাচ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । ইহাতে হৃৎকি রোগ, জ্বর দাহ ভৃগু উদ্দি বন্দ্যাদি ও কাসাদি নষ্ট হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় গুণ্ঠিযোগ ।

শিরোবেদনায় ছন্ধ ও আদার রসের নস্য টানিলে উপকার হয় । চক্র আদার রস মধুসহ সেবনে কাসি, সন্দি ও অজীর্ণ নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ গুঠ পর্পট হরিদ্রা দারহরিদ্রা ত্রিফলা গুলঞ্চ মূতা কণ্টকারী নিম্ব পটোল কুড় ইত্যাদের কাথ সেবনে জিহ্বক রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

গুঞ্জীব কাথ মধুসহ সেবনে অরুচি অগ্নিমান্দ্য শ্বাস কাস নষ্ট হয় । এ আদার রসেব নস্য দিলে জরের মূচ্ছা অপনোদিত হয় । এ

আদার রস ও সৈন্ধবালবণ একত্রে মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে জরের অরুচি নিবারিত হয় । এ

পিষ্ট আমলকী দ্বারা নাভিমণ্ডলের চতুর্দিকে আলবাল নিশ্চাণ করিয়া

আদ্রকের রস দ্বারা পূর্ণ করিবে (ইহাতে অতিদার রোগ সদ্য আরোগ্য হয়। এ

গুঠ ও বেলগুঠান কাথ সেবনে বিস্ফুটী ও ছদ্মি নষ্ট হয়। এ

গুঠ ও গুড় সমভাগে ভক্ষণ করিয়া স্বেত পুনর্নবার রস পান করিলে সর্ব শোথ নষ্ট হয়। এ

আদার রস, পুণাতন গুড় সহ সেবনে শীতপিত্ত ও বহ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। এ

আদার রস, মধু, সৈন্ধব ও তৈল একত্রে ঈষদ্ব্য করিয়া কর্ণমধ্যে দিলে কর্ণের বেদনা উপশমিত হয়। এ

আলকুশী ।

অপর নাম—কপিকচ্ছু, আয়ুপ্রা, বানরী ।

লিগিউমিনেসী জাতীয় মিউকিউনা ফ্রিয়েন্স নামক লতাবৎ বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ইহার ফলের মজ্জা, ফলের গাত্র সংলগ্ন লোম ও মূল ঔষধার্থে প্রয়োজিত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার ফলের উপরিস্থ কেশ সকল মধু বা শর্করা সহযোগে প্রদান করিলে বাস্তবিক ক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ লোম সকল ক্রিমীর গাত্রে বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করে। মহীলতার ন্যায় ক্রিমীর উপরেই ইহার ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। ইহা ব্যবহারের পব এরও তৈল বা অন্য কোন বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত। চর্ম্ম স্থানিক প্রয়োগ করিলে অসহ্য কণ্ডুয়ন উপস্থিত হয়। ৫—১৫ রতি মাত্রায় প্রয়োজ্য।

ইহার মূল—বলকর, বাতহর, শ্বায়ুর পীড়াতে ব্যবহার্য্য। বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য বলকর, কামোদ্দীপক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বানরী বটীকা । আলকুশীর বীজ অর্দ্ধ সের, গোছুক ৪ সের, শঠৈঃ

শঠৈঃ পাক করিবে । গাঢ় হইলে আলকুশী বীজের ত্বক ফেলিয়া দিয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে । পরে ইহা গব্য ঘূতে ভাজিয়া দ্বিগুণ চিনির সহিত পাক করিয়া ১ তোলা পরিমাণে বটীকা বাধিয়া মজ্জনযোগ্য মধুতে ভিজাইয়া রাখিবে । ইহা সেবনে ধ্বজভঙ্গ আবোগ্য ও ইন্দ্রিয় শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় । ঔষধ প্রত্যাহ একবার সেব্য । ভাবঃ

ক্ষৌদ্রার্দ্ধভাগ ঘৃত । আলকুশী, কুলে খাড়ু, পিপ্পল দাক্ষা শর্করা প্রত্যেকে ১ ভাগ, মধু অর্দ্ধ ভাগ, ঘৃত ও ছুন্ধ এক এক ভাগ দিয়া একত্রে বিমথিত করিবে । এই ঔষধ সেবনেব পব ছুন্ধ পান করা কর্তব্য । ইহাতে গুরুত্ব্য জন্য রোগ ও যোনিদোষ নিবারিত হয় । ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

আলকুশী বীজ ও গোক্ষুর বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্রে নিশিত করিবে । ইহা ২০—২৫ রতি পরিমাণে চিনি ও ঈষদ্বৎ ছুন্ধ সহ সেবন করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি হয় । ভাবঃ

আলকুশী মাষকলাই এরণ্ডমূল বেড়েলামূল ইহাদের কাথ হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সেবনে পক্ষাবাত প্রশমিত হয় । ভাবঃ

আলকুশীমূল, কতবেলের মজ্জা ও পঞ্চ গুরিয়া বীজ (হিন্দী) ছুন্ধ সহ স্ত্রীলোকে সেবন কবিলে পূজবতী হয় । ঐ

আলু, গোলআলু ।

সোলেনম টিউবারোজম নামক লতার মূল ও পত্র । ইহার মূল আহা রার্থে সদা সর্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রাসায়নিকতত্ত্ব । শুকাবহায় ইহাতে ৬৪ অংশ খেতনার, শর্করা ও গাঁদ ১৫, প্রটীন ৯, তৈলাক্ত দ্রব্য ১ ও সূত্র ১১ অংশ আছে, সোলোনিয়া নামক এক প্রকার উপক্ষার ইহার বীৰ্য্য ।

ক্রিয়া । মূল পুষ্টিকারক, পত্র মাদক বলিয়া কথিত, কিন্তু পরী ক্ষিত নহে ।

আময়িক প্রয়োগ । দাহ ও বহুমূত্রে , প্রযোজ্য । আইয়োডিন দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা সেবনে উপকার দর্শে । এই ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র হইতে সার প্রস্তুত করিয়া শূল ও বাতবেদনাদিতে প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে । মাত্রা ১-১ গ্রেণ ।

আলু বোখারা ।

রোজাসিয়ী জাতীয় ফ্রনস বোখারিয়েন্সিস্ নামক বৃক্ষের শুষ্ক ফল । পাবস্যা কাবুল প্রভৃতি স্থানে জন্মে । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঔষধ বিদ্রো-
তাদিগের নিকট পাওয়া যায় । ইহা এক ইঞ্চি লম্বা কৃষ্ণবর্ণ ও মিষ্টা-
স্বাদযুক্ত । অনান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয় ।

ক্রিয়া । শীতল, মৃদু রেচক ও পোষণক । ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট চাটনী প্রস্তুত হয় ।

আবুল, হবার ।

কোনাইফেরী জাতীয় জুনিপারিস কমিউনিস নামক চারা বা ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল । ইউরোপে জন্মস্থান । ক্যাপ্তেন ওয়েব কর্তৃক নিতীপাস ও মেঃ ইংলিস কর্তৃক কনায়ার নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে । কাবুল ও হিমালয় অঞ্চল হইতে ইহার সরস ফল কলিকাতায় আনীত হয় ।

রাসায়নিকতত্ত্ব—এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল ইহার বীৰ্য্য ।

ক্রিয়া । মূত্রকারক, রজোনিঃসারক, উত্তেজক ও বায়ুনাশক । ইহার ফল সচরাচর জিন্ নামক স্মরা প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয় । জিনের মূত্রকারক গুণ ইহারই উপর নির্ভর করে । প্রদাহবস্থা, মূত্র-
গ্রন্থি ও মূত্রাশয়াদির উদ্দীপনা থাকিলে ইহা প্রয়োগ নিষিদ্ধ ।

আময়িক প্রয়োগ । প্রমেহ স্বেতপ্রস্র দৌর্বল্য শোথ উদ-
রাধ্মান, আধ্মান শূল ও অস্ত্রের আক্ষেপিক পীড়াতে উপকারক । ইহার
উগ্র কাথ দ্বারা ধৌত করিলে পাচড়া আরোগ্য হয় ।

আবুল তৈল । অপক ফল চুয়াইয়া প্রস্তুত হয় । মাত্রা ২—৮ দিন্দু । এই তৈল এক অংশ ও সুরা ৯ অংশ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ২০ মিনিম হইতে ১৥০ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

আবুলের ফাণ্ট । ফল ও তরুণ শাখাগ্র অর্দ্ধ ছটাক, ক্ষুটিত জল তিন পোয়া । আবৃত পাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক, দিনে তিনবার সেব্য ।

ইক্ষু ও চিনি ।

গ্রামিনী জাতীয় স্যাকেরম অফিসিনেরম নামক বৃক্ষ । ভারতবর্ষে অপরিাপ্ত জন্মে ।

ইক্ষুদণ্ড হইতে এক প্রকার, মিষ্টরস নিঃসৃত হয়, উহা জাল দিয়া শুষ্ক প্রস্তুত করে এবং তাহা হইতে অবশেষে চিনি প্রস্তুত হয় । অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ইহার চাস হইতেছে । ইক্ষু হইতে রস বাহির করিতে নানা স্থানে নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । শ্লিষ্ণকারক, শৈত্যকারক অল্প পোষক । আহাৰ্য্য দ্রব্য সহযোগে ইক্ষু শর্করা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার হয় । ইক্ষুশর্করা জলে গুলিয়া তাহাতে লেবুর রস দিলে অতি উপাদেয় শীতল পানীয় প্রস্তুত হয়, গ্রীষ্মকালে ইহা পানে শরীরের তৃপ্তি সাধন হয় । বিবিধ ঔষধের সঙ্গে শুড় ও চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োজিত হইয়া থাকে । ইক্ষুমূল—মূত্রকারক ও শ্লিষ্ণকারক । আয়ুর্বেদ মতে তরুণ অপেক্ষা পুরাতন শুড় ঔষধার্থে শ্রেষ্ঠ ।

ইক্ষুরস ও আমলকীর রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয় । ভাব

প্রয়োগরূপ ।

শর্করার পাক । শর্করা ২৥০ সের, পরিষ্কৃত জল ১৥০ সের, সস্তাপে

ত্রব করিবে, শীতল হইলে এ পরিমাণে পবিত্র জল সংযোগ করিবে, সেন সমুদায়ে তিন সের তিন পোয়া হয় । বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয় ।

ইন্দ্রযব ।

য়্যাপোসিনী জাতীয় হোলাবিয়া এন্সিডিসেট্রিকা নামক বৃক্ষের বীজ । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রায় জন্মে ।

ক্রিয়া ও আর্ময়িক প্রয়োগ । সংগ্রাহী (সংকোচক) আর্গেব, কট, জ্বাতিসার, রক্তার্শ, বমি বীসর্প কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক ।

ডাঃ এনিসলী বলেন, ষ্টিং ভর্তিত ইন্দ্রযবের ফাট উদরাময় ও অতিশয় বর্ধিত স কোচক হইয়া উপকাব কবে । বিহুচিকার বমন নিবারণার্থও ত্রিণ এট ফাট পান কবাইতে উপদেশ দেন । ইহার ফাট সেবনে অশ হইতে বক্তপ্রাব নিবাবিত হয় ।

কোন কোন ট্রিকিংসক ইহার কুমিনাশক গুণ থাকা ব্যক্ত করিয়াছেন ।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ইন্দ্রযব পট্টাদিপত্র ও কটকীর কাথ পানে দন্তত বিনমজর নষ্ট হয় । ভাঃ হস্তাঃ ধ্বংসর্বপ কুড় হরিদ্রা গৃহধূম একত্রে তক্রসহ লেপ দিলে শিশুঃ শিথুঃ, পানা ও বিচচিকা নষ্ট হয় । ঐ

ইন্দ্রযব আকনাদি হরীতকী ও শুঠের কাথ সেবনে আমাতিসার (অজীর্ণ জনিত) নষ্ট হয় । চক্রঃ

ইন্দ্রযব ও মূতা প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া অল্প জলে পেষণ কবিয়া পরে এক সেব ক্রমসহ সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ করিবে । ইহা এক হইতে দুই কাচা নাড়ায় অল্প মধুসহ সেবন কবিবে রক্তাতিসার নষ্ট হয় । শার্ঙ্গঃ

ইন্দ্রবারুণী ।

অপর নাম—রাখালশশা ।

কিউকবটিেসী জাতীয় সাইট্রলস কলোনিছিস নামক লতার ফল ও মূল । ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বিরেকক, কামলা পাণ্ডু প্রীতা
উদনী শ্বাস কাস এণ প্রমেহ মূতগত ও বিষাপহ । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নারায়ণ চূর্ণ । যমানি চব্বা ধনে ত্রিকলা কৃষ্ণজীরা পিপুল পিপুল-
মূল, বনযমানী শঠী বচ গুণকা জীরা ঊঠ পিপুল মরিচ স্বর্ণক্ষীবি চিতে যব-
ক্ষাণ, সর্ধিকাক্ষার, পুস্কর মূল, কুড় পঞ্চলবণ বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ, দস্তী-
মূল ৩ ভাগ, তেউড়ী হলুদবাকনী প্রত্যেকে ২ ভাগ, সিদ্ধুষ্ক ৪ ভাগ, একত্রে
মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ গুল্মে বদরাসু, উদনীতে তক্র, বাতরোগে সুরা
বিভ্ভেদে দধি, অর্শে দাড়িম রস সহ সেব্য । এতদ্বিন্ন অন্যান্য অনেক
রোগেও ব্যবহার হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ইন্দ্রবাকনীৰ মূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে ত্বনের ক্ষীততা ও বেদনাদি নষ্ট
হয় । এ

ইন্দ্রবাকনীৰ মূল, অনন্তমূল শ্যামালতা ও ফেৎপাপড়ার কাথ, পিপুল
চূর্ণ ও গুগ্গুল সহ সেবন করিলে পুরাতন চর্ম্ম পীড়া, বাতরক্ত, উপদংশ
প্রভৃতি নষ্ট হয় । শাসঃ

ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহার বীজের তৈল কেশে মাখিলে কেশ
গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয় ।

ইশার মূল ।

ম্যারিষ্টোলোকিয়েসী জাতীয় ম্যারিষ্টোলোকিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের
মূল । ভাবতবর্ষের সকল স্থানেই জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইশার মূল অত্যন্ত তিক্ত, উত্তে-
জক, বলকারক রজোনিঃসারক । বিষমজ্বাদিতে ব্যবহার্য্য । ডাঃ কাক-
ট্টিক বলেন যে, ইহার জ্বরগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখা কঠিন । ডাঃ কাকট্টিক

অজীর্ণ রোগে ইহাৰ মূল ব্যবহার করিতে বলেন। ডাং গিবসন আন্ত্রিক পীড়ায় উপকারী বলেন। ইহা সর্প দংশনের মহৌষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহাৰ তরুণ পত্র ও পত্রের রসও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাং ওয়ারিং বিশ্বাস করেন যে, যদি উদ্ভিদের মধ্যে সর্পবিষের প্রতিবিষ থাকে, তবে তাহা য়ারিষ্টোলোকিয়েসী জাতীয় বৃক্ষের মধ্যে আছে। ইহাৰ মূল মধুব সহিত মিশাইয়া ধবল রোগে প্রযোজ্য।

ইষপগুল ।

প্লাণ্টাজিনি জাতীয় প্লাণ্টেগো ইষপগুল নামক বীজ। পারস্যদেশে জন্মান, এক্ষণে ভাবতবর্ষের অনেক স্থানে জন্মে। জলে ভিজাইয়া রাখিলে জল আটা আটা হয়। ইহাত্তে মিউসিলেজ বা এক প্রকার স্নেহ দ্রব্য আছে। শীতল বা উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে এই স্নেহ দ্রব্য নিঃসৃত হয়।

ক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক প্রয়োগ। শিথিলকারক, তরলকারক ও দ্রব্য সংকোচক। অর কাসি সর্দি, মূত্রবস্তুর পীড়ায় ইহা ব্যবহারে উপকার দশে। প্রমেহের জালা বস্ত্রাদি ইহা সেবনে নিবারিত হয়। উদরাময় ও রক্তাতিসারে ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। এই বীজ অল্প জলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে প্রদাহাদির শান্তি হয়। বীজগুলি দ্রব্য উষ্ণ করিয়া চূর্ণ করিবে। ইহা ২০—৬০ রতি মাত্রায় সমভাগে চিনির সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ ।

ইষপগুলের কাথ। ইষপগুল কুটিত ১০ আনা, জল তিন পোয়া, আবৃত পাত্রে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া পট্টে ছাকিয়া লইবে। মাঝে ১—২ ছটাক, ইহা সর্দি ও মূত্রবস্তুর পীড়ার পক্ষে প্রশস্ত।

এরও ।

অপব নাম—ভেবেণ্ডা, বেড়ী।

ইউক্লিডিয়োসী জাতীয় গিসিনিস কমিউনিস নামক বৃক্ষ। ভারত-বর্ষের সকল স্থানেই জন্মে।

ব্যবহার্য্য অংশ। ঈহার বীজ হইতে তৈল নিঃসৃত করিয়া ব্যবহৃত হয়। নিষ্পেষণ দ্বারা তৈল বাহির করিয়া থাকে। বিনা উত্তাপ প্রয়োগ দ্বারা শতকরা ২৫ অংশ তৈল পাওয়া যায়। বীজে উত্তাপ প্রয়োগ দ্বারা তৈল বাহির করিলে শতকরা ৩৫ অংশ তৈল নিঃসৃত হয়, কাবণ তৎউপায়ে বীজের ধূনার অংশ অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া পড়ে। শেযোক্ত প্রকার উপায়ে প্রস্তুত করতঃ সেবন করাইলে পেট কামড়ায় ও অন্ত্রে উগ্রতা জন্মে। বীজ ও বীজ নিঃসৃত তৈল ব্যতীত ইহা ব মূল ও পত্র ঔষধার্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব। বিশুদ্ধ তৈল ঈষৎ পীতবর্ণ, বিশেষ গন্ধযুক্ত, আত্মাদ বিহীন। অবিশুদ্ধ তৈল পাটলবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও কটু আত্মাদবিশিষ্ট। সমান অংশ সুরাবীর্ঘ্যো এবং ২ অংশ শোধিত সুরাতে দ্রব হয়, ইথারে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। প্রথমোক্ত তৈল বিবেচক। ইহার গুণ এতদেশীয়েরা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিদিত আছে। ইহার ক্রিয়া প্রবলরূপে প্রকাশিত হইলে জন্মীর বস সেবনে সমতা প্রাপ্ত হয়। এই তৈল দ্বারা ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে বিরেচন হয়। উদরে কোন ক্রেশ হয় না এবং বিবেচনের পর কোষ্ঠবদ্ধ হয় না। উদরোপরি এই তৈল মর্দন করিলেও কাষ্ঠাব কাহার বিরেচন হইয়া থাকে। ইহার তৈল বালক, বৃদ্ধ, নবপ্রসূত ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত। পাকায় ও অন্ত্রের যেকোন প্রদাহবস্থায় অন্যরূপ বিরেচক নিষিদ্ধ, তৎকালে ইহা অবাধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তৈলের মাত্রা ২ কাঁচা হইতে ১ ছটাক পূর্ণবয়স্কদের পক্ষে, বালকের পক্ষে হ্রাস হইতে এক বা দেড় কাঁচা।

এবং পত্র দুই নিঃসরণ বৃদ্ধি করে। প্রাণতির, স্তনে দুই, স্তন হইলে
এবং পত্রের কাথ দ্বারা স্তন বৌত ও উহাব প্রলেপ দিবে। ডাং শর্ট উক্ত
পত্র উত্তপ্ত করণান্তর স্তনোপরি বান্ধিয়া রাখিতে উপদেশ দেন, ইহাতে দুই-
ত্রাব বৃদ্ধি হয়। এতদ্ভেদ্য সাধনার্থ ইহাব পত্রের কাথ বা রস আভ্যন্তরিক
প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

উদবামর ও অতিসার রোগে অস্ত্র হইতে বদ্ধ মল নির্গত করণার্থ এর-
তৈল ব্যবস্থায়। অশ ও সরলাস্ত্র বহির্গমন (গুদভ্রংশ) রোগে বিরচনার্থ
ইহাই একমাত্র উপযোগী ঔষধ। কোষ্ঠবদ্ধ ও তজ্জনিত শূল বেদনাদিতে
ইহা বিশেষ উপকারক।

ইহার বীজের ক্রিয়া উগ্র বিরেচক। ২১৩ টী বীজ দ্বারা অতি বিরেচন
হয়। ২০ টী বীজ সেবন করাতে একটী স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এই
বীজ অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উগ্রমাদক ক্রিয়া করে।

ভাবপ্রকাশের মতে এরও তৈল—শূল শোণ, কটি ও বস্তিপীড়া, শিবঃ পীড়া
যকুং প্লীহা কোষ্ঠবদ্ধ উদর অব্ধ এধু স্নাস আনাহ কক কাস ও কুষ্ঠনাশক।
এরও পত্র—বাতন্ত্র, কক ক্রিমী বিনাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ, রক্তপিত্ত ও বস্তিশূল-
নাশক।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

নিম্নস্থ এবং বীজ দুই দিচ্ছ করিয়া সেবন করিলে কটিশূল, গৃধ্রসী
নষ্ট হয়। ভাবঃ

এরও মূল, বিষমূল, বৃহতী ও কণ্টকাবীর কাথ সৌবর্জল লবণসহ সেবন
করিলে গৃধ্রসী ও শূল নষ্ট হয়। ঐ

এরও তৈল, পিপুল চূর্ণ ও গোমূত্র একত্রে পান করিলে গৃধ্রসী বোগ
আরোগ্য হয়। ঐ

এরও তৈল, দশমূল ও শুষ্কীর কাথসহ পান করিলে কটিশূল ও উদরী
উপশমিত হয়। ঐ

এবং মূল ও শুষ্কীর কাথ, হিঙ্গু ও সৌবর্জল লবণ সহ পান করিলে শূল
নিবারণ হয়। ঐ

এরওমূল বিষমূল চিতে শুঠ হিঙ্গু ও সৈন্ধব একত্র সেবনে সদ্য শূল নিবারণ হয় । এ

এরওপত্রের ক্ষার হিঙ্গুসহ সেবন করিলে মেদ রোগ নষ্ট হয় । এ

এরওমূলের কন্ধ, বসা, তৈল বা ঘৃতান্বিত করিয়া ঈষৎ প্রলেপ দিলে বিদ্রবী উপশমিত হয় । এ

এরওমূল, কুড়, শুঠ, তক্র পেষিত করিয়া ঈষৎ অবস্থায় কপালে প্রলেপ দিলে শিরশীড়া নিবারণ হয় । এ

এরওমূল, কুশ ও কাশমূল এবং গোক্ষুর মূলের কাথ—শর্করা সহ পান করিলে গর্ভিণীর শূল নষ্ট হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

গন্ধর্ব্ব তৈল । এরওতৈল, হরীতকী ও গোমূত্র, একত্রে পাক করিবে । ইহা সাত দিন পান করিলে শ্লীপদ রোগ উপশমিত হয় । ভাবঃ

এলবালুক ।

ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহা বৃক্ষ বিশেষের বীজ । লালবর্ণ চূর্ণাবস্থায় বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে । ইহা পাকে কটু, কষায় শীতল লঘু । ইহাতে কণ্ডু ত্রণ ছদ্দি তৃকা কাস অকুচি হৃদ্রজ বলাস বিষ পিত্তাশ্র-কুষ্ঠ মূত্র-রোগ ও কুষ্ঠ নষ্ট হয় । ভাবঃ

ইহা অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয় ।

এলাচ বড় ।

সিটামিনী জাতীয় ম্যামোমম স্যাবিউলেটম নামক বৃক্ষের ফল । জীবাশ্মাত্মা এবং ভারতবর্ষের পার্বত্য প্রদেশে জন্মে । ইহার বীজ সুগন্ধি বায়ুনাশক, আগ্নেয়, উত্তেজক । অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয় । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা লঘু কক্ষোক্ষ, শ্লেষ্ম পিত্তাশ্র, কণ্ডু খাস তৃকা, হল্লাস বমি ও কাসনাশক ।

এলাচ ছোট বা গুজরাটী ।

সিটামিনী জাতীয় ইলিটেব্রিয়া কার্ভেমোমম্ নামক বৃক্ষের ফল । ঔষ-
ধার্থে ইহার বীজ ব্যবহার হয় । মালবার অঞ্চলের পর্বতে, ত্রিবাঙ্কুর ও
মাদ্রাজের পশ্চিম কুলস্থ পর্বতে জন্মে ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । বিশেষ সঙ্গন্ধ, রক্ষা আশ্বাদ, এই বীজে অস্থায়ী
তৈল আছে । এই তৈলই ইহার গন্ধাশ্বাদের আধার ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক, বায়ুনাশক ও আশ্বয় ।
অজীর্ণ, আধ্মান ও অস্ত্রের আক্ষেপিক বেদনাদি ও স্নায়বীয় অবসন্নতাতে
প্রযোজ্য ।

চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

এলাদি অরিষ্ট । এলাচ বীজ কুড়িত দশ আনা, জীরা কুড়িত
দশ আনা, বীজ রহিত কিসমিস ১ ছটাক, দারচিনি কুড়িত ১ কাঁচা, ক্রিম-
দানা চূর্ণ ৩০ রতি, সুরা তিন পোয়া, ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজাইয়া পবে পার্কো-
লেশন যন্ত্র দ্বারা অরিষ্ট প্রস্তুত করিবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ ড্রাম ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

এলাদি গুড়িকা । ছোট এলাচ, তেজপত্র দারচিনি প্রত্যেকে
১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, চিনি যষ্টিমধু খেজুর দ্রাক্ষা প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ
করিয়া ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ১—২ তোলা প্রমাণ বটাকা করিবে ।
পুতাহ এক একটা সেব্য । ইহাতে ক্ষত ক্ষয়, কাস শ্বাস, বমি ও অরুচি
পুভূতি নষ্ট হয় । ভাবঃ

এলাদি চূর্ণ । ছোট এলাচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআঁটির শাঁস, থই,
প্রিয়ঙ্গু, মূতা, রক্তচন্দন ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । ইহা মধু
ও চিনি সহ লেহন করিলে ছর্দি নিবারণ হয় । ঐ

এলাদি কাথ । ছোট এলাচ, পিপুল যষ্টিমধু পাতরকুটী রেণু

গোক্ষুর বাসক ও এরণ্ডমূল, ইহাদের কাথ শিলাজতু সহ পান করিলে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। এ

ওল ।^v

অপর নাম—শূরণ ।

য়াবাইডী জাতীয় য়ামব ফোফেলস ক্যাম্পানিউলেটস নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের কন্দ । ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ইহার চাস হইয়া থাকে । আপনাপনিও অনেক স্থানে জন্মে । ইহাতে এক প্রকার উগ্ররস আছে, তাহাতে গম্ভাব মৈথ্রিক উগ্রতা উৎপন্ন হয় । তদ্ব্যতীত প্রথমে সিদ্ধ বা ধৌত করিয়া উক্ত উগ্ররস বাহির করিয়া দেওয়া কর্তব্য । বঙ্গদেশে ওল সচরাচর আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত ।

ইহা অর্শ্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ । ওল মাটি দিয়া লেপিয়া পোড়াইবে, পরে তাহা সৈন্ধব লবণ ও তিলতৈল সহ সেবন করিলে অর্শ্ব রোগ নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

লঘু শূরণ মোদক । মরিচ ১ ভাগ, গুঠ ২ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, ওল ৮ ভাগ, শুড় ১৫ ভাগ, একত্রে পাক করিয়া মোদক বাধিবে । ইহা সেবনে অর্শ্ব শূল ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয় । ভাবঃ

রহৎ শূরণ মোদক । ওল ১৬ ভাগ, চিতা ১ ভাগ, গুঠ ৪ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, হরীতকী বহেড়া আমলকী পিপুল পিপুলমূল তালীশপত্র ভেলা (অসহ্য হইলে, রক্তচন্দন) বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ৪ ভাগ, তালমূলী ৮ ভাগ, বিদ্ধড়ক ১৬ ভাগ, দারচিনি এলাচ প্রত্যেকে ২ ভাগ, সর্ষপ সমষ্টির দ্বিগুণ শুড় দিয়া পাক করিয়া মোদক বাধিবে । ইহাতে অর্শ্ব গ্রহণী প্রমেহ ও শ্বাসাদি রোগ নষ্ট হয় । ইহা বিশেষ বলকর । এ

শ্রীবাল্শাল গুড় । ত্রিবাং তেজবতী (গজপিপুল) দন্তী গোক্ষুর চিতা শঠা অপরাজিতা মূতা গুঠ বালা বিড়ঙ্গ হরীতকী প্রত্যেকে ৮ তোলা, ভেলা ৬৪ তোলা, বিদ্ধড়ক মূল ৬৪ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, জল ১২৮ সের,

দিক্ করিয়া চতুর্থাবশেষ করিয়া ছাকিয়া লইয়া পুনরায় তিনগুণ শুড় মিশাইয়া পাক করিবে। খুস্তীতে যখন লাগিয়া যাইবে তখন নামাইয়া নিম্ন-লিখিত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে যথা—তেউড়ী তেজবতী তুল চিতা প্রত্যেকে ১৬ তোলা, এলাচ দারচিনি মরিচ নাগেশ্বর প্রত্যেকে ৪৮ তোলা। ইহাতে অর্শাদি বিবিধ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

ওলট কম্বল ।

ঔষকি উলেনী জাতীয় যাত্রারামা অগষ্ঠা নামক বৃক্ষ। ইহার মূল বকুলই দৃষ্টাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পার্বত্য প্রদেশে জন্মস্থান। বহুদেশে প্রায় দৃষ্টগোচর হয় না। কিন্তু এক্ষণে নানাস্থানে ইহার বৃক্ষ বহুপত্রক রোপিত হইতেছে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহা বুল হয়, ফুলগুলি দেখিতে লালবর্ণ ও ৫৭ টী পাপড়ীযুক্ত। এই বৃক্ষ সচবাচর ৫৭ বা ৮ হাত লম্বা হয়। ইহার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ থাকে। এই বীজ বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করিলে চাষা উৎপন্ন হয়। ইহা ব পত্রের সহিত স্থলপদ্ম বৃক্ষের পত্রের এবং ফলের সঙ্গে কামরাঙ্গা ফলের অনেক দৌসাদৃশ্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। জরায়ুর ক্রিয়া সংশোধক ও বেদনা-নিবারক। বাধক বেদনা ও কষ্টরজঃ রোগে ইহার স্বল্প মূল বা বৃহৎ মূলের বকুল ঋতু তিন দিবস ৭ টী গোলমরিচের সঙ্গে জল দিয়া বাটিয়া সেবন করাইলে বেদনা শান্তি ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হয়। ইহার উপকারিতা সর্বপ্রথমে হিন্দীসাহক নামক মাসিক পত্রিকায় প্রীযুক্ত বাবু পিয়ারীচরণ সরকার মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়; তৎপরে ডাক্তার ভুবনমোহন সরকার ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে ইহার গুণাদির বিষয় বর্ণনা করেন। বেঙ্গল ব্রাঞ্চ অফ দি ব্রিটিশ মেডিক্যাল স্যাসোসিয়েসনের ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ১১ই জুন তারিখের অধিবেশনে কষ্টরজঃ (ডিসমিনোবিয়া) বিষয়ে ডাক্তার হর্যাকুমার সর্কসধিকারী একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং তাহা হে ওলটক নামক উপকারিতা স্বীকার করেন।

তিনি বলেন যে, ইহা ১০০ রতি মাত্রায় অল্প পরিমিত গোলমরিচের সঙ্গে মিশ্রিত কবিরী ব্যবহার করিলে উক্ত রোগে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ইহার অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করায় তিনি কোন উপকার প্রাপ্ত হন নাই। কয়েক জন রোগিণীকে আমরা এই ঔষধ সেবন করাইয়াছিলাম, তাঁহাদের প্রায় অনেকেই রোগমুক্ত ও সন্তানবতী হইয়াছেন। কাহারও বাধক বেদনা আরোপ্য হইয়াছে অথচ সন্তানোৎপত্তি হয় নাই। যাহা হউক এরূপ চমৎকার ঔষধের পরীক্ষা করা চিকিৎসকদিগের বিশেষ কর্তব্য। একটা রজসাধিক্য রোগগ্রস্তা স্ত্রীলোককে আমরা ইহা প্রদান করি, তাহাতে তাহার ক্রিমিক্রম উপকার দর্শিয়াছিল। অন্যান্যবিধ জরায়ু রোগেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শবার সম্ভাবনা। একটা স্ত্রীলোকের বাধক বেদনার সঙ্গে মূত্রাধিক্য রোগ ছিল ইহা সেবনে তাহার মূত্রাধিক্য চমৎকার উপশমিত হইয়াছিল। কয়েকজন অশ্বরোগীকে ইহার মূল ও গোলমরিচ একত্রে বাটয়া ও বটীকা করিয়া ১০।১২ দিন ধরিয়া সেবন করানতে অত্যন্ত উপকার দর্শিয়াছিল।

কঙ্কোল ।

অপর নাম—কাঁকলা, কঙ্কোলক ।

বৃক্ষবিশেষের ফলমধ্যস্থ বীজ । দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, গোলমরিচ অপেক্ষা কিছু বড়। ইহা সুগন্ধ, লঘু উষ্ণ তিক্ত, হৃদয় কচিপ্রদ, আস্য দৌর্গন্ধ, হৃদ্রোগ ও কফ বাতাময়নাশক। ভাণ:

বিবিধ ঔষধ ও তৈল সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কটফল ।

অপরনাম—কায়ফল ।

মিরিসী জাতীয় মিরিকা স্যাপাইডা নামক বৃক্ষের বহুল। হিমালয় প্রদেশে জন্মে। তথা হইতে পাটনাতে আনীত হইয়া থাকে। ইহা বঙ্গদেশের সমস্ত বাজারে গন্ধবণিকদিগের দোকানে পটওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক, তিক্ত কটু, কফ নিঃসা-
রক, ইহাতে বাত কফজ্বর, শ্বাস প্রমেহ অর্শ কাস কণ্ঠাময় ও অরুচি নষ্ট
হয়। বাহ্যিক প্রয়োগে প্রত্যুগ্রতাসাধক হয়, ইহার নস্য হাঁচিকারক । ডাঃ
আবভিন্ বলেন, ইহা ও গুঠের চূর্ণ একত্র করিয়া বিস্ফটিকা রোগীর সর্বাঙ্গে
মর্দন করিলে সত্ত্বর প্রতিক্রিয়া সমুপস্থিত হয় ।

• আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অষ্টাঙ্গাবলেহ । কটফল কুড় কাঁকড়াশৃঙ্গী যবানী কৃষ্ণজীরা
গুঠ পিপুল ও মরিচ সমভাগে গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। আদার রস
বা মধুর সহিত ১০।১৫ রতি মাত্রায় দিবসে ৫।৬ বার লেহন করিলে কফজ্বর,
সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। ভাবঃ

কটফলাদি চূর্ণ । কটফল মূতা কটুকী শঠা কাঁকড়াশৃঙ্গী ও কুড়
সমভাগে চূর্ণ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। ১৫।২০ রতি মাত্রায় মধু
আদার রস সহ লেহন করিলে জ্বর কণ্ঠরোগ কাস শ্বাস অরুচি নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

কটফল চূর্ণ নস্য করিলে সর্দি ও শিরোবেদনা নষ্ট হয়। চক্রঃ
কটফল ত্রিফলা দেবদারু রক্তচন্দন পরুষক কটুকী পদ্মকাষ্ঠ ও বেনার-
মূল মিশ্রিত ২ তোলা, জল ৪ সের শেষ ১ সের। ইহা পান করিলে দাহ
তৃষ্ণা ও ত্রিদোষ নষ্ট হয় এবং দীর্ঘকাল অর্যর্থ ব্যক্তির পক্ষে ইহা অমৃতোপম।
তৃষ্ণা ও দাহে অর্দ্ধাবশেষ পাক করিয়া পান করা কর্তব্য। ভাবঃ
কটফল বিষগুঠ ও গুষ্ঠীর কাথ সেবনে বিস্ফটী ছদ্দি নষ্ট হয়। ঐ

কটুকী ।

অপর নাম—কটু রোহিণী, তিক্তা, কটুক ।

স্ক্রুফিউলেরিয়েসী জাতীয় পাইকোরিজা কক্কয়া নামক বৃক্ষের মূল
কমায়ুন প্রভৃতি উত্তর ভারতের পার্শ্বত্যা প্রদেশে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বিরেচক, আশ্বেয়, বলকারক ।
 তিত্ত রক্ষ হৃদ্য, কফপিত্ত জ্বর প্রমেহ শ্বাস কাস দাহ কুষ্ঠ ও কুমি-
 নাশক । ভাবঃ

ডাঃ ট্রাইপ বলেন যে, ইহার জ্বরগুণ আছে । একপ্রকার কাল কটকী
 (হেলেবোর ব্লাক) আছে তাহা অত্যন্ত উগ্র বিরেচক, কিন্তু ডাঃ কানাই-
 লাল দে বলেন যে, তঁরূপ কাল কটকী কলিকাতার বাজারে কদাচিত্ পাওয়া
 যায় ।

কটকী মূল চূর্ণঃ—২ তোলা মাত্রায় চিনি ও ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবনে
 বিরেচক হয় । চক্রঃ । মাত্রা ইহা অপেক্ষা কম ব্যবহার করা উচিত ।
 অর্থাৎ ১৫—৩০ রতি । তাহাতে কার্য সাধি হইলে বৃদ্ধি করা যাইতে
 পারে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

তিক্তাদি ক্কাথ । কটকী মূতা যব আকনীদি ও কটফলের ক্কাথ
 চিনির সঙ্গে পান করিলে পৈত্তিক জ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

তিক্তাদি স্নাত । কটকী মোম হরিদ্রা বষ্টিমধু করঞ্জ ফল ও পল্লব,
 পটোলপত্র মালতীপত্র ও নিম্বপত্র দ্বারা যথারীতি স্নাত পাক করিবে ।
 ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে সদ্য ব্রণ ও ক্ষতাদি আরোগ্য হয় । চক্রঃ

বৈদ্যনাথ বটী । পারদ গন্ধক প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, কটকী চূর্ণ
 ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া উচ্ছে পাতার রসে বা ত্রিফলার ক্কাথে
 তিন বার ভাবনা দিয়া কলাই প্রমাণ বটীকা করিবে । অনুপান উচ্ছেপা-
 তার রস, পানের রস বা ঈষদুষ্ণ জল । ১—৪ টী বটীকা প্রয়োজ্য । ইহা
 সূখ বিরেচক, ইহাতে নবজ্বর নষ্ট হয় । ভৈঃ রস্নাঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

চিরতা বাসক কটকী পটোলপত্র ত্রিফলা রক্তচন্দন ও নিম্বের ক্কাথ
 সেবনে বীষপ বিস্ফোট জ্বর দাহ তৃষ্ণাদি নিবারিত হয় । ভাবঃ

কটকী চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে বালকের দ্বিকা নিবারণ হয় । ঐ

কটকী বচ হরীতকী ও চিতামূল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । ইহা নিকি তোলা মাত্রায় গোমূত্র সহ সেব্য । ইহাতে অজীর্ণ ও শূল নষ্ট হয় । চক্ষুঃ

কতবেল ।

অপর নাম—কপিথ ।

বিউটেনী জাতীয় দিবোনিয়া এলিফ্যান্টম নামক বৃক্ষের ফল । ভাবত-বর্ষের সমগ্র প্রদেশেই প্রায় জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । অপক্ক ফল সংগ্রাহী (সংকোচক) কষায় লঘু । পক্ক ফল—গুরু তৃষণা হিকা ও বাতপিত্ত প্রশমক, গ্রাহী । ভাবঃ

ডাং উড্ বলেন যে, অপক্ক ফল সংকোচক ও পক্ক ফল শীতাদ রোগায় । তরুণ পত্র আগ্নেয় ও বায়ুনাশক । ডাং কানাইলাল দেব মতে কতবেল স্নিগ্ধকর ও সংকোচক । তিনি বলেন যে, উদরাময় ও অতিসার রোগে তামিল দেশীয় চিকিৎসকেরা স্নিগ্ধ করণার্থ ইহা ব্যবহার করেন । তাঁহারাই ইহার চূর্ণ মধুর সহিত নিশাইয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন । রক্তাতিসারে পাকা কতবেলের সরবৎ মিশ্রি বা চিনির সহিত দিনে ২ । ৩ বার সেবন করিলে উপকার দর্শে । এই বৃক্ষ হইতে একপ্রকার গঁদ বাহির হয়, তাহা ডাক্তার প্যারেরার মতে গম আরেবিকের সম গুণকারী ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কপিথাক্টক চূর্ণ । অপক্ক কতবেলের শস্য ৮ ভাগ (শুষ্ক) চিনি ৬ ভাগ, দাড়িমফলের ত্বক, তেঁতুল শাঁস, বেলগুঠ, ধাইফুল বনয়মানী ও পিপুল প্রত্যেকে ৩ ভাগ, মরিচ জীরা ধনে পিপুলমূল বালা সচললবণ, যমানি ছোট এলাচ, দারচিনি তেজপত্র নাগেশ্বর গুঠ চিতামূল প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া ও সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা নিকি তোলা, ইহাতে গ্রহণী অতিসাব ও গলাময় নষ্ট হয় । শাসঃ

কুস্তীকাদ্য তৈলঃ । পুন্নাগ (একরূপ পুষ্প) খজুর কপিথ দ্বিধ

ইহাদেব অশ্বক ফলের কাথ ও কঙ্কার্থ—মূত্র সরলকাষ্ঠ প্রিয়ঙ্গু গন্ধতৃণ মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ, ধাতকীপুষ্প দিয়া তিলতৈল পাক করিবে। ইহ প্রয়োগে অস্ত্রক্ষত ও নালী প্রভৃতি বিবিধ ক্ষত আরোগ্য হয়। ভাবঃ

কতিরা ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় গ্যাসট্রাগেলস ভাইরন নামক বৃক্ষ নিঃসৃত গঁদ, হিমালয় প্রদেশে ও পারস্য দেশে বিস্তর জন্মে। টর্গফোর্ট বলেন যে গ্রীষ্মকালে এই বৃক্ষের বন্ধল হইতে অল্প অল্প সূত্রবৎ গঁদ বাহির হইয়া তাহা ক্রমশঃ শক্ত ও বড় হয়। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার গ্যাসট্রাগেলস বৃক্ষ হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশে জন্মে কিন্তু তাহা হইতে ট্রাগাকাস্থ'গঁদ পাওয়া যায় না।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মিষ্টকারক ও তরলকারক। ফুস-ফুস ও মূত্রযন্ত্রের শৈথিল্যিক ঝিল্লীর উগ্রতায় ইহা ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহার্য্য, প্রমেহ রোগেও মিষ্ট করণার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই গঁদ জলে গুলিলে আটাবৎ হয় এবং সেই জলই সচরাচর প্রযোজিত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ ।

কতিরাদি চূর্ণ। কতিরা, আরবী গঁদ (অভাবে বাবলার গঁদ) তণ্ডুলের স্বল্প চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক, পরিস্কৃত চিনি ১৥০ ছটাক, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহা ১০—১৫.০ রতি, অর্দ্ধ ছটাক জলে গুলিয়া অন্যান্য ঔষধ সহযোগে ব্যবহার্য্য।

কদম্ব ।

গ্যাস্ট্রোসিফেলস কদম্ব নামক বৃক্ষ। ভারতের সকল প্রদেশেই জন্মে। মধুর, কষায় লবণ গুরু, বিষ্টকর রুক্ষ, কফ শুণ্য ও অনিলপ্রদ। ভাবঃ

নিম্ন অর্জুন অশ্বথ কদম্ব শাল জম্বু বট যজ্ঞডুম্ব, বেতস ইহাদের কাথ দ্বারা উপদংশীয় ক্ষত প্রক্ষালন করিবে। ভাষ:

স্থানীক প্রদাহ ও ফোটকাদিতে কদম্বের পাতা ৭ পুক করিয়া বাদিয়া রাখিলে উপকার হয়, এমনকি অনেক ফোটক তদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া যায়।

কদলী ।

অপর নাম--রস্তা, কলা ।

মিউজাসী জাতীয় মিউজা পারাডাইসিয়েকা নামক বৃক্ষ। ইংরাজীতে ইহাকে প্লান্টেন ট্রি বলে।

ইহার ফল আহাৰ্য্য দ্রব্যের মধ্যে উপাদেয় বলিয়া গণ্য। ইহাতে শতকরা ৬০ হইতে ৬৮ অংশ শ্বেতসার (ষ্টার্চ) আছে। ফল দ্রব্য রোটক এবং পুষ্টিকারক।

ইহার পাতা গটাপার্টা ও স্পার্মাসিটীর মলমের পরিবর্তে বিষ্ঠারের ক্ষত আবরণ করিতে ব্যবহার্য্য। ইহা ব্যবহারে কোন কুফল উৎপন্ন হয় না অথচ ক্ষত সত্ত্বর অর্থাৎ ৫৬ দিনে আরোগ্য হয়। প্রথম দুই দিন উপবের চিক্কাণ প্রদেশ, তৎপরে পত্রের নিম্ন প্রদেশ চর্ম্মোপরি সংস্থাপন করিবে। পত্রে অল্প নারিকেল তৈল বা ঘৃত মাখাইয়া ক্ষতোপরি সংস্থাপন করিলে সমধিক উপকার হয়। ক্ষতাদিতে জলপটী দিতে হইলে লিট বা তুলা জলে ভিজাইয়া ক্ষতোপরি স্থাপন করিয়া তৎপরি এক খণ্ড কদলীপত্র বন্ধন করিয়া দিবে। চক্ষুরোগে হরিতবর্ণ বস্ত্রের পরিবর্তে কদলী পত্র দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে।

কলার বাসনা পোড়াইয়া দেশীয় রজকেরা এক প্রকার ক্ষার প্রস্তুত করে; পরে তাহা জলে গুলিয়া ও ছাকিয়া লইয়া ক্ষার জল প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা বস্ত্র পরিষ্কার করে।

ভাবপ্রকাশের মতে: মোচা—স্বাদু, শীতল বিষ্টপ্তী ও কফনুং, গুরু

শিথিল রক্তপিত্ত তৃষ্ণা দাহ ও ক্ষত ক্ষয়হর । পক ফল—বাছ হিম বৃষা বৃংহণ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নেত্ররোগহর, মেহহর ও কচিমাংস কৃৎ ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কাল্যাণাদি ঘৃত । ঘৃত ৪ সের, মোচা ১০০ পল (১২১০ সের) পাকার্থ কদলী মূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; কন্ধার্থ—রক্তচন্দন সরলকাষ্ঠ জটামাংসী কদলী মূল, এলাচ লবঙ্গ হরীতকী আমলকী বহেড়া কতবেলের শাঁস, পদ্ম মূল, কেশুর মূল, হুঁদি মূল, পাণিফল মূল, বট বজ্রডুমুর অশ্বথ পিয়াল পাকুড় বম্বা, আম জাম কুল মউল লোধ অজুন কেহু কটকী কদম্ব শিরীষ পলাস প্রত্যেকে ২ তোলা পেষণ করিয়া দিয়া পাক করিবে । এই ঘৃত পান করিলে সোম রোগাদি বিবিধ মূত্র রোগ নষ্ট হয় । ঔষঃ রত্নাঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

কাঁটাল পরিপাকার্থ কদলী ফল সেব্য ও কদলীর পরিপাকার্থ ঘৃত পান বিধেয় । ভাঃ

পক কদলী ফল, আমলকীর রস, মধু ও চিনি একত্রে সেবন করিলে মূত্রাধিক্য নিবারণ হয় । ঐ

কণ্টকারি ।

অপর নাম—নিদিক্কা, সিংহা, ব্যাঘ্রী ।

সোলেনেসী জাতীর সোলেনম জ্যাকুইনী বা জ্যাহোকারপম নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল বা সমগ্র বৃক্ষ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভারত-বর্ষের সকল স্থানেই স্বতঃ উৎপন্ন হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । কফ নিঃসারক, মূত্রকারক । কাসি অর সর্দি শ্বাস বক্ষা প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয় । ডাং উইলসন বলেন যে, ইহার ডাঁটা, ফল ও ফুল তিক্ত ও বায়ুনাশক । ইহার বীজ দগ্ধ করাইয়া সেই ধূম দস্তে লাগাইলে দন্তশূল নিবারিত হয় । ইহাতে

অধিক পরিমাণে লাল নিঃসরণ হইয়া উক্ত রোগ উপশমিত হয় বলিয়া ডাং মোরহেড কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে ইহার মূল বাটিয়া ও সুরা সহ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমন নিবারিত হয়। তিনি ইহার ফলের রস গলা বেদনাতে উপকারী বলেন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার মূল—তিক্ত কটু দীপন রুক্ষ উষ্ণ পাচন। শ্বাস কাস জ্বর কফানিল পীনস পার্শ্বপীড়া ও হৃদাময়নাশক। ফল—পাকে কটু, শুক্রে রচক, ভেদি তিক্ত, পিত্তাগ্নিকব ও কফবাতনাশক, কণ্ডু কাস কৃমি ও জ্বরনাশক।

কণ্টকারী দশমূল্যের একটি অঙ্গ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কণ্টকার্যাদি কাথ। কণ্টকারী গুলঞ্চ বামনহাটী গুঠ ইন্দ্রযব ছুরাগভা চিবতা রক্তচন্দন মূত্রা পটোলপত্র ও কট্‌কীর কাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, দাহ তৃষ্ণা ও কাসাদি নষ্ট হয়। ভাঃ

কণ্টকার্যাবলেহ। কণ্টকারী ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের, ছাকিয়া লইবে, পরে তাহাতে গুলঞ্চ চই চিতে মূত্রা কাকড়াশুঙ্গী গুঠ পিপুল মরিচ ছুরাগভা বামনহাটী রান্না ও শঠী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, শর্করা ২০ পল, ঘৃত তৈল প্রত্যেকে ৮ পল দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। শীতল হইলে মধু ৮ পল, বংশলোচন ২ পল, পিপুল চূর্ণ ৪ পল প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ইহাতে শ্বাস কাস ও হিকা আরোগ্য হয়। ঐ

নিদগ্নিকাবলেহ। কণ্টকারী ১০০ পল, পিপুল মূল ৫০ পল, চিতা ২৫ পল, দশমূল ২৫ পল, জল ১২৮ সের, সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে উহাতে ৮ সের পুঁবাতন গুড় দিয়া পুনরায় পাক করিবে, লেহবৎ হইলে পিপুল ৮ পল, দারচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ১ পল, মরিচ ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে, শীতল হইলে মধু

অর্দ্ধ সের দিয়া আলোড়ন করিবে । ইহাতে স্বরভেদ শ্বাসকাস ও প্রতিশায় বোগ আরোগ্য হয় । এ

সিংহামৃত ঘৃত । কণ্টকারী ও গুলঞ্চ প্রত্যেকে ১০০ পল কুট্টিত করিয়া ২৫৬ সের জল সিদ্ধ করিয়া সিকি থাকিতে ছাকিয়া লইবে, কন্ধার্থ ত্রিকটু ত্রিফলা রাস্না বিড়ঙ্গ চিতা গান্তারী মূল, ডহর করঞ্জ স্বক ও কুটজ স্বকরূপে পেষিত, ঘৃত ৪ সের, যথাবিধি পাক করিবে । মাত্রা ১—২ তোলা প্রাতঃকালে সেব্য । ইহাতে মধুমেহ, মূত্রক্কু, প্রমেহ, ক্ষয়কাস প্রভৃতি নষ্ট হয় । এ

ব্যাক্রী তৈল । কণ্টকারী দস্তী বচ সজিনা তুলসী গুঠ পিপুল মরিচ ও সৈন্ধব দ্বারা সিদ্ধ তৈল নস্য করিলে পুতিনাসা রোগ নষ্ট হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

কণ্টকারী গুঠ কুড় গুলঞ্চ প্রিরঙ্গু ব্রহ্মী বচ গন্ধপলাসী বামনহাটী বাসক ছুরালভা বালা ও তুলসীর ক্কাথ সেবনে জিহ্বক রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

কণ্টকারী বৃহতী ছুরালভা পটোলপত্র কাঁকড়াশৃঙ্গী পদ্মকাষ্ঠ কুড় ও কটকীর ক্কাথ পানে শ্বাস নষ্ট হয় । এ

কণ্টকারী বৃহতী দ্রাক্ষা বাসক কর্চুর বালা গুঠ ও পিপুলের ক্কাথ, মধু ও চিনি সহ পান করিলে পিত্তকাস নষ্ট হয় । এ

কণ্টকারীর ক্কাথ কৃষ্ণজীরা বা পিপুল চূর্ণ সহ পান করিলে কাসি আরোগ্য হয় । এ

কণ্টকারীর স্বরস মধুসহ সেবনে মূত্র দোষ নষ্ট হয় । এ

শ্বেত কণ্টকারীর মূল, যতকুমারীর রস সহ ঋতুমানের পর সেবন করিলে স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হয় । এ

কমলা গুড়ী ।

অপর নাম—কম্পিল্লক, কামিলা ।

ইউফ্রাসিয়ার জাতীয় ম্যালোটস ফিলিপেন্সিস নামক বৃক্ষের ফলের বাহিরে স্থিত লালবর্ণ চূর্ণ । করমাণ্ডেল, কনকান, ত্রিবাঙ্গুর, মহীশ্বর, বধে

আসামের কোন কোন অংশে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের পার্শ্বত্যা প্রদেশে জন্মে। বৃক্ষের পাতা ও কন্দাদিতে যদিও এই গুঁড়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাহ্য বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়, তাহা সাধারণতঃ ফল হইতে ঝাড়িয়া আহরণ কবে। জলের সহিত সহজে মিশ্রিত হয় না, কিন্তু সুবাসারের সঙ্গে দিষ্ট করিলে দ্রবীভূত হইয়া থাকে, ইথারেও দ্রব হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কুমিনাশক, ডাঃ রয়াল বলেন যে, ইহার মধ্যস্থ ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কেশবৎ সূত্র সকলের উপর এই ক্রিয়া নির্ভব কবে। ফিতার ন্যায় কুমিতে ইহা বিশেষ উপকাবক। ইহার বিরেচক গুণও আছে।

মাত্রা। ২০—৫০ রতি, ইহাতে দান্ত হইয়া ক্রিমী নির্গত হয়, কখন কখন ইহাব দ্বারা পেট কামড়ায়।

প্রয়োগরূপ।

কামিলার অরিস্ট। কামিলা ৩ ছটাক, সূরা তিন পোয়া, সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মধো মধো কেবল আলোড়ন করিবে। তিন পোয়ার বাহ্য কম হয় (ছাকিলে) তাহা সূরা দ্বারা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ ড্রাম, দুই মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তর দিবে। চূর্ণাপেক্ষা ইহাতে সহজে বিবেচন হয় এবং কুমিও তৎসঙ্গে নিঃসৃত হইয়া থাকে। স্নগন্ধি জলের সহিত ব্যবহার করা উচিত।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

কম্পিলক চূর্ণ চিনি বা গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে গুল্ম ও কুমি নষ্ট হয়। কম্পিলক বিড়ঙ্গ হবাতকী যবক্ষাব সৈন্ধব সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২০—৪০ রতি, তক্র সহ সেব্য।

কমলালেবুর ত্বক।

বিউটেনী জাতীয় সাইট্রাস অরানসিয়াম নামক বৃক্ষের ফলের ত্বক ভারতবর্ষের মধ্যে কাছাড়, ত্রিহট্ট প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

দুই প্রকার কমলাগেবুর ত্বক ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ১ম তিক্ত কমলাব ত্বক, ২য় মিষ্ট কমলার ত্বক। প্রথমোক্ত প্রকার সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ত্বকের অভ্যন্তর প্রদেশস্থ যেতাংশ পরিত্যাগ ও ত্বক শুষ্ক করিয়া রাখা উচিত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। আগ্নেয়, জীৱ উত্তেজক, বায়ুনাশক ও বলকারক। সদৃগন্ধের নিমিত্ত অন্যান্য ঔষধ সহযোগে ব্যবহার করা যায়। ইহা ব সুগন্ধ ও উত্তেজন ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুনাশক। অজীর্ণ, মন্দাগ্নি ও দৌর্বল্য প্রভৃতিতে অন্যান্য বলকর ও আগ্নেয় ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ।

কমলাত্বকের ফাণ্ট। তিক্ত কমলাব ত্বক ১ কাঁচা, ক্ষুটিত পরিষ্কৃত জল ৫ ছটাক; আত্ম পাত্রে ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্ধ হইতে এক ছটাক।

কমলাত্বকের ফাণ্ট। তিক্ত কমলাব ত্বক (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড) ১ কাঁচা, সরস জল ৩০ রতি, লবঙ্গ কুটিত ১৫ রতি, ক্ষুটিত পরিষ্কৃত জল ৫ ছটাক। আত্ম পাত্রে ১৫ মিনিট পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্ধ হইতে এক ছটাক।

কমলাত্বকের অরিষ্ট। তিক্ত কমলাব ত্বক কুটিত ১ ছটাক, সূরা তিন পোয়া। সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিবে, মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিবে, পরে নিংড়াইয়া ছাকিয়া লইয়া তিন পোয়ার যত কম হয়, তাহা সূরা দ্বারা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

কমলাত্বকের পাক। কমলাত্বকের অরিষ্ট ৫ ছটাক, শর্করা ১০ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

কমলালেবুর পুষ্প হইতে নিম্নলিখিত প্রয়োগরূপ প্রস্তুত হয়।

কমলা পুষ্পের জল। কমলা পুষ্পকে জলের সহিত চুয়াইবে

ইহা প্রস্তুত হয়। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। আক্ষেপ নিবারণার্থ মায়বীয় ও গুল্ম বায়ু রোগে প্রযোজ্য।

কমলা পুষ্পের পাক । কমলা পুষ্পের জল ৪ ছটাক, শর্করা ১১০ সের, পরিশ্রুত জল বথা প্রয়োজন। ৮ ছটাক জলে অগ্নি সন্তাপ দ্বারা শর্করা দ্রব করিবে। শীতল প্রায় হইলে কমলা পুষ্পের জল ও পবিশ্রুত জল মিশাইয়া ২১০ সের পূর্ণ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

কমলার পুষ্প হইতে এককপ আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

করঞ্জ ।

অপরনাম—ডহরকবজ, নক্তমাল ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় পল্গেমিয়া মাত্রা নামক বৃক্ষের ফল। ভারত-বর্ষেব বিবিধ প্রদেশে জন্মে।

ক্রিয়া ও আনয়িক প্রয়োগ । ভাবপ্রকাশের মতে ইহার মূল, কুষ্ঠ উদাবর্ত্ত গুল্ম অর্শ কৃমি ও শোথহর। ফল—কফ বাতন্ত্র, মেহ অর্শ কৃমি ও কুষ্ঠনাশক।

ডাঃ গিবসন বলেন যে, ইহার ফল হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়, তাহা বিবিধ চর্মপীড়া ও বাতে মর্দনার্থ প্রয়োজিত হইলে বিশেষ উপকাব দর্শে।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

করঞ্জাদি চূর্ণ । করঞ্জ ফলের মজ্জা, চিতামূল সৈন্ধব গুঠ ইত্য ও শ্যোনাক চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ তক্র সহ সেবনে অর্শ আরোগ্য হয়। ভাবঃ

করঞ্জাদ্য ঘৃত । করঞ্জ নিম্ব অসন শাল জম্বু বট ইহাদের কষায় ও কক দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে উপদংশ উপশমিত হয়। ঐ

গলিত কুষ্ঠারি রস । রস গন্ধক তাম্র গুগগুলু চিতা শিলাজতু কুঁচিলা ত্রিফলা ও অত্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, করঞ্জবীজের শাঁস ৪ ভাগ একত্রে

ঘৃত মধু দ্বারা মর্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৫—২০ রতি।
ইহাতে গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ঐ

করঞ্জ তৈল । করঞ্জ ছাতিম কুশলাঙ্গলী, মুহী ও অর্ক ছন্ধ, চিতা
ভৃঙ্গরাজ হরিদ্রা কাটবিষ ও গোমূত্র দ্বারা বিপক তৈল মর্দনে বীসপ
বিস্ফোট ও বিচর্জিকা নষ্ট হয়। ঐ

পৃথ্বীসার তৈল । ডহরকরঞ্জ বীজ নিঃসৃত তৈল ১ সের, কাঁজি
৮ তোলা, কন্ধার্প—চিতা করবী নিসিন্দা কাটবিষ পাটবীজ প্রত্যেকে
৮ তোলা, কাঁজিতে পেষণ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত ৭ রৌদ্রে উত্তপ্ত
করিবে। এই তৈল ক্রমে চর্ম্মপিড়া ও ক্ষত আরোগ্য হয়। চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বীজ নিঃসৃত তৈল কুষ্ঠ ও খাত ব্যাধিতে প্রয়োজ্য। ভাষঃ

করঞ্জ নিষ ও নিসিন্দা পত্র বাটিয়া লেপ দিলে ব্রণ, ক্রিমী বা পোকা
নষ্ট হয়। ঐ

ডহরকরঞ্জ বীজ, চাকুলে বীজ ও কুড় গোমূত্র সহ বাটিয়া লেপ দিলে
উদ্ভেদ যুক্ত চর্ম্মপিড়া নষ্ট হয়। চক্রঃ

নাটাকরঞ্জ ।

অপর নাম—পুতিকরঞ্জ, কটকলিজা, নাটা ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সিসাল পাইনা (গিলান্ডিনা) বগুসিলা নামক
বৃক্ষের বীজ। বাঙ্গালা, বঙ্গে, ত্রিবাঙ্গুর ও করমাওল প্রভৃতি প্রদেশে জন্মে।

রাসায়নিক তত্ত্ব । আত্যন্তিক শস্য, শ্বেতবর্ণ ও অত্যন্ত তিক্তা-
স্বাদ। ইহাতে স্থায়ীতৈল, ধূনা এবং তিক্ত দ্রব্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকারক ও অরস। ইহার শস্য
চূর্ণ করণান্তর গোলমরিচ চূর্ণের সহিত মিশাইয়া ২—৫ রতি মাত্রায়
প্রয়োগ করিলে বিষম জ্বর আরোগ্য হয়। রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে বলকরণার্থ

ইহা প্রযোজ্য। এরও তৈলের সহিত ইহার বীজ চূর্ণ উত্তমরূপে মাড়িয়া মূলদোষের পীড়ায় স্থানীক প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। আশ্বয়নাতে ইহার মূলকে সংকোচক ও বীজকে কুমিনাশক বলে। কচিন চীনে ইহার পাতা শোষক ও রজোনিঃসারক এবং মূল সংকোচক বলিয়া কথিত হয়।

ডাং রয়াল, টইনিং প্রভৃতি ইহার জরদ্র গুণেব প্রশংসা করিয়াছেন। কুইনাইনের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার্য। ডাং কার্কপাট্রিক বলেন যে, ইহার মূল ৫ রতি মাত্রায় সেবনে, বীজের শাঁস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জরদ্র গুণ প্রকাশিত হয়।

প্রয়োগরূপ ।

নাটাকরঞ্জাদি চূর্ণ। নাটাকলের শাঁস চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, গোলমরিচ চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিয়া শিশী মধ্যে রাখিবে। ৫—৭ রতি মাত্রায় দিনে ২১৩ বার।

করবী ।

অপর নাম—করবীর, অশ্বমারক।

য়্যাপোনিসি জাতীয় নিরিয়ম ওডোরম বৃক্ষের মূল। শ্বেত ও রক্তবর্ণ পুষ্পভেদে ইহা দুই প্রকার। দ্বিবিধ বৃক্ষ একরূপ গুণ বিশিষ্ট।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিত্ত কষায় কটুক, ব্রণ লাঘবকর কুষ্ঠ কুমি ও কণ্ডুয়। উষ্ণ বীৰ্য্য, সেবনে বিষক্রিয়া করে, অতএব ইহা ব্যবহারকালে সাবধানতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, ইহা সাধারণতঃ বিবিধ চর্মরোগে বাহ্যিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইহার মূলের ত্বকু সেবনে বিযাক্ত হইয়াছিল ও তাহার ধমুত্বকার রোগের ন্যায় লক্ষণাদি প্রকাশিত হইয়াছিল।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

করবীরাদি তৈল। করবী মূল, হরিদ্রা দস্তীমূল কুশলাঙ্গলী সৈন্ধব চিতা টাবালেবুর মূল, কুটজ ছাল ও আকন্দেব আটা দিয়া তিল তৈল

পাক করিবে। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে শিশুদের ক্ষত শুষ্ক হয়। ভাঃ

করবীরাদ্য তৈজ । তিল তৈল ৪ সেব, করবী মূলের কাথ ৮ সেব
গোমূত্র ৮ সেব, কক্কার্থ—রক্তচিহ্ন মূল, বিড়ঙ্গ বীজ প্রত্যেকে অর্দ্ধ সেব
পেষণ করিয়া দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দনে বিবিধ চর্মপীড়া
আরোগ্য হয়। চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

করবী মূল জল দিয়া বাটিয়া উপদংশ ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগ করিলে
উপকার হয়। শাস্ত্রঃ

করবীপত্রের বন চক্ষুতে ফোট দিলে চক্ষু উঠা ও অধিক সলিল শ্রাব নিবারিত হয়। চক্রঃ

করলা উচ্ছেদ ।

করলা উচ্ছেদ করিয়া গোমরডিকা চ্যারানটিয়া নামক লতা । ভারত-
বর্ষের প্রায় সর্বপ্রদেশেই জন্মে। ইহার ফল বড় বড় হয়, আর একপ্রকার
উচ্ছে আছে তাহার ফল উহাপক্ষা অনেক ছোট হয়। উভয় প্রকারের
ফলই তরকারিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া । ডাং কানাইলালদে বলেন যে, ইহার সদ্য পত্রের রস উষ্ণ
জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিত্ত ক্রমি বিনষ্ট হয়। সমগ্র লতা শুষ্ক
ও চূর্ণ করিয়া-কুষ্ঠ ও সাংঘাতিক ক্ষতাদিতে বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে মহা-
পকার সংসাধিত হয়। ইহার পত্রের অরস গুণ আছে, গোলমরিচের সহিত
প্রয়োগ করিলে সামান্য প্রকার বিষমজর আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।
ইহার সদ্যপত্রের রস অশ্বকর্ষকীয় অনেকগুলি ঔষধের ভাবনা দিতে প্রযোজিত
হইয়া থাকে।

করিতা, পাতা ।

মালভেসী জাতীয় সিডা একিউটা নামক বৃক্ষ । ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার মূলের আঙ্গাদ তিক্ত ও তাহাতে মিউসিলেজবৎ পদার্থ আছে । ষষ্ঠ সহযোগে ইহার মূলের ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া সবিরাম জ্বরে ও পুরাতন অগ্নীপীড়াতে ব্যবহার করিতে ডাঃ কানাইলাল দে অনুমোদন করেন । ডাঃ ওসানেসী বলেন যে, ইহা দ্বারা ক্ষুধা ও স্নেহস্রাব বৃদ্ধি হয় এবং অন্যান্য মূত্রাবান তিক্ত ঔষধের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে । ইহা নিষ্পেষিত বস কুমিনাশক বলিয়া প্রবন্ধ । ইহার পত্র তৈলসহ বাটিনা স্থানিক প্রয়োগে পুষ্টিবোধ বৃদ্ধি হয় । ইহার জ্বর ও ঔষধে নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু ইহা উত্তম তিক্ত বল-
কাবক ।

করু ।

জেনসিয়ানেসী জাতীয় জেনসিয়ানা করু নামক বৃক্ষের মূল । সিমলা মুসরী ও হিমালয়ের অন্যান্য প্রদেশে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । তিক্ত বলকারক, জেনসিয়ানের পরিবর্তে ব্যবহার্য্য । রোগান্তে দৌর্ভল্যে ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য । ইহার ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

প্রয়োগরূপ ।

করুর ফাণ্ট । করু দশ আনা, কমলাব ত্বক কুটিত ১৫ রতি, ধনে ১৫ রতি, সূরা ১ ছটাক, পরিশ্রুত জল ৪ ছটাক । প্রথমতঃ সূরাতে উক্ত দ্রব্যগুলি আবৃত পাত্রে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে তবে জন সংযোগ করিয়া দুই ঘণ্টা পর ছাফিয়া লইবে । মাত্রা এক কাঁচা হইতে অর্দ্ধ ছটাক ।

কপূর ।^১

অপর নাম—চন্দ্রাস্ব ।

লবঙ্গী জাতীয় সিনেমোমম্ ক্যাম্ফরা নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে প্রস্তুত হয় । চীন, কচিন চীন, জাপান জাবা সম্রাট্রা বর্ণিয়ো পুভৃতি দ্বীপপুঞ্জে জন্মে ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । আক্ষপিক গুরুত্ব ১৮৬ হইতে ১৯৭ । সহস্র ভাগ জলে এক ভাগ কপূর দ্রব হয় । শোধিত সুরায় সমানাংশ দ্রব হয় । ক্লোরোফর্ম, ইথর, উদ্বায়ী ও স্থায়ী তৈল এবং এসিটিক এসিডে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রবীভূত হয় । কপূর সহজে চূর্ণ হয় না ।

ক্রিয়া । আক্ষেপ-নিবারক, স্নেহজনক, উত্তেজক ও অবনাদক, বেদনা-নিবারক । অধিক মাত্রায় মানকোণে বিবক্রিয়া করে, নাড়ীর গতি দ্রুত না হইয়াও ইহার মাদকতা ও উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশিত হয় । ইহার কামানুদীপক গুণ আছে বলিয়া অনেকে ব্যাথা করেন । অত্যন্ত অধিক মাত্রায় যদি বমন হইয়া না যায়, তবে মাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে । মস্তকে ভার, শিরোবর্ণন, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিকার, প্রলাপ আক্ষেপ অচেতন্য ও স্রষুপ্তি ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয় । এমতাবস্থায় ধমনীর পুষ্টি ও স্পন্দনের লাঘব হয় । মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, শরীর শীতল ও ঘর্ষাভিষিক্ত হয় । এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা থাকিয়া পরে চৈতন্যোদয় হয় । একটা শিশু ১০ রাত পরিমাণে কপূর সেবন করিয়া বিষাক্ত হইয়া মরিয়াছিল । কপূর দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন করাইবে, পরে লক্ষণানুসারে চিকিৎসা করিবে ।

আময়িক প্রয়োগ । জ্বররোগে আবিল্য, অস্থিরতা, অনিদ্রা, মুহু প্রলাপ ও আক্ষেপাদি থাকিলে এবং তাহা যদি মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বা পুদাহজনিত হয়, তবে কপূর পুরোগে স্নায়বীয় উত্তেজক হইয়া উপকার করে । বিবিধ প্রকার জ্বর ও পুদাহ রোগের বর্দ্ধিতাবস্থায়, উন্মাদ স্ত্রিকোন্মাদ, শ্বাসকাস, হৃৎশূল, বিবিধ প্রকার কাসি, স্নায়ুপীড়া ও মূত্রবন্ধের পীড়ায় ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারী । কপূর

ষ্ট্রীকনিয়ার প্রতিবিম্বরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ষ্ট্রীকনিয়ার প্রকৃতপক্ষে প্রতিবিম্ব কি না তাহা বিবেচনা করিতে হইবে ।

বিবিধ যান্ত্রিক প্রদাহে প্রদাহের উগ্রতা হ্রাস হইবার পর যদি বোগী দুর্বল, নাড়ী ক্ষীণ ও শরীর শীতল হয়, তবে কপূর অল্প মাত্রায় বারংবার প্রয়োগ করিলে উপকার হয় । বিবিধ আক্ষেপজনক রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য ।

জননেদ্রিয় ও মূত্রনালীর বিবিধ বোগে, হেতাল বেদনা, কঠিনজ্ববেগে কপূর ও অহিফেণ গদ্য জল সহ সেবনে উপকার দর্শে । স্ত্রীলোকের কামোন্মাদ ও যোনিকণ্ডূর, এবং পুরুষের কামোন্মাদ ও লিঙ্গচ্ছাদি বোগে কপূর জননেদ্রিয়ার উগ্রতা লাঘব করিয়া উপকার করে । শুক্রমেহ রোগে কপূর অহিফেণ সহযোগে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয় । পুরাতন বাতরোগে ২—৫ রতি মাত্রায় কপূর কিঞ্চিৎ অহিফেণ সহ প্রয়োগ করিলে বেদনা-নিবারক ও শ্বেদজনক হইয়া উপকার করে । কপূরের পুটলি করিয়া আঘাত করিলে বা কপূরের নস্য ব্যবহারে সর্দি আরোগ্য হয় ।

বিস্তৃচিকা বা ওলাউঠা বোগের কপূর একটা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ । বিবিধ আকারে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে কপূরের সুরাসার সংযোগে প্রস্তুত চূড়া তদ্রূপে বিশেষ উপকারী । (প্রয়োগরূপ দেখ ।) এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত বটিকা ব্যবহারে অনেক সুরক্ষা উপলব্ধি করা গিয়াছে । যথা—
কপূর অর্দ্ধ হইতে এক বতি, ইন্দ্রযব চূর্ণ অর্দ্ধ রতি, হিঙ্গুল সিকি রতি, গোলমরিচ, জায়ফল, হিঙ্গুল প্রত্যেকে অর্দ্ধ রতি একত্রে এক এক বটিকা । রোগের প্রারম্ভে এক বা অর্দ্ধ ঘণ্টান্তর সেব্য । ভেদ বন্ধ হইয়া গেলে আর সেবন করাইবে না । পিপাসার মসিনা সিদ্ধ জল পানার্থ বিধান করিবে ।

বাত, মচকান বেদনা, কণ্ডূরনশীল চর্মপীড়া প্রভৃতিতে কপূর বাহ্যিক প্রয়োজিত হইয়া থাকে । শয্যাঙ্কিতে কপূর সুরা সহ লাগাইয়া তদ্বারা ক্ষত দ্রবীভূত করিয়া ফেলা উচিত ।

মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ রতি । বিশেষ প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে ।

প্রয়োগরূপ ।

কপূরোদক বা মিশ্র । কপূর স্থূল চূর্ণ এক কাঁচা, পবিত্রিত ৫ সের । কপূর এক খণ্ড বস্ত্রে বাধিয়া ২ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার হয় ।

কপূর সুরা । কপূর অর্দ্ধ ছটাক, শোধিত সুরা ৪৮ ছটাক দ্রব করিবে । মাত্রা ১০ হইতে ৩০ মিনিট, মিউসিলেজ অর্থাৎ গন্দ ভিজান লসহ সেব্য । ওলাউঠা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য । সাধারণতঃ বেদনা, বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতিতে ইহা স্থানিক প্রয়োগিত হইয়া থাকে ।

কপূরের চূড়ান্ত দ্রব । কপূর ১ ছটাক, শোধিত সুরা বা সুরা-সাব ১ ছটাক । সুরাসার একটি শিশীর মধ্যে রাখিয়া পরে কপূর চূর্ণ কবিশা উহাতে নিক্ষেপ করিবে, তৎপবে বতকণ দ্রবীভূত না হয় ততক্ষণ আলোড়ন করিবে । ইহা ৫—১০ বিন্দু মাত্রায় শর্করা সহ ৫।১০ বা ২০ মিনিট অন্তর ওলাউঠা রোগের প্রারম্ভে প্রয়োগ করিলে রোগ আবোগ্য হয় অথবা রোগের অবস্থা একপ পবিত্রিত কবে যে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগে সহজই আবোগ্য হয় । বয়সানুসারে মাত্রা হ্রাস করা কর্তব্য ।

কপূরাদি অরিষ্ট । অহিফেন স্থূল চূর্ণ ২০ রতি, লোবান ২০ রতি, দধী ৩০ রতি, মৌবিন তৈল ৩০ বিন্দু, সুরা তিন পোয়া, মস্তাহ আদ্রুত পাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম । কাশের উত্তম নিবারণার্থ প্রযোজ্য ।

কপূর মর্দন । কপূর আদ ছটাক, জলপাই, পোস্ত বা সর্ষপ তৈল দুই ছটাক, দ্রব করিয়া বাতবোগে ও আভিযাতিক বেদনা স্থলে মর্দন করিলে উত্তেজক ও বেদনানিবারক হইয়া উপকার করে ।

কপূরাদি মর্দন । কপূর ১০ ছটাক, সর্ষপ তৈল ২৮ ছটাক, দারচিনির তৈল দিকি কাঁচা, তর্পিনতৈল ২৮ ছটাক, সুরা ৭ ছটাক, এতদ্রো মিশ্রিত করিবে ; প্রথমে সুরাতে কপূর দ্রব করিয়া পরে অপরূপের দ্রব্য মিশাইবে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

কপূর রস । হিঙ্গুল অহিফেন কপূর মূত্রা ইন্দ্রবব ও জায়ফল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া ও জল দিয়া মাড়িয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহাতে জ্বরাতিসার, অতিসার ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয় । রস রক্তাবধী

কপূরাসব । পরিকৃত স্রবা ১২।০ পল, কপূর ১ পল, ছোটএলাচ মূত্রা শুষ্ঠ বমানী সুরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা । এই সমুদায় কন্ধ ভাঙে এক মাস ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে, ইহা বিস্ফটিকা বোগেব মচৌষণ । অন্যান্য অন্ত্রপীড়াতেও ইহা দ্রাব্য উপকাব দর্শে । মাত্রা এক মাষা, বার-দ্বার সেবা (১০—১৫ মিনিট অন্তর) । ভৈঃ, রক্তাঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বটফীরে কপূর মর্দন করিয়া চক্ষুতে লাগাইলে শুক্র রোগ নষ্ট হয় । চক্ষু শতধৌত স্নেহেব সহিত কপূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা সদ্য শস্ত্র ক্ষত পূরণ করিয়া বাধিয়া রাখিলে বেদনা নিবারণ হয় ও ক্ষত না পাকিয়া আরোগ্য হয় । ভৈঃ বহুঃ

কলম্বা ।

মেনিসপার্মেদী জাতীয় জ্যাটিরিয়োজা ক্যালম্বা নামক লতাব মূল । পূর্বে এই বৃক্ষকে ককুলস পালমেটস বলিত । ওজিয়ো ও মোজাম্বিক দেশে জন্মে, তথা ইহাতে মালদ্বারে আনীত ও রোপিত হইয়াছে । ইহার মূল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ও শুষ্ক করিয়া বিক্রয় করে । শুষ্ক কলম্বা আফ্রিকা ইহাতে সিংহলে ও তথা ইহাতে ভারতবর্ষে আনীত হয় ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । চক্রাকার খণ্ড, দ্বিঘৎ গন্ধযুক্ত তিক্তাস্বাদ । ইহাতে কলম্বিন নামক বীৰ্য্য, বার্বিবিয়া, ন্যামক তিক্ত উপকার, কলম্বিক এসিড ও স্বেতসার আছে । ইহার কাথে আইয়োডিন সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় । ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড না থাকায় লৌহ

বাটত ঔষধ সহযোগে দেওয়া যাইতে পারে। ইহাকে সহজে চূর্ণ করা যায়, চূর্ণের বর্ণ হরিভাভ, কিন্তু অধিক দিন থাকিলে পাটলবর্ণ হয় এবং ভিজাইলে ইহার বর্ণ দোর দেখায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। তিক্ত বলকারক ও আশ্লেয়। সার্বাস্থিক দৌর্বল্য, অজীর্ণ রোগ, পাকাশয়ের উগ্রতা, বমন, (গর্ভাবস্থায়) উদরাময় ও রক্তানিশয় রোগের বৃদ্ধিতাবস্থায় ইহা প্রয়োগে বিশেষ সুফল উপলব্ধি হয়।

চূর্ণের মাত্রা ২ হইতে ১০ রতি, দিনে ২৩ বার সেবা।

প্রয়োগরূপ।

কলম্বার ফাণ্ট। কলম্বার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড এক কাচ্চা, শীতল পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক। আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছানিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

কলম্বার অরিক্ট। কলম্বা কুট্টিত এক ছটাক এক কাচ্চা, সূরা ১০ ছটাক, ৭১০ ছটাক সূরাতে ৪৮ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে গার্ডো-লেসন যন্ত্রে স্থাপন করিয়া বাকী ২১০ ছটাক সূরা ঢালিয়া দিবে, পরে ১০ ছটাকের কম হইলে সূরা দ্বারা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ১০ মিনিম হইতে ১ ড্রাম।

কলম্বার সার। কলম্বা কুট্টিত অর্দ্ধ সের, পরিশ্রুত জল ২১০ সের, পাঁচ পোয়া জলে বার ঘণ্টা পর্যন্ত কলম্বা ভিজাইয়া রাখিবে, পরে নিংড়াইয়া লইবে, পুনরায় পাঁচ পোয়া জলে ঐ কলম্বা ভিজাইয়া ও বার ঘণ্টা পরে নিংড়াইয়া লইবে। পরে উভয় জল একত্র করিয়া ও ছাঁকিয়া লইয়া জলস্বেদন যন্ত্রোস্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিলেই সার প্রস্তুত হইল। মাত্রা ১ হইতে ৫ রতি।

কাওয়া, কফি।

সিনকোনেসী জাতীয় কফিয়া আরবিিকা নামক বৃক্ষের শুষ্ক ফল আরব্য ও পারস্য দেশে জন্মস্থান, ইদানীং ভারতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া । স্নায়বীয় উত্তেজক ও বলকারক, এই ক্রিয়া কফিন নামক বোঁধের উপর নির্ভর করে । ইহা সেবনে শারীর বিনাশ ক্রিয়া হ্রাসিত হয়, সেবনের পর প্রস্রাবে ইউরিয়ার অংশ হ্রাস হয় । অধিক মাত্রায় হৃৎকম্প ও অস্থিরতা আদি স্নায়ুবিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় । তরুণ প্রদাহ ও অর্শ-বোগ থাকিলে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ ।

আময়িক প্রয়োগ । সূরা, অহিফেণ ও কাটবিসের দ্বারা বিষাক্ত হইলে কাওয়ার কাথ প্রয়োগ করিলে স্নায়বীয় উত্তেজক হইয়া উপকার করে । উদরাময় ও শৈশবাবস্থায় বিহুটিকাবৎ উদরাময় রোগে ইহার ফাণ্ট প্রয়োগে উপকার হয় । নানাপ্রকার উৎকট জ্বররোগে শারীরবিধান ধ্বংস হ্রাস করণার্থ প্রযোজ্য । স্নায়ুশূল ও স্থান কাসাদিতে ইহার ফাণ্ট পানে সবিশেষ উপকার হয় । ইহা সেবনে অনিদ্রা উপস্থিত হয় ।

গর্ভাবস্থায় বমন হইতে থাকিলে কফির ফাণ্ট পানে উপকার হয় । বিষমজ্বরে ইহার ফাণ্ট পানে উপকার দর্শে । অধিক মাত্রায় যদি কফি সেবন করা যায়, তাহা হইলে বিরোচক গুণ প্রকাশিত হইয়া থাকে, কফি ব্যবহারকালে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য ।

কাংস ।

তাম্র ও বস্তুর মিলনে কাংস প্রস্তুত হয় । ইহার পাতলা পত্র তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথের কাথে তিন তিন বার নিষেচন করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় । তৎপরে অর্কজুগ্ম দ্বারা সংপিষ্ট গন্ধক, কাংশপত্রে (সমভাগ) লেপন করিয়া মুখা মীধো পুবিয়া পোড় দিবে । এইরূপ জুইবার পোড় দিলে কাংস ভস্ম হয় ।

কাংস—কষায় তীক্ষ্ণোষ্ণ, লেপন, নেত্রহিতকর, রুদ্ধ ও কফপিত্তহর ; বলকর ও পরিবর্তক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নিত্যানন্দ রস । হিঙ্গুলোথ পারদ গন্ধক তাম্র কাংস বঙ্গ হরিতাল

তুঁতে শঙ্খ কড়ি ত্রিকটু ত্রিফলা নৌহ নিডঙ্গ পঞ্চলবণ চই পিপুলমূল
হবুয়া বট শঠী আকনাদি দেবদারু ছোটএলাচ ও বৃদ্ধড়ক বীজ চূর্ণ সমভাগে
লইয়া হরীতকীর রস বা ক্কাথ সহ মাড়িয়া ৫ রতি প্রমাণ বটীকা কবিবে ।
শীতল জল সহ এক একটা বটীকা সেব্য । ইহাতে শ্লীপদ, অর্শ্বদ, গণ্ডমালা
অম্বুদ্বি প্রভৃতি বোগ নষ্ট হয় । রসেন্দ্র সাবসংগ্রহ

কাকনাসিকা ।

অপর নাম—কাকজংঘা, কেওঠুটো ।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে । তিক্ত কষায়, কফপিত্তজিহ্ন ইহাতে জ্ব
রক্তপিত্ত কণ্ডু বিষ ও ক্রমি নষ্ট হয় । ভাবঃ

কাকজংঘা মূল মস্তকে বাঁধিয়া রাখিলে অথবা উহাব মূলের ক্কাথ গুড়
সহ সেবন করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় । ঐ

কাকজংঘা মূল চূর্ণ দন্তে লাগাইলে দন্তক্রমি নষ্ট হয় । ঐ

কাকমাচী ।

অপর নাম—গুড়কামাই ।

সোলেনেসী জাতীয় সোলেনম নাইগ্রম নামক বৃক্ষের ফলই সাধারণতঃ
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা ত্রিদোষন্ন, স্নিগ্ধোষ্ণ, স্বব
গুক্রদ, তিক্ত ও রসারন । ইহাতে শোথ কুষ্ঠ অর্শ জ্বর মেহ নষ্ট হয়, ইহা
নেত্রহিতকর, হিষ্কা, ছদ্দি ও হৃদ্রোগনাশক ।

কাকমাচির মূল মস্তকে ধারণ করিলে অথবা উহার মূলের ক্কাথ গুড়সহ
পান করিলে নিদ্রা উপস্থিত হয় । ভাবঃ

উদরী রোগে ডাং মুডিন শেরিক ইহার পত্রের ক্কাথ ব্যবহারে উপকার
লাভ করিয়াছিলেন । ইহার ক্রিয়া মূত্রকর ও ঈষৎ রেচক ।

কাকমারি ।

গেনিসপার্মেসী জাতীয় ককুলস ইণ্ডিকস নামক বৃক্ষের ফল । মালা-

বার, সিংহল, ত্রিবাকুর, কনকান, উড়িষ্যা ও আসাম প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বতা জঙ্গলে জন্মে। ইহার ফল বিষাক্ত ও গুরুত্ব। এই ফল দেখিতে বড় বড় মটর অপেক্ষাও বড়, বরবটীর ন্যায় আকাববিশিষ্ট দ্বিষং কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজে পিক্রোটক্সিন নামক এক প্রকার বীৰ্য্য আছে।

ইহা আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না। কেরাটীর দ্বাচন্দীড়া ও কীটনাশার্থ বাহ্যিক প্রযোজিত হয়। বাঙ্গালা দেশে মংসা মারিবার জন্য ইহা দ্বারা ভল বিষময় করে। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে ধনুষ্ঠংকাবের মত আকম্পন ও উগ্র মাদক সেবনবৎ অচেতন্যতা উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ ।

কাকমারিব মলম । কাকমারিব বীজ ৪০ রতি, প্রস্তুতীকৃত চর্চি বা মোমের মলম অর্দ্ধ ছটাক, একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে। বিবিধ চর্ম্মবোগে প্রযোজ্য। চর্ম্মে ক্ষত থাকিলে সারধানতা সহকারে ব্যবহার্য্য, কারণ ইহা শোষিত হইয়া বিযক্রিয়া করিতে পাবে।

কাঁকড়াশৃঙ্গী ।

ম্যানাকার্ভিয়েসী জাতীয় রস্ স্কসিডেনিয়া নামক বৃক্ষের শাখাগ্রে কীট কর্তৃক প্রস্তুত একপ্রকার অস্বাভাবিক পদার্থ জন্মে। ইহার আকাব শৃঙ্গ-বৎ, মধ্যে শূন্য, অল্প কৃষ্ণবর্ণ, উভয় পার্শ্বে সরু, অঙ্গুলির মত মোটা, বন্ধু।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । কফ নিঃসারক, বলকারক, সংকোচক। ভাবপ্রকাশের মতে কষায় তিক্ত উষ্ণ, কফ বাত ক্ষয় অর শ্বাস তৃষ্ণা কাস হিকা অরুচি ও বমিনাশক।

চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

শৃঙ্গাদি কাথ । কাঁকড়াশৃঙ্গী বামনহাটা হরীতকী কৃষ্ণজীবা পিপুল চিরতা ক্ষেৎপাপড়া দেবদারু বচ কুড় জ্বালন্তু কটকল গুঠ মূতা ধনে

কটকী ইন্দ্রযব যব আকনাদি রেণুক গজপিপুল অপামার্গ পিপুলমূল চিতে ইন্দ্রবারণী আরণ্য নিম্ব শঠী সোমরাজবীজ বিড়ঙ্গ হরিদ্রা দাক-হরিদ্রা, যমানী বনযমানী সমভাগে গ্রহণ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা হিঙ্গু ও আদার রস সহ পান করিলে অভিন্যাস জ্বর ও তন্দ্রা, কর্ণশূল, সন্নিপাত, শ্বাস কাসাদি উপদ্রব নষ্ট হয়। ভাবঃ

শৃঙ্গাদি চূর্ণ । কাকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী মূল, কিসমিস শুঠ পিপুল ও শঠী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ১৫ রতি মাত্রায় মধু সহ অবলেহ করিলে শুষ্ক কাসি নিবারণ হয়। চক্ষঃ

শৃঙ্গাদি চূর্ণ । কাকড়াশৃঙ্গী আতিস ও পিপুলচূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ২।৩ রতি মাত্রায় মধু সহ লেহন করিলে শিশুর কাস অব ছদ্দি নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

কাকাতোদালি ।

কটেসী জাতীয় টোডালিয়া একিউয়েটা নামক বৃক্ষের মূল । মালাবার, করমাণ্ডেল মহীষ্য কনকান ও মাল্জাজ পেসিডেন্সীব অন্যান্য স্থানে জন্মে। ইহার মূলের বহুল ঔষধার্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে।

স্বরূপ । মূল স্থূল গুরু ও শাখা বিশিষ্ট, তিক্ত উগ্র ও সদগন্ধবৃত্ত বহুল দাবা আচ্ছাদিত। উপস্থক পীতবর্ণ, দ্রব লোমশ, অভ্যন্তর প্রদেশে দ্রব স্বেতবর্ণ কাষ্ঠ থাকে, ইহা শুষ্কাবস্থায় গন্ধাস্বাদ বিহীন।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক, বলকাবক, বায়ুনাশক ও পর্যায়-নিবাবক। পর্যায়-নিবাবক গুণ অনিশ্চিত। সার্কাস্টিক দৌর্ভল্য, জ্বর ও অন্যান্য রোগান্তের দৌর্ভল্যে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। ডাং বিডী ইহার উত্তেজক ও বলকাবক গুণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পূর্বে ইহা উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হইত।

প্রয়োগরূপ ।

কাকাতোদালির অরিফট । কাকাতোদালি মূলের বহুল ৫ কাঁচা,

দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—৩ ড্রাম, দিনে ২। ৩ বার সেব্য।

কাকাতোদালির ফাট। কাকাতোদালি মূলেব বঙ্গল স্কুল চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, ফটিত জল ৫ ছটাক। আবৃতপাত্রে এক ঘটা ভিজাইয়া বাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক, দিনে ২। ৩ বার সেব্য।

কাঁকুড় ও শসা।

কিউকরনিটেশী জাতীয় কিউকিউমিস মিলো ও সাটাইভস নামক লতার ফলের বীজ। বাঙ্গালা ও ভাবতবর্ষের নানা স্থানে যথেষ্ট জন্মে। ইহার বীজ নিষ্পেবণ করিলে এক প্রকার পুষ্টিকারক তৈল পাওয়া যায়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। মূত্রকারক, বীজগুলি দ্রব্য ভাজিয়া পুরে চূর্ণ কবণাস্তর শরীর সহিত মিশ্রিত করিয়া মূত্রকবণার্থ ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহাদের ফল স্বাচ্ছন্দ্য, পিত্তাপহ ও রক্তপিত্তহর। পাকিলে পিত্তল, কফবাতহর। ইহাদের বীজ মূত্রল (মূত্রকারক) শীত রুক্ষ, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ জিৎ। ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা মূত্রস্তম্ভ ও ক্ষুদ্রাশ্মবীতে মূত্রবৃদ্ধি করণার্থ ব্যবহৃত হয়।

মাত্রা। বীজ চূর্ণ ১০ হইতে ৪৫ রতি, প্রাতি তিন ঘণ্টান্তর, বতক্ষণ প্রস্রাব পরিষ্কার না হয় ততক্ষণ ঐ নিয়মে ব্যবহার্য।

আয়ুর্বেদীয়, গুণ্টি-যোগ।

শশার বীজ চূর্ণ চিনিব সহিত সেবন করিলে মূত্র নিগ্রহ নিবারিত হয়। ভাবঃ

কাঁকুড় বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, তণ্ডুল জল সহ সেবনে মূত্রকৃচ্ছ নিবারণ হয়। এ

কাঁকুড় বীজ কক্ক (অর্দ্ধ তোলা) সৈন্ধব ও কাঁজিব সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ নষ্ট হয়। এ

শশার বীজ, তিল ঘৃত ছন্ধ ও ত্রিফলার কন্ধ একত্রে সৈন্ধব লবণ সহ সেবনে মুত্রকৃচ্ছ ও তজ্জনিত বেদনা প্রশমিত হয় । ঐ

কাঞ্চন ।

অপব নাম—কাঞ্চনার, কোবিদ্যার ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় বহ্নিনিয়া ভারাইগেটা ও একিউমিনেটা নামক বৃক্ষদ্বয় । মূল, বকল ও পুষ্প ব্যবহার্য্য ; রক্ত ও স্নেহ পুষ্প ভেদে এই বৃক্ষ দ্বিবিধ ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার বকল সংকোচক, বল-
কর ও পবিবর্তক, গণ্ডমালা চর্ম্মপীড়া ক্রমি ক্ষত ও ব্রণাপহ । পুষ্প—লগ্ন,
সংগ্রাহী, রক্তপিত্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসনাশক । রক্তকাঞ্চনের ত্বকের কাথ
গুঠ ও মধু সহ সেবন করিলে গণ্ডমালা নষ্ট হয় । ভাবঃ .

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কাঞ্চনার গুগ্গলু । রক্তকাঞ্চনের ত্বক ৪০ তোলা, গুঠ পিপুল
মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা, হরীতকী বহেড়া আমলকী প্রত্যেকে ৪ তোলা,
বরুণ ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র এলাচ দাবচিনি প্রত্যেকে আদ তোলা চূর্ণ,
সর্ব সমান গুগ্গলু লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ বটীকা
করিবে । ইহা সেবনে গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও অর্কদুর্দা রোগ নষ্ট
হয় । ভাবঃ

কাঁজি, কাজ্জিক ।

ইহা প্রস্তুত করিতে আউস ধান্য চূর্ণ ২ সেব, জল ৮ সের । একত্রে
১৫ দিন বা একমাস ভিজাইয়া রাখিলে অন্তরুৎসেক হইয়া কাঁজিতে পরি-
ণত হয় । ইহা অম্লান্বাদ, শীতল এবং জ্বর ও গাত্রদাহে বাহ্যিক ও আভ্য-
ন্তরিক ব্যবহার্য্য । ইহা ভিনিগারের সমগুণ বিশিষ্ট, অতএব তৎপরিবর্তে

বাবহাব যোগা । ধান্য দ্বারা প্রস্তুত কাঁজিকে ধান্যাম্ব বলে । যব তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত কাঁজিকে সৌবীর কহে । অন্ন দ্বারা প্রস্তুত কাঁজিকে আরনাল, মাষকলাই ও যব সংযোগে প্রস্তুত কাঁজিকে তুষাম্ব কহে ।

শুক্র বা চুক্র । গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ, ঘোল ৮ ভাগ একত্রে মিশ্রিত কবিয়া ধান্য বাশির মধ্যে তিন দিন রাখিবে । ইহা পাচক, দীপক, অম্ববস । ইহাতে শূল গুল্ম আমবাত শ্লেষ্মা বমি তৃষ্ণা আসা বৈরাস্য ও বহ্নিমান্দ্য নষ্ট হয় ।

কাঁজিতে বস্ত্র মর্দন কবিয়া তদ্বারা অবগুণ্ঠন করিলে দাহ নষ্ট হয় । ভাবঃ

বিবিধ প্রকার আয়ুর্বেদীয় তৈল পাক কালে কাঁজি দিতে হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কাঞ্জিক তৈল । তিল তৈল ৪ সের, কাঁজি ৬৪ সের, ক্রমে ক্রমে দিনা তৈল পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে দাহ জ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

কাঞ্জিকাদ্য ঘৃত । হিঙ্গু শুষ্ঠ পিপুল মরিচ চই সৈন্ধব প্রত্যেকে ৮ তোলা কঙ্কার্থ লইবে, ঘৃত ৪ সের ও কাঁজি ১৬ সের ; একত্রে পাক করিবে । ইহা সেবনে জঠর রোগ, শূল আমবাত কটীগহ ও মন্দাগ্নি নষ্ট হয় । ঐ

কাটবিষ ।

অপর নাম—বিষ, বৎসনাভ, শৃঙ্গীবিষ, মিটাবিষ, মিটাজহর, কাষ্ঠ-বিষ, অমৃত ।

র্যাননকিউলেসী জাতীয় একোনাইটম নেপিলস ও ফিরোন্স নামক বৃক্ষের মূল । হিমালয় প্রদেশে জন্মে এবং বঙ্গদেশস্থ সমস্ত গুরুবণিক-দিগের দোকানে বিক্রীত হইয়া থাকে । শীতকালে বা বসন্তকালের প্রারম্ভে এই মূল সকল তুলিতে হয় । অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে

বিষক্রিয়া করে। ইহাতে একোনাইসিয়া নামক বীৰ্য আছে, তাহাই ইহার বিষক্রিয়ার মূল।

ক্রিয়া । স্নায়বীৰ্য ও ধামনিক অবসাদক, বেদনা-নিবারক, প্রদাহ-নাশক, শ্বেদজনক ও কচিং মূত্রকারক, স্থানীক প্রয়োগে উগ্রতাসাধক, বেদনা-নিবারক ও স্পর্শহারক। শরীরেব কোনস্থানে লাগাইলে প্রথমতঃ ক্রান্তান উষ্ণ বোধ হয়, কিঞ্চিৎ পরেই বিন বিন করিয়া অবশ হয়। চর্ষণ করিলে অধিক পরিমাণে লাল নিঃসরণ এবং জিহ্বা, ওষ্ঠ বিন বিন করিয়া অবশ হয়। ইহা আশ্রয় করিলে নাসাভ্যন্তরে অভ্যন্ত জ্বালা বোধ হয়।

বিষাক্ত লক্ষণ । মুখমণ্ডল পাণ্ডুরণ, শীর্ণ, নাড়ী ক্ষীণ, অব্যবহিত বা লুপ্ত, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাভিযুক্ত, শ্বাসগতি ক্ষীণ ও ক্রান্ত, শিবোঘর্ষণ মুখ গহ্বর হইতে ফোঁটা নিঃসরণ, দর্শন, শ্রবণ ও বাক্শক্তি বাহিত্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা । যদিপি বমন না হইবা তব, তবে বমনকারক ঔষধ দিবে, পরে উষ্ণজল দ্বারা (ষ্টনাক পম্পের সাহায্যে) পুনঃ পুনঃ পাকায়ন দ্বারা করিবে। যদি বিষ ভোজনের অধিকক্ষণ পরে রোগী চিকিৎসাদীঃ আইসে, তবে বিবের যে অংশ অঙ্গনধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা নির্গত করণার্থ এরণ্ড তৈল সেবন করাইবে। পিচকাবী দ্বারা মলবারে অহি ফেণ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ত্রাণ্ডি, এমোনিয়া, ইত্যাদি প্রভৃতি উত্তেজক দ্বারা জীবনীশক্তি উন্নত রাখিবে এবং অধঃশাখায় ও উদর প্রদেশে সর্ষপের পটী দিবে। বিষনাশার্থে জাস্তব অঙ্গার সেবন করান উচিত।

নিষেধ । অত্যন্ত শারীরিক দৌর্বল্য, নীরক্তাবস্থা, শিথিলতা, পেশীর শিথিলতা, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত থাকিলে ইহা সেবন করান অবিধেয়।

আময়িক প্রয়োগ । তরুণ বাঁতরোগে ইহা মহৌষধ। পুরাতন বাঁতরোগে ইহার স্থানীক প্রয়োগ উপকারক। প্রদাহ, প্রাদাহিক জ্বর, একজর ও স্বল্প বিরাম জ্বর দমনার্থ কাটবিষ গুটি উৎকৃষ্ট ঔষধ সমন্বিত।

মত প্রয়োগ করিতে পাবিলে ইহাব আশ্চর্য্য ফল উপলব্ধি হইয়া থাকে । প্রদাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে দমিত হয় । গলপ্রদাহ, কর্ণমূলপ্রদাহ, উৎকট সর্দি, ফুসফুস ও তদাবরক প্রদাহ, বিবিধ শ্বাসশূল, ধনুষ্ঠংকাব, রক্তস্রাব ও হৃৎপিণ্ডের অতিস্পন্দন দমনার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

চূর্ণের মাত্রা : হইতে অর্দ্ধ বা এক রতি । কিন্তু চূর্ণাবস্থায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না ।

প্রয়োগরূপ ।

কাটবিষের অরিস্ক । কাটবিষ স্থূলচূর্ণ ৫ কাঁচা, সুরা তিন পোয়া । পার্কোলেসন দ্বারা প্রস্তুত করিতে হইবে । মাত্রা ৩—১০ মিনিম । কিন্তু সচরাচর ইহা অপেক্ষা কম মাত্রায় প্রয়োগে সফল উপলব্ধি হইয়াছে । আমবা এক হইতে দুই বিন্দু মাত্রায় ব্যবহার করিয়া আশামূরূপ সফল লাভ করিয়াছি । আভ্যন্তরিক ব্যবহারের পক্ষে এই প্রয়োগরূপটি বিশেষ উপযোগী ।

কাটবিষের মর্দন । কাটবিষ স্থূলচূর্ণ ১০ ছটাক, কপূর অর্দ্ধ ছটাক, সুরা বথ প্রয়োজন । কাটবিষ চূর্ণ অল্প সুরায় আবৃত পাত্রে তিন দিবস ভিজাইয়া রাখিবে, পরে পার্কোলেসন যন্ত্রে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ সুরা সংযোগ করিবে এবং আধার পাত্রে কপূর দিবে । দশ ছটাক পূর্ণ হইলে আর সুরা দিতে হইবে না । বাত ও শ্বাসশূলারোগে বাহ্য প্রয়োগার্থ বিশেষ উপকারী ।

আয়ুর্বেদমতে কাটবিষ ব্যবহারের পূর্বে তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিতে হয় । কাটবিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে উহা বিশোধিত হয় । আয়ুর্বেদমতে ইহার গুণ উষ্ণ, বাতশ্লেষ্মায় এবং জ্বর শিরঃপীড়া, গলপীড়া, অজীর্ণ, আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

মৃত সংজীবনী বটিকা । বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, ধূস্তর বীজ ও হিঙ্গুল সম্ভাগে গ্রহণ করিয়া এক দিবস সিদ্ধির রসে মর্দন

କରିয়া ଚୂର୍ଣ୍ଣକ୍ରମେଣ ବଟିକା କରିବେ । ଆକନ୍ଦ ମୂଳେବ କ୍ୱାଥ ଅଧୁପାନ ।
 ଇହାତେ ସନ୍ନିପାତ ଋଷ ନଷ୍ଟ ହୟ । ଭାବ:

ସ୍ୱତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରସ । ବିଷ ଗନ୍ଧକ ମରିଚ ପିପ୍ପଳ ସୋହାଗା ପ୍ରତ୍ୟେକେ
 ୧ ଭାଗ, ହିଙ୍ଗୁଳ ୨ ଭାଗ, ଜଳେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିয়া ଏକ ରତି ପ୍ରମାଣ ବଟିକା କରିବେ,
 ମଧୁସହ ସେବ୍ୟ । ଇହାତେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଋଷ ନିବୃତ୍ତ ହୟ । (ଋଷ ବିଚ୍ଛେଦ
 କରଣାର୍ଥ ଔଷଧସ୍ଥାୟ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ) । ରସ ରସା:

ଆନନ୍ଦ ଭୈରବ ରସ । ହିଙ୍ଗୁଳ, ମରିଚ, ସୋହାଗାର ଥୈ, ବିଷ ଓ
 ପିପ୍ପଳ, ସମଭାଗେ ଲୈୟା ଜଳଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମରୂପେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିয়া ୧ ରତି ପ୍ରମାଣ
 ବଟିକା କରିବେ । ଇନ୍ଦ୍ରୟବ, କୃତଜ୍ଞହାଳ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଧୁସହ ସେବ୍ୟ । ଇହାତେ ନାନା
 ପ୍ରକାର ଅତିସାର ନଷ୍ଟ ହୟ । ପଥ୍ୟ—ହାଗ ତକ୍ର, ଦଧି ଓ ଅମ୍ଳ । ରାତ୍ରିରେ ସିଦ୍ଧି
 ସେବ୍ୟ । ଶ୍ରେୟ: ରସା:

ମୌତାଗ୍ୟ ବଟିକା । ବିଷ ସୋହାଗା ଜୀରା ପଞ୍ଚୁଳବନ ହରୀତକୀ ଆମ-
 ଲକୀ, ବହେଡ଼ା, ଖୁଟି ପିପ୍ପଳ ମରିଚ, ଅଳ୍ପ ପାରଦ ଓ ଗନ୍ଧକ ସମଭାଗେ ମର୍ଦ୍ଦନ
 କରିয়া ନିମିନା ଶେଫାଳିକା, ବାସକ, କେଶରାଜ ଓ ଅପାମାର୍ଗ ପତ୍ର ରସେ ସାତ
 ସାତ ବାର ଭାବନା ଦିଆ ୨ ରତି ପ୍ରମାଣ ବଟିକା କରିବେ । ଜୀର୍ଣ୍ଣଋଷେ ଶୀତ,
 ଅଧିକ ସ୍ୱେଦସ୍ରାବ ଓ ଉଦ୍ଭାପ ପ୍ରଭୃତି ଧାକିଲେ ଇହା ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ଏ

ଭସ୍ମେଶ୍ୱରୀ ରସ । ଆରଣ୍ୟ ଉପଳ ସମ୍ଭୂତ (ଘୁଣ୍ଟେ) ଭସ୍ମ ୧୬ ଭାଗ, ମରିଚ
 ୧ ଭାଗ, ବିଷ ୧ ଭାଗ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତ୍ରେ ଉତ୍ତମରୂପେ ମିଶ୍ରିତ କରିବେ । ମାତ୍ରା ୨ ରତି
 ଆଦାର ରସ ସହ ସେବ୍ୟ । ଇହାତେ ସନ୍ନିପାତ ଋଷ ନଷ୍ଟ ହୟ । ରସେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତାମଣି ।

ଅମୃତାଦି ବଟିକା । ବିଷ ୨ ଭାଗ, ବରାଟକ (କଢ଼ିଭସ୍ମ) ୫ ଭାଗ ଓ
 ମରିଚ ୧ ଭାଗ ଏକତ୍ରେ ମାଢ଼ିଆ ମୁଗ ପ୍ରମାଣ ବଟିକା କରିବେ । ଇହାତେ କଫ
 ତ୍ରିଦୋଷ ଓ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୟ । ଭାବ:

ଦୁର୍ଝଜ୍ଜଳ ଜେତା ରସ । ବିଷ ୨ ଭାଗ, ଦନ୍ତ କପର୍ଦ୍ଦକ ୫ ଭାଗ, ମରିଚ
 ଓ ଖୁଟି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୫ ଭାଗ ଲୈୟା ଆଦାର ରସ ଦିଆ ମାଢ଼ିଆ ମୁଗ ପ୍ରମାଣ
 ବଟିକା କରିବେ । ପ୍ରାତଃ ଓ ସାଞ୍ଜକାଳେ ଦୁଇଟି କରିଆ ବଟିକା ଜଳ ସହ ସେବ୍ୟ ।
 ଇହା ଦୁର୍ଝଜ୍ଜଳ ଋଷ, ସାମଞ୍ଜର, ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଧୁମାନ ଓ ଶୂଳେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ । ଏ

রামবাণ রস । পারদ গন্ধক বিষ লবঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, জায়ফল অর্দ্ধ ভাগ লইয়া তৈল ফলের রসে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ বটী বাধিবে । মরিচ চূর্ণ সহ সেব্য । ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী নষ্ট হয় । রসেন্দ্র চিষ্টামণী ।

অজীর্ণ কণ্টক রস । বিষ হিঙ্গুল সোহাগা পিপুল প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, লেবুর রসে মাড়িয়া কলাই সূক্ষ্ম বটীকা করিবে । অজীর্ণে প্রযোজ্য । ভাবঃ

কল্পতরু রস । বিষ পারদ গন্ধক মনঃশিলা কাংসমাক্ষিক সোহাগা প্রত্যেকে ১ ভাগ, শুষ্কী ২ ভাগ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ১০ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১—৫ রতি । বাতশ্লেষ্মা জ্বর, শ্বাস কাস, বক্টিমান্দ্য ও বিষচিকা প্রভৃতি রোগ ইহাতে নষ্ট হয় । ইহাব নস্যে শিরোবেদনা নষ্ট হয় । ঐ

ত্রিপুর ভৈরব রস । বিষ ১ ভাগ, শুঠ ২, পিপুল ৩, পিপুল মূল বা মরিচ ৪, তাম্র ৫ ও হিঙ্গুল ৬ ভাগ একত্রে আদার রসে মাড়িয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । ইহাতে বাত ও শ্লেষ্মজ্বর প্রভৃতিতে প্রযোজ্য । ঐ

কফকেতু রস । বিষ সোহাগা পিপুল শজ্জভস্ম সমভাগে লইয়া মর্দন করতঃ আদার রসে তিন বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । আদার রস সহ সেব্য । ইহাতে পীনস, শ্বাস কাস, গলরোগ, কর্ণ দস্ত ও নেত্ররোগ ও সর্দি প্রভৃতি নষ্ট হয় । রসেন্দ্র সারঃ

পঞ্চানন রস । বিষ ২ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ ও তাম্র ২ ভাগ, আকন্দ মূলের রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । ইহা সেবনে প্রবল জ্বর নষ্ট হয় । ভৈঃ রত্নাঃ

প্রচণ্ড রস । বিষ পারদ গন্ধক সমভাগে লইয়া ছই প্রহর মর্দন করিবে, পরে নিসিন্দা পত্র রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া তিল প্রমাণ বটীকা করিবে । অস্থপান আদার রস, ইহাতে নবজ্বর নষ্ট হয় । ঔষধ সেবনে গরম হইলে মস্তকে তৈল ও তক্রপান ব্যবস্থেয় । ঐ

মৃতোখাপন রস । গন্ধক ২ ভাগ, পারদ মনঃশিলা বিষ হিঙ্গুল
অম্র তাম্র লৌহ হরিতাল স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া গোড়ালেবু
আমরুল নিসিন্দা ও হাতিশুড়ার রসে তিন দিন মর্দন করিয়া ভূধর যন্ত্রে
পাক করিবে। পবে চিতামূলের কাথে দ্বিপ্রহর মর্দন করিয়া অর্দ্ধ-
রতি প্রমাণ বটিকা কবিবে। ইহা কপূর, হিঙ্গু, ত্রিকটু চূর্ণ ও আদার রস
সহ সেব্য। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর আরোগ্য হইয়া মৃতপ্রায় ব্যক্তিও
জীবিত হয়। পথ্য—ছন্ধ। ভৈঃ রসঃ

বিষ তৈল । কবজ বীজ, হরিদ্রা দারুহবিদ্রা আকন্দ মূল, তগর-
পাছকা, করবী বচ কুড় আফেতা (হাপবমালী) বভ্রচন্দন মান্তীপুষ্প
ছাতিম মঞ্জিষ্ঠা নিসিন্দা পত্র প্রত্যেকে ৪ তোলা, বিষ ১৬ তোলা, কটু-
তৈল ৪ সেব, গোমূত্র ১৬ সের একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে
শিথ্র, বিস্ফোট, লুতাকীট, বিচক্ষিকা, কণ্ডু, কঙ্কু ও বিষদূষিত ব্রণাদি
আরোগ্য হয়। চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

পাবন বিষ মবিচ তুঁতে নিশাদল চূর্ণ, ধূতুবা ও রসুনের রস সংমর্দন
করিয়া সন্নিপাত কৃত মোহে মৃন্ধি ও পাদোপরি লেপন করিবে। ভাবঃ
বিষ ৪ নাষা ও ষাষ্টিমধু ১ মাষা স্ফঙ্করূপে চূর্ণিত করিবে। এই চূর্ণ নর্যপ
প্রমাণ লইয়া নাসিকাভ্যন্তরে নাস্ত কবিয়া রাখিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয়। ঐ

কাঁটানটে ।

অপর নাম—তণ্ডুলীয় ।

আমবানতেসি জাতীয় আনরান্‌তস স্পাইনোজম নামক বৃক্ষের মূল ।
বঙ্গদেশের সকল স্থানেই আপনাপনিই জন্মে ।

ক্রিয়া ও আয়ুর্গিক প্রয়োগ । মূত্রকর, ঈষৎ রেচক, লঘু ও মিষ্ট ।
শ্লিষ্ণু ও তরল করণার্থ ইহার পাতা বাটীয়া প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে ।
নবিসেসে ইহার মূল ও পত্রের কাণ্ড মূত্রকরণার্থ ব্যবহৃত হয় । অশৌক বৃত

পুষ্টক করিতে ইহার মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মূল বাটিয়া লেপ
১৭ শক ১০ পীড়া নিবারণ হয়।

১৮ চ আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

রক্তচন্দন নাগেশ্বর শ্যামালতা কাটানটের মূল ও শিরীষ বকুল একত্রে
বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকের জ্বালা নিবারণ হয়। ভাবঃ

কাটানটের মূল ও রসায়ন (রসত) মধু ও তুলা জল সহ সেবন
করিলে বক্তপ্রদর নষ্ট হয় এবং ইহা বাননহাটী ও গুঠ সহ সেবন করিলে
শ্বাস নষ্ট হয়। ঐ

কার্পাস ।

নালভেন্দী জাতীয় গসিপিয়ম হার্বেসিয়ম নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষে
যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে।

রক্তকৃত, মূত্রবর্ধক, কর্ণপীড়কা, নাদ পূঁষস্রাবনিশাক। ইহার বীজ
স্তন্যদগ্ধা শিথল, কফকর গুরু। ভাবঃ

কার্পাসের তুলা দন্ধ ক্ষতাদিতে স্থানীক লাগাইয়া রাখিলে বাহ্যিক
বায়ু সংস্পর্শ বিরহিত ও তৎস্থানের স্বাভাবিক তাপ সংরক্ষিত হইয়া বিশেষ
উপকার করে। প্রদাহিত স্থানেও ইহার স্থানীক প্রয়োগ সুফলপ্রদ।
দন্ধ ক্ষত ভিন্ন অন্যান্য প্রকার ক্ষতেও তুলা দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিলে
উপকার দর্শে।

কার্পাসাস্থি শ্বেদ । কার্পাসাস্থি (বীজ) কুলথ তিল যব এরণ্ড-
মূল, মসিনা পুনর্বা শণবীজ একত্রে কাঁজি দ্বারা বাটিয়া পোটলী করতঃ
অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া শ্বেদ দিলে নানাস্থানের বা গাদি প্রশমিত হয়। ভাবঃ

কাল জীরা, কৃষ্ণ জীরক । -

র্যাননকিউলেসী জাতীয় নাইজিলা সাটাইভা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের বীজ।
ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণে ইহার চাষ হয়।

ইহা তীব্র স্নগন্ধযুক্ত, এই বীজ হইতে শতকবা ১৩ অংশ স্নগন্ধি তৈল পাওয়া যায় ।
 পাড়ালে

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকারক, পাচক, বায়ু-যক । বিরেচক ও তিক্ত ঔষধের সঙ্গে ১০—৩০ রতি মাত্রায় প্রযোজ্য । ইহা সেবনে স্ত্রীলোকদের দুগ্ধস্রাব বর্দ্ধিত হয়, তদ্ব্যতীত প্রসবান্তে ইহা পুষ্টিজনিত হইয়া থাকে । শাল ও রেসমী কাপড়াদির মধ্যে কৃষ্ণজীবা ছড়াইয়া দিয়া রাখিলে উহা পোকায় কাটে না । ভাবপুকাশ বলেন যে ইহা সাগ্রাহী জব্বর পাচন বৃদ্ধি বলা ক্রিয়া কফহারক চক্ষুঃ এবং বায়ু আধান গুল্ম ছদ্দি ও অতিসারনাশক ।

প্রয়োগরূপ ।

কৃষ্ণ জীরক অরিসি । কৃষ্ণজীরা ২ ছটাক, সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম । সাধারণতঃ বিরেচক ঔষধ সহযোগে পুষ্টিজন্য ।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

কালজীরা আদতোলা গুড়ের সহিত সেবনে বিষমজ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ কালজীরা কটফল ও কাকড়াশুণী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস নিবারণ হয় । ঐ

কালজীরা, জীরা মরিচ কিসমিস তেঁতুলের শাঁস, দাড়িমবস, সৌবর্চল লবণ ও গুড় মধু একত্রে লেহন করিলে অরুচি নিবারণ হয় । চক্রঃ

কালজীরা পিপুল সচললবণ ও মদ্য একত্রে সেবন করিলে শোনিশূল নিবারণ হয় । ঐ

কালকস্তুরী, লতাকস্তুরী ।

মালভেসী জাতীয় হিবিস্কাস মস্চেটস নামক বৃক্ষের বীজ । ভারত-বর্ষের মধ্যে নানাস্থানে জন্মে । ইহার বীজ স্নগন্ধ । আয়ুর্বেদীয় তৈলের গন্ধপাকের ইহা একটি মসলা ।

তিক্ত স্বাছ বৃষা চক্ষুষা ও শ্লেষ্মা তৃক্ষা বস্তি ও আস্য রোগ-নাশক । ভাঃ

ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহা গাচক, আক্ষেপনিবাবক এবং দলকারক । ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, আরবদেশীয় লোকেরা ইহা চূর্ণ করিয়া কফির সঙ্গে ব্যবহার করেন ।

কালকাস্তুন্দে, কাসমর্দ ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়া সোফোরা নামক বৃক্ষ । পত্র বীজ ও মূল চন্দ্রপীড়ায় ব্যবহাৰ্য্য । ইহাতে কাসি উপশমিত হয়, তজ্জন্য বোধ হয় ইহার একটি নাম কাসমর্দ ।

কালকাস্তুন্দে বীজ, মূলের বীজ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ও জল দিয়া বাটিয়া লেপ দিলে নিধা আবোগ্য হয় । চক্ষুঃ

কালুমেঘ ।

অপর নাম—কল্পনাথ, মহাতিক্ত ।

য়াকাহুেসী জাতীয় অ্যাপ্তোগ্রাফিস প্যানিকিউলেটা নামক বৃক্ষ । মূল, পত্র ও শাখাদিও ব্যবহাৰ্য্য । বাঙ্গালা দেশের নানা স্থানে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । তিক্ত বলকর, আগ্নেয় । ইহার ক্রিয়া কোয়াদিয়ার সমান, অতএব তিৎপরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য । সার্বীক্ষিক দৌৰল্য, জরাস্তে দৌৰ্বল্য, রক্তমাশমের বৃদ্ধিতাবশ্য ইহা ব্যবহাবে উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । জল ও সূরা দ্বারা ইহার ধর্ম গৃহীত হয় । এতদ্দেশে শিশুসন্তানদিগকে আলোই নামক যে ঔষধ সেবন করাইয়া থাকে, তাহা প্রস্তুত করিতে এই কালমেঘ এবং এলাচ লবঙ্গ ও দারচিনি লাগে । ইহা পেটের পীড়া, জ্বর, পেটে বেদনা প্রভৃতিতে ব্যবহার হয় । অকীর্ণ রোগেও ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে ।

প্রয়োগরূপ ।

কালমেঘের ফাণ্ট । কালমেঘ কুট্টিত ১ কাঁচা, কমলার ত্বক ও ধনে কুট্টিত প্রত্যেকে ৩০ রতি, শুষ্কিত জল ৫ ছটাক । আবৃত পাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্ধ হইতে এক ছটাক, দিনে ২৩ বার ।

কালমেঘের অরিষ্ট । কালমেঘ মূল স্বীকৃত ৩ ছটাক, গন্ধবোল, মুসব্বর প্রত্যেকে আদ ছটাক, সুরা পাঁচ পোয়া । সপ্তাহ পর্য্যন্ত আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । সুরা দ্বারা পাঁচ পোয়া পূর্ণ করিবে । ভিজাইয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিতে হইবে । মাত্রা ১—৪ ড্রাম জল সহ শূন্যোদরে সেব্য । ইহা বলকর, আশ্বের ও মূহুরেচক । ডাং ওয়ারিং ইহা অজীর্ণ রোগে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন ।

কালমেঘ পত্রের কাথ । কালমেঘের পত্র ১ ছটাক এক কাঁচা, জল এক সের দিক্ করিয়া ৩ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১—২ কাঁচা । বালকদিগের উদরাময় ও অতিসার রোগে প্রযোজ্য ।

কালাদানা ।

কনভলভিউলেন্সী জাতীয় ফারবাইটিস নিল্ নামক বৃক্ষের বীজ । ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে জন্মে । বাঙ্গালা দেশের গন্ধবণিকদিগেব দোকানে পাওয়া যায় ।

রাসায়নিকতত্ত্ব । ইহাতে গদ, ধূনা, ফারবাইটিন নামক বীৰ্য্য, শ্বেতসার, তৈল, বর্ণ দ্রব্য এবং সূত্রাদি পাওয়া যায় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বিরেচক, ইহার বিরেচন ক্রিয়া জেলাপের সমান । ইহার ক্রিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে আরম্ভ হইয়া চাষি

ঘণ্টায় শেষ হয়। বিবিধ রোগের কোষ্ঠবদ্ধে ইহা ব্যবহার্য। ডাং ওডিভ, মার্টিন, কার্কপাট্টক, বিডী, ওসানেসী প্রভৃতি চিকিৎসকেরা ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

মাত্রা ১৫—৩০ রতি, চূর্ণাবস্থায় প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ ।

কালাদানার সার। কালাদানা বীজ স্থূল চূর্ণ ৭১০ ছটাক, সূরা ২১০ সের, জল ৫ সের। সাত দিন সূরাতে ভিজাইয়া পরে চাপ দিয়া ছাকিয়া লইবে। অনন্তর সূরা চুয়াইয়া কোমল সার প্রস্তুত করিবে। পবে ঐ কালাদানা আবার ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলে ভিজাইয়া নিষ্কড়াইয়া লইবে, যে ফাণ্ট প্রস্তুত হইল; তাহা জলস্বেদনযন্ত্র দ্বারা গাঢ় করিয়া কোমল সার প্রস্তুত করিবে। অবশেষে এই সারকে সূরা দ্বারা প্রস্তুত সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনরায় ১৪০ ডিগ্রী উত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি, বটীকাকারে প্রযোজ্য। ইহাতে নিশ্চয় বিরেচন হয়, কিন্তু পেট কামড়ায় না।

কালাদানার অরিফ্ট। কালাদানা পাঁচ কাঁচা, সূরা দশ ছটাক, সাতদিন ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। দশ ছটাকের যাহা কম পড়ে, নূতন সূরা সংযোগে তাহা পূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—৩ ড্রাম, বিরেচক মিশ্রের সহযোগে প্রযোজ্য।

কাবাবচিনি।

পাইপিরেসী জাতীয় কিউবেবা অফিসিনেলিস নামক বৃক্ষের অপক্ক শুষ্ক ফল। জাবা ও মলক্ক দ্বীপে জন্মে।

রাসায়নিক তত্ত্ব। ইহাতে এক প্রকার উষ্মায়ী তৈল আছে, তদ্ব্যতীত কিউবেবিন্ নামক বীৰ্য্য ও এক প্রকার উগ্র ধূনা থাকে। সূরা দ্বারা ইহার ধর্ম গৃহীত হয়।

ক্রিয়া ও আর্ময়িক প্রয়োগ। মূহ উত্তেজক, মূত্রকারক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক ও ককনিঃসারক। ইহার উত্তেজন ক্রিয়া মূত্রযন্ত্রে প্রকাশিত হয়। প্রমেহরোগে প্রদাহ দমিত হইলে ইহা প্রয়োগে উপকাব দর্শে। সোবা অথবা ফটকিরি সহ প্রয়োগ করিবে। শ্বেতপ্রদর, মূত্র-যন্ত্রের অন্যান্য পীড়া, কাসি আদিতে প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। অর্শ রোগে গোলমরিচের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মাত্রা চূর্ণাবস্থায় ১০—৩০ রতি।

প্রয়োগরূপ।

কাবাবচিনির তৈল। কাবাবচিনি কুটিত করিয়া জলের সহিত চুয়াইলে ইহা প্রস্তুত হয়। মাত্রা ৫—১৫ বিন্দু, শর্করা বা গদ মণ্ড সহ প্রয়োগ করা যায়।

কাবাবচিনির অরিক্ট। কাবাবচিনি "চূর্ণ" ৫' কাঁচা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্ধ ইইতে দুই ড্রাম।

কাশ ও কুশ।

এক প্রকার তৃণ বিশেষ। কাশকে লাতিন ভাষায় ম্যাকেরম স্পন্টে-নিয়ম ও কুশকে পোয়া সাইনোসিউরইডিস বলে।

ইহা মধুর, তিক্ত এবং মূত্রকৃচ্ছ্র দাহ রক্তক্ষয় ও পিত্তজ রোগ-নাশক। ভাবঃ

কুশার মূল তণ্ডুলাসু সহ পেষণ করিয়া তিন দিবস সেবন করিলে প্রদর রোগ আরোগ্য হয়। ঐ

তৃণ পঞ্চমূল। কাশ কুশ শর উলু ও কৃষ্ণ ইক্ষু মূলের কাথ পানে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়। ঐ

কুশাদ্য ঘৃত। কুশ কাশ শর উলু রক্ত ইক্ষুমূল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল

পাতরকুচী ভূমিকুশ্মাণ্ড চামার আলু শালিধানা মূল, গোক্ষুর শ্যোনাংক পাটলা আকনাদি শালিঞ্চ শাক পীতকিণ্টী পুনর্নবা ও শিরীষ ইহাদের কাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত, শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শঙ্গার-বীজ, কাকুড়বীজ ও সেবন কর্তব্য। ইহাতে অশ্মরী নষ্ট হয়। এ

তৃণ পঞ্চমূল্যাদ্য ঘৃত । তৃণ পঞ্চমূল, গোক্ষুব প্রত্যেকে ৮০ তোলা ৬৪ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া তাহার সহিত ৪ সের ঘৃত ও গোক্ষুব বীজের কন্ধ দিয়া পাক করিবে। ইহা মূত্রদোষ, শর্করা ও অশ্মরীতে প্রযোজ্য। এ

কুশাদ্য তৈল । কুশ গণিহী নীলকিণ্টী নল উলু ইক্ষুমূল গোক্ষুব লাক্ষী সৈন্ধব গজপিপূল শতমূল শরমূল ধাইফুল শোনাছাল পরগাছা শিরীষ ও পাতরকুচী, ইহাদের কন্ধ ও কষায় দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল অভ্যঞ্জন ও পানে শর্করা অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ প্রদর সোনিশূল ও গুণ-দোষ নিবারিত হয়। মূত্রমার্গে ইহার পিচকারিও ব্যবহার্য। এ

কিসমিস ।

অপর নাম—ড্রাক্সা, মৃদ্বীকা, মনকা ।

ম্যাম্পিলিডী জাতীয় ভাইটসি ভাইনিকেরা নামক লতার পক্ক গুল্ল ফল। ডাং দে বলেন যে, ইহা ভিটাসী জাতীয় ইউভা পার্সি নামক লতার পক্ক ও সূর্যোত্তাপে শুক্কীকৃত ফল। কাশ্মীর, কাবুল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতবর্ষের সকল স্থানের বাজারে পাওয়া যায়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাদু সারক শীতল চক্ষুষ্য বৃংহণ গুরু, কফ পুষ্টি কচিপ্রদ এবং তৃষ্ণা জ্বর শ্বাস বাত বাতবল্ল কামলা মূত্রকৃচ্ছ রক্তপিত্ত দাহ ও শোষণাশক। মূত্র ও মূহ বিরেকক। স্নিগ্ধ ও স্নান্নাছ বলিয়া বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুখুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ড্রাক্সাদি বা ড্রাক্সা হরীতকী মূত্রা কটকী সোদাল ও ক্ষেত-পাপড়ার কাথ পিত্তজ্বর মুখশোষ মুচ্ছা দাহ প্রলাপ নষ্ট করে। ভাব:

মহা দ্রাক্ষাদি ক্কাথ । দ্রাক্ষা রক্তচন্দন পদ্ম মূতা কটকী গুলঞ্চ
ধাত্রী বালা উশীর লোধ ইন্দ্রবব ক্ষেত্ৰপাপড়া পরুষক প্রিয়ঙ্গু ছুরালভা
বাসক যষ্টিমধু পটোলপত্র ও লতা, চিবতা ও ধনের ক্কাথ পানে পিত্তজর
তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ ছদ্দি শূল মুখশোষ অকচি নষ্ট হয় ।

দ্রাক্ষাদ্যষ্ট দশাঙ্গ ক্কাথ । কিসমিস গুলঞ্চ শঠী কঁকড়াশৃঙ্গী
মূতা রক্তচন্দন গুঠ কটকী আকনাদি চিরতা ছুরালভা বেনার মূল, ধনে পদ্ম-
কাষ্ঠ, বালা কণ্টকারি কুড় ও নিম্বের ক্কাথ পানে জীর্ণজর অকচি শ্বাস কাস
নষ্ট হয় । এ

দ্রাক্ষাদি চূর্ণ । কিসমিস বাসক হবীতকী ও পিপ্পল চূর্ণ, মধু ও
ঘৃত সহ লেহন করিলে বালকের শ্বাস কাস নিবারণ হয় । এ

দ্রাক্ষাদি ঘৃত । কিসমিস ২ সের, যষ্টিমধু ৮ পল, জল ১৬ সের,
শেষ ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের এবং কক্কাথ—যষ্টিমধু দ্রাক্ষা প্রত্যেকে
১ পল, কৃষ্ণজীরা ২ পল পেষণ করিয়া দিয়া যথারীতি পাক করিবে ।
শীতল হইলে ছাকিয়া তাহার সহিত চিনি ৮ পল মিশ্রিত করিবে ।
ইহাতে ক্ষতক্ষীণ, বাত পিত্তজর, শ্বাস, বিস্ফোটক ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ
নষ্ট হয় । ইহা পুষ্টিকর ও বলকর । এ

দ্রাক্ষারিক্ত । কিসমিস ৬০ সের, জল ১০৮ সের, শেষ ৩২ সের,
ছাকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ২৫ সের ও দারচিনি এলাচ তেজপত্র
নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু মরিচ পিপ্পল বিষ্ণু চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া ও
উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ভাণ্ডের মুখ বদ্ধ করিয়া একমাস
রাখিবে । ইহাতে অন্তরংসেক হইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত হয় । পরে উপরিস্থ
স্বচ্ছ অংশ ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অগ্নি বলামুসারে ১—৪ তোলা,
ইহাতে উরঃক্ষত ক্ষয়রোগ, শ্বাস কাস ও গলাময় নষ্ট ও বল বৃদ্ধি
হয় । শাস্ত্রঃ

ক্রিমদানা ।

করস কাকটাই নামক কীট। ইংরাজীতে ইহাকে কচিনেল বলে, ভারতবর্ষে জন্মে। রঙ করিবার জন্য ব্যবহার হয়। ইহার বেদনা-নিবারক ও আক্ষেপ-নিবারক গুণ থাকা কথিত আছে; কিন্তু তদর্থেষ্ট ইহা প্রায়ই প্রয়োগিত হয় না। ইহার অরিষ্ট অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে বর্ণ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগরূপ ।

ক্রিমদানার অরিষ্ট । ক্রিমদানা চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচা, সূরা দশ ছটাক, সপ্তাহ ভিজাইয়া ঢাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ ড্রাম।

কুকসিম ।

অপর নাম—কুকুর্শেঁকা, কুকুন্দর।

সুফিউলেরিয়েসী জাতীয় সেলসিয়া কবমাণ্ডিলিয়েনা নামক বৃক্ষ। বর্ষাকালে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই আপনাপনি জন্মে। এসিষ্টান্ট সার্জন বি, এম, চাট্টার্য্যে ইহার পত্রের রস রক্তাতিসার (তরুণ ও পুতান) রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন, কিন্তু কত মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহার ক্রিয়া অবসাদক ও সংকোচক। ইহার পত্রের রস দিয়া কোন কোন কবিবাজ অঙ্গ মারণ করিয়া থাকেন। কোন স্থান মচকাইয়া গেলে ইহার পত্রের রস মাখাইয়া দিলে বেদনা অপগত হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু তিক্ত, অর রক্ত ও কফাপহ। ইহার আর্দ্রমূল একথণ্ড মুখে রাখিলে মুখশোষণ নিরারণ হয়।

কুচ ।

অপর নাম—গুজা।

লিগিউনিনোসী জাতীয় য়াত্রস প্রিকেটোরিয়স নামক লতার মূল।

ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে। ইহার সদ্য বা গুচ্ছ মূল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অল্প পরিমাণে শর্করা, গন্ধ আছে। ইহার আত্মাদ মিষ্ট। যষ্টিমধুর পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে, কারণ ইহার ক্রিয়া অবিকল তদনুরূপ।

কিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ঝিকানক। ইহার জলীয় সার ব্যবহারে দুর্দম্য কাসি উপশমিত হয়। যষ্টিমধুর পরিবর্তে উগ্র উদ্ভিজ্জ ক্রান্তের সহিত প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ১৮৭০ সালের আশ্বিন মাসের “চিকিৎসা দর্পণ” বলেন যে, ইহার পত্র অর্দ্ধ তোলা পবিমাণে সেবন করিয়া দূষিত-বায়ুজনিত-জ্বর হইতে একটি রোগী আরোগ্য লাভ করিয়া-ছিল। ইহার বীজকে রতি বলে, ইহা সচরাচর ওজনে ব্যবহার হয়। এই বীজ বিষাক্ত গুণ বিশিষ্ট।

ভাবপ্রকাশ বলেন, ইহা কেশ্য বাতপিত্ত জরাপহ, মুখশেষ ভ্রম খান তৃষ্ণা মদ-বিনাশক, নেত্রাময়হর, বুঘা বলা, কণ্ডু ও ব্রণহব, কৃমি ইন্দ্র-লুপ্ত, কুষ্ঠ, ধবল রোগনাশক।

প্রয়োগরূপ ।

কুঁচের সার। কুঁচমূল স্থূলচূর্ণ অর্দ্ধ সের, জল ২২।০ সের, প্রথমে অর্দ্ধেক জলে কুঁচমূল ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে অবশিষ্ট জলে আবার ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে উভয় জল একত্র করিয়া ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া ফ্লানেল দ্বারা ছাকিয়া লইয়া জলবেদন যন্ত্র দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। অন্যান্য ঔষধের গন্ধাস্বাদ নিবারণের জন্যও ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ১০—৪০ রতি।

কুঁচের পাক। সদ্য কুঁচমূল ১ ছটাক, জল দশ ছটাক। অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ কবণানন্তর ছাকিয়া লইবে, পরে ৪ ছটাক মিশ্রী বা ইন্ধুচিনি মিশাইবে, অবশেষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম, বালকদিগের কাশিতে ব্যবহার্য্য। ডাং ওয়ারিং ইহা প্রস্তুতকালে রামতেউড়ী অর্দ্ধ ছটাক দিতে বলেন। গ্রীষ্মপ্রধান

দেশে এই পাক অধিক দিন ভাল অবস্থায় থাকে না । অতএব আবশ্য-
কাঙ্ক্ষাসারে প্রস্তুত করা কর্তব্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

গুঞ্জা তৈল । গুঞ্জামূল ও কল এবং দ্বিগুণ জল দ্বারা বিপাচিত
তৈল মর্দনে গণ্ডমালা নষ্ট হয় । ভাদঃ

গুঞ্জাদি তৈল । গুঞ্জাবীজ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা বিপাক তৈল
মর্দনে কণ্ডু, দারুনক, কুষ্ঠ নষ্ট হয় । ঐ

গুঞ্জাভদ্র রস । পারদ ৩ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ, কুঁচের বীজ
৬ ভাগ, নিম্ব জয়পাল ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকে ১ ভাগ গ্রহণ করিয়া লেবুর-
রস, সিদ্ধিপত্র, ধূতুরা ও কাকমাটির পত্রের রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি
পরিমাণ বটীকা করিবে । হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সেব্য । ইহাতে উরুশূল
(পক্ষাঘাত) নষ্ট হয় । রসেন্দ্র, সাবঙ্গগ্রহ । .

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

কুঁচবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অববাহি বিপচী গৃধ্রনী প্রভৃতি
বাতব্যাধি নষ্ট হয় । শাসঃ .

কুঁচবীজ ও চিতামূল কু প্রা লেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ নষ্ট হয় । ঐ

এ অং ———

গ্যাবস্থা কুঁচিলা ।

অধিক নাম—কুপীলু, বিষমুগ্ধী, কুঁচলে ।

লোগেনিয়েন^১। তীয় ষ্ট্রীকনস নক্সভমিকা নামক বৃক্ষের বীজ ।
ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । প্রায় গোলাকার অথবা পট্টা, ব্যাস
প্রায় ১ ইঞ্চি । অত্যন্ত তিক্তাশ্বাদ, ইহাতে ষ্ট্রীকনিয়া ও ক্রসিয়া নামক
ছইটি বীৰ্য্য আছে । তদ্ব্যতীত ইগাসিউরিক এসিড, পীতবর্ণ বর্ণদ্রব্য,
গাঢ় তৈল, গর্দ, শ্বেতসার, মোম ও ব্যাসোরিণ আছে । ইহার সুপক ফলের
বর্ণ কমলালেবুর মত ।

ক্রিয়া । স্নায়বীয় বলকারক ও উত্তেজক । অধিক মাত্রায় বিষ-
ক্রিয়া করে, ইহার বীজ দ্বারা মাদকতা উপস্থিত হয় তজ্জন্য এদেশীয়
কেহু কেহ ইহা ভক্ষণ করিয়া থাকে । ইহার কামোদ্দীপক গুণও আছে ।

আময়িক প্রয়োগ । শর্শাঙ্গাত ও স্নায়ুশূল রোগে, উদরাময় ও
প্রাচীন রক্তামাশয়, অভ্যস্ত কোষ্ঠবদ্ধ, গুদভ্রংশ, অটনৈমিক মূত্রত্যাগ, ঞ্জামেহ
জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য । বিষজ্বর, প্রীহাজ্বর,
অপস্মার, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগেও ইহা ব্যবহারে সফল উপলব্ধি হইয়াছে ।
মাত্রা বীজ চূর্ণ ১—২ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

কুঁচিলার কাণ্ট । কুঁচিলার বীজ দুটিত দশ আনা, জল ৬ ছটাক,
আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১ কাচ্চা ।
সার্সাপিল্লা দৌর্ধ্বলো প্রযোজ্য । ইহা ব্যবহারকালে রোগীকে নতকতা
সহকারে পরিদর্শন করা কর্তব্য ।

কুঁচিলার অরিস্ট । কুঁচিলা ১ ছটা, সূরা দশ টাক । প্রথমতঃ
কুঁচিলাতে জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করিয়া কোঁচিয়া করিবে পরে শীঘ্র গুল
করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে । পাকোলেসন দ্বারা প্রস্তুত করিবে । মাত্রা
১—৫ ফোঁটা বলকারক, ৫—১০ ফোঁটা উত্তেজক ।

কুঁচিলার সার । কুঁচিলা অর্দ্ধসের, সূরা গাঢ় কয়লায় প্রথ-
মতঃ কুঁচিলা গুলি বাষ্প প্রয়োগে কোমল পরে শাক্য করিয়া সূক্ষ্মরূপে
চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণকে পুনঃ পুনঃ সূরায় ফুটাইয়া অসার করিবে । অব-
শেষে ছাকিয়া লইয়া সূরা চুয়াইয়া ফেলিবে, বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে
ক্ষলস্বেদন যন্ত্রদ্বারা যথায়োগ্য গাঢ় প্রাপ্ত করাইবে । মাত্রা ২ হইতে ২ রতি ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

শূলহরণ যোগ । হরীতকী পিপুল মরিচ গুঠ কুঁচিলা হিঙ্গু গন্ধক
সৈন্ধব সমভাগে লইয়া ও জল দিয়া মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে ।

ইহাতে গুণ্য শূল গ্রহণী অতিসার ও মন্দাগ্নি নষ্ট হয় । উষ্ণ দুগ্ধসহ ঔষধ সেব্য । রসেন্দ্রসারঃ

সমীর গজকেশরী । কুচিলা অহিফেণ ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিলে । পানের রস সহ দ্বায়বীর রোগে প্রযোজ্য । সংস্কৃত মেটরিয়া মেডিকা ।

বিষমূষ্ঠ্যাদি গুটিকা । পারদ গন্ধক বিষ যমানী ত্রিফলা সর্জিকা-
ক্ষার, যবক্ষার সৈন্ধব চিতামূল জীরা সচললবণ বিড়ঙ্গ সামুদ্র লবণ, গুঠ
পিপুল মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, সর্বসমান কুচিলা চূর্ণ লইয়া লেবুর রসে
মাড়িয়া গোলমরিচবৎ বটীকা করিলে । ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত
হয় । শাস্ত্রঃ

কুটজ ।

অপর নাম—কুর্চি, কালিঙ্গ, বংসক ।

• রয়্যাপোসিনী জাতীয় হোলারিনা এণ্টিডিসেণ্ট্রিকা নামক বৃক্ষের ত্বক ।
ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে । ইহার বৃক্ষের আশ্বাদ তিক্ত ।

ক্রিয়া ও আনয়িক প্রয়োগ । সংকোচক, রক্তরোধক । রক্তা-
নাশয় ও অস্ত্রের পীড়ার অমোঘৌষধ বলিয়া বিখ্যাত । এই সকল পীড়ার
তরুণ ও প্রাচীন উভয়াবস্থাতে সফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । যে সকল
রক্তাশায় রোগে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে, তাহাতে ইহার
ক্ৰাথ মহোপকারী । অনেকানেক বহুদর্শী চিকিৎসক ইহাকে একটা মূল্য-
বান ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বালকদিগের জন্য ইহার বৃক্ষল
তোলা, জল ১১০ পোয়া, শেষ দশছটাক, মাত্রা ১ কাঁচা দিনে ৩ । ৪-বার
দেবে । কোন কোন চিকিৎসক ইহার বৃক্ষের জলীয় সার প্রস্তুত করিয়া
ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন । এই ঔষধের সঙ্গে অহিফেণ মিশ্রিত কন্দিয়া
ব্যবহার করা যাইতে পারে । ভাবপ্রকাশ অতিসার ও অর্শরোগে এবং
রক্তপিতে ইহা ব্যবহার করিতে বলেন । ইহার বীজ ইন্দ্রিয় ঔষধার্থে ব্যবহৃত
হয় । উহা দেখ ।

প্রয়োগরূপ ।

কুট্টির ক্কাথ । কুটজ বকুল ২-৪ তোলা, জল পাঁচ পোয়া, সিদ্ধ করিয়া দশ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অৰ্দ্ধ হইতে এক ছটাক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বৎসকাদি ক্কাথ । কুটজ আতিস বিষগুঠা মূতা বালা ও শবীর ক্কাথ সেবনে আম ও রক্তাতিসার নষ্ট হয় । ভাবঃ

কুটজাদি ক্কাথ । কুটজ আতিস মূতা বালা লোধ রক্তচন্দন ধাতকী দাড়িম ও আকনাদির ক্কাথ, মধু সহ সেবন করিলে রক্তাতিসার, দাহ শূলাদি সহ নষ্ট হয় । এ

কুটজ দাড়িম কষায় । কুটজ ত্বক, কচি দাড়িম ফলের ত্বক প্রত্যেকে ৪ তোলা, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া অষ্টম ভাগ থাকিতে নামাইবে । ইহা মধুর সহিত সেব্য, ইহাতে রক্তাতিসার নষ্ট হয় । এ

কুটজ পুটপাক । তরুণ কুটজ ত্বক ৪ পল, তণ্ডুলবারি দ্বারা পেখন ও জম্বুপত্র দ্বারা বেঠন ও হুতা দ্বারা বাঁধিয়া গোধূম পিষ্ট দ্বারা পরিবেষ্টন তৎপরে বন পঙ্ক দ্বারা লেপন করিয়া গোময়ান্নিতে পাক করিবে । লাল-বর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উত্তোলন করিবে । মৃত্তিকাদি ফেলিয়া দিয়া কুটজ বকুল চাপিয়া রস বাহির করিয়া মধু ও চিনি সহ সেবন করিলে সর্ষ প্রকার অতিসার আরোগ্য হয় । এ

কুটজাবলেহ । কুটজ ত্বকের কষায় বস্ত্র পুত করিয়া ও অষ্টমাংশ আতিস চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সর্ষাতিসার নষ্ট হয় । এ

কুটজাউকাবেহ । কুটজ ত্বক ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাদশেষ কুরিয়া বস্ত্র পুত করিবে । পরে পুনরায় জল দিয়া অবলেহবৎ হইলে লজ্জালু ধাতকী বিষগুঠ-আকনাদি মোচরস মূতা ও আতিস চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল নিক্ষেপ করিয়া গুস্তী দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িবে । ইহাতে সবেদন ও নানাবর্ণের অতিসার নষ্ট হয় । ছাগদুগ্ধ বা জল সহ সেব্য ।

পাঠাদ্য চূর্ণ । আকনাদির মূল, বেলগুঠি *চিচামূল পিপুল মরিচ গুঠ জামছাল দাড়িম যলের ছাল, ধাতকী কটকী আতিস মূতা দারুহরিদ্রা চিবতা ইন্ড্রব প্রত্যেকে ১ ভাগ, সর্ব সমান কুটজ ছাল চূর্ণ, একত্রে মিশ্রিত করিবে । ১০—২০ রতি মাত্রায় তণ্ডুলাষু ও মধু সহ সেব্য । ইহাতে অতি-সাব, শূল ও গ্রহণী প্রভৃতি নষ্ট হয় । চক্রঃ

কুটজারিষ্ক । কুটজমূল ১০০ পল, কিসমিস ৫০ পল, মৌড়লপুষ্প গাভারী ছাল প্রত্যেকে ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের, ছায়া লইয়া তাহাতে ধাতকী পুষ্প ২০ পল, গুড় ১০০ পল ক্ষেপণ করিয়া এক মান আবৃত পাত্রে রাখিবে । পরে উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক । ইহাতে জ্বর ও গ্রহণী নষ্ট হয়, ইহা অগ্নি দীপ্তিকর । শাস্ত্রঃ

প্রদরারি লৌহ । কুটজ ছাল ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের ছাকিয়া লইয়া পুনরায় পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে বরাক্রান্তা মোচরস আকনাদি বিগুঠ মূতা ধাতকী আতিস মঞ্জিষ্ঠা অত্র লৌহ প্রত্যেকে ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে । এক কুল প্রমাণ মাত্রায় সেব্য । ইহাতে রক্ত-প্রদর, শ্বেতপ্রদর কুক্ষি শূল, কট শূল প্রভৃতি নষ্ট ও বল বর্ধায়ি বৃদ্ধি হয় । ভৈঃ রহঃ

গ্রহণীমিহির তৈল । তিল তৈল ৪ সের, কাথার্থ কুটজ ছাল ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, ধনে ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের, তক্র ১৬ সের ; কন্ধার্থ—ধনে ধাইফুল লোধ বরাক্রান্তা আতিস হরীতকী লবঙ্গ বালা পাণিফল রসত নাগেশ্বর পদ্মকুষ্ঠ গুলঞ্চ ইন্ড্রব প্রিয়ঙ্গু কটকী পদ্মকেশর তগরপাহুকা শরমূল ভৃঙ্গরাজ কৈশরীয়া পুনর্নবা আমছাল জামছাল কদমছাল প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া যথার্থীতি তৈল পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে গ্রহণী অতিসার, প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় । ঐ

কুড় ।

অপর নাম—কুষ্ঠ পুষ্কর ।

কম্পজিটা জাতীয় সমবিয়া অরি কিউলেটা নামক বৃক্ষের মূল । হিমা-
লয়ের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে জন্মে । অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা আগা-
চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উষ্ণ কটু স্বাদু শুক্রল তিক্ত লঘু ।
ইহা বাতরক্ত বীষপ কাস কুষ্ঠ বাত কফজ্বর ও অরুচি নষ্ট করে । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কুষ্ঠাদি চূর্ণ । কুড় দত্তী যবক্ষার শুষ্ঠ পিপুল মরিচ সৈন্ধব, মচল
ও বিট লবণ, বচ জীরা যমানী হিঙ্গু সর্জিকাক্ষাব চই ও রিতে চূর্ণ সমভাগে
মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ উষ্ণাম্‌ সহ সেবনে বাতৌদর-জনিত বেদনা
নষ্ট হয় । ভাবঃ

সারস্বত চূর্ণ । কুড় অশ্বগন্ধা সৈন্ধব বনযমানী জীবা কৃষ্ণজীরা
শুষ্ঠ পিপুল মরিচ আকনাদি শঙ্খপুষ্পী সমভাগ, সর্ল সমান বচ চূর্ণ লইয়া
ব্রাহ্মীরসে তিন বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে । ঘৃত মধু সহ চূর্ণ লেহন
করা কর্তব্য, ইহাতে বৃদ্ধি মেধা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয় । উন্মাদ রোগেও
ইহা ব্যবহার্য্য । মাত্রা ২ তোলা । ঐ

পুষ্করাদি চূর্ণ । কুড় আতিস বাসক পিপুল কঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ
সমভাগে মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে শিশুর কাসি
নষ্ট হয় । ঐ

কুষ্ঠাদি তৈল । কুড় হিঙ্গু বচ দেবদারু গুলফা শুষ্ঠ সৈন্ধব ছাগ-
মূত্র দ্বারা সিদ্ধ তৈল কর্ণে পূরণ করিয়া দিলে পুতি কর্ণ নষ্ট হয় । ঐ

কুষ্ঠাদ্য তৈল । কুড় সরলকাষ্ঠ বালা কুন্দখোটা দেবদারু নাগে-
শ্বব, বনযমানী ও অশ্বগন্ধা, সর্ষপ-তৈল সহ পাক করিবে, এই তৈল মধু
সহ পান করিলে উরুস্তম্ভ প্রশমিত হয় । ঐ

অগ্নি মুখ চূর্ণ । হিঙ্গু ১ ভাগ, বচ ২, পিপ্পল ৩, শুঠ ৪, যমানী ৫, হরীতকী ৬, চিতে ৭ ও কুড় ৮ ভাগ গ্রহণ ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিবে । মাত্রা ১০ হইতে ২০ রতি । অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে প্রযোজ্য । চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

কুড় ত্রিকটু কাঁকড়াশুঙ্গী কটফল ছরালভা ও কৃষ্ণজীরা চূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে অবের কাসি নিবারিত হয় । ভাবঃ

কুড় মূলকবীজ প্রিয়ঙ্গু সর্ষপ হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সিঞ্চুরোগ আরোগ্য হয় । ঐ

কুড় কাঁজিক ও এরওতৈল একত্রে পেষণ করিয়া শিরোবেদনায় প্রলেপ দিবে । শাঙ্গঃ

কুড় সৈন্ধব কাঁজি ও কটু তৈল একত্রে স্ফুথোষ্ণ করিয়া মর্দন করিলে খালধরা ও শূল নিবারণ হয় । ভাবঃ

কুশ্ম, জংলী, পিঁয়াজ ।

লিলিয়েসী জাতীয় সিলা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের স্থলাকার মূল । সাগর উপকূলস্থ প্রদেশে জন্মে । ডাং রসবর্ণ বলের যে, ইহার মূল শ্বেতবর্ণ, তিক্ত ও বিবমিষা-জনক আত্বাদবিশিষ্ট । ডাং ওসানেসী এই মূল গন্ধাস্বাদ বিহীন দেখিয়াছিলেন ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । কফনিঃসারক ও মূত্রকারক । ইহার তরুণ মূল ৫—১০ রতি মাত্রায় প্রয়োগে মূত্রকারক হয় । কিন্তু ইহার মূল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তৎকালে ইহার ক্রিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু হয় । ডাং উদয়চাঁদ দত্ত ও কানাইলাল দে বলেন যে, ইহা ইউরোপীয় স্কটলের সমগুণকারী । ডাং অসওয়াল্ড বলেন যে ইহার ফার্ট প্রয়োগে শোথ রোগ উপশমিত হয় । তিনি বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে ইহা ২৥০ রতি মাত্রায় সেবন করাইতে অল্পমতি প্রদান করেন । ইহার স্থলাকার মূল দন্ধ করিয়া পাদতলে প্রয়োগ করিলে পদের জ্বালা নিবারিত হয় ।

আরা প্রদেশস্থ ডাং ড্রাফ্ট ইহা স্কইলের পরিবর্তে ব্যবহার করিয়া তাহার তুলা কফনিঃসারক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

কুন্দরু ।

বর্ষিবেদী জাতীয় বস্তুয়েমিয়া ফ্লোরিডা নামক বৃক্ষের গঁদ ও ধূনায়ুক্ত রস । ইহা গোলাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ, স্বচ্ছ ভঙ্গুর, উগ্র, রুক্ষ আশ্বাদ, রুক্ষ সঙ্গন্ধযুক্ত, অগ্নি সন্তাপ দিলে অধিক স্নগন্ধ নির্গত হয় । সূয়া বীর্ণ্যে ভিজাইলে ঘোলা হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক, ইহার উত্তেজন ক্রিয়া শৈথিল্যিক ঝিল্লীতে প্রকাশ পায় । পুরাতন শ্বাসনালী ও বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ শ্বাসবন্ত্র প্রদাহ এবং বিবিধ প্রকার প্রাচীন কাস রোগে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে । ইহার আত্যন্তরিক ব্যবহার ভিন্ন ধুম্রপেও প্রয়োগ করা যায় । বিবিধ প্রকার অসুস্থ ক্ষত উত্তেজনার্থ ইহার স্থানীয় প্রয়োগ বিশেষ উপকারী । ইহা ব্যালসম টলু ও পেকর সমগুণকারী ও তৎপরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য । উক্ত বিবিধ ঔষধাপেক্ষা ইহা সহজে পাকাশয়ে সহ্য হয় । মাত্রা ৫—১৫ রতি । প্রেমহ রোগে ৫ রতি মাত্রায় ইহা সেবন করিতে ডাং জে নিউটন পরামর্শ দিয়াছেন । চক্রদত্ত বলেন যে, গোধূম ও কুন্দরু মেষ দুগ্ধ সহ পেষণ ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ শূলহব হয় ।

প্রয়োগরূপ ।

কুন্দরুর মলম । কুন্দরু অর্দ্ধ ছটাক, তিল বা পোস্ত তৈল ও শ্বেত মোম পুত্যেকে, অর্দ্ধ ছটাক । উত্তাপ সংযোগে গালাইয়া ছাকিয়া লইবে । ক্ষতাদিতে প্রয়োজ্য ।

কুমরকস্, পিত্তসাল ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় টেরোকোপান মাসিপিয়ন নামকবৃক্ষ । সিংহলের

অরুণো মাদ্রাজ রাজমহল বেহার প্রভৃতি দেশে জন্মে । এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার রক্তবর্ণ রস বাহির হয়, তাহাই গম কাইনো নামে খ্যাত । মালাবার হইতে বহুল পরিমাণে আনীত হয় । ইহার আকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, ভঙ্গুর, চাকটিকাশালী, লালমিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ, গন্ধবিহীন । ইহাতে ট্যানিন ও ক্যাটাকিন নামক বীৰ্য্য আছে । কাইনোর পরিবর্তে ব্যবহার্য্য ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উৎকৃষ্ট সংকোচক । উদরানয় ও বক্তাশায় পুড়তি রোগে ব্যবহার্য্য । বালক ও স্ত্রীলোকদেব পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ।

মাত্রা ৫—১৫ রতি ।

কুল, বদর, বদরী ।

জিজিফস জুজুবা নামক বৃক্ষ ।

গ্রাহী, রুচ্য, বাতল, কফপিত্তকর, গুরু সারক, অন্ন মধুর, অগ্নিকর । ভাব:

কুলের কচি পাতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পুলেপ দিলে অরের দাহ নিবারণ হয় । ঐ

মহাশ্বাসারি লৌহ প্রস্তুত করিতে ইহার আঁটির শাঁস লাগে ।

কুলথ কলাই ।

ডলিচস ইউনিফোরস নামক বৃক্ষের ক্ষুদ্র ফল । ইহা পাকে কটু, কষায় পিত্তরক্ত কৃৎ, লঘু বিদাহী, উষ্ণ বীৰ্য্য, শ্বাস কাস, কফবাত হিকা অশ্রুতী অর ও কৃমিঘ্ন । ভাব:

কুলথ কটফল গুঠ ও কৃষ্ণজীরা সমভাগে বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কণ্ঠমূলে মুহমূহ পুলেপ দিলে বেদনা ও ফুলা আরোগ্য হয় । ঐ

কুলখাদ্য ঘৃত । কষার্থ—কুলখ সৈন্ধব বিড়ঙ্গ চিনি পানশিউলি যবক্ষার কুম্ভাণ্ডবীজ ও গোক্ষুরবীজ এবং বরুণ কাথ দিয়া ঘৃত পাক করিবে । ইহা সেবনে অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাভিঘাত নষ্ট হয় । এ

কুলিঞ্জন ।

সিটামিনী জাতীয় ঝালপাঠনা গ্যালাঙ্গা নামক বৃক্ষের মুস্তা । ত্রিবাং-
ক্ষুর, দক্ষিণ কনকান ও চট্টগ্রাম প্রদেশে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে । ইহা
ঈষৎ স্নগন্ধি, তীব্র ও অল্প পরিমাণে তিক্ত । শুটের পরিবর্তে ব্যবহার করা
যাইতে পারে ।

কুম্ভাণ্ড ।

কিউকরবিটেনী জাতীয় বেনিকেসা সেরিফেরা নামক বৃক্ষের ফল ।
ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশেই জন্মে । ইহাকে চালকুমড়া বলে ।

ইহার সুপক্ক ফল বলকর পুষ্টিকর মূত্রকর ও রক্তরোধক । ফুসফুসীয়
রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারক । কচি ফল তরকারিরূপে ব্যবহার হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কুম্ভাণ্ড কল্যাণক গুড় । বীজ রহিত সুপক্ক কুম্ভাণ্ড শস্য ১০০
পল, ঘৃত ৪ সের, ভাজিয়া লইবে, পরে গুড় ৫০ পল, আমলকীর রস
৩ প্রস্থ (১২ সের) দিয়া পাক করিবে । অবশেষে পিপুল পিপুলমূল চিতে
গজপিপুল ধনে বিড়ঙ্গ শুঠ মরিচ ত্রিফলা বনযমানি ইক্ষয়ব জীরা ও সৈন্ধব
প্রত্যেকে ১ পল, ত্রিবৃৎ ৮ পল, (সম পরিমিত তিল তৈলে ত্রিবৃৎ ভাজিয়া
লইবে) চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িবে । দাবী অর্থাৎ থুত্নিতে যখন
লাগিয়া যায়, সেই সময় নামাইবে । অগ্নি ও বলাহুসারে যজ্জড়ষুর, আম-
লকী বা কুল প্রমাণ ভক্ষণ করিবে । ইহাতে গ্রহণী রোগ, কুষ্ঠ অর্শ ভগ-
ন্দর, জ্বর কামল প্রমেহ বাতরক্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । ব্যাধি-

ক্ষীণ, বয়ঃক্ষীণ ও রেতঃক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহা বৃষ্য বল্য বৃংহণ ও বয়ঃস্থাপনকর। ভাবঃ

কুশ্মাণ্ড খণ্ডাবলেহ। পুরাতন কুশ্মাণ্ড, বীজ ত্বক ও শিরা শূন্য করিয়া কুরিয়া লইয়া উহা ১০০ পল, জল ৪০০ পল সিদ্ধ করিয়া অন্ধৈক থাকিতে নামাইয়া বৃন্ত দ্বারা ছাকিয়া জল স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে এবং কুশ্মাণ্ড শস্য রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর তাত্র পাত্রে ঘৃত ৪ সের দিয়া কুশ্মাণ্ড ভর্জন করিবে, মধুবর্ণ হইলে পূর্বোক্ত জল উহাতে ঢালিয়া দিবে, পরে চিনি ১০০ পল দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। সুপক্ক হইলে পিপুল গুঠ জীরা প্রত্যেকে ২ পল, ধনে তেজপত্র ছোটএলাচ মরিচ দারচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল ও মধু ২ সের প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া রাখিবে। অগ্নিবলানুসারে ১—৮ তোলা মাত্রায় ব্যবহা করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর তৃষ্ণা দাহ প্রদর কৃশতা বমী শ্বাস কাস স্বরভেদ ও ক্ষত ক্ষয় নষ্ট হয়। ঐ

বৃহৎ কুশ্মাণ্ডাবলেহ। পুরাতন কুশ্মাণ্ড শস্য (বীজ ও ত্বক রহিত) ১০০ পল, গোহৃৎ ২০০ পলে সিদ্ধ করিবে, পরে তাহাতে চিনি ৫০ পল ও গোঘৃত ৪ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে মন্দ মন্দ পাক করিবে, পূর্ববৎ ঘৃতে কুশ্মাণ্ড শস্য ভাজিয়া লইবে। পরে নারিকেল শস্য ৩২ তোলা, পিয়ালফলের মজ্জা ১৬ তোলা দিয়া লেহবৎ পাক করিবে। সুপক্ক হইলে নামাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে নিম্নলিখিত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিবে, যথা—
গুল্ফা ২ তোলা, বংশলোচন যমানী গোক্ষুর তালমাথানা হরীতকী আলকুশী বীজ, ছাতিম ত্বক প্রত্যেকে ৪ তোলা, ধনে পিপুল মূতা অশ্বগন্ধা শতাবরী তালমূলী নাগবলা বালা তেজপত্র শঠী জায়ফল লবঙ্গ ছোটএলাচ, বড় এলাচ শৃঙ্গাটক পর্পটক প্রত্যেকে ১ পল, রক্তচন্দ্রগুঠ আমলকী, কেওর প্রত্যেকে ১০ তোলা, বেনার মূল ২ পল, সোম্বরাজ ২ পল মরিচ ২ পল। অগ্নিবল দেখিয়া ১—৮ তোলা মাত্রায় ব্যবহার করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত শীতপিত্ত অন্নপিত্ত অরোচক অগ্নিমান্দ্য তৃষ্ণা প্রদর রক্তার্শ পাণ্ডু কামল এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধনকর। ঐ

কুম্মাণ্ড খণ্ড । কুম্মাণ্ডের স্বরস ১০০ পল, গোহৃদ্ধ ১০০ পল, আমলকী চূর্ণ ১ পল, চিনি ৮ পল, ঘৃত ২ পল, মৃত অগ্নিতে পাক করিবে । পিণ্ডবৎ হইলে নামাইবে, মাত্রা অর্দ্ধ পল । ইহাতে রক্তপিত্ত অম্লপিত্ত কাশল দাহ তৃষ্ণা নিবারণ হয় । ঐ

বাসা কুম্মাণ্ড খণ্ড । শ্মিন্ন কুম্মাণ্ড শস্য ৫০ পল, ঘৃত ৪ সের, ভর্জন করিয়া বাসক মূলের কাথ ১৬ সের, চিনি ১০০ পল দিয়া পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে নামাইয়া মূতা আমলকী বংশলোচন বামন-হাটীর মূল, দারচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা, এলবালুক গুঠ ধনে মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা, পিপুল ৩২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে । শীতল হইলে মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । ইহাতে শ্বাস কাস ক্ষয় হিকা রক্তপিত্ত হলীমক হৃদ্রোগ ও অম্লপিত্ত নষ্ট হয় । চক্রঃ

কুম্মাণ্ড ঘৃত । ঘৃত ৪ সের, কুমুড়ার রস ১২ সের, ককার্থ যষ্টি-মধু ১ সের দিয়া পাক করিবে । মাত্রা ১—২ তোলা, ইহা সেবনে অপস্মার রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

কুম্মাণ্ড ক্ষার । কুমুড়ার হৃদয় হৃদয় খণ্ড বৌদ্ধে বিত্ত করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ও তাহা সরার দ্বারা আবৃত করিয়া জ্বাল দিবে । কুমুড়ার শস্য অঙ্গারবৎ হইলে নামাইবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিবে । মাত্রা ২ মাষা । গুগ্গী চূর্ণ ও জলসহ সেব্য । ইহাতে শূলবেদনা নিবারিত হয় । ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

কুমুড়ার মূল চূর্ণ উষ্ণ বারিসহ পান করিলে শীঘ্রই স্ফূটন শ্বাস কাস প্রশমিত হয় । ঐ

কুমুড়ার বীজ চূর্ণ ৮ মাষা, কুড় চূর্ণ ২ মাষা, মধুসহ সেবনে উন্মাদ রোগ প্রশমিত হয় । ঐ

কুম্মাণ্ডের বীজ চূর্ণ সেবনে মূত্র নিগ্রহ নিবারিত হয় । ঐ

কুমুড়ার রস, যবক্ষার ও চিনি একত্রে সেবন করিলে মূত্রবিবন্ধ ও শর্করা নষ্ট হয় । ঐ

কুমুড়ার বীজ, মূতা দেবদাক ও ইন্দ্রযব জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শিশুর শোথ নিবারণ হয় । ঐ

কেতকী, কেয়াফুল ।

প্যাণ্ডেনস্ ওডরোটাজমস্ নামক বৃক্ষের মূল ও পুষ্প । ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে । ইহার পুষ্প বিশেষ সুগন্ধযুক্ত, ইহা তইতে একরূপ আতর প্রস্তুত হয় । ইহার মূল বকল ঈষৎ উত্তেজক । কটুক স্বাহ লব্ধ তিক্ত কফাপহ ও চক্ষুবা, ইহার বকল তৈল মুচ্ছাদিতে লাগে । ইহার পুষ্প দ্বারা খদির প্রস্তুত করিলে বিশেষ সুগন্ধযুক্ত হয় ।

কেতকাদি তৈল । কেতকী গোরক্ষচাকুলে ও বেড়েলার রস বা কাথ এবং কাঁজি দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দন করিলে অস্থিগত বায়ু নষ্ট হয় । ভাবঃ

ফেংপাপড়া ।

অপর নাম—পর্পটক, ফেত্রপর্পটী ।

কবিয়েসী জাতীয় ওলডেন্সগিয়া নামক ক্ষুদ্র গুল্ম । বাঙ্গালা দেশের ধানক্ষেত্রে ও জলা জমিতে সচরাচর বর্ষাকালে জন্মে । সমগ্র গুল্মই ঔষদার্থে প্রযোজিত ইহা থাকে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকাবক ও জরহ, তিক্ত, দাহ-নাশক । ইহাতে রক্তপিত্ত ভ্রম ও কফজর প্রভৃতি নষ্ট হয় । ফেংপাপড়া একাই পিত্তজরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ । ইহার সহিত রক্তচন্দন, বেনাব মূল ও বালা সংযুক্ত করিয়া ব্যবহার করিলে আরও উপকারী হয় । পুরাতন জরে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ।

প্রয়োগরূপ ।

ক্ষেৎপাপড়ার কাথ । ক্ষেৎপাপড়া কুট্টিত ১ ছটাক, জল তিন পোয়া, সিদ্ধ করিয়া আদ্যের থাকিতে নামাইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক । ইহার সহিত কেহ কেহ গুলঞ্চ ১ ছটাক দিতে বলেন ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

১ । পর্পটকাদি কাথ । ক্ষেৎপাপড়া বাসক কটকী চিরতা ধনে ছুরালভা ও প্রিয়ঙ্গুর কাথ চিনির সহিত পান করিলে পিপাসা ও দাহ-যুক্ত পিত্তজ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

২ । পর্পটকাদি কাথ । ক্ষেৎপাপড়া কটফল কুড় বেনার মূল রক্তচন্দন বালা গুঠ মূতা কঁকড়াশুঙ্গী ও পিপুলের কাথ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে, তৃষ্ণা দাহ অগ্নিমান্দ্যাदि থাকিলে প্রযোজ্য । ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ক্ষেৎপাপড়া তগরপাছকা বেনার মূল, ব্রাহ্মী স্বর্ণালু মূতা কটকী অশ্ব-গন্ধা, ডাফা চন্দন দশমূল ও শজাপুষ্পের কাথ পান করিলে প্রলাপ নষ্ট হয় । ঐ

ক্ষেৎপাপড়া ধনে বাসক ছুরালভা প্রিয়ঙ্গু ও কটকীর কষায় শর্করা সহ পান করিলে বক্তজীবন নষ্ট হয় । ঐ

ক্ষেৎপাপড়া নিম্ব বাসক চিরতা পটোলপত্র গুলঞ্চ খদিরকাষ্ঠ ও বালার কাথ পানে বিষ্ফোটক জনিত জ্বর নষ্ট হয় । ঐ

কোপাল কুন্দ্রৌকম ।

হিন্দী নাম—সজ্জুস, কিহু বা ।

ডিপটেরোক্যাপেদী জাতীয় ভিটরিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের ধূনা । ইহাকে দামারও বলে । মালাবাব ত্রিবাঙ্কুর ও মহীশ্বরে জন্মে । এই গাঁদ

দ্রুত হওয়ার পূর্বে কোন দ্রব্যে লাগাইলে উত্তম বার্ষিক হয়, কখন কখন উত্তাপে ইহা গলিয়া যায়। ক্ষুটিত মসিনার তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বার্ষিকার্ণ ব্যবহার হয়। ইহা ~~কখনও~~ ^{কখনও} মসালাদি প্রস্তুত করে ও তাহা জালাইলে স্বগন্ধ ~~কিটি~~ ^{কিটি} হয়। ইহা যখন জলে, তখন অধিক ধূম বাহির হয় না। কর্পূর, স্ববাসার ও কোপাল একত্রে মিশ্রিত করিয়া অল্প উত্তাপ প্রয়োগ করিলে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

দ্রিফা ও আঁময়িক প্রয়োগ। ডাং দে বলেন যে প্রমেহ ও উপদংশে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে বলিয়া কথিত আছে, কিন্তু অদ্যাপি তাহা বিশেষরূপে প্রবীক্ষিত হয় নাই।

প্রয়োগরূপ।

কোপালের মলম। কোপাল এক ছটাক, রজন ৮ ছটাক, তিল তৈল ৪ ছটাক। তৈল উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে বজন চূর্ণ ও কোপাল নিক্ষেপ করিবে পবে সমুদায় গলিয়া গেলে ছাকিয়া লইবে। ক্ষতাদিতে প্রযোজ্য।

খড়িমাটী।

ইংরাজিতে ইহাকে ক্রিটা বা কার্বনেট অফ লাইম বলে। ভারতবর্ষীয় সকল বাজারেই পাওয়া যায়। ইহাকে বিগুন্ধ করিতে হইলে আদনের খড়িমাটী ও প্রয়োজনমত জল লইবে। প্রথমে খড়িতে অল্প জল দিয়া স্বল্প চূর্ণ করিবে এবং একটী বৃহৎ পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িবেক, ক্ষণকাল পরে কেবল স্বচ্ছ জল ঢালিয়া লইয়া নির্জনে রাখিবেক। এই জলের নীচে খড়ী চূর্ণ পতিত হইলে জল ফেলিয়া দিয়া অধঃপাতিত খড়ি লইয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে।

ত্রিফা। অগ্ননাশক, সংকোচক ও শোষক। অধিক দিন সেবন করিলে অন্ত্রমধ্যে সংযত হইতে পাবে, অতএব মধ্যে মধ্যে বিরেচক ব্যবস্থা করা উচিত।

আময়িক প্রয়োগ । উদরাময় রোগে বিশেষতঃ উহা পাকায় অগ্নোৎপত্তি জনিত হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে । প্রাচীন বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ সম্বন্ধিত উদরাময় শুভৈকশ্বেদস্বাবে খটিকামিশ্র বিশেষ হিতফল-শ্রুত । ক্ষত, দাহ ক্ষত, চর্ম্ম পীড়াদিতে ইহার সূক্ষ্ম চূর্ণ স্থানিক প্রয়োগে উপকার লব্ধ হয় ।

মাত্রা ৫—২০ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

খটিকা মিশ্র । খড়িমাটী দশ আনা, গন্ধ চূর্ণ দশ আনা, শর্করার পাক ১ কাঁচা, দারচিনির জল ৪ ছটাক । একত্রে মর্দন কবিত্তা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে ।

সুগন্ধি খটিকা চূর্ণ । দারচিনি ২ ছটাক, জায়ফল ১১০ ছটাক, কুঙ্কুম ১১০ ছটাক, লবঙ্গ ৫ কাঁচা, ছোট এলাচ আট ছটাক, শর্করা ১২১০ ছটাক, অধঃপাতিত খটিকা ৫১০ ছটাক । উত্তমরূপে মিশ্রিত ও চূর্ণিত কবিত্তা বস্ত্রপূত কবিত্তা লইবে । মাত্রা ৫—৩০ রতি, বালকদের জন্য ২—৫ রতি ।

অহিফেনযুক্ত সুগন্ধি খটিকা চূর্ণ । (অহিফেন দেখ) ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কটিনী পেয়া । ফুলখড়ি ৮ তোলা, মিশ্রী বা শ্বেত টিনি ৪ তোলা, বাবলাব গন্ধ ৪ তোলা, মটরী ২ তোলা, দারচিনি ২ তোলা, একীকৃত্য করিয়া ও অল্প কুটিয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে ১ সের জল দিয়া বাত্বিতে ভিজাইয়া রাখিবে, পবে প্রাতঃকালে বস্ত্রপূত করিয়া লইবে । সেই জল ক্রিয়ৎক্ষণ রাখিয়া উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ পান করা হইবে । ইহাতে গ্রহণী, প্রবাহিকা ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয় । মাত্রা ১—৪ তোলা । লবঙ্গ ও ধনে প্রত্যেকে ২ তোলা এবং বেলগুঠ ২ তোলা দিয়া পেয়া প্রস্তুত করিলে অগ্নিপিত্ত ও রক্তাতিসাবে উপকার দর্শে । ভৈঃ রত্না

খদির ।

গিগিউমিনোসী জাতীয় একেসিয়া ক্যাটেকিউ নামক বৃক্ষের আভাস্ত-
রিক কাষ্ঠের জলীয় সাব। ভারতবর্ষের সকল স্থানের বাজারে পাওয়া
যায়। ইহাতে ট্যানিন ও ক্যাটিকিন নামক বীৰ্য্য আছে। অনেক প্রকার
খদিব ভাবতবর্ষে জন্মে।

ক্রিয়া ও আর্ময়িক প্রয়োগ। প্রবল সংকোচক ও অল্প বল-
কাবক। তাবপ্রকাশের মতে ইহা শীতলাদ্রব্য, কণ্ডু কাস ও অরুচিনাশক।
ত্রিক্ত কষায়, মেদর এবং কুমি মেহ জ্বর ত্রণ শিথ্র শোথ রক্তপিত্ত পাণ্ডু
ও কুষ্ঠহর। গাপড়ী খদিব মুখ যোগয়। চক্রদত্ত বলেন যে খদিব, তৈলেব
সহিত মিশ্রিত বসিয়া মুখে ধাবণ করিলে স্বরভেদ নষ্ট হয়। খদিবেব কাথ
ছাড়া ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্তিত হয়।

অল্পস্থ গ্লেয়িক ঝিল্লীর ক্ষীণতা ও শিথিলতা প্রযুক্ত উদরাময় রোগে
খদিব বিশেষ উপকাবক, কিন্তু বোগ প্রদাহ-জনিত বা যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য
বশতঃ, হইলে ইহা প্রয়োগ অবিশেষ। মুখ ক্ষত, চূচুক ক্ষত, মাড়ি, তালু
আদি স্থান শিথিল হইলে ইহার স্থানীক প্রয়োগ বিশেষ সুফলপ্রসূ।
শ্বেত ও রক্তপ্রদব রোগে ইহার ফাণ্টের পীচকারি দিবে। ক্ষতের শ্রাব
হাস করণার্থ ইহাব ধৌত প্রয়োগ কর্তব্য।

মাত্রা ৫—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ ।

খদিরের ফাণ্ট। খদির চূর্ণ ৮০ রতি, দারচিনি ১৫ রতি, ক্ষুটিত
জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা
অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

খদিরের অরিফট। খদির স্থূল চূর্ণ ৫ কাঁড়া, দারচিনি কুটিত
আদ ছটাক, স্বরাদশ ছটাক। মাত্রা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা
অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম। খটিকা মিশ্র সহযোগে সাধারণতঃ প্রযোজ্য।

খদিরাদি চূর্ণ। খদির ২ ছটাক, গলাশ গাঁদ ও বাবলা ছাল গুঁহ

প্রত্যেকে ১ ছটাক, দারচিনি ও জায়ফল প্রত্যেকে অন্ধ ছটাক চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ৫—১৫ রতি ।

আয়ুর্কৌদীয় প্রয়োগরূপ ।

স্বল্প খদির বটীকা । খদির ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের তাহাতে জায়ফল কপূর সুগারি ও কাকলা প্রত্যেকে অর্দ্ধ সের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গুটিকা বাধিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্ত ওষ্ঠ মুখ-রোগ, গিহ্বা ও তালুরোগ উপশমিত হয়। চক্রঃ

বৃহৎ খদির বটীকা । খদির ১২৥০ সের, শুণ্ণেবাবলার ছাল ৩১০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪, ছাকিয়া লইয়া পুনরায় পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে এলাচ, বেনার, মূল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন বালা অনন্তমূল তমাল ছাল, মঞ্জিষ্ঠা মূত্রা লৌহ বষ্টিমধু বরাক্রান্তা ত্রিফলা রসাজন ধাইফুল নাগেশ্বর লবঙ্গ গেরিমাটী দারুহরিদ্রা কটফল চাকুলদ বীজ, লোধ, বটের-নুরি, দুর্লাভা জটামাংসী হরিদ্রা রায়্য দারচিনি প্রত্যেকে ২ তোলা, কাকলা জায়ফল জইত্রী লবঙ্গ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে কপূর আদ সের মিশ্রিত করিয়া কলাই প্রমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা মুখে ধারণ করিলে গল ওষ্ঠ জিহ্বা দন্ত ও তালুরোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ, স্রবস ও দন্ত সকল দৃঢ় হয়। ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে রুচি বৃদ্ধি হয়। ভৈঃ রত্না

খদিরাক্টক । খদির ত্রিফলা নিমছাল পটোলপত্র গুলঞ্চ ও বাস-কের কাথ সেবনে রোমান্তিক (হাম) মসুরিকা স্ফোট কণ্ডু আদি চর্মরোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

খদিরারিষ্ট । খদির কাষ্ঠ ৬০ সের, দেবদারু ৬০ সের, সোমরাজ বীজ ১২ পল, দারুহরিদ্রা ২০ পল, ত্রিফলা ২০ পল, পাণার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের, মধু ২৫ সের, চিনি ১২৥০ সের, ধাইফুল ২০ পল, কাকলা নাগেশ্বর জায়ফল লবঙ্গ এলাচ দারচিনি তেজপত্র প্রত্যেকে

১ পল, পিপুল ৪ পল দিয়া রন্ধ ভাঙে এক মাস রাখিবে। ইহা সেবনে
বুষ্ঠাদি চক্ষুপীড়া আরোগ্য হয়। শাস্ত্রঃ

খাটাসী—গন্ধমাজ্জার ।

ইংরাজীতে ইহাকে সিভেট ক্যাট বলে, ইহা অণুকোষ ব্যবহার্য।
অম্বুর্বেদ মতের বিবিধ তৈল পাক করিতে ইহা লাগে। ইহা একরূপ
সুগন্ধ বিশিষ্ট। “অপাঙ্গ ও মনসাসিজ প্রভৃতির ক্ষাব দ্বারা খাটাশীব
অণুকোষ লিপ্ত করিয়া বাষ্প স্বেদ প্রদান করিবে, ইহাতে উঠাব গাত্রস্থ
লোম সকল স্থলিত হইয়া যায়। পরে পঞ্চ পল্লবেব জলে দোলাষ্মে পাক
করতঃ ও নিপোড়িত করিয়া ইহার স্নেহ পদার্থ নিঃসারিত করিবে।
তদনন্তর ছাগমূত্র ও সজিনার রসে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া সজিনা মূলের
অন্তর্নিহিত করিয়া কেতকী পুষ্পে বেষ্টন করিয়া পুটপাক দিবে। এই
প্রক্রিয়ার দ্বারা খাটাশী বিশুদ্ধ হইয়া মৃগনাভি সদৃশ হয়।” তৈলপাক
করিবাব সময়ে একটী রজ্জুতে বাঁধিয়া তৈলোপরি ঝুলাইয়া রাখিতে
হয়। কখন কখন উহা তৈল হইতে উঠাইয়া বাটিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত
করিতে হয়।

খারিজবণ ।

ইংরাজীতে ইহাকে সলফেট অফ সোডা বলে। বাঙ্গালা দেশের বাজার
সমূহে ইহা বিস্তর পাওয়া যায়। সাগর উপকূলস্থ প্রদেশ হইতে আনীত
হয়। অসোধ্য প্রদেশেও ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা বিশুদ্ধ করিতে
হইলে প্রথমতঃ ইহাকে জলে গুলিবে পরে ছাকিয়া লইয়া উত্তাপ দ্বারা
জল বিশুদ্ধ করিবে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। বিরেচক ও শৈত্যকারক, অল্প মাত্রায় মূত্র-
কারক। জ্বর ও প্রদাহাদি রোগে ব্যবস্থা করা যায়। মাত্রা ১—২ কাঁচা
শুকাবস্থায় ইহার অর্ধ মাত্রায় প্রযোজ্য।

খোরাসানি আজোয়ান ।

অপর নাম—পারসীক যমানী ।

সোলেনেসী জাতীয় হায়সারামাস নাইজর নামক বৃক্ষের বীজ । এসিয়া নাইনর ও ইউরোপে ইহার জন্মস্থান, কিন্তু এক্ষণে সাহরনপুর, আগ্রা ও আজমীরের চতুষ্পার্শ্বে ইহার চাস আরম্ভ হইয়াছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার পত্র ও বীজের মাদকতা গুণ আছে । তন্মধ্যে বীজের ক্রিয়া প্রবল বিধায় সচরাচর ব্যবহৃত হয় । ইহার বেদনা-নিবারক ও নিদ্রাকারক গুণও আছে, ইহা দ্বারা চক্ষের কনী-ণিকা প্রসারিত হইতে পারে । অহিক্রমে প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইলে ইহা তৎ-পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পাবে । ভাবপ্রকাশ বলেন যে ইহা আগ্নেয় ক্রচিকর সংকোচক ও মাদক । উদ্দীপনা ও বেদনা নিবারণার্থ ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহার হয় । শ্বাসকাশ ও অন্যান্য প্রকার কাস বোগে ইহা দ্বারা আক্ষেপ নিবারণ ও কাসের উগ্রতা প্রশমিত হয় । জ্বরাদি রোগে স্নায়বীয় উগ্রতা ও প্রলাপ থাকিলে কপূর সহযোগে ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে । আয়ুর্বেদ মতে নানা ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে ।

গজপিপ্পল ।

ম্যারইডী জাতীয় সিনডাপ্সস অফিসিনেলিস নামক বৃক্ষের ফল । এই ফল খণ্ড খণ্ড ও গুচ্ছ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে । উত্তেজক, শ্বেদ-জনক ও কুমিল্ল বলিয়া কথিত আছে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু বাতশ্লেষ্মাহৃৎ, বহুবর্দ্ধিনী উষ্ণ । ইহাতে অতিসার শ্বাস কঠাময় ও কুমি নষ্ট হয় । অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার হয় ।

গণিয়ারি ।

অপর নাম—অগ্নিমস্থ, গণিকারিকা ।

তার্বিনেসী জাতীয় প্রেম্না সেরাটিফোলিয়া নামক বৃক্ষের মূল ।

ইহার পত্র তিক্ত ও বায়ুনাশক । মূল উষ্ণ বীৰ্য্য, কটু তিক্ত আগ্নেয়, শ্বয়থুনাশক, কফবাতহৃৎ ও পাণ্ডুয় ।

গণিয়ারী মূল ছলে বাটিয়া ঘৃতসহ এক সপ্তাহ সেবন করিলে শীতপিত্ত উদর্দ ও কোষ্ঠ নষ্ট হয় চক্রঃ ।

পঞ্চমূলদি ক্কাথ । পঞ্চমূলী, বেড়েলী বেলগুঠ গুলঞ্চ মৃত্তাশ্রুত আকনাদি চিরতা বাল। কুটজদ্বক ও ইন্দ্রযবেব কষায় পানে সর্বপ্রকার অতিসাব, অর শ্বাস কাসাদি উপদ্রবযুক্ত হইলেও আরোগ্য হয় । পিত্তাধিক্যে স্বপ্ন ও বাতাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূলী প্রয়োজ্য ।

গন্ধক ।

গন্ধক এক প্রকার আকবিক পদার্থ । নেপাল, জাবা, পাবন্য ও অন্যান্য দেশে পাওয়া যায় । লাল, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ এই চারি প্রকার গন্ধক-কেব বিষয় ভাবপ্রকাশ কর্তৃক লিখিত হইবাছে । সচবাচর এক্ষণে আবু-ঐদ মতের চিকিৎসায় পীতবর্ণ (আমলাসার) গন্ধক ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শ্বেতবর্ণ গন্ধক কেবল বাহ্যিক প্রয়োগার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

অবিগুহ্য গন্ধক সেবনে কণ্ডু কুষ্ঠাদি বিবিধ রোগ উপস্থিত হইতে পাবে, অতএব উহা শোধন করিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য । গন্ধক প্রথমতঃ লৌহ বা মৃৎপাত্রে অগ্নির উত্তাপ দ্বারা গালাইয়া ক্রমে ক্রমে দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ঢালিয়া দিবে, কিছুক্ষণ পরেই উহা জমিয়া যাইবে । পরে তাহা চূর্ণ করিয়া লইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিতে হয় । এইরূপ পুত্রিয়ায় গন্ধক বিশোধিত হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । অল্প মাত্রায় পরিবর্তক, বর্ষকা-রক, কফনিঃসারক, পিত্তনিঃসারক, অধিক মাত্রায় বিরেচক, শিশু ব পক্ষে

রেচক । গন্ধক তিক্ত রসায় ও কটু আস্বাদযুক্ত এবং পিত্তল অর্থাৎ পিত্ত-
শ্রাব বৃদ্ধিকরিক । ভাবপুকাশের মতে ইহাতে বাত বীসর্প কুষ্ঠ কণ্ডু ক্ষয়
শ্লীহা ও কফ নষ্ট হয় ।

গন্ধক শোধিত হইয়া কার্য্য কবে, তাহার প্রমাণ এই যে, সেবন
করিলে নিশ্বাস ঘর্ম্ম প্রস্রাব ও তৃষ্ণাদি শারীরিক রসে ইহার গন্ধ পাওয়া
যায় । সেবনকালে শরীরে রোপ্যালঙ্কার থাকিলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ হয় ।

কোষ্ঠবদ্ধ, অতিসার, অর্শ, গুদভ্রংশ রোগে মূহু বিরেচন জন্য ইহা
বিশেষ উপযোগী । পুরাতন বাত ও সার্কাস্ট্রিক উপদংশে ইহা অতি উৎ-
কৃষ্ট ঔষধ । অধিক দিনস ধরিয়া সেবন করা কর্তব্য । পারদজনিত পক্ষা-
ঘাতে ইহা দ্বারা সবিশেষ উপকার দর্শে । পাঁচড়া রোগে, কাগজে ঘৃত
ও গন্ধক মাখাইয়া তাহা প্রদীপ শিখায় ধরিলে টন্ টন্ করিয়া নীচে যে
রস পড়ে, শরীরের ক্ষতস্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে গরম
গবম ঐ ঘৃত প্রত্যাহ একবার করিয়া ৩ দিনস লাগাইলে আরোগ্য হইবে ।
দ্রুত রোগে গন্ধক ধূনা সোহাগা ও মিশ্রী সমভাগে জলের সহিত মর্দন
করিয়া কর্দমাকার করিবে । পরে তাহা দ্রুতস্থান চুলকাইয়া লাগাইবে ।
ইহাতে ৪১৫ দিনসের মধ্যে দাদ্ আরোগ্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ।

পারদ সহ মিশ্রিত করিয়া ইহা বিবিধ রোগে ব্যবহার হয় । পারদ ও
গন্ধক সমভাগে একত্রে মর্দন করিলে কৃষ্ণবর্ণ কৈজলী প্রস্তুত হয় । চর্ম্ম-
দীড়ায় হিন্দু চিকিৎসকেরা ইহা আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া
থাকেন । আভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থে ভ্রূক্ষেব বলক উঠিলে তাহাতে গন্ধক
চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, পবে সেই ভ্রূক্ষ দিয়া দধি পাতিয়া তাহা হইতে মাখম
ভুলিয়া উহা সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগার্থে বিধান করা যাইতে পারে ।
ইহাকে গন্ধতৈল বলে ।

মাত্রা ২—১০ রতি, মধু বা তৃক্ষসহ সেব্য । বিরেচনার্থে ৩০—৬০ রতি
মাত্রায় প্রযোজ্য ।

প্রয়োগরূপ ।

গন্ধকের মলম । গন্ধক চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, মোমের মলম দুই

উটাক একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইবে। পাঁচড়াষ ভানীক প্রযোজ্য।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপঃ

১। জ্বরদী বটীকা । পারদ গন্ধক শৈল্যেয় পিঙ্গল হরীতকী প্রাকবকরা ইন্দ্রবারণী ফল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, চূর্ণ করিয়া ইন্দ্রবারণীর নামে মর্দন করিয়া মায়া পবিশিত বটীকা করিবে। গুলঞ্চের বস সহ সদ্য হবে বিধান করা উচিত। শাস্ত্রঃ

২। জ্বরদী বটীকা । পারদ ১, গন্ধক ২, হিঙ্গুল ৩ ও জয়পাল ৫ ভাগ লইয়া দন্তীমূলের রসে পেষণ করিয়া ১ বতি প্রমাণ বটীকা করিবে। প্রভাতে শীতল জনসহ এক বা অর্ধ বটীকা সেব্য। ইহাতে এক দিনের মধ্যে নবজ্বর নষ্ট হয়। রসরহ প্রতীপ।

ত্রিভেন্দ্র রস । গন্ধক পারদ তাণ প্রত্যেকে সমভাগে গোস্ত্রে মর্দন করিয়া ত্রৌদ্রে দিবে, খনে নিসিন্দা ও সজিনার রসে এক দিন মর্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। ঐ গোলক অক্ষুণ্ণ মপ্যে পুরিয়া তিন প্রহা বায়ুকা যন্ত্রে পাক করিবে। তদনন্তর ঔষধ বাহির করিয়া খনে ফেলিয়া বিচূর্ণ করিবে। তৎপরে সমস্ত ঔষধের অষ্টমাংশ কাটিবিশ মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। মাত্রা ২ বতি, পঞ্চকোল পাচন বা ছাগোদ্রোহে মতিত সেবন করিবে। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর মঙ্গর নষ্ট হয়। রস প্রতীপ

অগ্নিকুমার রস । গন্ধক পারদ প্রত্যেকে ২ কর্ষ লইয়া গোয়ালিয়া পাতার রসে একদিন যত্ন সহকারে মর্দন করিবে। ইহা গোলাকার করিয়া কাচপাত্রে নিষ্ক্ষেপ করিবে, পবে তাহাতে এক কর্ষ কাটিবিশ চূর্ণ ফেলিয়া দিয়া কাচপাত্রের মুখ বদ্ধ করিবে। তৎপরে উহা বায়ুকাযন্ত্রে এক প্রহা পাক করিয়া শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া অর্দ্ধ তোলা কাটিবিশ ও অর্দ্ধ তোলা গোলমরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১ বতি। ইহাতে সন্নিপাত জ্বর, বায়ু মন্দাগ্নি শূল গ্রহণী গুল্ম ও শ্বাস কাসাদি নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিন্তাঃ

পঞ্চবক্ত্র রস । গন্ধক পাবদ সোহাগা মরিচ বিষ সমভাগে লইয়া ধূতুরার রসে একদিন মর্দন ও শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । আদার রস সহ সেব্য । • সন্নিপাত জরে দোষনাশার্থ প্রযোজ্য । ঐ

শীত কেশরী । গন্ধক পারদ তঁতে হিঙ্গুল বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ গুঠ প্রত্যেকে ৮ ভাগ লইয়া অশ্বগন্ধা বিজয়া কাস মর্দ ও করিয়া উচ্ছে পাতার রসে মর্দন কবিয়া অর্দ্ধরতি প্রমাণ বটীকা করিবে । তুলসী পত্র সহ সেব্য, ইহাতে শীতজ্বর নিবাসিত হয় । রস প্রদীপ

ভূত ভৈরব রস । রসগন্ধুব, অন্ন লৌহ মনঃশিলা গন্ধক হরিতাল রসাজন সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দন করিবে । পরে দ্বিগুণ গন্ধক সহ লৌহ পাত্রে ক্ষণকাল পাক করিবে । মাত্রা ৫ রতি, গুঠ পিপ্পল মরিচ সৌবর্চল, হিঙ্গু, য়ত ও গোমূত্র অনুপানে অগ্ন্যার বোণে প্রযোজ্য । ভাবঃ

সিংহনাদ গুণ্ণুলু । গন্ধক ৮ তোলা, গুণ্ণুল ৮ তোলা, এরও তৈল ৩২ তোলা, ত্রিফলাব কাথ ৪৮ তোলা লইয়া শৌহপাত্রে পাক করিবে । দেহবৎ ঘন হইলে নামাইবে । মাত্রা অর্দ্ধ তোলা, ইহা সেবনে অগ্ন্যাত বাতবক্ত্র ঋজু পঙ্গুতা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

আদিত্য পাক তৈল । ত্রিল তৈল ৪ সের, মজ্জিষ্ঠা ত্রিফলা লাক্ষা হরিদ্রা মনঃশিলা হরিতাল ও গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগে অর্থাৎ সর্বসমনষ্টি ১ সের লইয়া চূর্ণিত ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বৌদ্ধে রাখিবে । ইহার স্থানীক প্রয়োগে পামারোগ নষ্ট হয় । চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় নুষ্টিযোগ !

পারদ গন্ধক ও তণ্ডুল স্বল্প চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, একত্রে মিশ্রিত কবিয়া ৭ টী বটীকা করিবে । প্রতাহ এক একটী বটীকার ধূম প্রদান করিবে । ইহাতে গবমী অর্থাৎ ফিরিশী রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

গন্ধক মনঃশিলা হরিদ্রা চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, কটু তৈল ১২৮ তোলা, ধূতরাপত্র রস ১:৮ তোলা একত্রে পাক করিবে । এই তৈল কর্ণে দিলে কর্ণনাগী প্রশ্নিত হয় । ঐ

গন্ধবিরোজা ।

ববদিবেঙ্গী জাতীয় বনোলিয়া থরিক্ষেণ নামক বৃক্ষের গঁদযুক্ত ধূনা । মধ্য ভারতবর্ষের পার্শ্বতা প্রদেশে ইহার জন্ম । সম্ভাব্যদেও একশ্রেণী জন্মে, ইহাতে তাদ্রিন ও ধূনার গন্ধ আছে । বাহ্য প্রয়োগে ইহা আরক্তকায়ক উত্তেজক । ইহা কাগজে মাখাইয়া বাগীব উপর দিয়া রাখিলে উহা না পাকিয়া বসিয়া যাইতে পারে ।

প্রয়োগরূপ ।

গন্ধবিরোজার মূলম । গন্ধবিরোজা চুই ছটাক, পীতনোম ৩ কাঁচা, বসা ৪ ছটাক, তিলতৈল ১ ছটাক । একত্রে গালাইয়া শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত নাড়িবে । বসার অভাবে নারিকেল তৈল ব্যবহার করা যাইতে পারে । ফোটকজাত ও অন্যান্য ক্ষতে উত্তেজক হইয়া উপকাব করে ।

গন্ধবোল, হিরাবল ।

ববদিবেঙ্গী জাতীয় বালসোমেডেনড্রন মর নামক বৃক্ষের বকলজাত এক প্রকার বন গঁদ ও ধূনাস্থিত রস ।

ইহা তিল উগ্র ও স্ফগন্ধাস্বাদমূলক, ইহাতে বায়ী তৈল, মর্হিন নামক তিক্ত ধূনা ও গঁদ আছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকাবক, উত্তেজক, কফনিঃসারক ও রক্তোনিঃসারক । পুণাতন কাসি, শ্বেতপ্রদর, রক্তমাভাব প্রভৃতি রোগে ব্যবহারে উপকাব হয় । দন্তের মাড়িতে ও মুখমধ্যে ক্ষতাদি হইলে ইহার অরিষ্ঠ বা কাথ, অন্য কোন সংকোচক কাথ সহ কুল্যরূপে ব্যবস্থা করিবে । নিরঙ্কুর ক্ষতেও ইহার স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারক । চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

গন্ধবোলের অরিক্ষ । গন্ধবোল স্থূল চূর্ণ ৫ কাঁচা, সুরা দশ

ছটাক । সমগ্রাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১ হইতে ২ ডাম ।

গন্ধভাদালে ।

অপর নাম—প্রসারণী, গাঁদাদা, গন্ধভাজলে ।

কবিরেণী জাতীয় পিড়িরিয়া ফেটিডা নামক লতা । ইহাও সমগ্র বৃক্ষই প্রায় উদ্ভগার্থে প্রযোজিত হইয়া থাকে । ইহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও প্রায় বহুনের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, কিন্তু রসনের পথ আর কিছুমাত্র তর্পক থাকে না । ইহার পত্র ও অন্যান্য তরকাষি সহ কোল প্রস্তুত করিয়া মন্দাগ্নি ও উপরানয় যোগদ্বারা বাতিকে দেওয়া যায় ।

ক্রিয়া ও অ্যাময়িক প্রয়োগ । শৈত্যকর, সংকেচক । উষ্ণ-বিদ্য, বৃদ্ধা, বলসঞ্জনকর, বাতঘ্ন, তিক্ত, বাতরক্ত ও কফাপহ । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

প্রসারণী লেহ । প্রসারণীর কাপ ৮ সের, শুড় ২ সেব একত্রে পাক করিয়া মেহবৎ জ্বলে শুঠ পিপুল মরিচ চিতা চই চূর্ণ মিলিত অন্নসে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে । ইহা মেহন করিলে আনবাত নষ্ট হয় । প্রসারণী ২ সের, জল ৩২ সের ; শেষ ৮ সের । ভাবঃ

প্রসারণী তৈল । মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাজলে ১০০ পল কুটিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদশেষ থাকিতে নানাইয়া ছাকিয়া লইবে । তৈল ১০০ পল লইয়া উক্ত কষায়, দধির মাত ও কাঁজি প্রত্যেকে ১০০ পল, গব্য দুগ্ধ ৪০০ পল এবং কষার্থ—চিতা পিপুলমূল যষ্টি-বধূ, নৈকব বট মলুকা দেবদারু রাসা গজপিপুল প্রসারণীমূল ও শুঠ, জটা-নাংলী, রক্তচন্দন এরডুমূল বেড়েলী শুঠ মিলিত ১২৯০ পল দিয়া পাক করিবে । পান নস্য শিরোবস্তি ও মর্দনরূপে প্রয়োজ্য । ইহাতে সর্বপ্রকার বাত-ব্যাদি—হৃৎস্তম্ভ জিহ্বাস্তম্ভ অর্দ্ধিত খঞ্জতা পঙ্কতা প্রভৃতি আরোগ্য হয় । এ

গন্ধহুমার, দোনা ।

কম্পজিটী জাতীয় আটিমিসিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ । নেপালে ও হিমালয়াদি পৰ্ব্বতে জন্মে । ইহার পাতা স্তম্ভক্বেব জন্য ব্যবহার্য্য । চুষ্মা-ইলে ইহা হইতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়, তাহাকে দোনার আতর বলে । ইহার ক্রিয়া আগ্নেয় ও বলকব, ইহার পত্র ও তরুণ শাখাগ্র স্নানার্থ রোগের সহিত ঘর্ষলতা থাকিলে প্রযোজ্য । ইহার পত্রের ফাট প্রস্তুত করিয়া সেবনার্থ বিধান করা যাইতে পারে ।

গজ্জন তৈল ।

ডিপটেৰোকাপেরা জাতীয় ডিপটেৰোকার্পস লিভিস নামক বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত একরূপ তৈল ও ধূনাযুক্ত রস । বৃক্ষের স্বন্ধে অস্ত্রাবাত করিয়া অগ্নি-সুপ্ত দিলে ইহা নগত হয় । চট্টগ্রাম ত্রিপুরা আমাম ও আগুমান দা পুঞ্জ জন্মে । বাঙ্গালার গজ্জন তৈল পাটলবর্ণ তৈলাৎ ও অস্বচ্ছ । চূষ্মা ইহা হইতে ৩৫ হইতে ৪০ অংশ উদ্বায়ী তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং গিয়ে এক প্রকার ধূনা পড়িয়া থাকে । ইহা কোপেবার পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । শৈল্পিক ক্রিয়া উত্তেজক ও মূত্র-কারক । ইহার উত্তেজক ক্রিয়া জননেক্রিয় ও মূত্রবস্তুর শৈল্পিক ক্রিয়া উপরে প্রকাশ পায় । তরুণ ও পুৰাতন পুমেহ রোগে গদমণ্ডের সহিত ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার দর্শে । ডাং ওসানেনী, ওয়ারিং প্রভৃতি চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া সফল উপলব্ধি করিয়াছেন । পুৰাতন পুমেহ রোগে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । নির-ক্লম্ব স্বতে উত্তেজনার্থ বাহ্যিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে । মহাকুষ্ঠ রোগে ইহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ব্যবহার করিয়া সফল লক্ষ্য হইয়াছে । চূনের জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে । দক্ষরোগেও এই তৈল সবিশেষ উপকারী ।

মাত্রা ১০—৩০ বিন্দু, ১দবসে ২১৩ বার ।

গাব, তিন্দুক ।

এবিনেসী জাতীয় ডারম পাঠরস এন্ট্রিয়োপ টিরিস নামক বৃক্ষের ফল । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রায় জন্মে । ইহার ফল নিষ্পেষণ করিলে একপ্রকার সংকোচক রস বাহির হয়, তাহাতে শতকরা ৬০ অংশ বিশুদ্ধ ট্যানিক এসিড থাকে, এই রস নৌকা ঝাল প্রভৃতিতে সাধারণতঃ লাগাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

ত্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । প্রবল সংকোচক ও বক্তরোপক । উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ইহার সার ব্যবহার্য্য । ইহার সার ভলে গুলিয়া শ্বেতপদরাদি রোগে পীচকারি দেওয়া বাইতে পারে । গাবের কষায় ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে অগ্নিদাহের ক্ষত আরোগ্য হয় । ভাবঃ

গাবের সার । সরস গাব কুট্টিত করণাস্তর নিষ্পীড়িত করিয়া রস নির্গত করিবে, পরে ঐ রসকে জলশ্বেদনযন্ত্র দ্বারা শুষ্ক কাঁববে । নাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ রতি ।

গাম্ভারী ।

অপর নাম—শ্রীপর্ণী, কাশ্মীরী ।

ভার্বিনেসী জাতীয় মেলিনা আরবোরিয়া নামক বৃক্ষের মূল । বহুল, ফল পত্রও ব্যবহার হইয়া থাকে ।

ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা তিক্ত, উষ্ণবীৰ্য্য মধুর ওরু, দীপন পাচন ও ভেদনকর । ভ্রূম শোষ তৃষ্ণা শূল অর্শ যিষ দাহ ও জরাপহ । ইহার ফল বৃংগণ বৃষ্য ওরু কেশ্য ও রসায়ন এবং বাতপিত্ত তৃষ্ণা রক্তক্ষয় মুত্রবিবন্ধনাশক ।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্কেদ মতের দশমূল পাচনের ইহা একটী অঙ্গ । গাম্ভারীর সাতটী কোমল পত্র অঙ্গুলিতে বাঁধিয়া রাখিলে কুনথ ও চিঙ্গ আরোগ্য হয় । ভাবঃ

গাম্ভারীমূল যষ্টিমধু যধু ও চিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দুগ্ধস্রাব বন্ধিত হয়। এ

গাম্ভারী ফল, পরুষক ফল, যষ্টিমধু রক্তচন্দন ও বেণাব মূলের কাষ পান করিলে পিত্তজ্বর নষ্ট হয়। চক্রঃ

গাম্ভোজ ও সারা রেউণ্ড ।

গাটফেরী জাতীয় গারসিনিয়া পিক্টোরিয়া নামক বৃক্ষের ঘনীভূত রস । ওয়ানদ অবণ্যে অপৰ্য্যাপ্ত জন্মে এবং মহীশূর ও কুর্গ ইত্যাদি দেশের নানাস্থানে পাওয়া যায়। শ্যাম ও সিংহলেও ইহা জন্মে। ইহাতে গ্যাম্ভোজিক এমিড নামক এক প্রকার বীৰ্য্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । প্রবল বিবেচক ও কুস্মিনাশক। ফার্মাকোপিয়ায় গ্যাম্ভোজের পরিবর্তে ব্যবহার্য্য। শোথ, উদবী, শিবোরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ ও কিতার ন্যায় ক্রমি বোগে ব্যবহার হয়।

মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ রতি স্ফুট চূর্ণ করিয়া দিবে। কঠিন সাবানের সহিত দিলে প্রায় বমন হয় না।

প্রয়োগরূপ ।

গ্যাম্ভোজ বটীকা । গ্যাম্ভোজ অর্দ্ধ ছটাক, মুগবর অর্দ্ধ ছটাক, দাবচিনি অর্দ্ধ ছটাক, কঠিন সাবান ১ ছটাক, শর্করার পাক যথা প্রয়োজন লইয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি।

গাঁজা, চরস ।

আটিসী জাতীয় ক্যানেবিস স্যাটাইভা নামক বৃক্ষের পত্র গাঁদ ও ধূনা-যুক্ত রসকে চরস কহে। ইহা পত্র কন্দ ও পুষ্প হইতে নিঃসৃত হইয়া জমিয়া থাকে। মোটা কাপড় বা চর্ম্মদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া সংগ্রহ করে। যে ধূনা গুলি কাপড়ে বা চর্ম্মে লাগিয়া যায় তাহা চাঁচিয়া লইয়া তাল প্রস্তুত করে। তামাকের ন্যায় ইহার ধূমপান করিলে মাদকতা গুণ প্রকাশ পায়। সপুষ্প শুষ্ক

জটায়ুক্ত বৃক্ষ, বাহা হইতে ধূনা বহিস্কৃত হয় নাই, তাহাকে গাঁজা বলে ।
(সিদ্ধি বিষয় ভাং দেখ ।)

ক্রিয়া ও আনিয়িক প্রয়োগ । নাস্তিক উত্তেজক, নিদ্রাকারক, কামোদ্দীপক, মাদক, বেদনা-নিবারক, অক্ষেপ নিবারক ও জরায়ু-সংকোচক । ইহা দ্বারা এককণ প্রলাপ উপস্থিত হয় । ডাং ওমানসী ধনুষ্ঠংকার, জলাভক্ষ, সবেদন স্বেপ্ণন, বাতবেদনা, দিস্তিকি ইত্যাদি বোগে ব্যবহার কথিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ডাং চচিন বলেন রোগসাভাব, কঠরজ ও বাক্যাদিক বোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । জরায়ব শিথিনতা প্রযুক্ত প্রসব বিনয় হইলে অথবা প্রসবান্তে অধিক বক্তস্রাব হইলে ইহা সেবনে জরায়ু সংকোচন হইয়া উপকার কবে । ধনুভঙ্গে ইহা সূক্ষ্মপ্রদ ।

প্রয়োগরূপ ।

গাঁজার সার । গাজা চূর্ণ অর্দ্ধ সেব, স্নান আড়াই সেব, যথার্থ ভিজাইয়া ছাকিয়া দইবে । পরে এই অবিশেষের স্নান চুয়াইয়া ফেলিয়া ভস্ম-স্বেদন বহু দ্বারা যথাযোগ্য গাঢ় প্রাপ্ত করাইবে । মাত্রা ২ রতি হইতে ১ রতি ।

গাঁজার অরিল । গাঁজার সার অর্দ্ধ ছটাক, স্নান দশ ছটাক, ভ্রব করিবে । মাত্রা ৫—২০ মিনিম । গর্দ নগ্নের সহিত প্রয়োগ করিবে, যেহেতু কেবল জলের সহিত নিশিত করিলে ইহার ধূনা অদৃশ্য হইয়া পড়ে ।

গুণগুণ ।

‘ববসিরেসী জাতীয় বালসামোডেন্ড্রন মকল নামক বৃক্ষের ধূনাযুক্ত গাঁদ । আসান, সিন্ধুপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায় । শীত কালে বৃক্ষে অস্ত্রাঘাত করিলে ধূনা ভূমিতে পতিত হয়, পরে তাহা সংগ্রহ করিয়া বাধিতে হয় । গন্ধবোলের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে ডাং ওমানসী উপদেশ প্রদান করেন । গন্ধবোল অপেক্ষা ইহার গন্ধ মৃদু ও আঘ্রাণ

যোগ্য। হিন্দুবা দেবদেবীর পূজা করিবার সময় ইহা পোড়াইয়া থাকেন, ইহার ধূমেন দ্বারা চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু স্নগদিকৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। কষায় কাষ্ট্র কফ লগ্ন, ভগ্নসন্ধান-কব, ব্যাঘ্রসাবন দীপন, কফবাত ব্রণাপহ, মেহ অশ্মদী ব্যুষ্ঠ শৌক অর্শ গ্রহি গণ্ডমালা প্রভৃতি পীড়ানাশক। অভিনব গুণ্ণুল স্নিগ্ধ, কাঞ্চন সদৃশ ও পকু জন্ম ফলোপম পিচ্ছিল ও স্নগন্ধি। ঔষু চূর্ণক গুণ্ণুল পবিত্রাজ্য। ভাবঃ

রক্তশোধক, পবিত্রক, বাহ্যিক প্রয়োগে উত্তেজক। ক্ষতে সোচাগা ও খনিব সহ ইহার স্থানিক প্রয়োগ বিধেয়।

আয়ুর্কৌর্যদীয় প্রয়োগরূপ।

বাতারি রস। পান্য ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা ৩ ভাগ, চিতা ৪ ভাগ, গুণ্ণুল ৫ ভাগ লইয়া এবণ্ডতৈল দ্বারা মর্দন করিবে। প্রাতঃকালে এবণ্ডতৈল সহ সেবা, তৎপরে ঔষ্ঠ ও এবণ্ডমূলেব কষায় গান করিবে। এই ঔষদ একমাস সেবনে বাতরোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

যোগরাজ গুণ্ণুলু। চিতে পিপুলমূল বনানী কৃষ্ণজীরা বিড়ঙ্গ বনবনানী জীবা দেবদাক চই এনাচ সৈন্ধব কুড় রান্না গোক্ষুর ধনে বিফলা মূতা ত্রিফল দাবচিনি বেনারমূল যবক্ষার তালীশপত্র তেজপত্র সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে, গবে সর্ষ সমান গুণ্ণুলু দিরা ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে সংমদিত করিবে। ইহাতে আমবাত অগ্নিমান্দ্য পীহা গুল্ম প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এ

মহা যোগরাজ গুণ্ণুলু। ঔষ্ঠ পিপুলমূল চই মরিচ চিতে, ভূষ্ট হিন্দু, বনবনানী সর্ষপ জীরা কৃষ্ণজীরা দেপক ইন্দ্রযব আকনাদি বিড়ঙ্গ গজপিপুল কাষ্ট্রী আতিস বামনহাট বচ মূর্খা সৈন্ধব এনাচ গোক্ষুর হরীতকী, ধনে বহেড়া আমলকী দাবচিনি বেনার মূল, যবক্ষার প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগ, সর্ষ সমান গুণ্ণুলু, ঘৃত সহ মর্দন করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিয়া ঘৃতভাগে রাগিবে। অর্ধ তোলা মাত্রায় সেবা। ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি

করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। ইহাতে সকল প্রকার বাত-
ব্যাধি, বাতরক্ত কুষ্ঠ অর্শ গ্রন্থী ও গুরু পুষ্টি নষ্ট হয়। বাত পুনর্নবা
গুষ্ঠ গুলঞ্চ এরও মূল্যে কষায় সহ এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ক বাতবোগ
প্রশমিত হয়। পিত্তে কাকোনাদি, ককে আমগুণাদি, মেহে দারুহবিদ্যা,
পাণ্ডুলোগে গোমূত্র, কুষ্ঠে নিষকপ, বাতবক্তে গুলঞ্চের কাথ, শোথে গুল
মূত্রের কাথ, নেত্র বেদনায় ত্রিফলার কাথ ও উদরীতে পুনর্নবার কাথ সহ
সেব্য। ই

পথ্যাদি গুগ্গুলু। হরীতকী ১০০, বহেড়া ২০০ ও আমসকী
৪০০ টা, গুগ্গুলু ২ সের, জল ৬৮ সের, এক বাত্রি ভিজাইয়া বাথিয়া পাবে
সিদ্ধ করিয়া অন্ধাবশেষ করিবে। পাবে ছাকিয়া লইয়া পুনর্নবার লৌহ-
পাত্রে পাক করিবে। আমসপাকে বিড়ঙ্গ দস্তী ত্রিফলা গুলঞ্চ পিপল ত্রিভূত
গুষ্ঠ মরিচ প্রত্যেকে ৪ তোলা চূর্ণ পুঙ্কেপ দিবে। ইহাতে গুপ্তদী খজত
বাতবক্ত পুষ্টি বোগ নষ্ট হয়। ই

পুনর্নবা গুগ্গুলু। পুনর্নবা ১০০ পল, এরও মূল ১০০ পল, শুষ্ক
১৬ পল, গুগ্গুল ৮ পল, জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। ছাকিয়া লইয়া গুগ্গুলু
৮ পল ও এরও তৈল এক সের সহ পুনরায় পাক করিবে, পরে এরও চূর্ণ
৫ পল, দস্তীমূল ১ পল, গুলঞ্চ ২০০ পল, ত্রিফলা ত্রিকটু চিতা সৈন্ধব ভেলা
বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ পল, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, পুনর্নবা ১ পল চূর্ণ পুঙ্কেপ
দিয়া নামাইবে। মায়া ১-২ তোলা। ইহাতে বাতরক্ত গুপ্তদী আম-
বাত পুষ্টি নষ্ট হয়। ই

শর্করাসম গুগ্গুলু। বৎসাব দেবদারু সৈন্ধব মূতা ছোট এলাচ
বচ মনানী ত্রিকটু বনমণানী হরিদ্রা ত্রিফলা জীরা কৃষ্ণজীবা বিড়ঙ্গ চিতা
প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ, গুগ্গুলু ৫ পল, শর্করা ৫ পল পেষণ করিয়া তপ্ত
ঘূতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে বাতবক্ত প্লীহা বিষমজ্বর কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ
নষ্ট হয়। মায়া অর্দ্ধ হইতে এক তোলা। ই

অমৃত গুগ্গুলু। গুলঞ্চ ১ সের, গুগ্গুলু ১ সের, হরীতকী, বহেড়া
আমসকী প্রত্যেকে ১ সের, এনায়ে কুড়িত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ

কবীয়া পানশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ কবায় পুনরায় পাক করিবে, যন হইলে দস্তী ত্রিকটু বিড়ঙ্গ গুলঞ্চ ত্রিকলাব ত্রক প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল চূর্ণ, ত্রিঃ চূর্ণ ২ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমক্রমে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক তোলা। ইহাতে বাতরক্ত কুষ্ঠ ভৃষ্ট ব্রণ আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা । বিড়ঙ্গ চিতামূল ত্রিকটু ত্রিকলা দেবদাক চই ত্রিণতা পিপুল মূল, মূতা শঠী বচ স্বর্ণনাক্ষিক সৈন্ধবলবণ যবক্ষার মর্জিকাক্ষার ববিদ্রা দারুহরিদ্রা ধনে গজপিপুল আতিস প্রত্যেকে ২ তোলা, শিলাজতু ৮ পল, গুগ্গুলু ২ পল, লৌহ ২ পল, চিনি ৪ পল, দস্তীমূল ত্রিঃ দারুচিনি এলাচ তেজপত্র প্রত্যেকে ১ পল, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৪ রতি হইতে ৪ মাষা। ইহাতে অর্শ, পাণ্ডু, আমবাত প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। ঐ

কৈশোরিক গুগ্গুলু । মহিষাক গুগ্গুল ২ সেব, ত্রিকলা ২ দেব, গুলঞ্চ ৪ সেব, তল ৬৪ সেব, পাককালে মুহমূর্ছ খুঁটিবে, অর্দ্ধাবশেষ হইলে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে পুনরায় পাক করিবে, যন হইলে নামাইয়া ত্রিঃ না অন্ধ পল (প্রত্যেকে) ত্রিকটু মিলিত ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, ত্রিঃ ২ তোলা, দস্তীমূল ২ তোলা, গুলঞ্চ ৮ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর মাংস, ছপ্পাদি সেব্য। ইহাতে বাতরক্ত পাণ্ডু মেহ প্রভৃতি বোগ নষ্ট হয়। ঐ

স্বায়ম্ভব গুগ্গুলু । সোমরাজ ৫ পল, শিলাজতু ও গুগ্গুল প্রত্যেকে ১০ পল, স্বর্ণনাক্ষিক ৩ পল, লৌহ ২ পল, থলচুড়ী পত্র ২ পল, হরিতকী বহেড়া আমলকী করঞ্জ পলব, খদির গুলঞ্চ তেউড়ী দস্তী মূল বিড়ঙ্গ হরিদ্রা রুটজত্বক নিম্ব চিত্রা সৌদালফণের মজ্জা প্রত্যেকে ১ পল, মধু দিয়া বটীকা করিবে। প্রাতঃকালে গোমূত্র সহ সেব্য। ইহাতে বাতরক্ত কুষ্ঠ শিথ্র পাণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

আদিত্যপাক গুগ্গুলু । হরিতকী বহেড়া আমলকী পিপুল প্রত্যেকে ৮ তোলা, দারুচিনি, ছোট এলাচ প্রত্যেকে ৪ তোলা, দশমূলব

কাথে ৭ দিন ৭ বাণ ভ্রবনা দিও। উহার সহিত গুগ্গুল ৪০ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অল্প হইতে এক তোলা। ইহাতে সন্ধি অস্থি ও মজ্জাগত বাতবোগ নষ্ট হয়। চক্ষুঃ

ষড়ঙ্গ গুগ্গুলু। হরীতকী বহেড়া আমলকী পটোমমূল নিম্ব বানদ ইত্যাদেব কাথ সহ গুগ্গুলু সেবনে শোথ শূল অগ্নিপাক প্রভৃতি চক্ষু বোগ নষ্ট হয়। এ

সপ্তাঙ্গ গুগ্গুলু। গুগ্গুল ত্রিকলা ত্রিকটু সমভাগে ঘৃতসহ ১—২ তোলা মাত্রায় সেব্য। ইহাতে নাড়ীদ্রণ শূল গুল্ম প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

দশাঙ্গ গুগ্গুলু। ত্রিকটু চিতা ত্রিকলা মূতা বিড়ঙ্গ গুগ্গুল সম ভাগে লইয়া সেবন করিলে মেদবোগ নষ্ট হয়। এ

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু। ববুল অশ্বগন্ধা হরুয়া গুলঞ্চ শতাবরী গোক্ষুর রাস্না শ্যামালতা শলুকা শঠী যমানী ওষ্ঠ সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিলে, সর্বসমান গুগ্গুল ও তদঙ্গ ঘৃত, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা, প্রাতঃকালে দুধ, মাংস বস, উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহাতে ত্রিকণ্ঠ জ্বরগ্রহ হৃৎগ্রহ, ভৃঙ্গু ও চরণগ্রহ বাত, সন্ধিস্থিত বাত ও পক্ষ্যবাত নষ্ট হয়। এ

একবিংশতিক গুগ্গুলু। চিতা ত্রিকলা ত্রিকটু জীরা কৃষ্ণজীরা সৈন্ধব আতিন কড় চই ছোটএলাচ দুখলতা বিড়ঙ্গ বনযমানী মূতা দেবদাক প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ, সর্বসমান গুগ্গুলু, তদঙ্গ ঘৃত দিয়া গুটিকা করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ক্রিমী ছুষ্ঠ ব্রণ গ্রহণী মুখরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়। এ

রাস্না গুগ্গুলু। (রাস্না দেখ।)

সিংহনাদ গুগ্গুলু। (গন্ধক দেখ।)

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বিষ্ণু গুগ্গুল ২ তোলা, গুলঞ্চ ত্রিকলা মিলিত ৮ তোলা, ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে সেই কাথ ক্রোষ্ট্রীর্ষ রোগে সেব্য। ভাবঃ

হরীতকী বহেড়া আমলকী প্রত্যেকে ১ ভাগ, গুগ্গুল ৫ ভাগ, পিপ্পল ১ ভাগ একত্রে মিশ্রিত কবিরী সেবন করিলে শীতপিত্ত নষ্ট হয় । এ কর্ণের দৌর্গন্ধ নাশার্থে গুগ্গুলের ধূপ প্রদান কবিবে । এ

গুলঞ্চ ।

১. অপব নাম—গুড়ুচী, অমৃত ।

মিনিসপার্নেসী জাতীয় টাইনসপোবা কর্ডিকোলিয়া নামক লতার মূল ও কন্দ । বড় বড় বৃক্ষের উপর জড়াইয়া থাকে । নিম্ন বৃক্ষে যাহা জড়াইয়া থাকে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয় । বঙ্গদেশ আসাম বেহাঁস ডেকান উড়িষ্যা প্রভৃতি ভাবতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই জন্মে । গ্রীষ্মকালে ইহা সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত, কারণ তৎকালে ইহাতে তিক্ত পদার্থ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে । ইহার আবাদ অত্যন্ত তিক্ত ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বনকাবক পর্যাবনিবারক মূত্র কাবক ও পরিবর্তক । সন্নিবাম জ্বর, জ্বাস্তে দৌর্ভল্য, পুণাতন বাত ও রোগিক উপদংশ রোগে ইহা ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হয় । ইহার সদা মূল, পাশ্চাত্যভাবের আমানী ও চিনি একত্রে পান করিলে প্রমেহ বোগের জ্বালা নিবারণ হয় । ডাং গুড়িভ, ওসানেদী প্রভৃতি চিকিৎসকেরা ব্যবহার করিয়া ইহার স্নেহ বলকারক গুণ উপলব্ধি করিয়াছেন ।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটুক তিক্ত রসায়ন সংগ্রাহী কষায়, বলাধি সন্দীপনী । ইহাতে আম তৃষ্ণা দাহ মেহ কাস পাণ্ডু কামল কুষ্ঠ বাতবক্ত জ্বর কুনি বমী প্রমেহ শ্বাস অর্শ মূত্রকৃচ্ছ্র ও হৃদ্রোগ নষ্ট হয় । ইহার পত্রের শাক ভক্ষণ করিলে জ্বরে উপকার দর্শে ।

প্রয়োগরূপ ।

গুলঞ্চের অরিষ্ট । গুলঞ্চ খণ্ডীকৃত ২ ছটাক, সুরা দশ ছটাক । সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১—২ ড্রাম ।

গুলকের ফাণ্টে। গুলঞ্চ অর্দ্ধ ছটাক, শীতল জল ৫ ছটাক ।
আবৃতপাত্রে ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে
দেড় ছটাক ।

গুলকের সার। গুলঞ্চ কুটিত অর্দ্ধ সেব, জল আড়াই সেব ।
প্রথমতঃ গুলঞ্চকে দেড়সেব জলে ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে পবে
অবশিষ্ট জলে পুনর্বার ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । অবশেষে উভয় ফাণ্টকে
একত্র করিয়া পুনর্বার ছাকিয়া লইয়া জলশ্বেদন যন্ত্রোদ্ভাপে যথাযোগ্য
গাঢ় করিবে । মাত্রা ২—৫ রতি, দিবসে তিন চারিবার সেব্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

১ । **গুড়ুচ্যাদি কাথ ।** গুড়ুচী ধনে চিরতা পদ্মকাষ্ঠ রক্তচন্দ-
নের কাথ সর্বজ্বরহর, দীপন ও দাহ হ্রাস তৃষ্ণা ও অরুচিনাশক । তরুণ
জরে এই কাথ দেওয়া মৃশ্মতের মতে অবিদেয় । ভাবঃ

২ । **গুড়ুচ্যাদি ।** গুড়ুচী আমলকী ক্ষেপাপড়ার কাথ সেবনে
পিত্তজর দাহ শোষ ভ্রম নষ্ট হয় । এ

৩ । **গুড়ুচ্যাদি ।** গুলঞ্চ চিরতা বাল্য বীৰণ মূল, মূত্রা গ্রন্থিঃ
আমলকী দ্রাক্ষা বাসক ও ক্ষেপাপড়ার কাথ সেবনে নৈবৃত্তিক জ্বর সহ্যই
আরোগ্য হয় । এ

৪ । **গুড়ুচ্যাদি ।** গুলঞ্চ নিম্ব ধনে রক্তচন্দন ও কটকীর কাথ
পানে পিত্তশ্লেষ্মজর তৃষ্ণা দাহ অরুচি নষ্ট হয় । এ

বৃহৎ গুড়ুচ্যাদি কাথ । গুলঞ্চ আতিস ধনে শুঠ বেলশুঠ বাল্য
আকনাদি চিরতা কুটজ রক্তচন্দন বেনার মূল, ক্ষেপাপড়ার কাথ মধুসহ
সেবন করিলে জ্বরাসার হ্রাস অরুচি তৃষ্ণা দাহ বন্নি নষ্ট হয় । এ

পঞ্চভদ্র কাথ । গুড়ুচী ক্ষেপাপড়া মূত্রা চিরতা শুঠের কাথ
বাতপিত্ত জরে প্রযোজ্য । এ

অমৃতার্থক । গুলঞ্চ কটকী নিম্ব পটোলগাত্র মূত্রা রক্তচন্দন শুঠ ও

ইন্দ্রবের কাথ পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, জন্মগত তৃষ্ণা দাহ নষ্ট হয় । ৫

গুড়ুচী মোদক । গুলঞ্চ চূর্ণ ১০০ ভাগ গুড় মধু ও ঘৃত প্রত্যেকে ১৬ ভাগ একত্রে মোদক বাঁধিবে । ইহা সেবনে বিষমজ্বর নষ্ট হয় । ইহা বিশেষ বলকর ঔষধ । ৬

ধাত্রী মোদক । হরীতকী আমলকী বহেড়া গুঠ পিপুল প্রত্যেকে ১ ভাগ, গুলঞ্চের পালো ৪ ভাগ, জল ৬ ভাগ, জ্বাল দিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে পবে চিনি ৮ ভাগ দিয়া পাক করিয়া মোদক বাঁধিবে । মাত্রা ২ ইহাতে ৩ তোলা । ইহাতে পুতান জ্বর, প্লীহা কাস, মন্দাগ্নি নষ্ট হয় । সার কৌমুদী ।

যোগসারামৃত । শতাবরী নাগবলা বৃদ্ধড়ক ভূয়ামলকী পুনর্নবা গুলঞ্চ কৃষ্ণজীবা অশ্বগন্ধা গোক্ষুর প্রত্যেকে ১০ পল স্বল্প চূর্ণ, সর্ষপমষ্টির অর্ধেক চিনি, মধু ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, দাবচিনি তেজপত্র এলাচ প্রত্যেকে ১ পল চূর্ণ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে । ইহাতে বাতরক্ত, ক্ষয়, কুষ্ঠ প্রভৃতি বোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

অমৃতেশ্বর রস । রসসিন্দুব গুলঞ্চের পালো ও লৌহ ৬ রতি মাত্রায় মধু ও ঘৃতান্বিত করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ নষ্ট হয় । রসেন্দ্র চিন্তাঃ

গুলঞ্চের পালো । গুলঞ্চ কুট্টিত করিয়া জলে ভিজাইয়া হস্ত দ্বারা উত্তমরূপে সংমর্দন করিবে । ২৪ ঘণ্টা পরে সেই জল ছাকিয়া লইবে । পরে তাহা একটা পাত্রে রাখিয়া দিবে ও ১২ ঘণ্টা পরে উপরিষ্ঠ জল ফেলিয়া দিয়া নূতন জল সংযোগ করিবে । এইরূপ ৩৪ দিন করিলে বিশুদ্ধ পালো পাত্রের নীচে জমিয়া থাকে । ইহার মাত্রা ৫—৩০ রতি । জ্বর, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য ।

গুড়ুচ্যাতি তৈল । গুলঞ্চের কাথ ও কষ দ্বারা তৈল পাক করিবে । ইহা মর্দনে বাতরক্ত ও বিবিধ চর্ম্ম রোগ নষ্ট হয় । চক্রঃ

গুড়ুচী তৈল । গুলঞ্চ ১০০ পল, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬

নের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, দুগ্ধ ৬৪ সের, তিল তৈল ১৬ সের
কলার্থ—যষ্টিমধু মঞ্জিষ্ঠা জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ কাকোলী ক্ষীরকাকোলী
মুগানী মাসানী জীবন্তী যষ্টিমধু কুড় এলাচ অগুরু কিসমিস জটাংগী
মুহী নখী বেণক থলকুড়ী গুঠ পিপুল মরিচ স্থলফা কঁাকড়াশুঙ্গী অনন্তমূল
দারচিনি তেজপত্র অগুরু শালপান আমলকী তগরপাছকা নাগেশ্বর বানা
পদ্মকাষ্ঠ উৎপল রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া পাক করিবে। এত
তৈল পান ও অভ্যঙ্গরূপে ব্যবহার্য্য। ইহাতে বাতরক্ত কণ্ডু প্রভৃতি নষ্ট
হয়। ভাবঃ

গুড়ুচী দ্রুত । গুলঞ্চের কষায় ও গুল্লীর কক্ক এবং দুগ্ধ দ্বারা দ্রুত
পাক করিবে। ইহাতে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নষ্ট হয়। এ

অমৃতাদ্য দ্রুত । গুলঞ্চ যষ্টিমধু ডাক্ষা ত্রিকলা গুঠ বেড়েলা বাসক
আবগ্ধ শ্বেত পুনর্নবা, দেবদারু গোক্ষুর কটকী কৃষ্ণজীরা গাম্ভাবী ফল
রাস্না কলেথাড়া এরও বৃদ্ধদাবক মূতা উৎপল (সুঁদি) সমভাগে কলার্থ
গ্রহণ করিয়া ৪ সের দ্রুত ও তৎসহ আমলকীব রস ৪ সের, জল ১২ সের
দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত আমবাত প্রমেহ বিষনজ্বর
প্রভৃতি নষ্ট হয়। এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

গুলঞ্চের শীত ফাট শর্করা সহ প্রাতে কালে পান করিলে পিত্তজ্বর বাত-
রক্ত নষ্ট হয়। ভাবঃ

গুলঞ্চ আমলকী মূতাব কষায় পানে চতুর্থক বিষম জর নষ্ট হয়। এ

গুলঞ্চের কাথ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ সেবনে জীর্ণজ্বর ও কফ নষ্ট হয়।
গুলঞ্চের বস, মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ সেবনেও জীর্ণজ্বর কফ প্লীহা কাস
অরোচক নষ্ট হয়। এ

গুলঞ্চের কাথ শীতল করিয়া মধুসহ পান করিলে বমন শান্তি হয়। এ

গুলঞ্চ কুটজ মূতা গুঠ নিম্ব আতিস চিরতা অথবা গুলঞ্চ গুঠ কুটজ ও
মূতাব কাথ জরাতিসারে প্রযোজ্য। এ

গুলঞ্চ অকনাদি ক্ষেৎপাপড়া মূতা শুঠ চিবতা ও ইন্দ্রযবেদ কাথ সেবনে জ্বরাস্তিসাদ নষ্ট হয় । এ

গুলঞ্চ পত্রৈব কক্ক তক্রসহ কামল রোগে পান করান বিধেয় । এ

গৈরিক, গেরিমাটী ।

হংরাঙ্গীতে ইহাকৈ বেড ওকর বলে । লাল ও পীতবর্ণ ভেদে ইহা দ্বিবিধ । বাসাননিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে সিলিকেট অফ সোডিয়ামসিলা ও তৎসঙ্গে অক্সাইড অফ আয়রন আছে । ৭ বার দুধে নিমজ্জিত করিলে গৈরিক বিশুদ্ধ হয় । ইহা ম্লিক মধুস হিন, চক্ষুব্য, দাহ পিত্তাশ্র কফাহকা ও বিষাণহ । গৈরিক ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার মৃত্তিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা সংকোচক ও রক্তবোধক । আভ্যন্তরিক ময় হইতে রক্তস্রাবে অসামান্য ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয় ।

গৈরিক-খড়ি শুঠ কটুকল আনখধ সমভাগে লইয়া কাঁজিতে বাটিয়া প্রায়শঃ দিবে কর্ণমূলের শোথ নষ্ট হয় । ভাস :

গেরিমাটী সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, তুঁতে হিরাকস সৈন্ধব লোধ রসাজন হাঁরি-তাল, মনজাল বেণুক সমভাগে চূর্ণ করিবে । ইহা মধুসহ স্থানীক প্রণোণে উপদংশ আরোগ্য হয় । এ

গৈরিক যষ্টিমধু সৈন্ধব দারুহরিদ্রা রসাজন সমাংশে গ্রহণ করতঃ বাল পিষ্ট করিয়া চক্ষের বাহিরে লেপ দিলে সর্কনেত্র বোণ নষ্ট হয় । এ

গৈরিক আশ্রকেশী বিড়ঙ্গ হরিদ্রা রসাজন কটুকল চূর্ণ মধুসহ ঘোনিতে পূরণ করিলে ও ত্রিফলার কষায় মধুসহ সেবনে ঘোনিকন্দু রোপ আরোগ্য হয় । এ

জ্বর কৃষ্ণর পারীন্দ্র রস । রসসিন্দুর ২ তোলা, অন্ন ১ তোলা, রৌপ্য স্বর্ণমাস্কিক রসাজন খর্পর তাত্র মুক্তা প্রবাল দৌহ শিলাজতু গেরিমাটী মনঃশিলা গন্ধক হেমসার (যর্ণ, কাহারং মতে তুঁতে) প্রত্যেকে ৪ তোলা একত্রে মর্দন বরিয়া ক্ষীকই তুলসী পুনর্বার গণিয়ারি ভূই আমলা

ঘোষালতা চিরতা পদ্ম ঔলম্ব কুশলাঙ্গলী লতাফট্‌কী মুগানি গন্ধভাঙ্কলে
প্রত্যেকের স্বরসে তিন দিন করিয়া মর্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা
করিবে, পানসহ সেব্য। ইহা অতিশয় অধিবর্দ্ধক ও বিষম জরের উৎকৃষ্ট
ঔষধ। ভৈঃ রহাঃ

গোক্ষুর ।

অপর নাম—ইক্ষুগন্ধা, কাষ্টকনিকা, ত্রিকণ্টক ।

জাইগোফাইলেসী জাতীয় ট্রিবিউলস ট্রিবিসট্রিস নামক বৃক্ষ। সমগ্র
বৃক্ষ বিশেষতঃ বীজ ব্যবহৃত হয়। ইহা দশমূলের একটী অঙ্গ।

ক্রিয়া ও আনয়িক প্রয়োগ। মূত্রকর, কানোদীপক। ভাব
প্রকাশেব মতে বলকর, বতিশোধক, মধুর দীপন বৃষ্য পুষ্টিকর, অশ্মরী-
হর, প্রমেহ শ্বাস কাস অর্শ মূত্রকৃচ্ছ্র হৃদ্রোগ ও বাতনাশক। ডাং ওয়ারিং
নিম্নলিখিত ব্যবস্থানুসৃত ব্যবহার করিয়া ইহার মূত্রকারক গুণ উপলব্ধি
করিয়াছেন। যথা গোক্ষুর বীজ বা কম ১ ছটাক, পনে দশ আনা, জল
দশ ছটাক, সিদ্ধ করিয়া অদ্বৈক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অর্দ্ধ
হইতে এক ছটাক মাত্রায় ২০ বটাপ্তর সেব্য।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

গোক্ষুবাদি চূর্ণ। গোক্ষু পিপ্পল মূতা ঔলম্ব কাকোড়দুরিকার
পন্নব, উত্তমূল দ্বিজ ছুর্তী শ্যামালতা অনন্তমূল দেবদারু পিপ্পল ওষ্ঠ
বিড়ঙ্গ মরিচ পুনর্নবা আকনাদি কম্পিনক বামনহাটী হরিদ্রা দাকহরিদ্রা
কণ্টকারী এবং মূল দন্তী চিতা কট্‌কী সমভাগে লইয়া অঙ্গ চূর্ণ করিয়া
একত্রে নিশিত করিবে। মাত্রা এক তোলা উষ্ণজল সহ সেব্য। ইহাতে
সকল প্রকার প্রমেহ অর্শ পাণ্ডু শূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

গোক্ষুরাদ্যাবলেহ। গোক্ষুর সদল মূল ও ফল সহিত ১০০ পল
কুণ্ডিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া

ভাফিরা লইবে, পবে সেই কাথে ৫০ পল চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘন হইলে শুষ্ঠ পিপুল মরিচ নাগেশ্বর তমালপত্র দাবচিনি এষাচ জৈত্রী অর্জুন কাঁকড়বীজ প্রত্যেকে ২ পল, বংশলোচন ৮ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র মূত্রবিবন্ধ প্রমেহ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

গোক্ষুরাদি মোদক । গোক্ষুর বীজ, কুলেখাড়া বীজ, অশ্বগন্ধা শতমূলী তামমূলী আলকশী বীজ, বষ্টিমবু গোবক্ষ চাবনে, বেড়েলা প্রত্যেকে সমভাগে দিয়া চূর্ণ করিবে। পবে ৮ গুণ ছত্র দিয়া দিক করিবে, চূর্ণের সম গণিমিত ঘূতে ভর্জন ও দ্বিগুণ চিনির সহিত পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া নাত্রা ব্যবহেয়। ইহা উৎকৃষ্ট বাত্রীকরণ ঔষধ। ঐ

ধান্য গোক্ষুরক ঘৃত । ধনে ও গোক্ষুরের কাথ ও কন্ধ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। ইহাতে মূত্রাঘাত মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ নিবারিত হয়। ঐ

ত্রিকণ্টকাদ্যা ঘৃত । গোক্ষুরবীজ এবণ্ডমূল, কুশ কাশ শর উলু ও ইক্ষমূল এবং ক্রান্তের বস দ্বারা ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র অশ্মরী ও মূত্রবিঘাত প্রশমিত হয়। ঘূতের অর্দ্ধেক গুড় বা চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

গোক্ষুর অশ্বগন্ধা আমলকী শুষ্ঠ ও গুলঞ্চের কাথ মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রযোজ্য। ঐ

গোক্ষুর বৃক্ষের কাথ, শিলাজতু সহ মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবহেয়। ঐ

গোক্ষুর হরাতকী সৈদাল পাতবকুলী ও ছরালভার কাথ মধুসহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ঐ

গোক্ষুরের কাথ সহ ত্রিকটু ত্রিকলা মূতা গুণ্ণুলু ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয়। ঐ

গোক্ষুর বীজের কাথ যবক্ষার সহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। ঐ

বড় গোক্ষুর ।

সিসামী জাতীয় পিডালিয়াম মিউরেকস নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র ও তরুণ শাখাগ্র । মাল্ভাঙ্গ প্রদেশে সচরাচর জন্মে । সমগ্র বৃক্ষ যুগনাভির ন্যায় গন্ধযুক্ত । সদ্যপত্র জলেব সহিত আলোড়ন করিলে আঠাবৎ হয় । এই গাতা দ্বারা তরু ও দধি ঘন করা যায় । ইহার পুষ্প পাতবর্ণ ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । মূত্রকাষক, শ্লিষ্ণকাষক । ইহাতে একরূপ মিউসিনেজ বা স্নেহ দ্রব্য আছে, তজ্জন্য প্রমেহ বোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে, সদ্যপত্র জলে আলোড়ন করিলে ইহার স্নেহ পদার্থ জলে মিশ্রিত হয় । ৫ ছটাক এইরূপ প্রস্তুত জল প্রত্যহ প্রাতে সেব্য, দশ দিন সেবন করিলে মুত্রের জ্বালা যন্ত্রাদি বিদূরিত হইয়া রোগ আরোগ্য হয় । ইহা দ্বারা মূত্রস্রাব বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য উদরীতে প্রযোজ্য । স্বাসনদীর্ঘ শ্লৈষিক ঝিল্লীর উদ্দীপনাও ইহাতে উপশমিত হয় । ডাং ওয়ারিং, ইভস, টমাস প্রভৃতি ইহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন । ইহার মিউসিনেজ প্রত্যহ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য । কাষণ অধিক-জন্য প্রস্তুত থাকিলে স্নেহ দ্রব্য ও জল স্বতন্ত্র হইবা পড়ে । ইহার বীজও ব্যবহার হয় ।

গোমধু ।

ভারবিনেন্দী জাতীয় মেলিনা এসিয়াটিকার মূল ও মেলিনা পার্শ্ব-ফোরার সনগ্র বৃক্ষ ।

ক্রিয়া । মূল শ্লিষ্ণকারক, এই বৃক্ষ দ্বারা জল আঠাবৎ হয় । প্রমেহ রোগে প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণার্থ প্রযোজ্য ।

গোয়ালিয়া লতা ।

অপর নাম—গোধাপদী ।

ভাইটীস পিডেটা নামক লতা । বাঙ্গালা দেশে সচবাচর জন্মে ।

রক্ত বিষ ত্রণ বিসর্প দাহ অতিসার ও লুতা নাশক । ভাবঃ

গোয়ালিয়া লতার মূলের কাথ, ঘৃত তৈল ও ছন্ধ সহ পান করিলে
মূত্র সংঘাত নিবারিত হয় । চত্রঃ

গোরোচনা ।

বৃষের পিত্তকোষে জমাট হইয়া থাকে । ইহা তিক্ত, বিষ অলক্ষী
গ্রাহোন্মাদ গভদ্রাব ও ক্ষতাস্রজিৎ । ভাবঃ

মুড়ুপাশচ্ছেদি ঘৃত । হবীতকী গোরোচনা কুড় আকন্দপত্র
স্বদি নল অববেতস গরল (কাটবিষ) তুলসী ইন্দ্রবব মঞ্জিষ্ঠা অনন্তমূল
শতমূল পাণিকলমূল লঙ্কালু পদ্মকেশব ইহাদের কন্ধ ও চতুর্গুণ ছন্ধ
দিয়া ঘৃত পাক করিবে । শীতল হইলে ঘৃতের সমান মধু মিশ্রিত
করিবে । ইহা অভ্যঞ্জন পান ও বস্তিরূপে প্রযোজ্য । ইহাতে সর্প ও
কাটাদির বিষ নষ্ট হয় । ভাবঃ

গোরক্ষ চাকুলে ।

অপরনাম—অতিবলা, নাগবলা, মহাবলা ।

মালভেমী জাতীয় নিডা রন্থিকোলিয়া নামক বৃক্ষের মূল ।

মূত্রকৃচ্ছ্র হর, বাতাতুলোমনকর ও মেহনাশক ।

গোরক্ষ চাকুলের মূলের কষায় পানে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয় । ভাবঃ

খজুরাদি দ্বারা চ্ছিন্ন স্থানে গোরক্ষ চাকুলে মূলের রস দিলে সদ্য
বেদনা নিবারণ হয় । ঐ

বিবিধ ঔষধ সহ ব্যবহার্য্য ।

গোলমরিচ ।

অপর নাম— মরিচ, উষণ, কালামরিচ ।

পাইপিবেরী জাতীয় পাইপব নাইগ্রাম নামক লতার ক্ষুদ্র গুল্ক অঙ্ক ফল । মলকা জাভা সুমাত্রা ও মানাবার উপকূলে জন্মে ।

রাসায়নিকতত্ত্ব । ইহাতে পিণ্ডারিণ নামক দানায়ুক্ত বীজ, বায়ীতৈল ও ধূনা আছে । জন্মে গোলমরিচ তিজাইয়া বাগিচাে স্থাপিত হওয়া প্রযুক্ত ইহার পোমা ফাটিয়া যায় এবং ঐ পোমা পুত্রক বর্ণিমে মরিচ স্বেতবর্ণ হয় । ইহাকে নামরিচ কহে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক বায়ুনাশক পদার্থ নিবারক, বাহ্য প্রয়োগে উত্তেজক ও আরক্তকাকবক । তীর তৈলময় উপর ইহার উত্তেজন ক্রিয়া ও তীক্ষ্ণতা নির্ভর করে । ডাং ওয়ানেনসী ইহাকে জরয় বলেন । ইহার বীর্ণ্য পাইপিরিণ ৩—৪ রতি মাত্রায় কখনও কখনও অসহ্য আরোগ্য হয় । অর্শ রোগে ইহা সেবনে উপকার দশে । শিলা বিশেষতঃ বিস্ফটিকা রোগের হিক্কা নিবারণার্থ ইহার ধূম নোদারকে প্রয়োগ নহেঁমধ । একটা গোলমরিচ একটা বড় হুঁচে ফুটাইয়া প্রদীপের উপরে ধরিলে যখন ধূম নির্গত হইতে থাকে, তখন বোগীর নাকের নিকট উহা ধরিয়া সেই ধূম বোগীকে নাকদিয়া টানিতে বাধিবে । তালুব শিথিলতায় ইহার কাণ্টেব কুল্য উপকারক । নিকট দৃষ্টিবোগে ডাং টর্নবুল ইহার উগ্র অবিষ্ট কপালে স্থানীক প্রয়োগ করিতে বলেন । পুরাতন আমাশয় রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা উপকারক । গোলমরিচ চূর্ণ ১ তোলা, মোরি ও হিন্দু চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, অহিকেন পাঁচ আনা ওজনে লইয়া আদ পোয়া ছাগছন্ধে ছয় দণ্ডা পর্যন্ত তিজাইয়া রাপিয়া উত্তমরূপে থলে মর্দন করিবে । অবশেষে রৌদ্রে শুক করিয়া ২০০ রতি প্রমাণ বটিকা বাধিবে । প্রত্যহ তিনটা করিয়া বটিকা সেব্য । ইহাতে অল্প দিবসের মধ্যে পরিপাকশক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়া রোগ-মুক্তির পথ পরিষ্কার হইয়া উঠে ।

বিস্ফোটক উঠিবার প্রথমাবস্থায় গোলমরিচ, সিঁজ পত্রেয় রসে বাটিয়া ফোটকের মুখে দিলে উহা উঠিতে পারে না। যদি উঠে, তবে ছাগ-ঘৃত অথবা (গব্য ঘৃত) ৩।৪ বাব দিবে, তাহাতে না সাবিলে শিমুলের কাঁটা নিজ্জল দধির সহিত ঘর্ষণ করিয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। শুঠ পিপুল মরিচ একত্রে ত্রিকটু হয়। ইহাতে কাসি নষ্ট হয়।

চূর্ণের মাত্রা ২—৭ রতি।

প্রয়োগরূপ।

গোলমরিচের খণ্ড। গোলমরিচ স্বক্ষচূর্ণ ১ ছটাক, জীরাচূর্ণ ১০ ছটাক, শোধিত মধু ৭১০ ছটাক। একত্রে মর্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ১৫ রতি হইতে ৩০ রতি। দিবসে ২।৩ বার সেব্য। ইহাতে বৃদ্ধ লোক-দিগের অশ প্রায়ই আরোগ্য বা উপশমিত হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মরিচাদি ক্কাথ। মরিচ পিপুল মূল, শুঠ কৃষ্ণজীরা পিপুল চিত্তে বটফল কুড় স্তগন্ধি বচ, হরীতকী কণ্টকারী জটামাংসী কঁকড়াশূঙ্গী বমানী ও নিম্বের ক্কাথ সেবনে উপদ্রবযুক্ত কফজ অর নষ্ট হয়। ভাবঃ

মরিচাদি গুড়িকা। মরিচ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, যবক্ষার ১ তোলা, দাড়িম ফলের স্বক ৪ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া ১৬ তোলা গুড় দিয়া মর্দন করিয়া ক্রমশঃ মর্দন করিবে। পরে অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ গুটিকা থাকিবে। ইহা মুখে ধারণ করিয়া রাখিলে কাসি আরোগ্য হয়। ঐ

ব্যোষাদি বটী। শুঠ পিপুল মরিচ চিত্তা তালীশপত্র তেঁতুল অরবেতস চই জীবা প্রত্যেকে ৪ভাগ, ছোটএলাচ দারচিনি প্রত্যেকে ১ ভাগ, পুরাতন গুড়মহ মর্দন করিয়া বটীকা করিবে। ইহাতে পীনস আশ কাস অরুচি নষ্ট হয়। ঐ

প্রাণদা গুড়িকা। মরিচ ৪ পল, শুঠ ৩ পল, পিপুল ১৬ তোলা চই ৮ তোলা, তালীশপত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ১৬

তোলা, তেজপত্র দারচিনি প্রত্যেকে ১ তোলা, ছোটএলাচ ও বেনার মৃগ প্রত্যেকে ২ তোলা চূর্ণ, পুবাঁতন গুড় ৩০ পল একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা প্রমাণ বটীকা বাধিবে। ইহাতে অর্শ বোগ আরোগ্য হয়। ত্বেঃ

নৃপবল্লভ । জাম্বক লবঙ্গ মূতা দারচিনি ছোটএলাচ ও মোহাগার খই, হিঙ্গু জীরা তেজপত্র যমানী গুঠ সৈন্ধব লৌহ অত্র পারদ গন্ধক তাম্র প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা একত্রে ছাগছন্ধে বা আমলকীর রসে মর্দন করিয়া অর্দ্ধ নাষা প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী শূল কাস শ্বাস প্রভৃতি নষ্ট হইয়া বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। তৈঃ

ব্যোমাদি তৈল । গুঠ পিপ্পল মরিচ বিড়ঙ্গ বষ্টিমধু সৈন্ধব ও দেবদারু দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দন ও পানে অপচী নষ্ট হয়। ভাঃ

লবু মরিচাদি তৈল । মরিচ ত্রিবৃং মূতা হরিভাল মনছাল দেবদারু, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা জটামাংসী কুড় রক্তচন্দন ইল্লবাকণী করণী আকন্দ-আটা, গোময় রস প্রত্যেকে ২ তোলা, কাটবিষ ৪ তোলা, কটু তৈল ৪ সেব, তৈলের দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ গোময় দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে কুষ্ঠ স্থিত পামা কণ্ডু বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি চন্দ্ররোগ নষ্ট হয়। ঐ

মহামরিচাদ্য তৈল । মরিচ ত্রিবৃং দস্তী অর্কছন্ধ গোময়রস দেবদারু হরিদ্রা দারুহরিদ্রা জটামাংসী কুড় রক্তচন্দন ইল্লবাকণী করণী হরিভাল মনছাশিলা চিত্রা কুশলাস্ত্রনি মূতা বিড়ঙ্গ চাকুন্দেবীজ শিরীষ কুটজ নিম্ব ছাতিম গুলঞ্চ সিদ্ধ মৌদালপত্র করঞ্জবীজ খদির সোমরাজী বচ লতাকটকী প্রত্যেকে ১ পল, কাটবিষ ২ পল, কটু তৈল ১৬ সেব, গোময় তৈলের চতুর্গুণ। মৃৎপাত্রে বা লৌহপাত্রে পাক করিবে। ইহা অক্ষণে পামা বিচর্চ্চিকা দস্ত বহু বিক্ষোটক প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া দেহের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধি হয়। ঐ

ক্রোষণ অঞ্জন । গুঠ পিপ্পল মরিচ হিঙ্গু সৈন্ধব বচ কটকী শিরীষ

বীজ, করঞ্জাবীজ, শ্বেতসমশা, গৌমত্রে গৌষণ কবিয়া নেনত্রে অঞ্জনা দিলে উন্মাদ অপস্মার ও চাতুর্থক অব নষ্ট হয় । ঐ

মরিচাদি নস্য । মরিচ, সজিনাব বীজ, বিড়ঙ্গ ও তুলসীগন্ধেব স্ফুচ্য চূর্ণ শীর্ষ বিবেচনার্থ নস্য দিবে । ঐ

মরিচাভ্যাদলন । মরিচ পিপ্পল গুঠ হবীতকী লোদ কুড় চিরতা কটকী কর্চুব ও শৃঙ্গীব স্ফুচ্য চূর্ণ একত্রে সমভাগে মিশ্রিত করিবে । অত্যধিক ঘেদ নির্গমকালে ইহা গাত্রে মর্দন কর্তব্য । ঐ

মরিচ বালা দাকহবিদ্রা বচ বিড়ঙ্গ গুঠ হবিদ্রা ইন্দ্রবারুণী জলে বাটিয়া নাটিকাভাঘবে স্থানীক প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা নষ্ট হয় । ঐ

ঘৃত ।

শ্রী মহিন মেঘ ছাগ প্রভৃতি জন্তুব দুগ্ধ হইতে ঘৃত পুস্তত হইতে পাবে । গব্য ঘৃত সন্ধ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ওষধার্থে প্রযোজ্য ।

ইহা স্নিগ্ধ আগ্নেয় বর্ণ ও পুষ্টিকর । ইহা সেবনে স্বর, বর্ণ, শ্রী বর্দ্ধিত হয় । চক্ষু রোগ, উন্মাদ আধান অজীর্ণ ও ক্ষতাদিতে ব্যবহার্য্য । শতধৌত ঘৃত মদনে দাহ ও অগ্নিদাহ নিবারণ হয় ।

ঘৃত দশ বৎসরের উর্দ্ধ হইলে পুরাতন হয় । যত অধিক কালের ঘৃত হয়, ততই ভাল । ইহা বাত্বিক ব্যবহৃত হইয়া পাকে । বাতব্যাধি উন্মাদ অপস্মার শিরঃশূল পক্ষাঘাত শ্বাসকাস আমবাত হস্তপদ জ্বালা ও চক্ষুরোগে ইহা মর্দন কর্তব্য, আনশ্যাকান্তসাবে ইহা শান্তধৌত করিয়া ব্যবহার্য্য করিতে হয় । অরে দাহ শান্তিব জন্য শ্বেতচন্দন ঘসা ও শতধৌত পুরাতন ঘৃত গাত্রে মর্দন করিয়া ঈষৎ জ্বায়ে অবগাহন করিবে ।

স্নাতকুমারী ।

অপর নাম—ঘিকুমারী, কন্যা ।

লিলিয়েসী জাতীয় ঘ্যালোই ইণ্ডিকা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্রাভ্যন্তরস্থ নির্যাসবৎ রস । ইহা শুষ্ক হইলে মুসলস্ব কঠো ।

ক্রিয়া ও আয়ুর্কৌদীপ প্রয়োগ । বিরেচক, তরুণ গহ্ব হইতে যে রস বাহির হয় তাহা স্নিগ্ধকাষক, তদ্ব্যেত পুমেহ বোরণ ব্যবহার ক্রিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে । আয়ুর্কৌদমতে বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে স্নাতকুমারীর আঠাবিৎ রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা হেদক, তিক্ত নেত্র্য বসাবন মধুব রাহণ বৃষ্য বলা বাতচর । শুষ্ক স্নীহা বক্তং ও কফজ্ঞপ্তব এবং গলি অগ্নিদগ্ধ বিস্ফোট বভুপিভ ও অগ্না মরনাশক ।

হৃদিদাচূর্ণ সহ স্নাতকুমারীর রস সেবন করিলে স্নীহা অপচী নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ

মুদস্বর বিবিধ বোগে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে কোষ্ঠিবদ্ধ রজমাভাব ও তজ্জনিত শিরোরবেদনায় ব্যবহার্য্য । হিন্দ্র, আদিব মূত্রে বটীকা করে দিবে । ইহাব সহিত হিন্দ্রাকস মন্যোজিত কবিয়াও দেওয়া যাইতে পারে ।

আয়ুর্কৌদীপ প্রয়োগরূপ ।

কুমারী তৈল । স্নাতকুমারী রস ৭ সেব, পৃষ্ট ৭ গহ্ব রস ৪ সেব, ভূমশাভ বস ৮ সেব, তুন্ধ ১৬ সেব, তৈল ৪ সেব, কলার্থ—মণ্ডিনধু বালা মণ্ডিণী ভরমুতা নখী কপূর দারচিনি এলাচ জীবন্তী পদ্মকান্দ্র কড় ভূম-বাজ, বাকক তাম্বীশপত্র পূনা তেজপত্র দিড়ঙ্গ শুঙ্কা অম্বগন্ধা এতৎমূল প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া পাক করিবে । পরে তৈল ছাকিয়া রাখিবে । এই তৈল শরীর ও মস্তকে মর্দন করিলে অর্দ্ধিত, মন্যাস্তম্ব, শিরোরোগ, বাপির্ঘ্য প্রভৃতি নষ্ট হয় । ভাবঃ

ঘোষালতা ।

অপর নাম—দেবদাগী, কোষাস্কী ।

কিউকবাবটেনী জাতীয় লতা আমরা নামক লতা । ভারতবর্ষের নানা জনপদে জন্মে । তিনীতে ইহাকে বিন্দাল বলে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । তিক্ত বলকাবক ও জ্বরহর । সমগ্র লতা অত্যন্ত তিক্ত, শুষ্ক করণানন্তর কাট প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হয় । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত কফ অশ্মোক পাণ্ডু বমন অগ্নি ক্রম ও জ্বরনাশক । ঘোষালতা—তিক্ত ক্রমি ও শ্লেষ্মহর, শূল গুণ ও পিত্তহর । ডাং জে, এ, গিন বলেন যে ইহার মূত্রকারক গুণ আছে । শুষ্ক বস্তু চূর্ণ করিয়া ছুর্দন্য শিবপিড়ায় নম্যরূপে ব্যবহাবে উপকার হয় । ডাং ডিভিন্সন প্ল্যা ও জর্জে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন । ইহার কাট প্রস্তুত করিতে মৃদালতা দশ আনা, ক্ষুটিত জল দশ ছটাক, ১৭ মিনিট আবৃতপাণ্ডে ভিজাইয়া ঢাকিয়া লইবে । নান্না অন্ধ হইতে এক ছটাক, বালিকদের পক্ষে ১ ড্রাম । ইহার মূত্রকাবক গুণ থাকায় উদনী রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে । ডাং রসবর্গ ইহার ফলের বিরেচক ও বমনকাবক গুণ আছে বলেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে ডাং গ্রীণ কোন উল্লেখ করেন না । অশ্বথোগে বাহ্যিক প্রয়োগার্থ ঘোষালতা চূর্ণ, পুরাতন গুড়, অগ্নি নবনীতের সম্মিত অগ্নিসস্তাপে গলাইয়া পরিসৃত বস্ত্রখণ্ডে নাখাইয়া বাঁধি করিবে, সেই বাঁধি গুহাদ্বারে প্রবেশ করাইয়া তিন বটা রাখিবে ।

চই, চব্য চবিকা ।

পাইপিরেনী জাতীয় পাইপার চাবা নামক বৃক্ষের মূল । মলকা শিঙ্গাপুর, পিনাঙ্গে জাম্বাহান, এফণে বাঙ্গলা দেশে রোপিত হইয়াছে । কিন্তু এতদ্দেশে ইহার ফল হয় না ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক আশ্রয় । ইহা উষ্ণ কাল স্নগন্ধ, মসলার জন্য লঙ্কার পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে । লঙ্কার ঝাল তরকারির সঙ্গে সেবন করিলে পাকাশয়ে মেকপ অন্মোৎপাদন কবে, ইহাতে তদ্রূপ হয় না ; তদ্ব্যতীত বাহাদের অল্পপিত্ত রোগ আছে, তাহাদের পক্ষে লঙ্কার পরিবর্তে বাঞ্ছনীয় সহিত ইহা ব্যবহার করা বিধেয় । তাম্বিক সেবিকে ইহা অর্শ বোগে ব্যবহার করিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । ইহার কদও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । "

চব্যাদি ক্কাথ । চই আতিন মূতা বালা বেল গুঠ কুটজ ইন্দ্রণী ও হরীতকীর কন্মার শ্লেষ্মাতিসার নাশক । ভাবঃ

চন্দন ।

কয়েক প্রকার চন্দন আছে তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্তচন্দন ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহারা দুই বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয় । গিগিউমিনেসী জাতীয় টেরোকার্পস স্যাণ্টালিন্স নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ । কন্নামেণ্ডেল উপকূলের পর্বতে জন্মে । ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড ও স্যাণ্টালিন নামক বীৰ্য্য আছে ।

স্যাণ্টালেগী জাতীয় স্যাণ্টেলম স্যাণ্টালম নামক বৃক্ষের স্নগন্ধি কাষ্ঠকে শ্বেতচন্দন বা শ্রীখণ্ড চন্দন কহে । ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল আছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । শ্বেতচন্দন—তিন্ত শীতল রুক্ষ, শ্রম শোষ তৃষ্ণা ছর্দি বাতপিত্ত দাহ জ্বর ও ব্রণাণহ । রক্তচন্দন—গ্রাহী অর্থাৎ সংকোচক । শ্বেতচন্দন হইতে একপ্রকার তৈল বাহির হয় তাহাকে চন্দনের আতর বা তৈল কহে । ইহা ৫—৩০ বিন্দু মাত্রায় সেবনে প্রমেহ রোগ আরোগ্য হয় । গঁদমণ্ডের সহিত ব্যবহার্য্য । ঘৃষ্ট চন্দন প্রদাহ শিরোবেদনা ও কণ্ঠ আদি চর্মপীড়ায় স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে ।

ডাং রস ইহার চূর্ণ ও ক্কাথ প্রয়োগে স্বপ্নবিরাম জরে শ্বেদ উৎপাদন

করাইয়াছিলেন এবং তাহাতে ক্ষয়পিণ্ডেব দ্রুত স্পন্দন নিবারিত হইয়াছিল ।

ডাঃ হেনডরসন্ ১০০ জন প্রমেহ রোগীকে শ্বেতচন্দনের তৈল দ্বারা চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন । তাঁহার মতে কোপেবা ও কিউবেব অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ । তিনি বলেন যে শ্বেতচন্দনের তৈল ৩০ বিন্দু, শোধিত সূরা ২০ বিন্দু একত্রে মিশ্রিত করিয়া গর্দমণ্ড বা জলসহ সেবন করিতে উপদেশ দেন । ডাঃ বিডী বলেন যে একমণ শ্বেতচন্দন কাষ্ঠ চূরাইলে ১০ আউন্স তৈল পাওয়া যায় । মহীশূরে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহার আকার পীতবর্ণ ।

কচিনেলের পরিবর্তে বা অভাবে রক্তচন্দন (রংয়ের জন্য) ব্যবহার্য্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

চন্দনাদি ক্কাথ । রক্তচন্দন চিরতা ধনে ছুরালতা ও মৃতার ক্কাথ সেবনে রক্তার্শ পুশমিত হয় । ভাবঃ

১ । চন্দনাদি তৈল । রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন বকম কালিয়াকাষ্ঠ অণ্ডক কৃষ্ণাণ্ডক দেবদারু সরলকাষ্ঠ পদ্মকাষ্ঠ তুঁদ কপূর মৃগনাভি লতাক-স্তুরী, শিলারস কুঙ্কুম নখী জায়ফল জাতিপত্র লবঙ্গ ছোটএলাচ, বড়এলাচ কাঁকলা পিড়িংশাক তেজপত্র নাগেশ্বর বালা বেনারমূল, জটামাংসী দারচিনি কপূর শৈল্যের ভদ্রমূতা, রেণুক প্রিয়ঙ্গু শ্রীবাস (সরল নির্য্যাস) গুগ্গুল লাক্ষা নখী ধূনা ধাইফুল গেটেলা মঞ্জিষ্ঠা তগরপাছকা মোম প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, তিল তৈল ৪সের একত্রে পাক করিবে, ইহার অভ্যঙ্গে বল বৃদ্ধি, কমোদীপন এবং রক্ত পিত্ত জ্বর ও ক্ষয় শাস্তি হয় । ঐ

২ । কাস চন্দনাদি তৈল । তিল তৈল ৮'সের, কঙ্কার্থ—শ্বেতচন্দন অণ্ডক তালিশপত্র নখী মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ মূতা শঠী লাক্ষা হরিদ্রা রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৮ তোলা, ক্কাথার্থ—বামনহাটী বাসকছাল কণ্টকারী বেড়োলা গুলঞ্চ মিলিত ১২৥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । এই কাথেই কক পাক করিতে হয়, কক পাকার্থ অন্য জল দিবার প্রয়োজন

নাই । কব পাকান্তে, গন্ধ দ্রব্যের সঞ্চিত তৈল পাক করিবে । গন্ধ দ্রব্যের মধ্যে শিলারস কুঙ্কুম নথী শ্বেতচন্দন কপূর এলাচ ও লবঙ্গ চূর্ণ তৈল নামাইয়া সম্রশেষে দিবে । এই তৈল মদনে যক্ষ্মা কাস প্রভৃতি প্রশমিত হয় । ভৈঃ বহঃ ।

৩ । চন্দনাদি তৈল । - রক্তচন্দন হরীতকী লাফা বচ কটুকী দ্বারা সিদ্ধ তৈল পান করিলে অপচী নষ্ট হয় । ভাবঃ

বৃহৎ চন্দনাদি তৈল । মুচ্ছিত তিল তৈল ৪ সের, লাফা ২ সের জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, দধিব মাত ১৬ সের, ককার্থ—রক্তচন্দন বালা নথী কুড় যষ্টিমধু শৈলজ পদ্মকাষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠা সরলকাষ্ঠ দেবদারু শঠী এলাচ খাটানী নাগেশ্বর তেজপত্র শিলাবস মৃণালমাংসী জটামাংসী কাকলা প্রিয়ঙ্গু মূত্র হরিদ্রা দাকহরিদ্রা শ্যামালতা অনন্তমূল লতাকস্তুরী লবঙ্গ অগুরু কুঙ্কুম দারচিনি রেণুক ও নালুকা প্রত্যেকে ২ তোলা (কুটুিত) ১৬ সের জল সহ পাক করিবে । শীতল হইলে গন্ধদ্রব্য দিবে । ইহার অভ্যঙ্গে শ্বাস কাস, রক্তপিত্ত ক্ষতক্ষীণ নষ্ট ও শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধি হয় । ভৈঃ বহঃ ।

মহাস্থগন্ধি তৈল । শ্বেতচন্দন কুঙ্কুম বেনার মূল, প্রিয়ঙ্গু ছোট এলাচ, রক্ত কল্লার, তুরুঙ্গাগুরু লতাকস্তুরী কপূর জাতীপুষ্প তেজপত্র জায়ফল কঙ্কোল গুবাক লবঙ্গ নলিকা জটামাংসী কুড় রেণুক তগবপাত্কা কৈবর্তি মূত্র, নূতন নথী, পৃষ্ঠা (গন্ধ পিড়িং) গন্ধবোল দোনা, গাটিয়ালা শৈলজ এলবালুক সরলকাষ্ঠ ছাতিম লাফা ভূই আমলা, বীরণ মূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইফুল পুওরিয়াকাষ্ঠ প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, তিল তৈল ৪ সের একত্রে পাক করিবে । ইহাতে প্রস্বেদ দৌর্গন্ধ কণ্ডু কুষ্ঠ নষ্ট হয় । ইহা মদনে শরীরের বলাকাষ্টি বৃদ্ধি হয় । ইহাতে পুরুষদের ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি ও স্ত্রীলোকদের বক্ষ্যা দোষ নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

শ্বেতচন্দন, মধু চিনি ও তণ্ডুলাসু সহ পান করিলে রক্তাতিশায় রক্তপিত্ত, হৃৎকা, দাহ নষ্ট হয় । ভাবঃ

শ্বেতচন্দন ঘুঠ, যষ্টিমধু, তিল তৈল, মধু চিনি ছন্ধ তিল একত্রে বাটিয়া লেপ দিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয় । চক্রঃ

রক্তচন্দন ক্ষেপাংপাড়া বেনার মূল, বালা মূতা পদ্মমূগাণ, জটামাংগী ধনে পদ্মকান্ত আমলকীর কষায় (অর্দ্ধাবশিষ্ট) শীতল হইলে মধু ও চিনি সহ পান করিলে দাহ নষ্ট হয় । ভাবঃ

রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা যষ্টিমধু গেরিমাটী ছন্ধ সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিদ্রবী নষ্ট হয় । *

যসা শ্বেতচন্দন ২ তোলা, শর্করা মধু ও তণ্ডুলাসু সহ সেবনে রক্তাতি-সাব, তৃষ্ণা বদ্ধপিত্ত দাহ ও মেহ নষ্ট হয় । ঙ

চবচিনি, চোবচিনি ।

আইলেন্দী জাতীয় আইল্যান্ড চাইনা নামক বৃক্ষের মূল । চীন ও পার্শ্ব দেশ হইতে কলিকাতায় আনীত হয় ।

ত্রিস্রা ও আময়িক প্রয়োগ । পরিবর্তক, সার্মাপারিলাস মত ঔষধীয় গুণযুক্ত, অতএব তৎপরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পাবে । পবাতন বাতরোগে খাড়ি লবণ ও সোরা সহ ইহা ক্রাথ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে । ভাবপকাশেব মতে ইহা উষ্ণ বলিকর, বিবন্ধ আধান ও শূলয় এবং বাতবাপি অপস্মার উন্মাদ বেদনা ও ফিদিঙ্গী-বোগনাশক । গোণিক উপদংশে ইহা ক্রাথ ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার হয় ।

চোবচিনি চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মধুসহ প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে অল্প দিনেই ফিরিঙ্গী বোগ নষ্ট হয় । ঔষধ সেবনকালে লবণ ত্যাগ করিয়া সৈন্ধব সেবন করা বিধেয় । ভাবঃ

চা ।

থিয়েসী জাতীয় থিয়াথ্রিডিস এবং থিয়ানোহিয়া নামক বৃক্ষদ্বয়ের

পত্র । ইংরাজীতে এই পত্রকে টি কহে । ইহা দ্বিবিধ হরিৎ ও কৃষ্ণবর্ণ । আসাম অঞ্চলে এফ্‌গে জন্মিতেছে ।

ক্রিয়া । স্নায়বীয় উত্তেজক এবং ইহাতে ট্যানিক এসিড্ থাকা প্রযুক্ত দীর্ঘ সংকোচক । ইহাতে থেইন নামক এক প্রকার বীৰ্য্য আছে । হরিৎবর্ণ চার বিশেষ গুণ এই যে সেবন করিলে অনিদ্রা উপস্থিত হয় । ইহা সেবনে শারীরিক বিধান অপচয় হ্রাসিত হয় । অহির্দেহ আদির দ্বারা বিষাক্ত হইলে চার ফাণ্ট ব্যবহারে উপকার হয় । ইহা যেকণে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে হয় তাহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন বলিয়া এস্থলে লিখিত হইল না । সর্দিতে ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয় ।

চাউল ।

গ্রামিনী জাতীয় ওবাউজা স্যাটাইভা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের বীজাভ্যন্তরিত শস্য । বাঙ্গালা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ইহা একটা প্রধান খাদ্য শস্য । বাঙ্গালা দেশের লোকদিগের জীবনধারণের ইহা একমাত্র অবলম্বন বলিলে অত্যাুক্তি হয় না ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । অত্যন্ত পোষক, স্নিগ্ধকারক ও তবলকারক । ইহার রেচকতা গুণ না থাকায় উদরাময়গ্রস্থ রোগীর পক্ষে উপকারক । চাউলের কাথ--জ্বর, অম্ব, কুসকুস ও মূত্রযন্ত্রের প্রাদাহিক পীড়ায় পোষক পানীয়রূপে প্রয়োগিত হইতে পারে । দগ্ধস্থানে তণ্ডুল চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে উপকার হয় ।

প্রয়োগরূপ ।

চাউলের কাথ । পরিষ্কার তণ্ডুল ২ চটাক, জল আড়াই সেব, সিদ্ধ করিয়া অর্ধেক 'থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা যথেষ্ট । ইহার সঙ্গে চিনি বা লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দেওয়া যায় । প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, জ্বরাদি রোগে ব্যবহাৰ্য্য ।

অন্নমণ্ড । স্বল্প তণ্ডুল চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, জল অঙ্কসের । মুহু সস্তাপে ফুটাইবে যে পর্য্যন্ত না তণ্ডুল চূর্ণ সুসিদ্ধ হইয়া মিশ্রিত হয় । শর্করা দুগ্ধ মৎস্য বা মাংসের ঝোল সহযোগে বিধান করা যায় ।

স্বল্প পুতান আতব তণ্ডুল এক ছটাক উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইবে । পবে একখান কানাতোলা পাতরের থালে রাখিয়া ও অল্প জল দিয়া হস্তদ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তণ্ডুলের গাত্র অর্দ্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে ২ ছটাক জল দিয়া তণ্ডুল ছাকিয়া ফেলিবে । পরে সেই জল অগ্নিসস্তাপে কিছুক্ষণ ফুটাইলে মণ্ড প্রস্তুত হয়, শর্করা, দুগ্ধ, লেবুর বা মাংসের ঝোলের সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে দেওয়া যাইতে পারে । উদরানয়, অতিসার ও জ্বরাদি রোগে ইহা উত্তম পথ্য ।

তণ্ডুলের প্রলেপ (পুলটিস) । তণ্ডুল চূর্ণ জলের সহিত তণ্ডুল করিয়া প্রস্তুত করা যায় । স্ফোটক বাগি ক্ষত স্থানীক প্রদাহ প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য । ডাং ওয়ারিং বলেন যে, পুরাতন কাসরোগে এই পুলটিস শয়নকালে বন্ধোপরি দিয়া রাখিলে অনেক উপকার হয় । ইহার সহিত সর্ষপ বাটিয়া দিলে আরও উপকার হয় ।

যবাণ্ড । চাউলচূর্ণ, ৯, ১১ ও ১৯ ভাগ জলে সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিলে তাহাকে যথাক্রমে বিলেপী, পেয়া ও মণ্ড বলে । সময়ে সময়ে জলের পরিবর্তে গুঠ পিপুল মরিচ প্রভৃতি ঔষধের কাথের সহিত যবাণ্ড পাক করিতে হয় ।

চাউল যব বা গোধূম তৈল ও ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে স্ফোটকাদি পাকিয়া উঠে ।

চাকুন্দে, চক্রমর্দ ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়াটোরা নামক বৃক্ষের বীজ । বাহ্য ব্যতীত মূল ও পত্রও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । দ্রুত রক্ত পিত্তানিলাপহ, হৃদ্য, শ্বাস কুষ্ঠ কৃমি ও কাসরোগ নাশক । ভাবঃ

ইহার বীজ চূর্ণ বস্ত্রপূত করিয়া মোমের মলমের সহিত মিশাইয়া দ্রুত আদি চর্মরোগে স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

চক্রমর্দ তৈল । সর্ষপ তৈল, চক্রমর্দ মূলের কন্ধ ১ পল ও ভৃঙ্গ-রাজের রস দ্বারা তৈল পাক করিবে । পরে চতুর্থাংশ সিন্দূর প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে । এই তৈল মর্দনে স্ফদারুণ গণ্ডমালা নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

সৈন্ধব চক্রমর্দ সর্ষপ ও পিপুল কাঁজি দ্বারা বাটীয়া প্রলেপ দিলে পামা কণ্ডু নষ্ট হয় । ভাবঃ

কুড় বিড়ঙ্গ চাকুন্দে বীজ, হরিদ্রা সৈন্ধব ও সর্ষপ কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দ্রুত কুষ্ঠ নষ্ট হয় । এ

গণ্ডিলাখ্য ত্বণ, শ্বেত সর্ষপ, সিজের পাতা প্রত্যেকে সমভাগ, সকলের দ্বিগুণ চাকুন্দে বীজ, অষ্টগুণ গোতক্ষে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে, পরে সম্যক নিষ্পেষণ করিয়া সপ্তাহ পর্যন্ত প্রলেপ দিলে অচিরেই দ্রুত নষ্ট হয় । এ

চাকুন্দে তিল শ্বেতসর্ষপ হরিদ্রা ; কটু তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিলে শীতপিত্ত নষ্ট হয় । এ

চাকুন্দেবীজ সিজের আটায় ভাবনা দিয়া পরে গোমূত্র সহ পেষণ ও বৌড়ে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিটম (অর্কুদ) নষ্ট হয় । চক্র

চাকুলে ।

অপর নাম—পুষ্টিপর্ণী, চাকুলিয়া ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় উরারিয়া লাগোপোডিয়ইডিস নামক লতাবৎ ক্ষুদ্র বৃক্ষ, ইহা দশমূলের একটা অঙ্গ । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা ত্রিদোষ

ঋষ্য উষঃ দাঁহ জ্বর শ্বাস রক্তাতিসার তৃষ্ণা ও রমীনাশক। ইহা বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট জন্মে।

পৃশ্নিপর্ণী বেড়েলা বেলগুঠ ধনে গুল্লী হৃদির কাথ, জ্বরাতিসার নাশক।

দ্বিপঞ্চমূলাদ্য তৈল । দ্বিপঞ্চমূলী ত্রিফলা চিতা দেবদারু বক্ অপামার্গ আকনাদি কাকমাটী বংশলোচন বেড়েলা বামনহাটী চাকুলে রাস্না মল্লিকা ইন্দ্রবাকণী বেনারমূল গান্তারী [৩ ভাগ] চিতা করঞ্জ অশোক চাকুলে শালপাণ ক্ষীরকাকৌলী গুলঞ্চ শতাবরী প্রত্যেকে ৫ পল, জল ৪৪৮ সের, শেষ ৫৬ সের, কন্ধার্থ—কুড় সলুদ। গুঠ পিপুল মরিচ চিতা শতমূল দেবদারু অগুরু বিড়ঙ্গ মূতা অশ্বগন্ধা শালপাণ আকনাদি পিপুল-মূল, পিপুল আদা দন্তী হিঙ্গু অম্লবেতস দিয়া ১৬ সের তৈল পাক করিবে। পবে ছাকিয়া লইয়া তৈলসহ মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা পান ও অভ্যঙ্গরূপে ব্যবহার করিলে উরুস্তম্ভ আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয়। তাবঃ

চাঁপা, চম্পা চম্পক ।

ম্যাগনোলিয়েসী জাতীয় মাইচিলিয়া চম্পাকা নামক বৃক্ষের বঙ্গল। জাবা মলকাদি দ্বীপে ইহার জন্মস্থান। অনেক দিন হইল এতদেশে রোপিত হইয়াছে।

এই বৃক্ষে বৎসরের প্রায় সকল সময়েই পুষ্প ও ফল ধারণ করে, কিন্তু এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসে অধিক পরিমাণে পুষ্প পীতবর্ণ ও সুগন্ধ-যুক্ত।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার বঙ্গল তিক্ত সুগন্ধ, বল-কর, পর্যায়-নিবারক। ডাং ওসানেসী বলেন যে, ইহা গোয়েকমের সমগুণ-কারী ও তৎপরিবর্তে ব্যবহারকরণ যোগ্য। ইহার চূর্ণ ৫ হইতে ১৫ রতি মাত্রায় সপর্ধ্যায় জ্বরে ব্যবহার হয়। ডাং ইভার্স ইহার বঙ্গল জ্বর ও বলকারক বলিয়া ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে বর্ণনা করেন। জল বা

সুঁরায় ক্ষুটিত করিলে ইহার অগন্ধি গুণের হ্রাস হয় এবং ঐ জল বা সুঁবা শুষ্ক করিলে এক প্রকার তিক্তসাব প্রস্তুত হয়, তাহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড পাওয়া যায় । নাসারন্ধ্র হইতে দুর্গন্ধ শ্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহাব পুষ্প তৈলের সঙ্গে বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে । ভাবপ্রকাশ বলেন এই পুষ্প কটু তিক্ত কষায় মধুব । বিষ কুমিহর এবং মূত্রকৃচ্ছ্র কফ বাত রক্তপিভজিৎ ।

ডাং ওয়ারিং, ইহার বস্কলের অরস গুণের প্রশংসা করেন । মরিসসেব ডাং লিলিয়ট ইহার ফাণ্ট ও ক্কাথ সবিরাম জ্বরে ব্যবহার করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

চালমুগরা ।

বিদ্বিনি জাতীয় গাইনোকার্ডিয়া ওডোরেটা নামক বৃক্ষের বীজ । শ্রীহট্ট, আসাম, সিকিম প্রভৃতি স্থানে জন্মে । ইহাব শাস হইতে শতকরা ১৫ অংশ ঘন তৈল পাওয়া যায় । এই তৈল ৭০ তাপাংশে জমিয়া যায় এবং ৯০ তাপাংশে তরল হয় । ইহা ইথরে ও সুঁরাসারে দ্রব হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । পরিবর্তক বলকারক । অধিক মাত্রায় বমনকারক । কুষ্ঠাদি বিবিধ চর্ম পীড়ায় ইহার স্থানীক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার বিশেষ সফলপদ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে । গৌণিক উপদংশেও ইহা ব্যবহারে উপকার হয় । চালমুগরার বীজের শাস বাটিয়া চর্মরোগে স্থানীক প্রযোজ্য ।

মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে ইহার বীজাভ্যন্তরিত শস্য ৫—৮ রতি । ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে, যে পর্য্যন্ত না বিবমিষা উপস্থিত হয়, তখন মাত্রা লাঘব করিবে অথবা ক্রিয়াদিবসের জন্য প্রয়োগ ক্ষান্ত রাখিবে ।

প্রয়োগরূপ ।

চালমুগরার তৈল । বীজাভ্যন্তরিত শস্য নিম্পীড়ন দ্বারা নিঃসৃত করা যায় । মাত্রা ৫—৩০ বিন্দু । বমন ইচ্ছা হইলে মাত্রা হ্রাস করিবে ।

এই তৈল সেবনকালে অন্ন মিষ্ট ও উষ্ণ মসলাদি সেবন নিষিদ্ধ কিন্তু মাখন ও ঘৃত সেবন বিধেয় ।

চালমুগরার মলম । চালমুগবা তৈল দশ ছটাক, বসা ১১ ছটাক মোম ৩ ছটাক একত্রে গালাইয়া ছাকিয়া লইবে। চর্ম্ম পীড়ায় উপকারী ।

চিতা ও লালচিতা ।

প্লমবেজিনী জাতীয় প্লস্মেগো রোজিয়া ও জিলানিকা নামক বৃক্ষের মূল । বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে ।

রক্তচিত্রক বা লালচিতা । ইহার মূল খেঁত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উত্তেজক ও প্রত্যাগ্রতা সাধক হয়। তৈলসহ মিশ্রিত করিয়া বাতরোগে ও পক্ষাঘাতে বাহ্যিক প্রয়োগ করু যায়। মূলের বকুল স্থানীক প্রয়োগে ফোঁস্কাকারক, এই বকুল জলের সঙ্গে বাটিয়া ময়দা বা কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টামধ্যে ফোঁস্কা জন্মে। প্লস্মেগিন্ নামক বীর্ণোর উপর ইহা ক্রিয়া নির্ভর করে। ছরভিসন্ধিতে [রাজদণ্ডাই] গর্ভপাত কবণার্থ এদেশে ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়। ব্যাভিচারিণী স্ত্রীলোকমাত্রেই প্রায় ইহার গর্ভপাত করণ শক্তি অবগত আছে। জরায়ুর উপর ইহার ক্রিয়া নিশ্চিত। প্রয়োগের অনতিবিলম্বে কম্প উপস্থিত হইয়া ২১৩ ঘণ্টা, কখন কখন বা তদপেক্ষা বিলম্বে অর্থাৎ ৫১৭ ঘণ্টার মধ্যে গর্ভপাত হয়। ইহার দ্বারা ভ্রূণ মৃত হইয়া পতিত হয় এবং প্রসূতিও অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়। ইহাতে অত্যধিক রক্তস্রাব ও জরায়ুতে ক্ষত ও প্রদাহাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। ১—২ ড্রাম মাত্রায় গর্ভস্রাবকারক, এইরূপ মাত্রায় সেবনে উগ্র বিষক্রিয়া প্রকাশিত হইতে পারে।

চিত্রক-চিতা । পূর্কোক্ত বৃক্ষের সমগুণকারী। ইহার মূলের ত্বক কাঁজি সহ বাটিয়া বাগিণ্ডে লেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। ইহার মূলের

অরিষ্ট প্রস্তুত করিয়া ডাং অসওয়াল্ড সবিরাম জরে ব্যবহার করিয়া উপকার লাভ করিয়াছিলেন ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, দ্বিবিধ চিতাই কটু আগ্নেয় রুক্ষ উষ্ণ গ্রাহী । গ্রহণী কুষ্ঠ শোথ অর্শ কুমি কাসনাশক ।

চিতা বিড়ঙ্গ ও মূতা এই তিনের সম্মিলনকে ত্রিমদ কহে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

চিত্রকাদি বটীকা । চিতে পিপুলমূল বদফার পঞ্চলবণ শুঠ পিপুল মরিচ হিঙ্গু যমানী ও চই চূর্ণ একত্র সমভাগে মিশ্রিত করিয়া টাবালেব্ব বা দাড়িমের রসে মর্দন করিয়া বটীকা বাধিবে । ইহাতে আম পরিপাক ও অগ্নির দীপ্তি হয় । ভাবঃ

ষড়ধরণ যোগ । চিতামূল ইন্দ্রযব আকনাদি কটুকী আতিস ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ২ তোলা । ইহাতে আধ্মান অজীর্ণ নষ্ট হয় । চক্রঃ

বিপরীত মল্লতৈল । চিতা রত্নন অঙ্কোট শরপুষ্ক লাস্কলিক সিন্দূর কাটিষ কুড় দ্বারা কটু তৈল পাক করিবে । ইহা প্রয়োগে হৃষ্ট ত্রণ, নালী ত্রণাদি আরোগ্য হয় । ভাবঃ

বিষ্যন্দন তৈল । চিতা আকন্দমূল ত্রিবৃৎ আকনাদি ডুমুর মূল করবীমূল আকন্দের আটা, বচ কুশলাঙ্গুলী হরিতাল সর্জিকাক্ষার ও লতাফণ্ঠী দ্বারা তৈল পাক করিবে । ইহা প্রয়োগে ভগন্দরের ক্ষত পুরিয়া উঠে । ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

চিতা আতিস মূতা কচিবিষ শুঠ কুটজ ত্রক, ইন্দ্রযব ও হরীতকীর কাথ বাত শ্লেষ্মাতিসার নাশক । ঐ

চিতা যমযমানী সৈন্ধব শুঠ ও মরিচ চূর্ণ তক্র সহ এক সপ্তাহ সেবন করিলে অগ্নিকর, পাণ্ডু ও অর্শনাশক হয় । ঐ

চিতামূল সৈন্ধব হরীতকী ও পিপ্পল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে ।
মাত্রা ১০—২০ রতি, ইহাতে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয় । চত্রঃ

চিতামূল দস্তীমূল সিজেরআটা, আকন্দের আটা, ভেলা হিরাকস
সৈন্ধব সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আটাবৎ করিবে । ইহা স্থানীক প্রয়োগ
করিলে দাহক । স্ফোটকাদি বিদারণার্থ ইহা স্থানীক প্রযোজ্য । শাঙ্গঃ

চিরতা ।

অপর নাম—কিরাততিক্ত, ভূনিষ, কিরাত ।

জেনসিয়ানেসী জাতীয় ওফিলিয়া চিরেতা নামক সমগ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ।
হিমালয়াধঃ প্রদেশে জন্মে । পুষ্প ঝরিতে আরম্ভ হইলে এই বৃক্ষ সংগ্রহ
করিয়া রাখে । ইহার আশ্বাদ অত্যন্ত তিক্ত, ইহাতে ধূনা ও পীতবর্ণ
তিক্ত দ্রব্য পাওয়া যায় । জল ও সুরা দ্বারা ইহার ধর্ম গৃহীত হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । তিক্ত বলকারক । ইহা জেন-
সিয়ানের সমগুণকারী, তজ্জন্য তৎপরিবর্তে ব্যবহার্য্য । ইহার আশ্বের ও
জরম গুণও আছে । জর, জরাস্ত্রে দৌর্বল্য, মন্দাগ্নি ও যকৃৎ পীড়াদিতে
ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা সারক রুক্ষ,
সন্নিপাত জর, খাস কফ রক্তপিত্ত দাহ কাস শোথ তৃষ্ণা কুষ্ঠ জর ব্রণ ও কুমি-
নাশক ।

প্রয়োগরূপ ।

চিরতার ফাট । চিরতা খণ্ডীকৃত দশ আনা, ক্ষুটিত পরিষ্কৃত
জল ৫ ছটাক । আবৃত পাত্রে অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা
অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক ।

চিরতার অরিস্ট । চিরতা কুটিত ৫ কাঁচা, সুরা দশ ছটাক,
কমলার ত্বক ১ তোলা, এলাচ দশ আনা । সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া
লইবে । মাত্রা এক হইতে দুই ড্রাম । অন্যান্য ঔষধের সহযোগে ব্যব-
হার্য্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কিরাতাদি চূর্ণ । চিরতা তেউড়ী বালা পিপুল বিড়ঙ্গ গুঠ কটকী চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে দুর্জ্বল জ্বর আশু নষ্ট হয় । ভাবঃ

সুদর্শন চূর্ণ । ত্রিফল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা বৃহতী কণ্টকারী শঠী ত্রিকটু পিপুলমূল মূর্খা গুলঞ্চ ছরালভা কটকী ক্ষেপাপড়া মূতা ত্রায়-মাণা, বালা নিম্ব কুড় যষ্টিমধু ইন্দ্রযব কুটজ ছাল, যমানী বামনহাটী সজিনার বীজ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, বচ দারচিনি পদ্মকাষ্ঠ বেনার মূল, রক্তচন্দন আতিস বেড়োলা শালপাণ চাকুলে বিড়ঙ্গ তগরপাছকা চিতে দেবদারু চই পটোলপত্র জীবক ঋষভক লবঙ্গ বংশলোচন পুণ্ডরীক জাতিপত্র তেজপত্র, কাকোলী তালীশপত্র চূর্ণ সমভাগ, সর্ব সমষ্টির অর্দ্ধেক চিরতাচূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে । শীতল জলসহ ১০—২০ রতি মাত্রায় সেব্য, ইহাতে সর্ব প্রকার জ্বর নষ্ট হয় । সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে কটকিরি, তগরাতাবে কুড়, জীবক ও ঋষভক অভাবে ২ ভাগ ভূমিকুণ্ডাণ্ড, পুণ্ডরীকাতাবে শ্বেতপদ্ম, কাকোলী অভাবে অশ্বগন্ধামূল । ভাবঃ

১। কিরাতাদি কাথ । চিরতা মূতা গুলঞ্চ বালা কণ্টকারী বৃহতী গোক্ষুর শালপাণ চাকুলে ও বিষের কাথ বাতজরে প্রযোজ্য । এ

২। কিরাতাদি কাথ । চিরতা গুলঞ্চ দ্রাক্ষা আমলকী ও শঠীর কাথ বাতপিত্ত জরে পান করাইবে । এ

৩। কিরাতাদি কাথ । চিরতা গুঠ গুলঞ্চ, কণ্টকারী পিপুল মূল, রসুন নিসিন্দার কষায় পানে সত্বর বাতশ্লেষ জ্বর নষ্ট হয় । এ

ভূনিম্বাদি কাথ । চিরতা আতিস লোধ মূতা ইন্দ্রযব গুলঞ্চ বালা ধনে ও বিষের কাথ মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে বিড়ভেদ শ্বাস কাস রক্তপিত্ত জ্বর নষ্ট হয় । এ

কিরাতাদি সপ্তক । চিরতা মূতা গুড়ুচী গুঠ আকনাদি বালা ও মৃণালের কাথ পিত্তাধিক্যে পেষ । এ

চতুর্ভদ্রক কাথ । চিরতা মূতা গুলঞ্চ ও গুঠের কাথ বাতপ্লেমো-
বন জ্বরে প্রযোজ্য । ৬

কিরাত তিত্তাদি কঙ্ক । চিরতা কটকী ইন্দ্রযব বচ ব্রাহ্মী
পলাশফল সর্জিকা কৃষ্ণজীরা পিপুল পিপুলমূল চিতা গুঠ ও মরিচের কঙ্ক
আদার রস সহ জিহ্বায় লাগাইলে রসাজ্ঞান আরোগ্য হয় । ৭

কিরাতাদি তৈল । কঙ্কার্থ—মূর্খা লাফা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা
ইন্দ্রবারুণী কুড় বালা রামা গজপিপুল গুঠ পিপুল মরিচ আকনাদি ইন্দ্র-
যব, সৌবর্চল বিট ও সৈন্ধব লবণ, বাসকমূল আকন্দমূল শ্যামালতা দেবদারু
মাখাল ফল মিলিত ১ সের, দধির মাত, কাঁজি ও চিরতার কাথ প্রত্যেকে
৪ সেব, কটু তৈল ৪ সের, যথারীতি পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে
জীর্ণ জ্বর পুত্তি আবেগ্য হয় । তৈঃ রত্নাঃ

বৃহৎ কিরাতাদি তৈল । চিবতা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ
১৬ সেব, কটু তৈল ৮ সের, মূর্খা ও লাফার কাথ, কাঁজি, দধির মাত
প্রত্যেকে ৮ সেব, কঙ্কার্থ—চিরতা গজপিপুল রামা কুড় লাফা ইন্দ্রবারুণী
মঞ্জিষ্ঠা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা মূর্খা যষ্টিমধু মূতা পুনর্গবা সৈন্ধব জটামাংসী
বৃহতী বিটলবণ বালা শতমূল রক্তচন্দন কটকী অশ্বগন্ধা গুলফা রেণুক
দেবদারু বেনারমূল পদ্মকাষ্ঠ ধনে পিপুল বচ শঠী ত্রিফলা যমানী বনয-
মানী, কাঁকড়াশুঙ্গী গোক্ষুর শালপাণ চাকুলে দস্তীমূল বিড়ঙ্গ জীরা কৃষ্ণ-
জীরা, ঘোড়া নিমের ছাল, হবুবা, যবফার ও গুঠ প্রত্যেকে ৪ তোলা দিয়া
যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহার অভ্যঙ্গে জীর্ণজ্বর প্লীহা পুত্তি
রোগ আরোগ্য হয় । ৮

ভূনিম্বাত্মদ্বুলন । চিরতা কৃষ্ণজীরা কটকী বচ ও কটফলের
স্থঙ্গ চূর্ণ সুদ নির্গমে মালিশ কর্তব্য । ভাষঃ

ছাগলনাদি ।

গ্যাসটিরেসী জাতীয় ক্ষিরান্থস হিবতস নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ধান্য-
ক্ষেত্রের মধ্যে প্রায়ই জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ডাং কানাইলাল দে বলেন ইহার মূল বাতীত সমগ্র বৃক্ষমূত্রকারক । মূল পাচক ও ক্রিমীনাশক । মূলেব অক তত্র সহ সেবন করিলে অর্শ্ব, বাগে উপকার দর্শে । ইহার বীজ চূর্ণ ক্রিমীনাশক ।

ছাতিম ।

অপর নাম—সপ্তপর্ণী, বিশানহক ।

য়গাণোসিনা জাতীয় য়াগাণাষ্টোনিয়া কলাবিবা নামক বৃক্ষের বঙ্গল । বঙ্গদেশ আসাম ত্রিবাঙ্গুর ও করমাণ্ডেল উপকূল প্রভৃতি স্থানে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বয়কারক নংকোচক জ্বর ও ক্রিমীনাশক । বস্তুর ডাং গিবসন ইহার জ্বর ও গুণ উপশান্তি করিয়াছেন । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা মিক্ষেপক কৃমির আগ্রহ, শ্বাস ও অকুষ্ঠ রূপ শ্লেষ্মানাশক । জ্বর ও অন্যান্য বোগান্তের দৌর্বল্যে ইহা প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে । পুৰাতন উদরাময় ও রক্তাতিসার রোগেও ইহা ব্যবহার করিয়া সফল উপশান্তি হইয়াছে । ডাং কানাইলাল দে বলেন, ইহার বঙ্গল ও তুলার বীজ দ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈল বধিরতাতে ব্যবহার হয় । এই বৃক্ষের গাত্রে অগ্নিবাত করিলে আটা নির্গত হয়, তাহা চিনি সহযোগে ৬—১০ রতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিবেচক হয় । ইহার বঙ্গল দধি করিয়া ক্ষার প্রস্তুত কবতঃ প্লীহাবোগে ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে । এই ওষু আটগুণ জলদিয়া আঁধা দিতে হইবে, অন্ধাবশেষ হইলে নামাইয়া শীতল করিবে, পবে মোটা বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে পুরিয়া টানাইয়া রাখিবে এবং নীচে একটা পাত্র রাখিলে তাহাতে জল বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত হইবে । এই জল ১—২ কাঁচা মাত্রায় দিবসে ৩৩ বার সেব্য । শোণ ও জরেও ইহা দ্বারা উপকার হয় ।

চূর্ণের মাত্রা ১—৪ রতি ।

প্রায়োগরূপ ।

ছাতিমের অরিক্ট । ছাতিম বাল ৫ কাঁচা, সুরা দশ ছটাক । মগ্নাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ চইতে দুই ড্রাম ।

ছাতিমের ফার্ট । ছাতিম বাল কুটিত ১ কাঁচা, ক্ষুটিত জল ৫ ছটাক । আবৃতপাত্রে এক দণ্ডা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ চইতে এক ছটাক, দিনে ২৩ বার সেব্য । অন্যান্য বলকব ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য ।

আয়ুর্কৌদীয় মুষ্টিযোগ ।

ছাতিম সৌদাল কেকতীপুষ্প এলাচ নিম্ব করঞ্জ কুটজ ও গুলঞ্চের কাঁথ সহ সবাণ্ড সিদ্ধ করিয়া মধুসহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয় । ভাবঃ

ছাতিম বেনারমূল পটোল মূতা হরীতকী কটকী যষ্টিমধু সৌদাল ও বক্তচন্দনের কষায় পানে মুখবোগ নষ্ট হয় । ঐ

ছাতিম কুড় হরিদা ও রক্তচন্দন বাটয়া শিশুর গাত্রে প্রলেপ দিলে গ্রহদোষ নষ্ট হয় । ঐ

জইত্তী ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সেস্বেনিয়া একিউলেটা নামক বৃক্ষ । ভারত-বর্ষে সচরাচর জন্মে । ডাং কানাইলাল দে বলেন যে, ইহার কাঠের অঙ্কুরে উৎকৃষ্ট বারুদ প্রস্তুত হয় । ইহার পাতার প্রলেপে প্রদাহাদি উপশমিত হইয়া থাকে । অণুকোষ প্রদাহে ইহার পত্রের রুটী কবিয়া দ্রব্যচ্ছন্দ পাকিতে বাধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে । এতৎপ্রয়োগের সফল আমরা অনেকবার উপলব্ধি করিয়াছি ।

জটামাংসী ।

ভেলিবিয়ানী জাতীয় নারদস্টাকিস জটামাংসী নামক বৃক্ষের মূল ।

উত্তর ভারতবর্ষের পার্শ্বতা প্রদেশে জন্মে । ইহা প্রায় বাঙ্গলা দেশের সকল বাজারে গন্ধবণিকদিগের দোকানে পাওয়া যায় । এই মূল ঈষৎ তিজাস্বাদ ও সুগন্ধযুক্ত । ইহা ভেলিরিয়ানের সমগুণকারী ও তৎপরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । স্নায়বীয় উত্তেজক ও আক্ষেপ-নিবারক । শূল্যবায়ু অপস্মার বিস্থচিকা ও স্নায়বীয় পীড়াদিতে ও বলকর ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার্য্য । চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

জটামাংসীর ফাণ্ট । জটামাংসী কুটিত দশ আনা, ক্ষুটিত পরি-
শ্রুত জল ৫ ছটাক । আবৃতপাত্রে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে ।
মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক ।

জটামাংসীর অরিষ্ট । জটামাংসী ৫ কাঁচা, সুরা দশ ছটাক,
সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দুই ড্রাম ।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

জটামাংসী হরীতকী ও সৈন্ধব কটাহে দধ্ব করিয়া উহার প্রলেপ দিলে
উপদংশ আরোগ্য হয় । ভাবঃ

পিপুল বেনার মূল, জটামাংসী লোধ ছোটএলাচ সর্জিকাক্ষার মরিচ
বালা বড়এলাচ ও রক্তবর্ণ গৈরিকের কষায় মধুসহ সেবনে দুষীবিষ নষ্ট
হয় । ঐ

জবা ।

মালভেসী জাতীয় হিবিস্কাস রোজা সাইনেন্সিস্ নামক বৃক্ষ । ইহার
বোর রক্তবর্ণ পুষ্পের নিম্পীড়িত রস কাগজে মাখাইলে নীলাভ রক্তবর্ণ
হয়, তাহা লিটমস পেপারের পরিবর্তে রাসায়নিক পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত
হইতে পারে । নূতন প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা উচিত । ইহার পুষ্পের

দলের ফাণ্ট জ্বরে মিশ্র পানীয়রূপে প্রয়োগ করিতে মেঃ মুডিন শেরিফ উপদেশ দেন। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা সংগ্রাহী কেশ্য, কফবাতজিৎ।

প্রতাহ স্নানকালে লৌহমল ও জ্বাপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়। ভৈঃ রত্না

জম্বু, জাম ।

মিরটেসী জাতীয় ইউজিনিয়া জাষোলেনা নামক বৃক্ষের বন্ধল পত্র ও ফল ব্যবহার্য্য।

ইহার বন্ধল সংকোচক। ইহার কাথ সেবন ও কবলার্থ প্রয়োজিত হইতে পারে। ইহার পাতার রস ছাগছন্ধ সহ সেবন করিলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়। ইহার ফল হইতে সিকা ও মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। তাহা আশ্বেয়, বায়ুনাশক ও সংকোচক গুণ ধারণ করে।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

জম্বুআদি স্বরস । জাম আম ও আমলকীর নব পল্লব কুটিত ও নিষ্পীড়িত করিয়া রস বাহিব করিবে। সেই রস ছাগছন্ধ ও মধুসহ সেবন করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

জম্বুআদি তৈল । জম্বু বেতস আমলকী করঞ্জ পদ্ম ও সূঁদি-পত্র, এলাচ আতিস আমের কেশী, যষ্টিমধু প্রিয়ঙ্গু লাফা কানীয়ক লোধ রক্তচন্দন ও ত্রিবৃৎ প্রত্যেকে ২ তোলা, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া ৪সের তৈলে দিয়া পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে উপদংশ ও অন্যান্য ক্ষত আরোগ্য হয়। ঐ

জয়পাল ।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় ক্রোটন টিগলিয়ম নামক বীজ। ভারতবর্ষ সিংহল ও মলকাতে জন্মে। বীজের শাঁস নিষ্পীড়ন করিলে তৈল বাহির হয়, এই তৈলের উপরেই জয়পালের উগ্র বিরেচক ক্রিয়া নির্ভর করে।

ক্রিয়া । বীজের খোসা অত্যন্ত বিরেচক ও বিষাক্ত গুণযুক্ত তজ্জনা আভ্যন্তরিক সেবন অবিধেয় । ইহার খোসা মর্ডপাত করণার্থ কোন কোন স্থানে ব্যবহার হয় কিন্তু উগ্র বিষক্রিয়া দ্বারা প্রসূতি বিনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । ইহার তৈলও উগ্র বিরেচক । ডাং ওসানেসী বলেন যে, ইহার সকল অংশই জলবৎ ভেদকারক ও বেচক । ইহার তৈল এক বা দুই ফোঁটা সেবনে অর্ধ ঘণ্টায় বিরচন হয় । দুর্গলাবস্থায়, বালক ও বৃদ্ধদের পক্ষে ইহা উপযোগী নহে । সবল ব্যক্তি ও মাহাদিগের শরীরে মৃদু বিরেচক কার্য না করে, তাহাদের পক্ষে ইহা বাবচাবে কোন আপত্তি নাই । ইহা দ্বারা যদি পেট ক্রামড়ায় বা ইহা বা ক্রিয়া পুৰলরূপে প্রকাশিত হয়, তবে জম্বীর রস সেবনে তাহা উপশমিত হয় । বাহ্যিক প্রয়োগে . সবেদন ও গুণযুক্ত উদ্বেদ বহির্গত হয় । ইহার বীজ, মধু ও জল একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাগি বসিয়া যায় ।

জয়পালে শোধন । দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খোসা ফেলিয়া দিবে ও অভ্যন্তরস্থ অঙ্কুর বাহির করিবে । ডাং ওয়ারিং এই বীজকে দুগ্ধে তিন বার সিদ্ধ করিতে বলেন ।

এইরূপে শোধিত জয়পাল বীজের শাস ৩০ রতি, পদির চূর্ণ ৩৫ রতি মধুসহ একত্রে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে । ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহার একটা বটাকা সেবন করিলে ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ৫।৬ বার অধিক পরিমিত তরল মল নিঃসৃত হইবে । ক্রিয়াধিক্য হইলে লেবুর রস সেবনে তাহা তিরোহিত হইবে ।

আময়িক প্রয়োগ । উদরী শোণ কোষ্টবন্ধ মাতৃক পীড়ায় কোষ্টবন্ধ (সংন্যাসাদি) প্রযোজ্য ।

প্রয়োগরূপ ।

জয়পাল বীজের অরিস্ট । জয়পালের বীজ কুট্টিত অর্ধ ছটাক, সুরা দুই ছটাক । সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । নানাবিধ চক্ষু-পীড়ায় [উদ্বেদ যুক্ত] এই অরিস্ট এক ড্রাম ও গোলাপ জল দেড় ছটাক

একত্রে মিশাইয়া স্থানিক প্রয়োগ বা মাখিশ কবিলে বিশেষ উপকার দর্শে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রায়োগরূপ :

জ্বরমুরারী রস । হিন্দুল বিষ শুঠ পিপ্পল মরিচ সোহাগা শুঠ হরীতকী প্রত্যেকে ১ তোলা, জয়পাল বীজ শস্য ৮ তোলা, একত্রে জলে পেষণ করিয়া কলাই পরিমাণ বটাকা করিবে। ইহা সেবনে মদ্যজ্বর নিবৃত্তি হয়। অল্পপান আদার রস। ঔষঃ বঃ।

মহানারীচ রস । হরীতকী সোদালফলের মজ্জা, আমগকী দস্তী কটকী সিজুফ্র তেউড়ী মূতা প্রত্যেক ১ পল, জল ৩২ সের, সিদ্ধ করিয়া ৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, পবে তাহাতে নূতন ও মিন্তক জয়পালবীজ ৮ তোলা বজ্রবণ্ডে বাঁধিয়া দিয়া মুহু অগ্নিসম্বাপে পাক করিবে। ঘন হইলে উচা থলে ঢাণিবে, পরে জয়পাল ৮ ভাগ, শুঠ ৩ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ ভাগ মিশ্রিত চূর্ণ বড়ী বাঁধিবাব উপযুক্ত পরিমাণে দিয়া ৩ মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে। শীতল জল সহ সেবা। ইহাতে আপ্যান শূল উদরী প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। দধি শর্করাসহ অন্ন সেব্য। ভাবঃ

ইচ্ছাভেদী রস । পারদ গন্ধক সোহাগা গোলমরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, শুঠ ৩ ভাগ, জয়পাল বীজ ৩ ভাগ, জলসহ মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে। শীতল জল সহ ঔষদ সেবন কর্তব্য। যাবৎ উষ্ণজল পান না করা যায়, তাবৎ বিবেচন হইতে থাকে। পথ্য—দধি অন্ন। জল কোষ্টবদ্ধ উদরী ও শোণে ব্যবহার্য। রসেন্দ্র মারসংগ্রহ।

রক্তকেশী রস । হরীতকী ৫ ভাগ ও জয়পাল বীজ ১ ভাগ লইয়া সিজের আটায় ভিজাইয়া ৩ মর্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটাকা করিবে। ইহা কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরীতে প্রযোজ্য। ঔষঃ

পাণ্ডুসূদন রস । পারদ গন্ধক তাম্র জয়পালবীজ ও শুগুণ্ডল প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া কৃতসহ মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটাকা করিবে।

নিমের ছালের রস ও মধুসহ সেব্য। অগ্ন ও শীতল জলপান নিষিদ্ধ। ইহাতে গাণ্ড ও শোথ নষ্ট হয়। এ

জাতী, চাম্বেলী ।

জ্যাসমিনী জাতীয় জ্যাসমিনম গ্রান্ডিফোরম নামক বৃক্ষের সুগন্ধি পুষ্প ও পত্র ব্যবহার্য। এই সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা তিল সুবাসিত করণানন্তর তৈল প্রস্তুত হয়। তাহা উত্তম সুগন্ধযুক্ত।

ক্রিয়া ও-আময়িক প্রয়োগ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত উষ্ণ, শির অক্ষি মুখ ও দন্ত বেদনা, বিষ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। ডাং জে উড্ বলেন যে, ইহার পুষ্প বাটিয়া দিনে ২৩ বার স্তনোপরি প্রলেপ দিলে ছুঙ্কশ্রাব হ্রাসিত হয়। কখন কখন এক দিনে ইহার ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। অন্যান্য স্থলে ২৩ দিন আবশ্যক করে।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

জাত্যাদি ঘৃত । জাতী নিষ ও পটোলপত্র কট্‌কী দারুহরিদ্রা হরিদ্রা অনন্তমূল মঞ্জিষ্ঠা হরীতকী মোম তুঁতে যষ্টিমধু ডহরকরঞ্জ বীজ সমভাগে লইয়া ঘৃত সহ সিদ্ধ করিবে। ইহার বাহ্যিক প্রয়োগে গভীর ও সবেদন ব্রণ পুরিয়া উঠে। ঘৃত সুসিদ্ধ হইলে শেষে মোম দিবে। ভাবঃ

১। জাত্যাদি তৈল । জাতী নিষ ও পটোলপত্র হাপরমালির পল্লব, মোম যষ্টিমধু কুড় হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কট্‌কী মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ হরীতকী লোধ, দারুচিনি সুঁদিপুষ্প শ্যামালতা তুঁতে ডহরকরঞ্জ ফল সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তৈলের সঙ্গে পাক করিবে। ইহাতে বিষ ব্রণ স্ফোটক ও বিবিধ ক্ষত আরোগ্য হয়। এ

২। জাত্যাদি তৈল । জাতীপত্র মদন খদির এবং মঞ্জিষ্ঠা লোধ খদির যষ্টিমধুর কষায় দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ নিবারণ হয়। এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

মুখের ক্ষতে জাতীপত্র চর্ষণ করিলে উপকার হয় । চক্রঃ

জাতী করঞ্জ বরুণ করবী চিতা দ্বারা পাচিত তৈল মর্দনে ইন্দ্রনুপু নষ্ট হয় । ভাবঃ

জাতীপত্র রসে তৈল বিপক করিয়া কর্ণে দিলে পুতিকর্ণ নষ্ট হয় । এ

জাতীপত্র গুলঞ্চ দাক্ষা ছবালভা দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলার কাথ মধু-সংযুক্ত কবিত্তা গগুন [কবল] করিলে মুখপাক নিবারণ হয় । এ

জাফরাণ, কুঙ্কুম ।

আইরিদী জাতীয় ক্রোকস সাটাইভস নামক বৃক্ষের পুষ্পের গর্ভ-কেশর, কাশ্মীরে জন্মে । এই সকল পুষ্প আহরণ করিয়া কাগজের উপর পাতাইয়া দিয়া সূর্যালোকে বা উত্তনের উপর শুষ্ক করিতে হয় । ইহা স্নগন্ধযুক্ত ও পীত লোহিত বর্ণ, তিক্ত এবং রুক্ষ আশ্বাদ ।

ক্রিয়া । পূর্বে ইহার আক্ষেপ-নিবারক, রক্তোনিঃসারক এবং মৃদক গুণ আছে বলিয়া খাত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা ঔষধার্থে প্রায় প্রযোজিত হয় না । ঔষধ ও খাদ্য দ্রব্যে বহু রং করণার্থ ব্যবহৃত হয় । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটুক স্নিগ্ধ তিক্ত, শিরোবেদনা ব্রণ বমিহর, বর্ণ্য ।

প্রয়োগরূপ ।

কুঙ্কুমের অরিষ্ট । কুঙ্কুম অর্দ্ধ ছটাক, সুরা দশ ছটাক । পার্কো-লেশন দ্বারা প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ১—২ ড্রাম ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কুঙ্কুমাদ্য তৈল । কুঙ্কুম শ্বেতচন্দন বকম লোধ রক্তচন্দন কালীন্দ্র-কাষ্ঠ, বেনার মূল, মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু তেজপত্র পদ্মকাষ্ঠ পদ্মপুষ্প কুড় গোবী-চনা, হরিদ্রা লাক্ষা দারুহরিদ্রা গৈরিক নাগেশ্বর পলাশপুষ্প প্রিয়ঙ্গু বটা-জুর, মালতী মউলপুষ্প শ্বেতসর্ষপ মহাবুড়ীবাচ প্রত্যেকে ২ তোলা, তৈল

৪ সের, ছপ্প ১৬ সের। মন্দ মন্দ অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মুখে মাখিলে বাঙ্গা নীলিমা তিলক মাষক মুখদুষ্কি পদ্মিনীকণ্টক নষ্ট ও মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

জায়ফল, জাতিফল ।

মিবিষ্টিগী জাতীয় মিবিষ্টিকা অফিসিনেলিস নামক বৃক্ষের ফল। ইহা মলক্ক সিংহল মালাবাব প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহাতে এককণ উদ্বায়ী তৈল ও মেদবৎ বীৰ্য্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক বায়ুনাশক ও আগ্নেয়। অধিক মাত্রায় মাদক। জায়ফলের উপবের আচ্ছাদনকে জৈত্রী বলে, ইহা স্নগন্ধ ও মসলাব জন্য ব্যবহার হয়। পুরাতন অতিসার উদবাময় আধুনা আধুনানশূল ও অজীর্ণে ইহা ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। অন্যান্য ঔষদের সঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দন্তক্ষতে দন্তগহ্বর মধ্যে ইহার তৈল প্রদান করিলে আশু যন্ত্রণা নিবারণ হয়। পুরাতন বাত ও পক্ষাঘাত বোগে ইহার তৈল সাবান মর্দন সহ মর্দনার্থ প্রয়োজ্য।

জায়ফল বা জৈত্রীব মাত্রা ২—১০ রতি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত তীক্ষ্ণোষ্ণ রোচন লঘু কটুক দীপন গ্রাহী শ্লেষ্মানিলনাশক এবং মুখ বৈবস্য, দৌর্গন্ধ কৃমি কাস বমি শ্বাস শোথ পীনস ও হৃৎবেদনা নাশক। জৈত্রী—কফ কাস বমি শ্বাস তৃষ্ণাপহ।

প্রয়োগরূপ ।

জায়ফলের বারী তৈল। জায়ফলকে জলের সহিত চুষাইয়া প্রস্তুত করা যায়। মাত্রা ১—৫ বিন্দু।

জায়ফলের নিষ্পেষিত তৈল। জায়ফলকে নিষ্পেষণ করিলে বা কুটিত করিয়া জলসহ জাল দিলে ইহা নির্গত হয়। এই তৈল ডাঃ ওয়ারিংয়ের মতে নিরঞ্জুর ও হৃষ্ট ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগে উপকার হয়।

ইহা বাত বেদনাদিতে স্থানীক ব্যবহার্য । সর্ষপ তৈল বা সাবান মর্দন সহ দিবে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

জাতিফলাদি চূর্ণ । জায়ফল লবঙ্গ ছোটএলাচ তেজপত্র দার-
চিনি, নাগেশ্বর কপূর্ব বক্তচন্দন তিল বংশলোচন তগরপাত্কা আমলকী
তালীশপত্র পিপুল হরীতকী জীরা চিতা শুষ্কী বিড়ঙ্গ মরিচ সমভাগে লইয়া
চূর্ণ করিবে, এই সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ ও সর্বচূর্ণ সমষ্টির সমান
শুভ্র শর্করা দিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে । মধু সহ সেব্য, মাত্রা ১ তোলা ।
ইহাতে গ্রহণী কাস ক্ষয় অরুচি নষ্ট হয় । ভাবঃ -

জাতিফলাদ্য চূর্ণ । জায়ফল বিড়ঙ্গ চিতে তগর তিল তালীশপত্র
বক্তচন্দন শুষ্ঠ লবঙ্গ কৃষ্ণজীরা কপূর্ব হরীতকী আমলকী মরিচ পিপুল
বংশলোচন প্রত্যেকে ২ তোলা, দারুচিনি এলাচ তেজপত্র নাগেশ্বর
প্রত্যেকে ২ তোলা, ভঙ্গবাজ ৭ পল, সর্বসমান চিনি একত্রে মিশ্রিত
করিবে । ইহা সেবনে ক্ষয়কাস শ্বাস গ্রহণী অরুচি প্রতিশ্যায় ও অগ্নি-
মান্দ্য রোগ নষ্ট হয় । ঐ

জায়ফলের ফাণ্ট পানে বমম নিবারণ হয় । চক্রঃ

জ্যাস্কাল ।

ইহাকে কুপ্রাই ডাইএসিটেটস বা ভাডিগিস কহে । সিকা ও তাম্রের
সংযোগে ইহা প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া । তীক্ষ্ণ দাহক, আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না । পুরাতন ও
শীতল ক্ষতে এবং ঔপদংশিক ক্ষতে দাহকের জন্য মোম ও ধূনার মল-
মের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করা যায় । ইহার একভাগে ৮ হইতে ১৬
ভাগ মলম সংযোগ করা উচিত ।

জীরা [ক্যারম স্যালবম্]

সজীরা [ক্যারম নাইগ্রম]

অস্থিলিফেরী জাতীয় পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল । ভারতবর্ষে ঔষধ ও বাগ্জনের মসলার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

ক্রিয়া । বায়ুনাশক, বিরেচক ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য । ভাব-প্রকাশের মতে ইহা রক্ষ কটু উষ্ণ সংগ্রাহী রুচ্য ও আধাননাশক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

জীরকাদ্য তৈল । জীরক পিষ্ট ১ পল, সিন্দূর অর্দ্ধ পল দ্বারা তিন পোয়া কটু তৈল পাক করিবে । ইহা মর্দনে সর্বপ্রকার পামা নষ্ট হয় । ভাব:

পঞ্চজীরক পাক । জীরা মোরি স্থলফা যমানী বনযমানি ধনে মেথি গুঠ পিপুল পিপুলমূল চিতে হবুষা বদরীফলের মজ্জা কুড় কম্পিল্লক প্রত্যেকের ১ পল চূর্ণ, গুড় ১০০ পল, দুগ্ধ ৮ সের, স্নাত ১ সের, একত্রে পাক করিবে । ইহা প্রসূতির স্মৃতিকা রোণ, যোনিরোগ, শ্বাস কাস জ্বর বাতরোগ নষ্ট করে । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

জীরা হবুষা কুড় তেজপত্র কুল কাঁজিতে পেষণ করিয়া বাগিতে প্রলেপ দিবে । এ

জীরার কঙ্ক, সৈন্ধব সহ ঔষধি করিয়া প্রলেপ দিলে বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয় । এ

জীরা যষ্টিমধু সূঁদিপুষ্প সৌবর্জল লবণ, দধি ও মধু সহ সেবনে বাত-রক্ত ও প্রদর নষ্ট হয় । এ

ঝিণ্টী, ঝাঁটা ।

অপর নাম—সহচর কুন্ডবক ।

বারলিরিয়া ক্রিসটেটা নামক বৃক্ষের মূল । বাঙ্গলা দেশে সহচর নামে । ইহা তিন প্রকার অর্থাৎ নীল গীত ও রক্ত ঝিণ্টা ।

ভাবপ্রকাশেব মতে কুষ্ঠ বাতরক্ত এক কণ্ডু বিষাপহ, তিক্ত উষ্ণ মধুর
সুস্বাদু ও কেশবজক ।

সহচরাদ্য তৈল । নীল ঝিণ্টী ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬
সের, তৈল ৪ সের, কন্ধার্থ—ছুরালভা খদির শুয়েবাবলা জাম আম যষ্টিমধু
সুঁদি প্রত্যেকে ৪ তোলা পাক করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে
দস্ত দূত হয়। ভাবঃ

পীতঝিণ্টীমূল ধাতকী পুষ্প, বটাক্ষুব সুদিপুষ্প ছন্দসহ সেবন করিলে
গর্ভসঞ্চার হয়। ঐ

দাস্যাদি পাচন । নীলঝিণ্টী দেবদারু ইজ্জয়ব মশ্ঠী শ্যামালতা
আকনাদি শঠী গুষ্টি বেনারমূল চিরতা গজপিপূল বলাড়ুম্বুর পদ্মকাষ্ঠ
হাড়জোড়া ধনে গুঠ মূতা সরলকাষ্ঠ সজিনার ছাল, বালা কণ্টকারী ক্ষেপ-
পাপড়া, কুশমূল কটকী অনন্তমূল গুলঞ্চ কুড় মিলিত ২ তোলা, জল
৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মধু আদ তোলা। এই কষায় সেবন
কবিলে ধাতুস্থ বিষমজ্বর, ত্রিদোষজনিত-জ্বর, ঐক্যাহিক দ্ব্যাহিক চতুর্থক
প্রভৃতি জ্বর নষ্ট হয়। ইহা জীর্ণ জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। তৈঃ রসঃ

তামাক ।

সোলেনেসী জাতীয় নাইকোটিনেনা ট্যাবেকম নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষেব পত্র ।
আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহাতে নাইকোটিনানিন ও
নাইকোটিনা নামক বীৰ্য্য আছে। অতি প্রাচীনকালে ইহা ভারতবর্ষে
অজ্ঞাত ছিল, হিন্দু-চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণে
অনেকে অনুমান করেন যে, মুসলমান রাজত্বের সময় ইহা ভারতবর্ষে
আনীত হইয়াছিল।

ক্রিয়া। অত্যন্ত অবসাদক, আক্ষেপ-নিবারক, অধিক মাত্রায়
বিষক্রিয়া করে। বিষাক্ত হইলে হৃৎপিণ্ডের অবসাদন বশতঃ মৃত্যু হয়।
ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে সপ্তেষ্ঠ পরিমাণে উষ্ণজল দ্বারা বমন করাইবে।

যদি তমাক পীচকারি দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে বিবেচক ব্যবস্থা করিবে। অপর অহিফেন, সুবা, এমোনিয়া প্রভৃতি উত্তেজক বিধান করিবে। হস্ত পদাদিতে অগ্নিসস্তাপ ও উদর প্রদেশে সর্ষপের পটী দিবে। বিষনাশার্থ ট্যানিন সংযুক্ত উদ্ভিজ্জের ফাণ্ট বা কাথ ব্যবস্থা করিবে।

আময়িক প্রয়োগ। অস্রাবদ্ধ রোগে ইহার পীচকারি দ্বারা উপকার হইতে পাবে। ধনুঃস্ফাংগে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাতবেদনা স্থানে তাম্রকুট লাগাইলে বেদনা নিবারণ হয়। বিবিধ চর্মরোগেও ব্যবহার হয়। অণ্ডকোষ-প্রদাহে ইহার স্থানীক প্রয়োগে কোন কোন সময় উপকার দর্শিতে দেখা গিয়াছে। ইহার ধূমপানে শ্বাসকাস, আক্ষেপিক কাসি, স্নায়ু উদ্দীপনা উপশমিত হয়।

প্রয়োগরূপ।

তামাকের পিচকারি। তামাকের পাতা ১০ রতি, ক্ষুটিত জল ৪ ছটাক। অর্দ্ধ ঘণ্টা আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য। তামাকের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবেক না।

তাম্র।

জবা কুসুম সদৃশ তাম্র মারণার্থে গ্রহণ করা কর্তব্য। রৌপ্য পত্রের বিধানানুসারে ইহাও বিশোধিত করা লইতে হয়।

তাম্রপত্র ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া তিন দিন লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে খলে নিক্ষেপ করিয়া তাম্রের চতুর্থাংশ পারদ ও লেবুর রস দিয়া মর্দন করিবে, অনন্তর লেবুর রসে ঘুট গন্ধক দ্বিগুণ লইয়া উক্ত তাম্র পত্র লেপন করিয়া গোলক করিবে। পরে আমরুলের পাতা বাটিয়া ঐ গোলক লেপিবে। অবশেষে উহা মুষ্ণামধ্যে পুরিয়া ও লেপ দিয়া বালুকা-যন্ত্রে ৪ গ্রহর বা গজপুটে পাক করিবে। গজপুটে পোড় দিলে ২১৩ পোড়

দিতে হয়। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত ও ওলেব দ্রবে মর্দন করিয়া পুনর্বার গোলক প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ওলেব মধ্যে পুরিয়া ও কর্দম দ্বারা লেপিয়া শুষ্ক করণানন্তর পুনর্বার গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্রভস্ম হইবে।

তাম্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র, গন্ধক ও লেবুর রসে মাড়িয়া মুচী মধ্যে পুরিয়া পোড় দিবে। মুচীর নীচে গন্ধক ছড়াইয়া দিয়া তত্পরি গন্ধক ও লেবুর রস সহ ঘুট তাম্রপত্র রাখিয়া তত্পরি আশাব গন্ধক ছড়াইয়া দিবে। অবশেষে তত্পরি আর একটি মুচী দিয়া ও লেপিয়া শুষ্ক করিবে। পবে গজপুটে পোড় দিবে। এইরূপ ২৩ পোড়ে তাম্র ভস্ম হয়। তৎপবে পুনর্বৎ ওলেব মধ্যে পুরিয়া পোড় দিবে।

জারিত তাম্র কৃষ্ণবর্ণ ও অসুলিতে ঘর্ষণ করিলে স্নেহ দানা দানা বোধ হয়। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে ইহা সলফাইড অফ কপার।

এইরূপে ভস্মীকৃত তাম্র সেবনে বমন বিরচন বিদাহ অকটি প্রভৃতি হয় না। ভ্রূপ্রকাশের মতে এই তাম্র ভস্ম—পিত্তাপহ ও শ্লেষ্মাহর এবং পাণ্ডু উদবীর্ষ অর্শজর কুষ্ঠ কাস শ্বাস ক্ষয় পীনস অন্নপিত্ত শোথ ক্রমি ও শূলনাশক অর্দ্ধ হইতে এক রতি পরিবর্তক। বিষভোজীকে বমন করা-ইবার জন্য ১০ বতি মাত্রায় চিনি ও মধুনহ দেওয়া বিধেয়। জারিত তাম্র বেনারমূল ও নাগেশ্বর শীতল জল সহ পান করিলে মুচ্ছা অপনোদিত হয়। ভাবঃ

জারিত তাম্র, আদার রসে মাড়িয়া পানের মধ্যে পুরিয়া ভক্ষণ করিলে গুল্ম উপশমিত হয়। রসসম্র সারঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

স্বচ্ছন্দ ভৈরব রস। তাম্রভস্ম ও বিষ সমভাগে লইয়া ধূতুরাপত্র রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আদার রস, চিনি, সৈন্ধব ও লবণ সহ সেব্য। ইহাতে সন্নিপাত-জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ। পান্দ গন্ধক অত্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, ঘর্ষকার সর্জিকাকার সোহাগা বিটলবণ কড়ি শঙ্খ

চিটা মনঃশিলা হরিতাল হিঙ্গু কটকী রোহিতক ত্রিবৃৎ তেঁতুলছক ভষ্ম ইন্দ্রবারুণী ধলছাঁকড়ামূল অপাঙ্গ তালজটাভষ্ম, অম্লবেতস হরিত্রা দারুহরিদ্রা প্রিয়ঙ্গু ইন্দ্রগব হরীতকী বনযমানী যমানী তুঁতে শরপুঙ্খ বোহিতক রসাজুন চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া এবং গুলঞ্চ ও আদার রসে ভাবনা দিয়া ২ পল মধুর সহিত মাড়িয়া ৩-৬ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে প্লীহা যকৃৎ জ্বর ও গুল্মাদি রোগ প্রশমিত হয়। ভৈঃ রহা ।

গুল্ম কালানল রস । পারদ গন্ধক তাম্র হরিতাল সোহাগা যব-ক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা, মূত্রা মরিচ গুণ্ডী পিপুল গজপিপুল হরীতকী বচ কুড় প্রত্যেকে ১ তোলা চূর্ণ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষেৎ-পাপড়া, হাতিগুড়া অপামার্গ ও পটোলপত্রের রসে ভাবনা দিয়া গুল্ম ও চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি, অল্পপান হরীতকীর জল। ইহাতে সকল প্রকার গুল্মরোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

সূর্য্যাবর্ত রস । পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ঘৃত^৩ মারীর রসে এক প্রহর মর্দন করিয়া উভয়ের তুল্য পরিমিত তাম্র পত্রে লেপন করিবে, পরে উহা মুখা মধ্যে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে এক দিন পাক করিবে। শীতল হইলে মুটীর অভ্যন্তর হইতে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১—২ রতি, বাসকের রস ও মধু সহ সেব্য। ইহাতে শ্বাসরোগ আরোগ্য হয়। রস রত্নাবলী

হৃদয়ার্ণব রস । পারদ গন্ধক প্রত্যেকে ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ লইয়া ত্রিফলার কাথ ও কাকমাটীর রসে এক এক দিন মর্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটীকা করিবে। কাকমাটী ফল ও ত্রিফলা মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৪ তোলা কাথ। ইহার সহিত উক্ত বটীকা এক একটা সেব্য। ইহাতে হৃদ্রোগ আরোগ্য হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

তাত্ত্বেশ্বর । তাম্র পারদ সোহাগা গন্ধক লৌহ পিপুল প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া নিম্বের পত্র ফল ফুল মূল ও ত্বকের কাথ, ত্রিফলার কাথ ও

সৌদালের কাঁথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। ইহাতে
বিবিধ চর্মরোগ নষ্ট হয়। এ

তাল, তুণরাজ ।

পালমেসী জাতীয় বোরেসস্ ফ্লাবি লিফরমিস নামক বৃক্ষ ।

পক্ষ তালফল—রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মা বিবর্ধক, হৃর্জর মূত্রকর, তন্দ্রা
ও শুক্রকর ।

তরুণ তালমজ্জা । কিঞ্চিৎ মদকর, শ্লেষ্মল বাতপিত্তর ও মধুর ।

তালের মাতি—শীতল মধুর মূত্রকর ও বলকর ।

তালের তরুণ রস প্রাদাহিক রোগ, প্রমেহ ও উদরীতে ব্যবহার্য্য ।
তালের রস পচিলে তাড়ি হয়, উহা মাদক । তরুণ রস বহুমূত্র রোগে
বিশেষ উপকার করে ।

তালপুষ্পের ফাব গুড় সহ সেবনে প্রীহা নষ্ট হয় ।

তালমাথানা ।

অপর নাম—কুলেথাড়া, কোকিলাক্ষ ।

ম্যাকানথেসী জাতীয় হাইগ্রোফিলা স্পাইনোজা বৃক্ষ । মূল ও পত্র
ব্যবহার্য্য, নিম্ন ভূমিতে প্রতি বৎসরই জন্মে । ইহা শীতল বৃষা ষাৎ অল্প
পিত্তল তিক্ত, বাত আম শোথ তৃষ্ণা ও বাতরক্তনাশক ।

এই গাছের ফার অর্থাৎ তন্ম উদরী রোগে মূত্রকরণার্থ প্রযোজ্য । চন্দ্রঃ

তালমুলী, মুষলী ।

হাইপোক্সিডী জাতীয় হাইপোক্সিস অরচিয়ইডিস নামক বৃক্ষের স্থূল
মূল ।

ইহা মধু ও ঘৃণা সংহত তিক্ত রসায়ন । অর্শ জ্বৰ্ণমতা ধ্বংস রোগে ব্যবহার্য্য ।

শতাবেরী মণ্ডিতিকা গুণক হস্তিকর্ণ পল্লবশৈব বীজ, তালমূলী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে । ৩০ রতি মাষায় মধু ও ঘৃত সহ সেবনে দৌর্দলা নষ্ট হয় । ভাবঃ

তালীশপত্র ।

কোনাইফেরী জাতীয় পাইনস ওয়েবিয়েনা নামক বৃক্ষের গুচ্ছ পত্র । ভাবতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে ।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা লঘু তীক্ষ্ণ উষ্ণ ; শ্বাস কাস কফানিল অকচি গুল্ম অগ্নিমান্দ্য ও স্নায়বোগনাশক । চূর্ণের মাত্রা ৫-১০ রতি ।

তালীশপত্র চূর্ণ, বাসকের রস ও মধু সহ সেবনে কাস শ্বাস রক্তপিত্ত নিবারণ হয় । চক্রঃ

তালীশাদ্য চূর্ণ । তালীশপত্র ১, মরিচ ২, পিপুল ৩, শুঠ ৪, বংশলোচন ৫ ভাগ, ছোট এলাচ ও দারচিনি প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ, চিনি ৩২ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১৫-৩০ রতি । ইহাতে কাস শ্বাস জ্বর আধান নষ্ট হয় । শাস্তঃ

তিল, মেহফল ।

সিসামী জাতীয় সিসেমন্টাইওকম নামক ওষধি মূল । ভাবতবর্ষের সকল প্রদেশেই ইহা চাস হয় ।

ইহার বীজ হঠাতে শতকরা ৪০ অংশ তৈল নিষ্কৃত হয় । বাদাম ও জলপাইর তৈলের পরিবর্তে ব্যবহার্য্য । কৃষ্ণর্ণ তৈলের তৈল সর্বোৎকৃষ্ট ও আয়ুর্বেদমতের পাকতৈল প্রস্তুত করিতে লাগে । তিল আহা-
রার্থেও এতদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া । পোষক, স্নিগ্ধকাবক, স্থানীক প্রয়োগে তরলকারক

উষ্ণার বীজের তৈল মলমাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে ।
ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা বলা কেশ্য স্নিগ্ধোষ্ণ কফ পিত্ত স্বাদু ত্রণে হিত-
কব, অন্ন মুত্রকর, গ্রাহী বাতের আগ্নেয় শুক্রল স্তন্য ।

তিল তৈল তুলার ভিজাইয়া ক্ষতোপবি দিলে শীঘ্র আবোগ্য হয় ।
ডাং ওয়ারিং তিল বীজের রঞ্জনিসোবক গুণ আছে বলেন । ইহার পাতা
জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই ফাণ্ট স্নিগ্ধ করণার্থ প্রয়োজ্য । কাঁচা পাতা
শীতল জল ও শুষ্কপাত্রে উষ্ণ জল দ্বারা ফাণ্ট প্রস্তুত করিবে । ইহার পাতা
পুলটীসরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে ।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

তিল কৃষ্ণজীরা ও চিনি ছাগন্ধ সহ সেবন করিলে সদ্য অতিসার
নাশক হয় । ভাবঃ

কৃষ্ণ তিল, এক পল মাত্রায় শীতল জলের সহিত কিছু দিন ধরিয়া
সেবন করিলে অর্শবোগ আরোগ্য হয় । এ

তিল গুঠ ও গুড় দুই সহ তিন দিন সেবন করিলে পরিণামশূল নষ্ট
হয় । এ

তিল সৈন্ধব ষষ্টিমধু নিষপত্র দারুহরিদ্রা হরিদ্রা ও ত্রিফল, ঘৃত সহ
পেষণ করিয়া ত্রণ শোধনার্থে প্রলেপ দিবে । এ

গোক্ষুর তিলপুষ্প সমভাগে মধু ও ঘৃত সহ মস্তকে লেপ দিলে কেশ
উৎপন্ন হয় । এ

কৃষ্ণ তিল ও বিড়ঙ্গ সমভাগে বাটিয়া লেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নষ্ট
হয় । এ

তিলের কঙ্ক, মধু সহ প্রলেপ দিলে ক্ষত আরোগ্য হয় । . চক্র.

তুতফল ।

অরটনী জাতীয় মোরস নাইগ্রা নামক বৃক্ষ । চীনদেশীয় বৃক্ষ, এক্ষণে
ভারতবর্ষে রোপিত হইয়াছে । ইহার ফলের রস, উত্তমাশ্বাদ ও বর্ণের

জন্য অন্যান্য ঔষধ সহযোগে ব্যবহার হয়। ইহার ক্রিয়া শ্লিষ্ট-কারক।

প্রয়োগরূপ ।

তুতফলের পাক । তুতফলের রস দশ ছটাক, শর্করা ১৫ ছটাক, জ্বরা ৫ কাঁচা। তুতফলের রস ও শর্করা মৃদু অগ্নিসম্বাপে দ্রব করিবে, পরে ছাকিয়া লইয়া জ্বরা সংযোগ করিবে। মাত্রা ১ ড্রাম।

তুঁতিয়া, তুঁতে ।

অপর নাম—তুথক, তুথ।

ভাবতবর্ষের সকল স্থানের বাজারে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে ও অন্যান্য স্থানে জন্মে। ইহা আকরিক পদার্থ, ইংরাজীতে ইহাকে সলফেট অফ কপার বলে। বাজারের তুঁতে ক্ষুণ্ণিত পরিশ্রুত জলে দ্রব করিয়া রাখিবে, দানা পুস্তত হইলে শোষক কাগজের উপর বিনা সম্বাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। আয়ুর্বেদমতে তুঁতে ব্যবহারের পূর্বে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ানুসারে বিশোধিত করিয়া লইতে হয়। তুঁতিয়া, মধু ও ঘৃত সহ মাড়িয়া মুচীর মধ্যে করিয়া পোড় দিবে, পরে তিনবার ঘোল দ্বারা ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। ইহাতে তুঁতে বিশুদ্ধ ও ব্যবহারোপযোগী হয়।

বিড়াল ও কপোতবিষ্ঠা ও দশমাংশ (তুঁতের) সোহাগা দ্বারা মর্দন করিয়া লবুপুটে পাক করিলে তুঁতে বিশোধিত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ন্যায়বীর বলকারক, সংকোচক, অধিক মাত্রায় বমনকারক। অত্যন্ত অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উগ্র-বিষক্রিয়া করে। স্থানীক প্ৰয়োগে দাহক উত্তেজক ও রক্তরোধক। পুরাতন রক্তামাশয় ও উদরাময় রোগে অহিফেণ সহযোগে ব্যবহারে উপকার হয়। ভাণ্ডব ও অপস্মার রোগে ন্যায়বীর বলকারক হইয়া ইহা

উপকার করে। মাদক দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন করাইবার নিমিত্ত তুঁতিয়া অত্যন্ত উপযোগী, কারণ ইহা দ্বারা শীঘ্র ও অক্লেশে বমন হয়। নিরক্ষর ক্ষতে ইহা স্থানীক প্রয়োগে উত্তেজক হইয়া উপকার করে। পুরাতন চক্ষু-প্রদাহে ও প্রমেহরোগে তুঁতে ৩ বতি, জল আদ ছটাক ধাবন পুস্তত করিয়া ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাত্রা। ৫ হইতে ১ রতি সংকোচক ও বলকারক। ১—৬ রতি বা তদধিক বমনকারক। পীকারির জন্য ১—৪ রতি, জল আদ ছটাক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

চাতুর্থকারি রস। হরিতাল মনঃশিলা তুঁতে শঙ্খ ও গন্ধক সম-
ভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ও মুতীর মধ্যে পুরিয়া গজ-
পুটে পোড় দিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে
মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। গোলামরিচ চূর্ণ ও ঘৃতসহ সেবা।
ঔষধ সেবনের পূর্বে তক্রপান বিধেয়। ইহাতে বমন হইয়া শীতজ্বর ও
চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয়। ভৈষজ্য তত্ত্বঃ

গ্রহণী কপাট রস। তুঁতে হরিতাল পারদ লৌহ স্বর্ণমাক্ষিক
সোহাগা প্রত্যেকে ১৥০ ভাগ, কড়িভস্ম ৫ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ, লেবুর
রসে মর্দন করিয়া মুতীর মধ্যে পুরিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা
অর্দ্ধ হইতে দুই রতি। ইহাতে গ্রহণী নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ

গর্ভবিলাস রস। পারদ গন্ধক তুঁতে প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া
লেবুর রসে তিন দিন মর্দন করিবে, পরে জীরা কালজীরা শুঠ পিপুল
মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে।
গর্ভিণীর শূল, বিষ্টস্ত অজীর্ণ ও জরে প্রযোজ্য। এ

পারদ গন্ধক তুঁতে হিঙ্গুল হিরাকস সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত
করিবে। এই চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগে ফিরিজি রোগ অর্থাৎ গরমির দাঁ গুল্ক
হয়।

তুতে কুড় জিব্ব তিল দস্তী পিপুল সৈন্ধব মধু হরিদ্রা ও ত্রিফলার
প্রলেপ, ব্রণ বিশোধনে হিতকর । চক্রঃ

তুলসী ।

লেবিয়েটা জাতীয় সি সমম্ স্যাণ্ডিগ নামক বৃক্ষের পত্র । ইহা কৃষ্ণ
ও শ্বেত বিবিধ । ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে ।

ক্রিয়া । কটুক তিক্ত সদা উষ্ণ দাহপিত্তকর ও দীপন । কৃষ্ণ মূত্র-
কৃচ্ছ্র, রক্ত পূৰ্ণবেদনা ও কফবাতনাশক । ভাণঃ

বিবিধ ধাতুঘটিত ঔষধের সহ পানরূপে তুলসীপত্র রস ব্যবহাব হয় ।
তুলসীপত্র গুল্ক ও চূর্ণ করিয়া নাসরূপে টানিলে পীনস বোগের উপশম
হয় ।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

মরিচ চূর্ণ সহ তুলসী পত্র রস সেবন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয় । ভাণঃ
তুলসীপত্র গুল্ক শুষ্ঠ বামনহাটা ও কণ্টকাবীর কাথ পিপুল চূর্ণসহ
পান করিলে কাস শ্বাস আশু নষ্ট হয় । চক্রঃ

তুলসীপত্র কণ্টকারী দস্তী বচ সজিনামূল পিপুল মরিচ শুষ্ঠ দ্বারা
পাচিত তৈল নস্য টানিলে পৃতিনাসা রোগ নষ্ট হয় । ঐ

বাবুইতুলসী ।

ল্যাবিয়েটা জাতীয় অসিমম্ ব্যাজিলিকম নামক বৃক্ষের বীজ ও পত্র ।
ইহার বীজে একপ্রকার স্নেহ দ্রব্য আছে, জলে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা
নিঃসৃত হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । স্নিগ্ধকারক, তরলকারক ও শ্লে-
শ্মন । মূত্রযন্ত্রের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহাবস্থায় শৈত্য করণার্থ ইহা উত্তম

ঔষধ । কাসি ও সর্দিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা বিস্তর উপকার লাভ করা যায় । যথা—বাবুইতুলসী বীজ ১ তোলা, বচ সিকি তোলা, যষ্টিমধু ১০ তোলা, গঁদ সিকি তোলা, পোস্তচেড়ী একটা, ক্ষুণ্ণিত জল দশ ছটাক । সিদ্ধ করিয়া ৫ ছটাক থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক, দিবসে তিনবার পেষ । রক্তামাশয় ও উদরাময় রোগেও ইহা ব্যবহার হয় । প্রসবাস্তের বেদনা উপশমার্থে কেহ কেহ ইহা ব্যবহারে পরামর্শ দেন । বাবুইতুলসীবীজ জলে এতক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে, যে ক্ষীত হইয়া উঠে, পবে বস্ত্রখণ্ডে আবৃত কবিয়া প্রদাহ স্থানে দিয়া রাখিলে প্রদাহ শান্তি হয় । বাবুইতুলসীবীজ পাঁচ আনা, জল ৩ ছটাক, ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পবে ছাকিয়া লইয়া পানার্থে দিবার্জন করা যায় ।

তেউড়ী, ত্রিষ্ণু ।

কনভলভিউলেন্সী জাতীয় আইপোমিয়া টরপিগন নামক লতার মূল । বর্ষাকালে বাঙ্গলা দেশে যথেষ্ট জন্মে । বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও পাওয়া যায় । এই লতা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ । শ্বেতবর্ণ তেউড়ীর মূলই সচবাচর ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা অপেক্ষাকৃত মৃদুগুণ বিশিষ্ট ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বিরেচক, মূলের ত্বক চূর্ণ, শর্করা অথবা সৈন্ধব গুঠ মরিচ চিনি সহ ১০—২০ রতি মাত্রায় সেবা । ইহা দ্বারা ৩ ঘণ্টার মধ্যে বিরেচন হয় অথচ বমন বিবসিয়া বা পেট কামড়ান উপস্থিত হয় না । ডাং ওসানেন্সী ইহার ক্রিয়ার অনিশ্চয়তা হেতু ব্যবহারে প্রতিবাদ করেন কিন্তু দেশীয় কবিবাজেরা ইহা ব্যবহারে বিশেষ অনুমোদন করেন । আমরাও ইহা ব্যবহার কবিয়া কোন কুফল উপলব্ধি করি নাই । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রেচক বাতের স্থাছ উষ্ণ রুক্ষ এবং পিত্তগ্নেয় জ্বর শোথ ও উদররোগনাশক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অবিপত্তিকর চূর্ণ । ত্রিকটু ত্রিফলা বিটলবণ মূত্রা বিড়ঙ্গ এলাচ

তেজপত্র প্রত্যেকে ১ ভাগ, লবঙ্গ ১১ ভাগ, তেউড়ীমূল ৪৪ ভাগ, চিনি ৬৬ ভাগ, চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১৫—৩০ রতি বা তদধিক। ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত কোষ্ঠবদ্ধ ও অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। সার কোমুদী।

গুড়াষ্টক । গুঠ পিপুল মরিচ পিপুলমূল ত্রিবৃৎ দস্তী ও চিতা চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা গুড়সহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল বর্ধায়ি বৃদ্ধি ও উদাবর্ত্ত প্লীহা পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

নারাচ চূর্ণ । কৃষ্ণজীরা ২ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে। মধুসহ সেব্য। ইহাতে আধুনা উদাবর্ত্ত ও অনাহ নষ্ট হয়। ঐ

তুম্বুরাদ্য চূর্ণ । ধনিয়া সৈন্ধব বিট ও সচললবণ যমানী কুড় যব-
জ্ঞার, হরীতকী হিঙ্গু বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ, তেউড়ীমূল চূর্ণ ৩ ভাগ,
একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ হইতে ১০ তোলা, উষ্ণজল বা যব ক্কাথ
সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার শূল গুল্ম আধুনা নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ত্রিবৃৎ ও শ্যামালতা সিদ্ধ হৃদ্ধ বিরচনার্থ দিবে। ভাবঃ

ত্রিবৃৎ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ ও হরীতকী ৪ ভাগ লইয়া ১০ ভাগ
গুড়সহ গুটিকা করিবে। ইহা সেবনে অনাহ নষ্ট হয়। ঐ

তেউড়ীমূল চূর্ণ, ত্রিফলার জলসহ সেবন করিলে গুল্ম বিদ্রবী উপশমিত
হয়। ঐ

তেউড়ী ত্রিফলা ও গুল্মফের কান্দ সেবনে উদবী নষ্ট হয়। এই ঔষধ
সেবনকালে কেবল হৃদ্ধপান ব্যতীত আর কিছু ভক্ষণ করা উচিত নহে। চক্রঃ

তেজপত্র ।

লরেসী জাতীয় সিনেমোমাম্ তামল ও ইউকালিপটাইডিন্ নামক বৃক্ষের
পত্র। মালাবার, সুমাত্রা, জাবা ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে জন্মে। ইহার
বকল অগন্ধ, কিন্তু দারচিনির গন্ধ অপেক্ষা মুহূঃ আশ্বাদ মিষ্ট, গন্ধযুক্ত,

ঈষৎ তীব্র ও তিক্ত। ইহা বহুল দারচিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করে, কিন্তু চর্ষণ করিলে জানিতে পারা যায়, কারণ দারচিনি অপেক্ষা ইহার আস্বাদ নির্যাসবৎ। বহুল ও পত্র বায়ুনাশক, আগ্নেয় ও ঈষৎ উত্তেজক। বিবিধ ঔষধের গন্ধাস্বাদ নিবারণের জন্য ব্যবহার হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা লঘু উষ্ণ কটুক স্বাদু তিক্ত রুক্ষ পিত্তল কফবাতঘ্ন কণ্ডু অকচিনাশক।

তেজবতী ।

উষ্ণ কটু তিক্ত রুচিকর আগ্নেয় এবং কফ শ্বাস কাস ও বাতব্যাধি-নাশক। ভাবঃ

তেজবতী ছুঁরা রসায়ন আকনাদি মূতা ত্রিফলা দারচিনি দারুহরিদ্রা ত্রিকটু কটকী কিসমিস চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে গলরোগ ও বাতপিত্ত কণ্ডু নষ্ট হয়। এ .

তৈঁতুল, তিস্তিড়ী ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় ট্যামারিণ্ডস ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের ফলাভাস্ত-রস্থ শস্য। ভারতবর্ষে ও আমেরিকায় জন্মে। ছুঁড়িফলের সময় ছুঁশী-লোকেরা ইহার বীজাভাস্তরস্থ শস্য ভক্ষণ করে। ইহাতে সাইট্রিক, ম্যালিক, টার্টারিক এসিড ও বাইটারট্রেট অফ পটাশ আছে। তৈঁতুল যখন তাম্রপাত্রে রাখা যায়, তখন কিছু অংশ উহাতে সংলগ্ন হয়। কিন্তু এক টুকরা উজ্জল লৌহ উহাতে দিয়া এক ঘণ্টা রাখিলে ঐ তৈঁতুল সংলগ্ন তাম্র ইহাতে সংলগ্ন হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। যুহ বিরেচক ও শৈত্যকারক। ইহা দ্বারা পিপাসা দূরীভূত ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়। কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর ও প্রদাহা-দিতে ইহা পানীয়রূপে প্রযোজ্য। ডাং ওয়ারিং বলেন যে, অর্দ্ধ ছটাক তৈঁতুলের শাঁস ও জল দশ ছটাক গুলিয়া পানীয় প্রস্তুত করিবে, ইহার

সহিত কিছু চিনি মিশ্রিত করিয়া দিলে ভাল হয়। ডাং এনিস্‌লী ইহার বীজাভ্যন্তরস্থ শস্য অতিসার ও উদরাময় রোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ডাং শার্টও ইহার বিষয়ে অনুমোদন করেন। ইহার পত্রের ফাণ্ট কুমিনাশক ও চক্ষুউঠা রোগে ইহা দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে উপকার হয়। শূল বেদনাস্থ তেঁতুলের ছাল ভস্ম প্রয়োগে উপকার দর্শে। ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে প্রদাহ নষ্ট হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অম্লীকা পান। সুপক তেঁতুল ও চিনি, শীতল জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে তাহাতে ছোট এলাচ, লবঙ্গ কপূর ও মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ বা সেবন করিলে অকুচি নষ্ট হয়। মাত্রা এক ছটাক। ভাবঃ

তেলাকুচা, বিন্ধ ।

লিথাসিয়ী জাতীয় কক্সিনিয়া ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের মূল। ইহা মূত্র-কর ও শৈত্যকর। ইহার মূলেব রস অর্দ্ধ হইতে এক তোলা মাত্রায় বিবিধ ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার পাতার রস ও পুরাতন ঘৃত একত্রে মর্দন করিয়া মস্তকে দিলে শিরোবেদনা ও উন্মাদ রোগ উপশমিত হয়।

তেলিনী মক্ষিকা ।

মাইলব্রিস সিকোরিয়াই নামক মক্ষিকা। ভারতের নানাস্থানে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে ঢাকা অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই মক্ষিকা এক ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চৌড়া। ইহার পক্ষ মলিন, পীতবর্ণ ও তাহাতে তিন চার ডোরা ডোরা দাগ আছে। এই মক্ষিকা যদি কীট দ্বারা ধ্বংস হইবার পূর্বে আহরণ করা যায় তাহা হইলে ইউরোপীয় স্প্যানিশ মক্ষিকা অপেক্ষা ইহাতে ১ অংশ অধিক কাহেরাইডিন পাওয়া যায়। ইহার

ক্রিয়া মূত্রকারক, বাহ্যিক প্রয়োগে প্রত্যাঘাতসাধক ও ফোস্কাকারক । ইহা ক্যাস্কেরাইডিসের সমগুণকারী ও তৎপরিবর্তে ব্যবহার্য্য । ডাং ওসানেসী, বিডী, এম্লেণী, বার্ট, ফ্লেমিং প্রভৃতি চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহারে অনুমোদন করেন । ডাং ওয়ারিং কেবল ইহার বাহ্যিক ব্যবহারের অনুমোদন করেন ।

প্রয়োগরূপ ।

তেলিনীর অরিস্ট । তেলিনী মক্ষিকা স্থূল চূর্ণ দশ আনা, সুরা দশ ছটাক, সপ্তাহ 'ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ২—১০ মিনিম ।

তেলিনীর পলস্ত্রা । তেলিনীমক্ষিকা চূর্ণ ৪ ছটাক, তিল-তৈল ১ কাঁচা, পীতবর্ণ মোম ৪ ছটাক, বসা ৪ ছটাক, ধূনা ২ ছটাক । মোম, বসা, ধূনা ও তৈল একত্রে গলাইয়া অল্প শীতল হইলে তেলিনী চূর্ণ দিয়া আলোড়ন করিবে, যতক্ষণ সম্পূর্ণ শীতল না হয় ।

খলকুড়ী, মণ্ডুকপর্ণী ।

অম্বিলিফেরী জাতীয় হাইড্রকটাইল এসিয়াটিকা নামক গুল্মের পত্র । বাঙ্গালা ও ভাবতের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে । বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া আনিয়া পত্র বিচ্ছিন্ন করিবে ও সূর্য্যোত্তাপ ব্যতীত শুষ্ক করিয়া লইবে । ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহার পত্র শুষ্ক করণার্থ কোনরূপ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহার গুণের হানি হয় । এক প্রকার উদ্বায়ী তৈলের উপর ইহার ক্রিয়া নির্ভর করে, উত্তাপে তাহা নষ্ট হইয়া যায় ।

ক্রিয়া । পরিবর্তক, বলকারক ও স্বেদজনক । সেবন করিলে হস্ত পদে উত্তাপ বোধ হয় অথবা ঝিন ঝিন করে, কচিং চুলকাণি হয় বা চর্ম্মে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ দাগ প্রকাশ পায় । নাড়ী পৃষ্ট ও বেগবতী হইয়া উঠে । কিছু দিন পরে মরা মাংসের ন্যায় চর্ম্ম উঠিয়া যায় । স্থানীক প্রয়োগে উগ্রতা সাধক । চূর্ণের মাত্রা ১—২ রতি ।

আময়িক প্রয়োগ । ইহার তিক্ত পত্র ঈষৎ ভাজিয়া তাহার ফাণ্ট প্রস্তুত করিয়া শিশুদের উদরাময় ও অস্ত্রের অন্যান্য পীড়ায় প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে । নানা প্রকার ক্ষত ও চর্ম্মপীড়া ইহা দ্বারা আরোগ্য হয় । বেদনা ও কাল শিরাতে প্রয়োগ করিলে প্রদাহনিবারক হয় । কুষ্ঠ-রোগে স্পর্শ বোধ না থাকিলে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শিয়াছে । কিন্তু

ইহার উক্ত রোগারোগ্যকর স্তূপ অদ্যাপি বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় নাই। ইহার চূর্ণ বা ফাণ্ট (৫ রতি, জল ১ ছটাক) আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে এবং ক্ষত স্থানে সরস পত্র বাটয়া পুলটীসরূপে ব্যবস্থা করিবে। চূর্ণের মাত্রা ৪ রতি দিবসে তিন বার ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। কুষ্ঠ রোগে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। যথা—খলকুড়ীর পত্র ১ তোলা, শ্বেতকরবী পুষ্প ৩ টা, এক পোয়া ছাগ ঘূতে সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বশরীরে লেপন ও অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় (বালকের জন্য বয়স বিবেচনায় মাত্রা কমাইতে হইবে) পান করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়। উপদংশ রোগের দ্বিতীয়াবস্থায় ইহা সেবনে উপকার হয়। অসুস্থ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষতের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয়। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার রস ও ষষ্টিমধু চূর্ণ, গুলঞ্চ রস ও উহার মূল ও পুষ্পের রস সেবন করিলে নানাবিধ রোগ নষ্ট হইয়া বল বর্ণ বৃদ্ধি হয়।

দস্তী ।

ইউফরাসিয়াসী জাতীয় বালিয়স পার্মম মণ্টেনম নামক বৃক্ষের বীজ ও মূল। বাঙ্গলা দেশে অপরিচিন্ত জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বিরেচক, ক্রিমীনাশক। ইহাতে শূল অর্শ কণ্ডু রক্তপিত্ত শোথ ও উদরী রোগ নষ্ট হয়। ইহার বীজ ব্যবহারের পূর্বে দ্বন্ধে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। পরে উহার বীজাভ্যন্তরস্থ শাঁস গ্রহণ করিতে হইবে। দস্তী শ্বেতপুনর্বা দেবদারু শুঠ তেউড়ী ত্রিকটু ও চিতে দ্বারা সিদ্ধ দ্বন্ধ পানে শোথ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নারাচ রস। পারদ সোহাগা মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক শুঠ পিপুল প্রত্যেকে ২ ভাগ, দস্তীবীজ ১ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত ও মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে আধুনা মলবিষ্টস্ত ও উদাবর্ত্ত নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

দস্তী হরীতকী। বড় বড় হরীতকী ২৫ টা (একখানি বস্ত্রখণ্ডে বাধিয়া দিবে) দস্তীমূল ২৫ পল, চিতা ২৫ পল, জল ৬০ সের, শেষ ৮ সের ছাকিয়া এবং হরীতকীগুলি ৪ পল তিল তৈলে অন্ন ভাজিয়া লইবে। পরে পুরাতন গুড় ২৫ পল উক্ত কাথ জলে গুলিয়া হরীতকী সহ একত্রে পাক

করিবে। ঘনীভূত হইলে ত্রিযুৎ ৪ পল, পিপ্পল ও গুঠ মিলিত ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ৪ পল, দারচিনি এলাচ তেজপত্র নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা ও হরীতকী ১ টা। ইহাতে বিরচন হইয়া গুল্ম, প্লীহা পাণ্ডু, শোথ ও অর্শ প্রভৃতি নষ্ট হয়। চক্রঃ

ভেদি জরাক্ষুশ। পারদ ও বিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, সোহাগার খই ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ ভাগ, মরিচ কটফল ও দস্তীবীজ প্রত্যেকে ৫ ভাগ চূর্ণ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা, চিনি সহ সেব্য। পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ জলপান কর্তব্য। ইহাতে তরুণ ও জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়। ভৈঃ রস্না।

দাড়িম।

গ্রানোট জাতীয় পিউনিকা গ্রানেটম নামক বৃক্ষ। ইহার মূল বঙ্গল, বীজ, ফল বঙ্গল, পুষ্প ও পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাবুল বোখারা ও এসিয়া মাইনবে জন্মস্থান। ভারতবর্ষের সর্বপ্রদেশেই বহু-কাল হইতে রোপিত হইয়াছে। প্লিনী বিবেচনা করেন যে, ইহার জন্ম-স্থান কার্থেজে ছিল; পরে তথা হইতে পৃথিবীর নানাস্থানে নীত ও রোপিত হইয়াছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার মূলের বঙ্গল ক্রিমীনাশক এবং ফলের বঙ্গল সংকোচক। উভয়বিধ বঙ্গলই ট্যানিক এসিড আছে। ইহার পক্ষফল স্বাদু অম্ল ও রুচিকর, ফলের রস শর্করা ও জল সহ একত্রে পানীয় প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা দাহ জ্বর ও মুখ চূর্ণক নষ্ট হয়। ইহার পুষ্পে ও ট্যানিক এসিড আছে এবং সংকোচক জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে দাড়িম ফুলের রস ও শ্বেত ভূর্কীর রস একত্রে মিশ্রিত করিয়া দিবসে ২৩ বার নস্য দিলে উহা আরোগ্য হয়। দাড়িম মূলের ত্বক ১ তোলা, বিড়ঙ্গ আদ তোলা জলের সহিত বাটিয়া বা ক্বাথ করিয়া সেবন করাইলে ক্রিমী অত্র মধ্যে নষ্ট হইয়া বাহির হয়। ফিতার ন্যায় ক্রিমী রোগেই দাড়িম মূলের ত্বক সমধিক উপকারী। ইহার মূলের বঙ্গল সেবনের পর দিন একটা বিরচক ঔষধ ব্যবহার করা কর্তব্য। ইহার ফলের আবরণ বা খোশা উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার লব্ধ হইয়াছে।

প্রয়োগরূপ।

দাড়িম মূলের ক্বাথ। দাড়িম মূলের বঙ্গল (তরুণ) ১ ছটাক,

জন পাচ পোয়া । সিদ্ধ করিয়া অর্ধেক থাকিতে নামাইরা ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্ধ হইতে এক ছটাক । ইহা অর্ধ ঘণ্টান্তর শূন্যোদরে ৬ বার সেব্য, পরে একটা বিরচক প্রযোজ্য ।

দাড়িমফল ত্বকের ক্রাথ । দাড়িমের খোসা শুষ্ক ১ ছটাক, জল দশ ছটাক, আবৃত পাত্রে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্ধ হইতে এক ছটাক । কবল ও পীচকারির জন্য ব্যবহার্য্য । আভ্যন্তরিক ব্যবহার করিতে হইলে ইহার সঙ্গে লবঙ্গ, দারচিনি দ্বারা সিদ্ধ করিবে । অহিফেণেব সঙ্গে ব্যবহার করিলে উদরাম্বাদি আরোগ্য হয় । ডাং কার্কপারটিক ইহা প্রাচীন রক্তামাশয় রোগে ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন । ডাং ওয়ারিংও ইহা ব্যবহারে স্নফন লাভ করিয়াছেন ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

দাড়িমাষ্টক চূর্ণ । কচি দাড়িম ফলের খোসা চূর্ণ ৩২ তোলা, বংশলোচন ১ তোলা, ছোট এলাচ, দারচিনি তেজপত্র নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা, যমানী ধনিয়া জীরা পিপুল পিপুলমূল মরিচ ও ঞ্ঠ প্রত্যেকে ৪ তোলা, চিনি ৩২ তোলা, চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ৩০ রতি । ইহাতে অতিসার ও গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয় । চক্রঃ

দাড়িমাডি চূর্ণ । অল্প দাড়িম ২ পল, খাঁড় ৩ পল, দারচিনি তেজপত্র এলাচ চূর্ণ মিলিত ১ পল একত্রে মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ সেবন করিলে অরুচি নিবারণ হয় । ভাবঃ

দাড়িমাড্য ঘৃত । দাড়িমের বীজ, বিষ্ণুড় তণ্ডুল, হরিদ্রা চই জীরা ঞ্ঠ হরীতকী বহেড়া আমলকী পিপুল গোক্ষুর যমানী ধনে তেঁতুল চই লোধ ও সৈন্ধব প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত ৪ সের ও দাড়িমের কাথ ১৬ সের দিয়া ঘৃত পাক করিবে । ইহাতে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাবাত প্রভৃতি নষ্ট হয় । ভাবঃ

গঙ্গাধর ক্রাথ । কঞ্চট (চোরাইশাক বা কাঁচড়াদাম) দাড়িম জাম ও পানিকলপত্র, বালা মূতা ও ঞ্ঠের কাথ সেবনে অত্যন্ত বেগবান অতিসার নষ্ট হয় । ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

শর্করা ও দাড়িম অথবা দ্রাক্ষা ও দাড়িমের কক্ মুখমধ্যে ধারণ করিয়া রাখিলে মুখশোষ ও আদ্য বৈরাস্য নষ্ট হয় । ভাবঃ

দাড়িম ফলের স্বক, লোপ, যষ্টিমধু ও কটফল চূর্ণ, তণ্ডুলাপু সহ সেবনে বাত শ্লেষ্মাতিসার নাশক হয় । ঐ

দাড়িম পুষ্পের রস ও দুর্বার রস একত্রে নস্য টানিলে নাগা হইতে রক্ত-স্রাব নিবারিত হয় । ঐ

দাদমর্দন ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়া স্যাালেটা নামক বৃক্ষের পত্র । বঙ্গ-দেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে । ইহার দ্বারা দ্রুত আরোগ্য হয় বলিয়া ইহার নাম দাদমর্দন হইয়াছে । এই বৃক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার পুষ্প পীতবর্ণ ও সৌন্দর্য্যশালী । দ্রুত ও তদ্রূপ অন্যান্য প্রকার চর্ম্মপীড়ায় ইহার সদ্য পত্র কুট্টিত, লেবুর রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানিক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয় । তামিল দেশে সমগ্র বৃক্ষ উপদংশ ও বিযাক্ত জন্তু দংশনাদিতে ব্যবহার হয় । ইহা স্ফাণ্ডারণ বলকারক । ইহাব পত্র সেবন করিলে মূত্র বিরেচক গুণ প্রকাশ পায় । মেঃ জে উড্ বলেন যে, ইহাব পত্রের অরিষ্ট ব্যবহার করিলে সোণামুখীর ন্যায় বিরেচক ক্রিয়া দর্শায় । ডাং পল্‌নী এণ্ডি বলেন যে, ইহার পত্রের সার একটীঃ কলসিহের সমগুণকারী । ইহার ক্রিয়া বিশেষ-রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা বঙ্গীয় চিকিৎসক মাত্রেই কর্তব্য ।

প্রয়োগরূপ ।

দাদমর্দনের মলম । দাদমর্দনের পত্র কুট্টিত ও মোমের মলম সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে । এই মলম দিনে ২।৩ বার দাদের উপর মর্দন করিতে হইবে ।

দারচিনি, গুড়ত্বক ।

লরেন্সী জাতীয় সিনেমোম জিলানিকম নামক বৃক্ষের তরুণ শাখাব বন্ধলের অভ্যন্তরংশ । ভারতবর্ষ, সিংহল জাভা প্রভৃতি স্থানে জন্মে । ইহাতে একরূপ বারী তৈল, কিঞ্চিৎ ট্যানিক এসিড ও সিনামিক এসিড আছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । স্বগন্ধি, উত্তেজক, আগ্নেয় ও বায়ুনাশক । ইহাতে অল্প সংকোচক গুণও আছে । জর্ম্মণ দেশীয়

চিকিৎসকেরা ইহাকে জরায়ু সংকোচক বলেন এবং রজসাধিক্য রোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উদরাময় অধীর্ণ উদরাধান ও আধানশূলে ইহা ব্যবহৃত হয়। তিভ্র, বিরেচক ও সংকোচক ঔষধের দুর্গন্ধনাশ ও স্নেহজন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। বমন ও বিবমিষা নিবারণার্থ ইহার ফাণ্ট বিশেষ উপকারক। জরায়ু পেশীর ক্ষীণতা বশতঃ প্রসব বিলম্ব হইলে ইহা অরিষ্ট্র এক ড্রাম মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করিলে জরায়ু সংকোচন হইয়া প্রসবের সহায়তা করে। দন্তক্ষতে দন্তগহ্বর মধ্যে ইহার তৈল এক বিন্দু প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

চূর্ণের মাত্রা ২—১০ রতি।

প্রয়োগরূপ ।

দারচিনির জল । দারচিনি কুট্টিত ১০ ছটাক, জল ১০ সের। ৫ সের চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে প্রযোজ্য।

দারচিনির অরিষ্ট । দারচিনি স্থূল চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচা, সুরা দশ ছটাক। সপ্তাহ তিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম। উত্তেজক ও বায়ুনাশক মিশ্র সহযোগে ও সংকোচনার্থে ব্যবহার্য।

দারচিন্যাদি চূর্ণ । দারচিনি, ছোট এলাচ বীজ ও গুগ্গী প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক। পৃথক পৃথক স্থূল চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ২—৮ রতি।

দারচিনির তৈল । চুয়াইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। সিংহল দ্বীপ হইতে ইহার তৈল আমদানি হয়। সদ্য স্নাত তৈল পীতবর্ণ, কিন্তু পুরাতন হইলে লোহিত বর্ণ হয়। মাত্রা ১—৫ মিনিম। এই তৈল শঙ্খদেশে মর্দন করিলে শিরঃপীড়া নিবারণ হয়।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

দারচিনি মূতা ধনে ও এলাচ বা দারচিনি, মূতা ও আমলকী চূর্ণ জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে মুখ বিগুন্ধি ও অরুচি নিবারণ হয়।

দারচিনি এলাচ ও তেজপত্র, এই তিনের সম্মিলনকে ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি এবং তৎসঙ্গে নাগেশ্বর থাকিলে চাতুর্জাতক কহে।

দারুহরিদ্রা ।

অপর নাম—দার্বি, রসত, রসাজন ।

বার্বিরিডী জাতীয় বার্বেরিস এসিয়াটিকা, বার্বেরিস লিসিয়ম ও বার্বেরিস য়ারিষ্টেটা নামক বৃক্ষের শাখা, কন্দ ও খণ্ডীকৃত মূল হইতে এক প্রকার জলীয় সার প্রস্তুত হয়, তাহাকে রসত বা রসাজন কহে । আর উক্ত বৃক্ষের কাষ্ঠকে দারুহরিদ্রা বলে । ইহার মূলের স্বক অধিক শুণশালী । এই বৃক্ষ হিমালয় পর্বতে জন্মে । নেপালাদি স্থানে পূর্বোক্ত জলীয় সার প্রস্তুত হয় । ইহাতে বারবিরিণ নামক দ্রব্য আছে ।

ক্রিয়া । বলকারক, আগ্নেয়, পর্যায়-নিবারক ।

আময়িক প্রয়োগ । পুৰাতন ও তরুণ চক্ষু পীড়ায় (প্রদাহে) সনানান্ধ ফটকিরি ও আফিং সহ রসতের প্রলেপ ব্যবহারে উপকার লব্ধ হইয়াছে । চক্ষু চতুর্দিকে প্রলেপ দিতে হয় । ডাং ওমানেনসী বলেন যে, রসত ১৫ রতি মাত্রায় দিনে তিন বার ব্যবহার করিলে জ্বর হয় । ইহা সেবনে পাকাশয় প্রদেশে এক প্রকার মূছ উদ্ভাপ অল্পভূত হয় । সবিরাম ও স্বল্পবিরাম অব এবং অরাস্তে দৌর্বল্যে ইহা ব্যবহারে বিশেষ হিতফল দর্শে । প্লীহাজরে হিরাকস সহ ব্যবহারে বিলক্ষণ উপকার হয় ।

প্রয়োগরূপ ।

দারুহরিদ্রার অরিষ্ট । দারুহরিদ্রা মূলের বন্ধল খণ্ডীকৃত ৬হটাক, জ্বরা পাঁচ পোয়া, সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছাকিয়া লইবে । মধ্যে মধ্যে কেবল আলোড়ন করিবে । মাত্রা পর্যায় নিবারণার্থে জ্বর আসিবার পূর্বে ৩—৬ ড্রাম, বলকরণার্থে অর্দ্ধ হইতে ১ ড্রাম দিনে ২।৩ বার সেব্য ।

দারুহরিদ্রার ফাণ্ট । দারুহরিদ্রার মূলের বন্ধল ১ কাঁচা, ক্ষুটত জল ৫ ছটাক । ১ ঘণ্টা পর্যন্ত আবৃত পাত্র মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে দেড় ছটাক ।

দারুহরিদ্রার সার । মূলের বকুল ৭১০ ছটাক, সুরা আড়াই সের । প্রথমতঃ পাঁচ পোয়া সুরাতে উক্ত বকুল ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে, পরে উহা পার্কোলেসন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট পাঁচ পোয়া সুরা ক্রমশঃ সংযোগ করিবে । যে অরিষ্ট হইবে তাহার সুরা চুয়াইয়া ফেলিয়া পরে গাঢ় করিয়া সার প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ৫—১০ রতি ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

দার্বাদি কাথ । দারুহরিদ্রা রসাজন চিরতা বাসক মূতা বিলু-
ণ্ড, রক্তচন্দন ও অর্ক পুষ্পের কাথ মধু সহ সেবন করিলে রক্তপ্রদর রোগ
নষ্ট হয় । চক্রঃ

রসাজ্ঞানাদি চূর্ণ । রসত আতিস ইন্দ্রযব ধাতকীপুষ্প ও শুঠ
চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে । ১০ । ২০ রতি মাত্রায় তুলাষু ও মধু সহ
পান করিলে পিত্তাতিসার ও বেদনা আবোগ্য হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

দারুহরিদ্রা শঙ্খনাভি রসাজ্ঞন লাক্ষা গোময়রস তৈল মধু ঘৃত ও
জ্বক সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া উপদংশে প্রলেপ দিবে । ভাবঃ
হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাজ্ঞন ছাগ হৃৎকে পেষণ করিয়া লেপ দিলে কেশ
উৎপন্ন হয় । ঐ

দারুহরিদ্রা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা নিম্ব বেনারমূল ও পদুকাঠের প্রলেপে
শঙ্খক নামক শিরোরোগ প্রশমিত হয় । ঐ

দারুহরিদ্রা হরিদ্রা চন্দন মঞ্জিষ্ঠা নাগেশ্বর শীতল জল দ্বারা পেষণ
করিয়া প্রলেপ দিলে লুতাবিষ নষ্ট হয় । ঐ

রসত ও কাঁটানটের মূল সমভাগে জল দিয়া বাঁটিয়া মধু সহ সেবন
করিলে রক্তসাধিক্য নিবারণ হয় । সংমেটিঃ মেডিকা

রসত, মধুসহ স্থানীক প্রয়োগ করিলে, জিহ্বার ক্ষত আরোগ্য
হয় ।

রসত হরীতকী মৈন্ধব গৈরিক সমভাগে জল সহ মর্দন করিয়া চক্ষের চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে বেদনাদিন্বেষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

রসত স্তন দুগ্ধে গুলিয়া চক্ষুতে ফোট দিলে দাহ, বেদনা ও জলপড়া নিবারণ হয়। চক্রঃ

দুগ্ধ।

লাটিন ভাষায় ল্যাক ও ইংরাজীতে মিল্ক কহে। গো মহিষ ছাগ মেঘ ও গর্দভাদির দুগ্ধই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহার ক্রিয়া স্নিগ্ধকারক পোষক ও দ্রব্য রেচক। কাঁচা দুগ্ধ গুরুপাক কিন্তু জ্বাল দিলে লঘুপাক হয়। শরীর পরিপোষণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্য যে সমস্ত পদার্থের আবশ্যক, দুগ্ধে তৎসমস্তই আছে তজ্জন্য কেবল দুগ্ধ পান করিয়া মানব দেহ সংরক্ষিত হইতে পারে।

মহিষ দুগ্ধ—মিষ্ট গুরু শীতল নিদ্রাকর ও অগ্নিকর।

ছাগ দুগ্ধ—শীতল গ্রাহী মিষ্ট আগ্নেয়। অতিসার ও ক্ষয়রোগে ব্যবহার্য্য। ছাগ দুগ্ধ ও তণ্ডুলজল একত্রে পান করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

মেঘ দুগ্ধ—লবণাক্ত অতৃপ্তিকর ও দুগ্ধাচ্য।

গর্দভ দুগ্ধ—সহজ পাচ্য, দৌর্বল্য ও মূত্রপীড়ায় ব্যবহার্য্য।

নারী দুগ্ধ—লঘু শীতল পুষ্টিকর বলকর ও চক্ষুষ্য।

গোদুগ্ধ—স্নিগ্ধ, অন্ন রেচক। বালক, বৃদ্ধ, যক্ষ্মা রোগীকে ও মানসিক পীড়া, অজীর্ণ উদরাময় মূত্ররোগ উদরীরোগে পথ্যরূপে ব্যবহার্য্য। ধারোক্ষ দুগ্ধ বিশেষ উপকারী।

দধি—আগ্নেয় শীতল। অতিসার ও গ্রহণীতে উপকারী।

ছানা—দুগ্ধাচ্য বলকর পুষ্টিকর। ইহার সংস্কৃত নাম কিলোটক।

শর—স্নিগ্ধ পুষ্টিকর ও স্নাতক। ইহার সংস্কৃত নাম সন্তানিকা।

নবনীত—বলকর গ্রাহী আগ্নেয়। ক্ষয় কাশ অর্শ বাতব্যাধিতে প্রয়োজ্য।

তক্র—দধির সহিত সিকি জল মিশাইয়া মস্থন করিলে তক্র হয়।
ইহার গুণ—গ্রাহী লঘু শীতল আগ্নেয় পুষ্টিকর বলকর। অতিসার গ্রহণী মেহ উদরীরোগে ও বিষক্রিয়ায় প্রয়োজ্য। জ্বর ক্ষয়কাশ ও বাতব্যাধিতে নিষিদ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ। শোথ নীরস্তাবস্থা অজীর্ণ পাকাশয় ক্ষত, পুরাতন উদরাময় ও বাত ইত্যাদি রোগে হৃন্ধ ব্যবহার্য্য। মধুমেহ রোগে হৃন্ধ আহার ও ঔষধরূপে ব্যবস্থা করিলে উপকার হয়। উগ্র বিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষের উগ্রতা দমনার্থ ও স্নিগ্ধকরণার্থ হৃন্ধ বিশেষ উপযোগী। উদরী ও সার্বাস্ত্রিক শোথ রোগে কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিয়া কিছু কাল থাকিতে পারিলে রোগা-রোগ্য হয়। দেশীয় কবিরাজেরা সচরাচর এইরূপ উপায়ে উদরী রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। রোগীকে লবণ জল প্রভৃতি বন্ধ করিয়া কেবল হৃন্ধ পান করিতে বিধি দিবে, তৎসঙ্গে মানকচূ চূর্ণ সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। আমরা ৩ জন সার্বাস্ত্রিক শোথ-গ্রস্ত রোগীকে কেবল হৃন্ধ সেবন করাইয়া দেড় মাসের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছি। রোগী যত পরিমাণে হৃন্ধ সেবন করিতে পারে তাহা অবোধে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ ।

রসাল।। ঈষৎ অম্লমধুর দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, মধু ১ পল যত ৫ পল, গুণ্ঠি ৮ মাষা, মরিচ ৪ মাষা, লবঙ্গ ২ তোলা ও ছোট এলাচ চূর্ণ ৪ মাষা একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে পরে ছাকিয়া লইবে। অবশেষে মৃগনাভি চন্দন ও কপূর দ্বারা স্নগন্ধিত করিয়া রাখিবে। ইহা সেবনে ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ

ষটতক্র তৈল। সর্জিকাকার গুঠ কুড় মুর্কা লাক্ষা হরিদ্রা

মঞ্জিষ্ঠা ও ষড়্গুণ তক্র সিদ্ধ তৈল মর্দনে দাহনুম্নিত জ্বর প্রশমিত হয়। এ

মহাষটতক্র তৈল । কঙ্কার্থ—রান্না গুঠ কুড় শ্বেতচন্দন হরিদ্রা যষ্টিমধু কালজীরা বেড়েলা লাক্ষা সৈন্ধব অনন্তমূল মূর্কী দেবদারু রোহিতরু, বেনার মূল, সমুদ্র কৈং, রোহিষ [তৃণ বিশেষ] ও বালা, তক্র তৈলের ৬ গুণ দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দনে দাহ শীতাদি সমন্বিত জ্বর নষ্ট হয়। এ •

অষ্টকটুর তৈল । পিপূল মূল ও লক্ষ্মী পাতাকে ২ পল, তক্র ৩২ সের, সর্ষপ তৈল ৪ সের, দধি ৪ সের, একত্রে পাক করিবে। ইহা মর্দনে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ নষ্ট হয়। দধি মছন করিয়া মাখন না তুলিয়া লইলে যে তক্র হয়, তাহাই প্রয়োজ্য। এ

দুরালভা ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় অলহাগিমরোরম নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার শাখা ও সৰ্গটক এবং পুষ্পবৃত্ত অগ্রভাগ সাধারণতঃ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশে জন্মে।

ক্রিয়া। মূত্রকর ও কফনিঃসারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা স্বাস্থ্য সারক তিক্ত, কফ মেদ রক্তপিত্ত কুষ্ঠ কাস তৃষ্ণা বিসর্প বাতরক্ত বমি ও জ্বরহর। দুরালভার কাথ শোষণ করিয়া একরূপ সার প্রস্তুত হয় তাহা বালকদের কাশিতে বিশেষ উপকার করে। ইহা ঈষৎ মিষ্ট ও তিক্ত। এই বৃক্ষের রস মূত্রাঘাতে সেব্য।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

দুরালভাদি কাথ । দুরালভা হরিতকী সৌদাল শাঁস, গোকুর ও পাতরকুচীর কাথ, মধু সহ পান করিলে মূত্রবিবন্ধ ও মূত্রকৃচ্ছ্র সহ বেদনা দাহ নষ্ট হয়। পার্শ্বঃ

ছরালতা কিসমিস, হরীতকী ও পিপুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ইহা বালকের পক্ষে প্রশস্ত। চক্র

দূর্বা ।

নীল ও শ্বেত ভেদে বিবিধ ।

দূর্বাদ্য ঘৃত । ছাগ ঘৃত ৪ সের, তণ্ডুল ছল ১৬ সের, ছাগ ছন্ধ ১৬ সের, ককার্থ—দূর্বা হৃদিপুষ্প পদ্যাকেশর মঞ্জিষ্ঠা শৈলবালুকা চিনি শ্বেতচন্দন বেণার মূল, মূতা রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, একত্রে যথাবিধি পাক করিবে। রক্তবমনে ইহা সেবন এবং নাসিকা, কর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা স্থানীক প্রয়োজ্য। ভাবঃ

শ্বেত দূর্বা মূলের কষায় মধু ও চিনি সহ পান করিলে মূত্র সংরোধ নিবারণ হয়। ঐ

দূর্বা কেণ্ডর পুই পুরাগ কৈবর্তমূতা ও শৈবাল ইহাদের কাথ পান করিলে গুক্রমেহ নষ্ট হয়। ঐ

দূর্বা নলমূল পদ্মকাষ্ঠ নাগেশ্বর বেণারমূল বালা ও পদ্ম, ইহাদের দ্বারা প্রলেপ দিলে পিত্ত ব্রণ ও শোথ নষ্ট হয়। ঐ

নাসা রক্তস্রাবে দূর্বার রস নস্য টানিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

পোষিত দূর্বা সদ্য ব্রণে স্থানীক প্রয়োজ্য।

দেবদারু ।

কোনাইফেরি জাতীয় পাইনস ডিরোডার নামক বৃক্ষের স্তম্ভিক কাষ্ঠ। হিমালয় পর্বতে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে জন্মে। ইহার সংস্কৃত নাম সুরদারু। এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার তার্পিন তৈল প্রস্তুত হয়।

ক্রিয়া ও অ্যাময়িক প্রয়োগ । মূত্রকর শ্বেদজনক বায়ুনাশক।

বিশ্রামের মতে ইহা স্নিগ্ধ তিক্ত উষ্ণ। বিবন্ধ আধুয়ান শূল শোথ
না হিকা জ্বর প্রমেহ পীনস কাস ও কণুনাশক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

দেবদার্বাদি কাথ । দেবদারু বচ কুড় পিপুল গুঠ চিরতা
কটফল মূতা কটকী ধনে হরীতকী গজপিপুল গোক্ষুর ছয়ালভা বৃহতী আতিস
গুলঞ্চ কাঁকড়াশুঙ্গী ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া অষ্টমাংশ
অবশিষ্ট কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সৈন্ধব ও হিঙ্গু সহ সেব্য। ইহাতে
প্রস্রতির শূল কাস জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

দারুচক লেপ । দেবদারু শ্বেতবচ কুড় সুল্ফ হিঙ্গু ও
সৈন্ধব অল্প পিষ্ট করিয়া শূলাধুয়ানযুক্ত উদরে লেপ দিবে। ঐ

দেবদারু বেড়েলা জটামাংসী পেষণ করিয়া বর্জি প্রস্তুত করিবে।
উহাতে ঘৃত মাথাইয়া ও জালিয়া তাহার ধূম পান করিলে শ্বাস নষ্ট
হয়। ঐ

দেবদারু হরিতকী বচ সুল্ফ হিঙ্গু সৈন্ধব ; কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া
শূলযুক্ত উদরে স্বেদোষ প্রলেপ দিবে। ঐ

দেবদারু শ্বেত পুনর্নবা, সজিনা গুঠ ও শ্বেতসর্ষপ কাঁজিতে পেষণ করিয়া
স্বেদোষ করিয়া প্রলেপ দিলে শোথ নষ্ট হয়। ঐ

দেবদারু সজিনা মূল ও অপামার্গ গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া সেবন
করিলে উদরী উপশমিত হয়। চত্রঃ

দ্রোণপুষ্প ।

অপর নাম—গলঘসা, হলকসা ।

লেবিয়েটা জাতীয় লিউকাস বিনিফোলিয়া নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার
মূল পত্র ও পুষ্প ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের মাঠে
বিস্তর জন্মে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রুক্ষ উষ্ণ বাতপিত্তকর ভেদক এবং কফ-
আম কামল শোথ শ্বাস ও কৃমিনাশক ।

মরিচ চূর্ণ সহ দ্রোণপুষ্প রস সেবন করিলে বিষম জ্বর নষ্ট হয় । ভা-
দ্রোণপুষ্প রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে । তাহা ২।৩ রতি
মাত্রায় সেবন করিলে বিষমজ্বর আরোগ্য হয় ।

দ্রোণপুষ্পের রসের অঞ্জন দিলে কামল রোগ উপশমিত হয় । ভাবঃ
এই বৃক্ষের পত্রের রস স্থানীক প্রয়োগে শ্লেষ্মার বেদনা আরোগ্য
হয় । ইহার মূলেরও কফর গুণ আছে ।

ধনিয়া, ধনে ।

অম্বলিফেরী জাতীয় কোবিয়াডম স্যাটাইভম নামক ক্ষুদ্র ওষধি-
পক ফল । ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব প্রদেশেই প্রতি বৎসর ইহা রোপিত
হইয়া থাকে । অপকাবস্থায় ইহার ফলের গন্ধ ভাল নহে, পকাবস্থায়
সুগন্ধি হয় । ইহাতে এক প্রকার বায়ী তৈল আছে, তাহার উপরেই
ইহার সুগন্ধ নির্ভর করে ।

ক্রিয়া । বায়ুনাশক ও সুগন্ধি উত্তেজক । অনান্য ঔষধেব
গন্ধাস্বাদ নিবারণার্থ তৎসহ প্রয়োজ্য ।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা দীপন পাচন রোচক ও গ্রাহী এবং পিত্ত
তৃষ্ণা দাহ বমি শ্বাস ও কৃমির ।

রাত্রিতে শীতল জলে ধনে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল
শর্করা সহ পান করিলে অন্তর্দাহ পিত্তজর ও তৃষ্ণা প্রশমিত
হয় । ভাবঃ

ধান্যাদি পঞ্চক । ধনে বালা বিলু শুঠ মূতা শুঠ অথবা শুঠ
বাদে চারিটা দ্রব্যের কাথ সেবনে আম শূল্ম ও পাচন হয় । এ

ধনে ও শুঠ সিদ্ধ জল অজীর্ণ ও শূল প্রশমনার্থ প্রয়োজ্য । এ

ধনে চূর্ণের মাত্রা ১৫—৩০ রতি ।

ধাতকী পুষ্প, ধাইফুল ।

লিথাসী জাতীয় উড্‌ফর্ডিয়া ফ্লোরিবন্ডা নামক বৃক্ষের পুষ্প । ইহা ভারতবর্ষের পার্শ্বত্যা প্রদেশে জন্মে । শুষ্ক ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । সংকোচক । ইহাতে তৃষ্ণা, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ক্রমি নষ্ট হয় ।

ধাইফুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় রক্তামাশয় রোগে তক্র বা তণ্ডুল জন সহ ও রক্তপ্রদরে মধু সহ প্রযোজ্য । চক্রঃ

ধাতক্যাদি । ধাতকী, কুলপত্র ও কপিথ, মধু সহ সেবনে প্রবাহিকা নষ্ট হয় । ভাবঃ

ধাতকী পুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু ও জঘ্নফল চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে । ইহা দ্বারা ত্রণ অবধূলিত করিলে পুরিয়া উঠে । ঐ

ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, লোধ, গজপিপুল ইহাদের কাথ মধু সহ পান করিলে শিশুর অতিসার নষ্ট হয় । ঐ

ধাইফুল ও পিপুল, আমলকীর রস সহ সেবনে দন্তোদ্বেদ জনিত রোগ নষ্ট হয় । ঐ

ধাইফুল চূর্ণ ক্ষতোপরি ছড়াইয়া দিলে পুষ্ণ পড়া কমিয়াক্ত পুরিয়া উঠে । চক্রঃ

ধূতুরা, ধূস্তুর ।

সোলেনেসী জাতীয় ধূতুরা ষ্যাণ্ডা ও ধূতুরা ফ্যানটুজা নামক বৃক্ষ । ভারতবর্ষের নিম্ন প্রদেশ সমূহে অপর্যাপ্ত জন্মে, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প ভেদে এই বৃক্ষ বিবিধ । ইহার পত্র, মূল ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । ইহার বীজের আবাদ তিক্ত ও কদর্য ।

ইহাতে ডাটুরিয়া বা ডাটুরিণ নামক বীৰ্য্য আছে। ইহা সৰ্ব্ব মতে বেলেডোনার বীৰ্য্য এটু পিনের মত ।

ক্রিয়া । বেদনা-নিবারক, মাদক ও আক্ষেপ-নিষারক । অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে । অধিক মাত্রায় বিষ ক্রিয়া করে । নিষাক্ত করণোদ্দেশে নিষ্ঠান্ন সহ ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বাহ্য প্রয়োগে বেদনা নিবারক । ধূতুরা সেবনে সম্পূর্ণ অজ্ঞানাবস্থা, স্পন্দহীনতা সহ প্রলাপ, শ্বাসকষ্ট ও চক্ষের তারা প্রসারিত হয় । ঔষধার্থে ইহা বেলেডোনার পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

আময়িক প্রয়োগ । শ্বাস কাসে ইহার শুক পত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাঁটার ধূম পান করিলে শ্বাসকষ্ট শীঘ্রই উপশমিত হয় । শ্বেত ধূতুরা অপেক্ষা কৃষ্ণ ধূতুরার ক্রিয়া অধিকতর প্রবল । বিবিধ চক্ষুরোগে চক্ষু-তারা প্রসারণ ও বেদনা নিবারণ কবিয়া উপকার করে । চক্ষুর চতুর্দিকে ইহার সারের প্রলেপ দিবে ও ইহার সার জলে তুলিয়া চক্ষুতে ফেটি দিবে । উন্মাদ, ধলুষ্টংকার, মৃগী ও হৃদম্য শিবঃপীড়ায় ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ উপকারক । সদ্য পত্রের রস ও সৰ্প তৈল একত্রে ব্যত বেদনায় প্রযুক্ত হইতে পারে ।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা জ্বর, কুষ্ঠ, বর্হিকৃমী, কণ্ডু ও ব্রণনাশক । ইহার পত্রের ফাঁটের দ্বারা স্বেদ দিলেও বেদনা উপশমিত হয় ।

মাত্রা । পত্র চূর্ণ অৰ্দ্ধ ইহাতে ১ রতি । শুক পত্র ও ডাঁটা ধূম-পানার্থে ৫—১৫ রতি । ইহা অপেক্ষাও কম মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য ।

প্রয়োগরূপ ।

ধূতুরার সার । ধূতুরার বীজ ৭৥০ ছটাক, অত্যাঙ্গ জল ৫ গের । উক্ত বীজকে ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জলেতে ভিজাইয়া অগ্নির স্নিকটে ঢাকিয়া রাখিবে । পরে ঐ বীজ সকল জল হইতে তুলিয়া কুট্টিত করণাস্থর

পুনর্বার ঐ জলে প্রক্ষেপ করিয়া পাক করিবে, অর্দ্ধাবশেষ হইলে ছাকিয়া মুছ সস্তাপে শোষণ করিয়া সার প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৫ হইতে ৫ রতি। ইহা একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনার পরিবর্তে ব্যবহার্য্য। ডাং ব্লাকলক বলেন যে, এই সার ১ রতি মাত্রায় ব্যবহার করায় একটা যক্ষ্মা রোগীর খাস কষ্ট অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছিল। ডাং বিডিও এইরূপ বলিয়াছেন। এই সার ৪ ভাগ মোমের মলমের সহিত মিশাইয়া বাত বেদনায় মালিশ কর্তব্য।

ধূতুরার অরিষ্ট । ধূতুরার বীজ স্থূল চূর্ণ ৫ কাঁচা, সুরা ১০ ছটাক। সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১০—২০ মিনিম। ডাং ওয়ারিং এই অরিষ্ট লডেনমের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা সেবন করিতে করিতে যদি চক্ষুর তারা প্রসারিত হয় তবে ইহা সেবন বন্ধ করিবে। এই অরিষ্ট ২০ মিনিম, অর্দ্ধ রতি অহিক্ষেণের সমতুল্য।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ধূস্তুরাদ্য তৈল । ধূতুরা, অপামার্গ ও মানকচূর ক্ষার কাথ এবং নাগেশ্বর, সৈন্ধব লবণ ও ধূনার কক দ্বারা তৈল পাক করিবে। ইহা ব্যবহারে ইন্দ্রলুপ্ত ও বাতরক্ত নষ্ট হয়।

উন্মত্ত তৈল । ধূস্তুর বীজ ও মানকচূর ক্ষার, জল দ্বারা বিপক কটু তৈল মর্দনে পাদদারী নষ্ট হয়। ঐ

ধূস্তুর তৈল । কটু তৈল ৪ সের, ধূতুরার রস বা কাথ ১৬ সের, কন্ধার্থ—ধূতুরাপত্র ১ সের, যথারীতি পাক করিবে। ইহা ব্যবহারে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ ও শিরোরোগ নষ্ট হয়। ঔঃ রত্না

মহাকনক তৈল । কটু তৈল ৪ সের, ধূতুরা পত্রের রস ৪ সের, পুনর্নবা রস ৪ সের, নিসিন্দাপত্র রস ৪ সের, দশমূল্যের কাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, বক্রণ ছালের রস ৪ সের। কন্ধার্থ—গুঠ মরিচ সৈন্ধব পুনর্নবা কাঁকড়াশুঙ্গী বহুবীর ছাল, পিপুল, গজপিপুল প্রত্যেকে ৪ তোলা

যথাবিধি পাক করিবে। ইহার দ্বারা শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ঐ

স্বল্প জ্বরাক্ষুশ রস । পারদ গন্ধক বিষ (কাষ্ঠ) ও ঠাণ্ডা পিপুল মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, ধূতুরার বীজ ২ ভাগ, লেবুর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। জ্বরের সহিত কাসি ও সর্দি থাকিলে প্রয়োজ্য, পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য। রসেস্রসার

উন্মাদ গজাক্ষুশ রস । পারদ ২ তোলা, যথাক্রমে ধূতুরা পত্র রসে, জল ও পিপুলের রসে এবং কুঁচিলার রসে তিন দিন উর্দ্ধপাতন করিয়া পরে ২ তোলা গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বল্প পুট দিবে। পশ্চাৎ উহার সহিত ধূতুরা বীজ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বিষ ২ তোলা মিশ্রিত ও জল সহ মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে ইহা মধু সহ সেবনে উন্মাদ রোগ নষ্ট হয়। ঔঃ রস

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ধূতুরা পত্রের রস, পারদ সহ মিশ্রিত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে যুকা বিনষ্ট হয়। ভাবঃ

ধূতুরা পত্রের কল্ক ও রস দ্বারা পাচিত তৈল মর্দনে যুকা প্রভৃতি বহিস্থ কৃমি নষ্ট হয়। ঐ

ধূতুরা সেবনে মত্ততা উপস্থিত হইলে চিনি মিশ্রিত ছন্ধ পানে তাহা নিবারিত হয়। ঐ

ধূতুরার মূল, ছন্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবনে জন্ম বিষ নষ্ট হয়। ঐ

ধূতুরার পাতা ও হরিদ্রার প্রলেপে স্তনের বেদনা ও ক্ষীণতা উপশম হয়। ঐ

ধূতুরা পত্র রস ও আফিং একত্রে মর্দন করিয়া লেপ দিলে স্থানীক বেদনা ও ক্ষীণতা নষ্ট হয়।

শ্বেত ধূতুরার মূল, ছন্ধে সিদ্ধ করিয়া ঘৃত ও গুড় সহ সেবনে উন্মাদ রোগ নষ্ট হয়। ঔঃ

ধূস্তর বীজ আদ ছটাক, সৰ্পপ তৈল অৰ্দ্ধ সের, সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। ইহা মর্দনে বাত বেদনা আরোগ্য হয়।

ধূনা, রজন, রাল ।

শাল বৃক্ষের ধুনাকে রাল ও তার্পিন তৈল চুয়াইয়া লইলে পর যে ধূনা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে রেজিন কহে। ইহার ধূম স্নগন্ধ, তজ্জন্য ভারতবর্ষে বিস্তর ব্যবহার হইয়া থাকে।

ত্রিফা। সংকোচক, বালকদের উদরাময়ে ধূনা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে ভাবপ্রকাশ উপদেশ দেন। মাত্রা ৩—৫ রতি। ইহা গুরু তিক্ত কষায় এবং বিসর্প জ্বর ত্রণ ভগ্ন, অগ্নিদগ্ধ ও শূল্যতিসার নাশক। বিবিধ মলম প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে। বাহ্যিক প্রয়োগে উত্তেজক।

প্রয়োগরূপ ।

ধূনার পলস্ত্রা। ধূনা ২ ছটাক, মুদ্রাশঙ্খ পলস্ত্রা ১৫ ছটাক, কঠিন শাবান ১ ছটাক। মুদ্রাশঙ্খ পলস্ত্রাকে মুহু সস্তাপে গলাইবে, পরে ধূনা ও শাবান দিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে।

ধূনার মলম। ধূনা ৪ ছটাক, পীতবর্ণ মোম ২ ছটাক, মোমের মলম ৮ ছটাক, মুহু সস্তাপে একত্রে গালাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে, পরে শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত অনবরত নাড়িবে। বিবিধ প্রকার ক্ষতে প্রযোজ্য।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ধূনা, সৈন্ধব চূর্ণ, ঘৃত ও মধুসহ পাদদারী বা পাকাটায় লাগাইবে। ভাং মোম মনঃশিলা ঘৃত গুড় গুগ্গলু ধূনা গেরিমাটী দ্বারা লেপ দিলে পাদক্ষূটন (ফাটা) আরোগ্য হয়। ঐ

নথী ।

সচরাচর পাকতৈলের গন্ধদ্রব্যের মধ্যে ইহা লাগে। ইহা ঘূতে ভাজিয়া ও চূর্ণ করিয়া তৈলে দিতে হয়। ঘূতে ভাজিবার পূর্বে কেহ উহা এইরূপে বিশোধিত করিতে অনুমতি দেন। “মহিবীর বিষ্ঠা, তেঁতুলপত্র গোময় বা মৃত্তিকার সহিত নথী জলে সিদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঘূতে ভাজিয়া গুড় মিশ্রিত হরীতকীর জলে নিষিক্ত করিলে উহা বিগুণ্ড হয়। ”

নাগেশ্বর, নাগকেশর ।

গটাকেরী জাতীয় মেসুয়া ফেরিয়া নামক বৃক্ষের পুষ্প। ইহা শুকা-
বহায় ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া । কষায় উষ্ণ রুক্ষ লঘু, আম পাচক এবং অরু কণ্ডু তৃষ্ণা শ্বেদ ছর্দি হ্রাস দৌর্গন্ধ কুষ্ঠ বিসর্প ও কফপিত্তনাশক। ভাবঃ । ইহার পুষ্প ও পত্র সর্পবিষের প্রতিবিষ বলিয়া খ্যাত আছে। ইহা সংকোচক ও আশ্লেয়। চূর্ণের মাত্রা ৫—৩০ রতি, মাখম সহস্রসেব্য। অর্শরোগে ইহা দ্বারা উপকার হয়। ইহার পুষ্প চুয়াইয়া একরূপ আতর প্রস্তুত করে, তাহাকে নাগেশ্বরের আতর বা তৈল কহে। ইহা দ্বারা পাঁচড়া আরোগ্য হয়।

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

নাগেশ্বর মাখম ও চিনি একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে রক্তার্শ রোগে উপকার দর্শে। শাসঃ

নাগেশ্বর তক্রসহ পেষণ করিয়া তিনদিন সেবন করিলে শ্বেতপ্রদর রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

নাগেশ্বর পুষ্প চূর্ণ, শত ধৌত পুরাতন ঘূতসহ মিশ্রিত করিয়া পায়ে লাগাইলে পাদজ্বালা নিবারণ হয়। চক্রঃ

নারিকেল ।

পালম্বেরী জাতীয় কোকস হুসিফেরা নামক বৃক্ষের ফলাভ্যন্তরস্থ শস্য । বঙ্গদেশের সাগরতীরস্থ প্রদেশ সমূহে অপরিখ্যাপ্ত জন্মে । ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহা জন্মে না । এই বৃক্ষের সকল অংশই প্রয়োজনে লাগে ।

ইহার ফলের শাঁস হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায় । ইহা কিছুদিন থাকিলে দুর্গন্ধ হইয়া যায় । এই তৈল মলমাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে । এই তৈল কেশবর্দ্ধন, রক্ষণ ও কোমল করণার্থ ব্যবহৃত হয় ।

ক্রিয়া । শাঁস--পোষক, বস্তিশোধক, শুক্ল, হৃদ্য । ডাং থিয়ো-ফাইলস টমসন বলেন যে, ইহার তৈল কডলিভর অয়েলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে । ডাং গারডও ঐ মতের সপক্ষতা করেন । ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ উৎপত্তি হইতে পারে । ইহার শাঁস নিঃসৃত সদ্য দুগ্ধ ১—৪ ছটাক মাত্রায় যক্ষ্মাদি রোগে ব্যবহারে উপকার দর্শে । ডাং শর্ট ইহা ব্যবহারে সফল লাভ করিয়াছেন । অধিক মাত্রায় এই দুগ্ধ বিরূপক হয় । ডাং উড উজ্জনা ইহা ক্যাষ্টর অয়েলের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে অনুমোদন করেন । অপক্ক নারিকেলের জল বিসৃটিকা ও জ্বরের তৃষ্ণা নিবারণার্থ দেওয়া যাইতে পারে । বমন নিবারণের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী । নারিকেলের কোমল শাঁস পিত্তজরে প্রযোজ্য । স্পক্ক ফলের শাঁস সহজে জীর্ণ হয় না । আয়ুর্বেদ মতে ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহার হয় । এই বৃক্ষের মূল মূত্রপীড়ায় প্রস্রাব বৃদ্ধি করণার্থ প্রয়োজিত হয় । ইহাব পত্রের ছাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । ইহাতে অধিক পরিমাণে পটাশ থাকে । এই বৃক্ষের সদ্য রস শৈত্যকর ও মূত্রকর ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নারিকেল খণ্ড । স্পক্ক নারিকেল শস্য ৩২ তোলা, ৮ তোলা

ঘূতে অল্প ভাজিবে, পরে নারিকেলের জল ৪ সের, চিনি অর্ধসেব দিয়া পাক করিবে । পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া ধনিয়া, পিপুল, মূতা, বংশ-লোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে অর্ধ তোলা চূর্ণ, শুভ্রতক তেজপত্র ছোট-এলাচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১ মাষা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১—৪ তোলা । ইহাতে অগ্নিপিত্ত, পরিণাম শূল, বমি, অরুচি ও ক্ষয় নষ্ট হয় । ভৈঃ রত্নাঃ

বৃহৎ নারিকেল খণ্ডঃ। সুপক্ক নারিকেল শস্য সূক্ষ্ম পেষিত ২ সের, নিষ্কুলীকৃত কুম্মাণ্ড শস্য ৪ সের, অর্ধসের গব্য ঘূতে ভাজিবে, পরে গব্য ছক্ক ১৬ সের, চিনি ৪ সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, সুপক্ক হইলে নামাইবে । শীতল হইলে ছোট এলাচ, ধনে, আমলকী, ক্ষেত-পাপড়া, মূতা, বালা, বেনার মূল, রক্তচন্দন, ডাফা, পানিফল, কেশুর, দারচিনি, তেজপত্র, কপূর প্রত্যেকে ৪ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে নাড়িবে পরে নূতন মৃৎপাত্রে রাগিবে । মাত্রা ২—৪ তোলা । যথাবল প্রাতঃকালে সেবনীয় । ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত, রক্তপিত্ত অরুচি, বাতরক্ত, পাণ্ডু, ক্ষয় ও পরিণাম শূল নষ্ট হয় । ইহা বিশেষ বল-কারক, পুষ্টিকারক ও কামোদ্দীপক । ভাঃ

নারিকেল ক্ষার । জলপূর্ণ নারিকেল মধ্যে সৈন্ধব লবণ পুরিয়া ও মুখ বন্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন ও শুষ্ক করিবে, পরে তাহা গোময়ের অগ্নিতে পোড়াইবে । পরে উহা ভাস্কিয়া নারিকেল শস্য সহ লবণ চূর্ণ করিবে । ইহা পিপুল চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার পরি-ণাম শূল নষ্ট হয় ।

নিম্ব, নিম্ব ।

মিলিয়েসী জাতীয় যাজ্ঞাডিরেক্টা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ । ভারতবর্ষের মল্ল প্রদেশেই প্রায় জন্মে ।

ইহার মূল, পত্র, বকুল, পুষ্প ও ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । ইহার বকুলে দুই প্রকার বীৰ্য্য আছে যথা র‍্যাজাডিরাইন ও মার্গোসিন । বিশুদ্ধ বীৰ্য্য এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই । ডাং পিডিংটন অনেক যত্নে সলফেট অফ র‍্যাজাডিরাইন ও ডাং কর্ণিস সলফেট অফ মার্গোসিন এবং সলফেট অফ সোডা সংযুক্ত লবণ বাহির করিয়াছিলেন । এতদ্বিন্ন ক্যাটেকিণ্ নামক এক প্রকার কষায় বীৰ্য্য আছে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকারক, পর্য্যায়-নিবারক, সংকোচক । মূলের বকুল ক্রিমীনাশক । সুপক নিষফল হইতে এক প্রকার স্থায়ী তৈল পাওয়া যায় । বৃক্ষে বকুল হইতে এক প্রকার গর্দ পাওয়া যায় । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষে ছিদ্র করিয়া দিলে এক প্রকার শর্করা মিশ্রিত রস বাহির হয়, তাহা হইতে আসব প্রস্তুত হইতে পারে । ইহার পত্র বাটিয়া পুলটাস রূপে প্রয়োগ করিলে বিবিধ প্রকার ক্ষত আরোগ্যোন্মুখ হয় । বাগিতেও এতদ্বারা উপকার হয় । পত্রের কাণ দ্বারা ক্ষত ধৌত করিলে উপকার দর্শে । ইহার তৈলও ক্রিমীনাশক এবং দৃষ্ট ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োজ্য । বাত, আক্ষেপিক পীড়া ও সূর্য্যোত্তাপজনিত শিরঃপীড়ায় এই তৈল মর্দন করিলে উপকার হয় । কুষ্ঠাদি চর্ম্মপীড়ায় ইহার তৈল ব্যবহারে সফল লব্ধ হইয়াছে । সিনকোনাব পরিবর্তে নিষবকুল ব্যবহার্য্য । ইহা দ্বারা পর্য্যায়-জ্বর আরোগ্য হয়, যোগাস্তেব দৌর্ব্বল্যেও ইহা উপকারক । অর্শরোগে নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা দ্বারা উপকার হয় । যথা—নিষফল, নিষমূল ও জাঙ্গীহরীতকী এক সের, জামের রসে ভিজাইয়া রাখিবে, তিন দিবসের পর অগ্নি সস্তাপে শুষ্ক করিয়া খদির ও নিষ আঠা সমভাগ লইবে ও সকল দ্রব্যের অর্দ্ধেক রক্তচন্দন চূর্ণ লইয়া থলে মর্দন করিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে । প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এক এক বটিকা গব্য ঘূতের সহিত সেব্য ও বলীর মুখে স্থানীক প্রয়োজ্য । এইরূপ এক মাস ব্যবহার করিলে অর্শরোগ ভাল হয় । ডাং সি ম্যাকনামারা ইহার শুষ্ক পত্রের জলীয় সার কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন । বিবিধ চর্ম্ম রোগে নিষপত্র ও কাঁচা হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া গাত্রে মাখিলে উপকার হয় ।

ভাবপ্রকাশ বলেন—ইহার পত্র নেত্ররোগের উপশম কারক, কৃমি পিত্ত ও বিষনাশক, বাতল এবং অরুচি ও কুষ্ঠাদি চর্ম্ম রোগঘ্ন । নিম্বফল তিক্ত, কুষ্ঠঘ্ন, গুণ্ণ, অর্শ, কৃমি ও মেহনাশক । বকুল কটু তিক্ত । তৃষ্ণা, কাশ জ্বর, অরুচি, কৃমি, ব্রণ, পিত্ত কফ নাশক ।

ঘোড়া নিম বা মহানিম । তিক্ত কষায়, গ্রাহী । বাত, পিত্ত, হৃদি, কুষ্ঠ, হল্লাস, প্রমেহ, অর্শ, শ্বাস, গুণ্ণ ও মূষিক বিষনাশক ।

বকুল চূর্ণের মাত্রা ১০—২০ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

নিম্ব বকুলের কাথ । নিম্ব বকুলের আভ্যন্তরিকাংশ ১ ছটাক, পরিষ্কৃত জল ১৫ ছটাক । ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা পর্য্যায় নিবারণার্থ ১—২ ছটাক, বলকরণার্থ অর্দ্ধ হইতে ১ ছটাক । ইহা শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য মদ্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা উচিত ।

নিম্ব বকুলের অরিফ্ট । নিম্ব বকুল ৫ কাঁচা, সূরা দশ ছটাক । সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১—২ ড্রাম ।

নিম্বের তরল সার । নিম্ব বকুল শুষ্ক চূর্ণ ৮ ছটাক, পরিষ্কৃত জল যথা প্রয়োজন, সূরা অর্দ্ধ ছটাক । বকুলকে পাঁচ পোয়া জলে দুই দিবস ভিজাইয়া রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে আলোড়ন করিবে । পরে পার্কেলেশন যন্ত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ জল দিতে থাকিবে, যে পর্য্যন্ত না বকুল অসার হয় । তৎপরে উক্ত ফাণ্টকে ১৬০ তাপাংশের অনধিক সম্ভায়ে ক্রমশঃ গাঢ় করিয়া দশ ছটাক হইলে একবার ছাকিয়া লইবে, দেড় ছটাক পরিমাণ হইলে নামাইবে, শীতল হইলে সূরা সংযোগ করিবে । মাত্রা ১০—৩০ মিনিম ।

নিম্বপত্রের পুলটীস । সরস পত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের সহিত বাটিয়া বস্ত্র খণ্ডে করিয়া লাগাইবে, ইহার সঙ্গে তণ্ডুল চূর্ণ দিলে অনেক সময় ক্ষতের বিশেষ উপকার হয় । অন্ন অন্ন উষ্ণ করিয়া পুলটীস দিবে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

পঞ্চ নিম্বকাবেলহ । হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুঠ, পিপুল ধরিচ, ব্রক্ষী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতা, বিড়ঙ্গ, বরাহী কন্দ (অভাবে চামার-খালু) লৌহ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজী, সোঁদাল, শর্করা, কুড়, ইন্দ্রযব ও আকনাদি চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, খদির অশন নিম্ব কাথে ভাবনা দিবে; নিম্ব পুষ্প, ফল, পত্র, ত্বক ও মূল প্রত্যেকে ২ ভাগ চূর্ণ, ভৃঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিবে। পরে উভয় চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে, মধু সহ সেবা। ইহাতে কুষ্ঠ ও বিবিধ প্রকার চর্ম রোগ এবং প্রমেহ, প্রদরাদি আরোগ্য হয়। ভাব:

নিম্বাদি কাথ । নিম্বছাল, ক্ষেপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কটকী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, বেনার মূল, আমলকী, বাসক ও ছুরালভার কাথ শর্করাগ্নিত করিয়া পান করিলে জ্বর বীসর্প সংযুক্ত মস্তুরিকা নষ্ট হয়। ঐ

নিম্বাদি স্নাত । গোমুত্র, স্নাতের চতুর্ভুজ নিম্বপত্রের কাথ ও কন্ধার্থ নিম্ব ও ক্ষুদ্র সোঁদাল গাছের পত্র দিয়া পাক করিবে। ইহা অর্দ্ধ গল মাত্রায় সেবন করিলে পদ্বিনীকণ্টক রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পঞ্চ তিত্ত স্নাত । নিম্বছাল, পটোল পত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসক ছাল প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; স্নাত ৪ সের, ত্রিফলার কন্ধ মিলিত ১ সের দিয়া যথারীতি পাক করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার চর্ম পীড়া আরোগ্য হয়। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ২ তোলা। চক্র:

পঞ্চনিম্ব । নিম্বের পত্র, মূল, ত্বক, পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহা স্নাত, মধু, গোমুত্র, জল, আমলকীর রস বা ছন্ধ সহ এক বৎসর ধরিয়া সেবন করিলে সর্ষ প্রকার কুষ্ঠ (চর্মরোগ) আরোগ্য হয়। ভৈ: রস্না:

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিবোগ ।

নিম্বের পাতা কাজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরের দাহ নিবারিত হয়। ভাব:

নিম ছাল, পটোলপত্র, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, মূতা ও কুটজের কষায় পানে বিষম জ্বব নষ্ট হয়। এ

নিম্বপত্র রস, মধু সহ সেবনে কৃমিঘ্ন হয়। এ

নিম, ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরিদ্রা প্রত্যেকে ৫ রতি, জল ১৬ গুণ দিয়া কষায় প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, পামা, রক্তমণ্ডল প্রভৃতি চর্ম্ম রোগ নষ্ট হয়। এ

নিম্বপত্র ও তিল সম ভাগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শোধন হয়। চক্রঃ

নিম্বপত্র, তিল, দস্তী, ত্রিবৃং, টৈস্কব ও মধুর প্রলেপ দুই ত্রণ শোধনার্থ দিবে। ভাবঃ

নিম্বপত্র ও আমলকী ঘৃত সহ সেবনে শীতপিত্ত, উদর্দ, কোষ্ঠ, কণ্ঠ নষ্ট হয়। এ

নিম্বপত্র ৮ ভাগ, হরীতকী ১ ভাগ, আনলকী ১ ভাগ, হরিদ্রা অর্দ্ধ ভাগ একত্রে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা ৪ মানা পরিমাণে জল সহ সেবন করিলে বাহ্যভ্যন্তর ফিরিঙ্গী (গরমি) রোগ নষ্ট হয়। এ

নিম্বপত্র, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, নীল সূঁদিপুষ্প দ্বারা সিদ্ধ তৈল মুখ পাক হয়। এ

নিম্বীল্য, নিম্বালী ।

অপর নাম—নিম্বল, কতক, পর প্রসাদ ।

লোগেনিয়েসী জাতীয় স্ট্রীকনস্ পোটেটোরম নামক বৃক্ষের ফল। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের পর্বত ও অরণ্যে জন্মে। ইহার কাষ্ঠ শক্ত ও বহুদিন স্থায়ী বিধায় গৃহাদি নির্মাণার্থ প্রয়োজিত হয়। পক ফলের শস্য কোন কোন স্থানে ভক্ষণার্থ ব্যবহৃত হয়। এই বৃক্ষের সমগ্র অংশ বিষহীন। সুপক্ক বীজ শুষ্ক করণানন্তর অপরিষ্কার জল বিশুদ্ধ করণার্থ ব্যবহৃত হয়। দ্বিখণ্ডিত বীজ এক কলসী পরিপূর্ণ জলে খানিক ক্ষণ ঘসিলে উক্ত জল শীঘ্রই পরিষ্কার হয় এবং অবিশুদ্ধ পদার্থাদি অধঃপতিত হয়। জল

রাখিবার হাঁড়ীর অভ্যন্তর ভাগে ইহার বীজ 'ঘসিয়া' তৎপরে তাহাতে জল ঢালিয়া খানিক ক্ষণ রাখিলে উহা বিশোধিত হয়। ডাং পেরেরার মতে ইহাতে যে আলবুমেন ও কেজিন থাকে, তদ্বারা জল পরিষ্কৃত হয়।

ক্রিয়া । দক্ষিণ ভারতবর্ষে চিকিৎসকেরা ইহার বীজ বমন করণার্থ ব্যবহার করেন। ডাং এনিসলিও ইহার বমনকারক গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার বীজ চূর্ণ মধু সহ স্ফোটিকা দিতে স্থানীক প্রয়োগ করিলে পুষ্টিগোপাদন বৃদ্ধি হয়। ডাং কার্কপার্ট্রিক বলেন যে, ইহা প্রমেহ ও মধুমেহে ব্যবহাবে উপকার দর্শে।

ইহার বীজ মধুতে অন্ন কপূর সহ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে লাগাইলে অশ্রু-স্রাবাধিকা নিবারিত হয়। জল ও সৈন্ধব লবণ সহ ইহার বীজ ঘসিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুর আভ্যন্তরিক ক্ষীণতা উপশমিত হয়। সঙ্গত মেটিং মেডি:

নিশাদল ।

ইংবাজীতে ইহাকে ক্রোয়াইড অব এমোনিয়ম বলে। বাজারে সচরাচর পাওয়া যায়। ব্যবহারার্থ বাজারের নিশাদল ক্ষুটিত জলে দ্রব করিয়া ছাঁকিয়া একটি মালসায় রাখিয়া দিবে, দানা বাধিলে তাহা ও নীচে খেতবর্ণ ন্যস্তি পড়ে তাহা লইয়া শুষ্ক করিয়া বোতলে রাখিবে। মাত্রা ২—১০ রতি।

ক্রিয়া । পরিবর্তক, শোধক, স্রাবণ-ক্রিয়া-বর্দ্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ । শিরঃশূল রোগে ইহা প্রয়োগে উপকার দর্শে। অন্যান্য প্রকার স্নায়ুশূলও ইহা দ্বারা উপকার হয়। 'যকৃতের পীড়া' ইহা অনন্ত মূলের কাথ সহ ব্যবহারে সফল উপলব্ধি হইয়া থাকে। যকৃতের পীড়া জনিত উদরীতে ইহা অপামার্গ কাথ সহ প্রযোজ্য। ফুসফুস, পাকাশ-য়াদি হইতে রক্তস্রাব হইলে কাঁজির সহিত ইহা সেবন করাইতে ডাং ওয়ারিং উপদেশ দেন। পুরাতন বাত রোগে, কাসিতে ইহা ব্যবহারে উপকার পাওয়া গিয়াছে। আঘাত লাগিয়া কোন স্থান থেংলাইয়া গেলে

পুলটাস সহযোগে নিশাদল স্থানীক প্রয়োগ করিলে আশু প্রতীকার হয় । নিশাদল ২ ছটাক, সোরা ২ ছটাক, জল পাঁচ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিলে উত্তম শৈত্য মিশ্র প্রস্তুত হয় এবং তাহা বাহ্য প্রদাহে স্থানীক প্রয়োগ করা যায় । বাগি বসাইবার জন্য নিশাদল অর্দ্ধ তোলা, জল ১ ছটাক দ্রব করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিবে ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, নিশাদল চূর্ণ ও আত্র শুক্রিকা চূর্ণ (চূণ) একত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহার গন্ধ নাকে শুকিলে শিরোবেদনা নষ্ট হয় ।

নিসিন্দা ।

অপর নাম—নিগুণ্ডী, সিন্দুবার ।

ভার্বিনেসী জাতীয় ভাইটেকস নিগুণ্ডো ও ভাইটেকস ট্রিফোলিয়া নামক দ্বিবিধ বৃক্ষ । ভারতবর্ষে নানা প্রদেশে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । শোষক, বেদনা-নিবারক, মূত্র-কারক, রজঃ-নিঃসারক, বলকর ও জ্বরঘ্ন । এই বৃক্ষের মূল ও পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত কষায়, কটু, কেশ্য ও নেন্দ্র হিতকর । ইহাতে শূল, শোথ, বায়ু, কৃমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্মা ও জ্বর নষ্ট হয় । আয়ুর্বেদ মতের বিবিধ ধাতু ষটিত ঔষধের ভাবনা দিতে ইহার পত্রের রস ব্যবহার হয় । ইহার পাতা স্থানীক প্রয়োগে বেদনা, ক্ষীততাদি সত্ত্বর বিদূরিত হয় । বাতবেদনা ও মুক-প্রদাহে ইহার পাতার রুটী প্রস্তুত করিয়া জ্বলন্ত অবস্থায় বাধিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয়, দিনে ২৩ বা ৪ বার করিয়া উক্ত রুটী পরিবর্তন করা আবশ্যক । এই বৃক্ষের পত্রের ফাট প্রস্তুত করিয়া উহার বাষ্প শরীরে লাগাইলে জ্বর, শর্দি ও বাতরোগ আরোগ্য হয় । ডাঃ এনিস্‌লী বলেন যে, ইহার গুক পত্রের ধূমপানে শিরঃপীড়া ও শর্দি উপশমিত হয় । ইহার গুক ফল কৃমিনাশক । ইহার মূল ও পত্রচূর্ণ পালা জরে ব্যবহার হয় । জ্বর সহ তৃষ্ণা থাকিলে ইহার পুশ্ণ মধু সহ প্রয়োজ্য । শর্দি ও

শিরঃপীড়া উপশমার্থ ইহার পত্রের বালিশ ব্যবহার্য্য। ইহার মূলের ত্বক ১।২ রতি ও গোটা কতক আতপ চাউল একত্রে সপ্তাহ সেবন করিলে ইঁপানি কাশির উপকার হয়। ইহার পত্রের রস স্থানীক প্রয়োগ করিলে ক্ষতস্থ কীট ও স্রাব নষ্ট হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নিওঁণ্ডী তৈল । সমূলপত্র নিসিন্দা কুট্টিত করিয়া রস বাহির করিবে, এই রস ও তৎসম তিল তৈল একত্রে সিদ্ধ করিবে। ইহাতে নাড়ী-ব্রণ, দ্রষ্ট ব্রণ, পামা ও অপচী নষ্ট হয়। চক্রঃ

নিসিন্দা পত্রের কাথ, পিপুল চূর্ণ সহ কফজ ক্ষরে পান করিবে। ভাবঃ

নীল, নীলিনী ।

লিগিউমিনেসী জাতীয় ইণ্ডিগোফেরা টিংটোরিয়া নামক বৃক্ষ। পত্র ও মূল ব্যবহার্য্য। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । পরিবর্তক ও মুত্রকারক। ভাব-প্রকাশের মতে রেচক, তিক্ত, কেশ্য। ইহাতে উদর, প্লীহা, বাতরক্ত, কফ-নিল, আমবাত ও উদাবর্ত নষ্ট হয়। ত্রিফলা, নীলপত্র, ভৃঙ্গরাজ, লৌহ চূর্ণ, মেঘ মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কেশে মাখাইলে উহা কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পুরাতন যক্ষ্ম-প্রদাহে ইহার পত্র পরিবর্তক হইয়া উপকার করে। ডাং দে বলেন, ইহার মূলের কাথ অগ্ন্যরী রোগে ব্যবহৃত হয়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে ইহার পাতা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। পত্র না পাওয়া গেলে নীল বড়ী দেওয়া যাইতে পারে। উহার সঙ্গে কেহ কেহ সোরা মিশ্রিত করিয়া দিতে বলেন।

পটল ।

কিউববিটেসী জাতীয় টুকোসাঙ্কিস ডাইরোইকা নামক ক্ষুদ্র লতা, ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব জনপদেই ইহার চাষ হয় ।

ক্রিয়া ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ । ইহার স্থূলাকার মূল অতি উগ্র বিরেচক । ডাঃ কানাঠলাল দে ইহা ইলিটেবিয়মের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে অমুমোদন করেন । ইহার ক্রিয়া যেরূপ উগ্র তাহাতে ইহা বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করা কর্তব্য । ইহার অপক ফলের সুরাবাদিত মার প্রস্তুত করিয়া ১৥০ হইতে ২৥০ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিরেচন হয় । ইহার মূল চূর্ণের মাত্রা ৩—৪ রতি । ইহাব পত্র জ্বর, বলকর ও কুমিনাশক । অপক ফলের রস মৃদু বেচক ও শীতল । পটোলপত্র ও ডগা রোগান্তে দৌর্ভল্যে সুপথ্য । ইহার ফল সচরাচর তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয় । অপক ফলের রস আয়ুর্বেদীয় বিবিধ ঔষধে অমুপান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

পটোলাদি কাথ । পটোল পত্র, ধনে, যব, যষ্টিমধুর কাথ, মধু সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে পিত্ত জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা প্রশমিত হয় । ভাবঃ

পটোলাদি চূর্ণ । পটোল মূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, কামলা, হরীতকী বহেড়া, আমলকী প্রত্যেকে ২ তোলা, দারচিনি ও নীল বৃক্ষের মূল প্রত্যেকে ৩ তোলা, ত্রিফল ৪ তোলা, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১০—৩০ রতি, গোমূত্র সহ সেব্য । বিরেচনের পর লঘু পথ্য দেওয়া কর্তব্য । ইহাতে সকল প্রকার উদরী, পাণ্ডু, কামলা ও শ্বশ্ব নষ্ট হয় । চক্রঃ

পটোলাদি তৈল । পটোল পত্রের কষায় ও কঙ্ক দ্বারা কটু তৈল পাক করিবে । ইহা প্রয়োগে দৃষ্করণ আরোগ্য হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুক্তিযোগ ।

পটোলপত্র, অনন্তমূল, মতা, আকনাডি ও কটুকীব কাথ পানে বিষম-জ্বর নষ্ট হয় । ঐ

পটোল পত্রের রস স্থানীক মর্দনে ইক্ষুপুংগ রোগ নষ্ট হয় । এ

পটোল পত্র, গুলঞ্চ, মূত্রা, বনযমানী, বাসক, শুঠ, ধনে ও চিরতার কাথ মধু সহ পান করিলে বিবিধ জ্বর নষ্ট হয় । এ

পটোল, নিম্ব, জম্বু, আত্র ও মালতীর নব পল্লবের কষায় মুখ রোগে কবল করিবে । এ

পটোলপত্র, ত্রিকলা, নিম্ব, হরিদ্রার কাথ পানে শিশুর ক্ষত, বীসর্প বিক্ষোভ ও জ্বর শান্তি হয় । এ

পদ্ম, কমল ।

নিম্বিফেমী জাতীয় নিলুবিয়ম স্পিসিয়োজম ও নিম্বিলেটস ইত্যাদি জনক গাছেব পত্র, পুষ্প, বীজকোষ, মৃণাল প্রভৃতি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতভূমিতে দেবার্জনার জন্য পদ্ম পুষ্প ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, যেহেতু, নীল ও বক্তবর্ণ ভেদে ইহা ত্রিবিধ ।

লিম্বি লেটসকে কুমুদ । লিম্বিষ্টলেটাকে নীলোৎপল, ইহার পরি-
বর্ত্তে এক্ষণে স্তম্ভিপুষ্প ব্যবহৃত হইয়া থাকে । লিম্বি কৃত্রাকে রক্তকমল
কহে ।

ক্রিয়া । পত্র—ত্বিম, তিক্ত কষায়, দাহ, তৃষ্ণানাশক এবং মূত্রক্কছু
রক্তপিত্ত ও মলদ্বারের ব্যাধিনাশক । পদ্মবীজকোষ—তিক্ত, কষায়, মধুর
ত্বিম । মৃণ বৈশদ্যকর, শীতল, লঘু, দূষ্য ও গ্রাসক । রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ
রক্তার্শ, বিষ, শোথ নাশক । মৃণাল—শীতল, বৃষ্য, পিত্তদাহ নাশক, স্বাদু
স্তনা, সংগ্রাহী, মধুর । পদ্মপুষ্প—শীতল, বলা, মধুর, কফপিত্তজিৎ, তৃষ্ণা
দাহ বিক্ষোভ ও বীসর্প নাশক । ভাব:

ইহার মূলে যেতসার থাকায় অনেক স্থানের লোকে খাটয়া থাকে ।

কোমল পদ্ম পত্র শর্করা সহ সেবন করিলে গুদভ্রংশ জন্মে না । পদ্ম পত্র শুক ও চূর্ণ করিয়া রাখিবে । ভাবঃ

জরে অত্যন্ত দাহ হইলে পদ্ম পত্রের উপর শয়ন করিলে অনেক সময় উহার আতিশয্য নিবারিত হয় । মৃণাল ও রক্তচন্দন বা আমলকী বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারণ হয় । চক্ষুঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

উৎপলাদি শ্রিতাম । কুমুদ, হৃদি রক্তকঞ্চল, পদ্মের মূল ও মৃণাল এবং যষ্টিমধুর কাথ পানে তৃষ্ণা, গাত্র দাহ, বমন, আভ্যন্তরিক যন্ত্র হইতে রক্তস্রাব, গর্ভাবস্থায় জরায়ু হইতে রক্তস্রাব হইলে উপশমিত হয় । ভাবঃ

মহাপদ্মক তৈল । পদ্মকেশর, যষ্টিমধু, কুল, পদ্মকাষ্ঠ, হৃদিপুষ্প প্রত্যেকে ৫ পল, বেড়োলা, কিংশুক, রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৫ পল লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে । তৈল ৪ সের, কাঁজি ৪ সের ও ককার্থ—লোধ, কাকোলী বেনার মূল, জীবক, আমলকী, নাগেশ্বর, কাটমল্লিকা, লীতাকন্তুরী, তেজপত্র পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, প্রপৌণ্ডরিক, কালীয়, মেদ, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম প্রত্যেকে ৪ তোলা, মঞ্জিষ্ঠা ৮ তোলা দিয়া যথারীতি পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত প্রশমিত হয় । এ

মৃণালাদ্য তৈল । মৃণাল, হৃদি মূল, কুমুদ মূল, অনন্তমূল, বালা নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, খেতচন্দন, চিরতা, পদ্মবীজ, কেওর, পটোল, কটকী শ্যামালতা, ভদ্রমুতা, ক্ষেপাপড়া, বাসক ; ককার্থ—তৃণ মূলের রস এবং তৈলের বিশুদ্ধ হুয় দিয়া তৈল পাক করিবে । ইহাতে পিত্ত বোগ নষ্ট হয় । এ

পদ্মকাষ্ঠ ।

দক্ষিণ ভারতবর্ষে জন্মে । ইহা বীষপ, দাহ, বিস্ফোট, গুল্ম, রক্তপিত্ত, বমি ও তৃষ্ণানাশক, গর্ভ সংস্থাপক, রুচ্য । ভাবঃ

পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেপাপড়া, মূতা, জাতী, জীবক, রক্তচন্দন, বালা, যষ্টিমধু ও নিষের কাথ পানে রক্তজীবন নষ্ট হয় । এ

পদ্মকাদি তৈল । পদ্মকাষ্ঠ, সূঁদি, কল্লার, মৃণাল, বিষ, কুড়, কুমুদ উশীর, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, গৈরিক, কটফল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, লোধ খেজুরের মাতি, আমলকী ও শতমূলীর কাথ ও কক্ক দ্বারা এবং লাক্ষারস হুন্ধ, গুজ্জ, মস্ত ও কাজিক দ্বারা তৈল পাক করিবে । ইহা মর্দনে দাহ জ্বর নষ্ট হয় । লাক্ষা রসাদি তৈলের সমান দিবে । এ

খড়াকপদ্মক তৈল । পদ্মকাষ্ঠ, বেনাবমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রার কাথ এবং মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাকোলী ও চন্দনের কক্ক দিয়া তৈল পাক করিবে । ইহাতে বাত রক্ত নষ্ট হয় । এ

পরুষক, ফলসা ।

ইহার ফল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কাঁচাবস্থায় ইহা কষায়, অন্ন, পিত্ত-কর ও লঘু । পক হইলে মধুর, হৃদ্য, বৃংহণ, পিত্ত দাহ, রক্ত জ্বর ক্ষয় ও বায়ুনাশক । ভাবঃ

পরুষক ঘৃত । বলাড়ুমুর, আমলকী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতাবরী ও কেণ্ডুরের কাথ, ভূমিকুস্মাণ্ডের রস, ঘৃতের চতুর্গুণ হুন্ধ এবং কক্কার্ণ উভয় প্রকার পরুষক, দ্রাক্ষা, গাস্তারী ও দেবদারু দিয়া যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে । ইহা সেবনে বাতরক্ত, ক্ষতক্ষীণ, বীসর্প ও জ্বর নষ্ট হয় । এ

পলাশ, কিংশুক ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় বুটিয়া ফ্রাণ্ডোজা নামক বৃক্ষ । ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্য প্রদেশে জন্মস্থান । এক্ষণে বঙ্গদেশেরও অনেকস্থানে রোপিত

হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাকে ধাক বলে। ইহার পুষ্প উজ্জল লালবর্ণ ও দেখিতে অতি সুন্দর। বসন্তকালে ইহার পুষ্প হয়। এই পুষ্প হইতে উত্তম গীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয়। ইহার বকুল হইতে একপ্রকার গদ বাহির হয়, তাহা কাইনোর পরিবর্তে ব্যবহার্য। গ্রীষ্মকালে বৃক্ষের বকলের উপর অস্বাভাব করিলে একপ্রকার লালবর্ণ তরল পদার্থ বাহিব হইয়া থাকে, পরে উহা ক্রমশঃ গাঢ়, কঠিন ও পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে অধিক পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে।

ক্রিয়া ও আনয়নিক প্রয়োগ। ইহার গদ সংকোচক। নানা প্রকার উদরাময়ে ২।৪ রতি মাত্রায় ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাওয়া গিয়াছে। বাহ্য প্রয়োগেও ইহা সংকোচক। ইহার বীজ ক্রিমীনাশক। অন্যান্য ক্রিমিনাশক ঔষধের সঙ্গে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অত্যন্ত অজীর্ণ হইলে ইহার মূলবকুল উপকার করে। ডাং অসওয়াল্ড বলেন ইহার বীজ ব্যবহারেব পূর্বে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া উহার বহিরাবরণ পৃথক করিবে, পরে ভিতরের শস্য গুড় ও চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ইহা ১০ রতি মাত্রায় উপর্যুপরি তিন দিন, তিনবার করিয়া ব্যবহার করিবে। চতুর্থ দিবসে এরও তৈল দ্বারা বিরেচন করাইবে, পরে ইহাতে ক্রিমি নির্গত হইবে। ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহার দ্বারা কখন কখন বিরেচন হয়, আবার কাহাববা বমন হইতে পারে, অতএব সাবধানে ব্যবহার করা কর্তব্য।

প্রয়োগরূপ।

অহিফেনযুক্ত পলাশ গঁদচূর্ণ। পলাশ গঁদ চূর্ণ ১২।০ তোলা, অহিফেন চূর্ণ দশ আনা, দারচিনি চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা. ৫—১০ রতি। ইহার ১০ রতিতে অর্দ্ধ রতি অহিফেন আছে।

আয়ুর্বেদীয় মুক্তিযোগ ।

পলাশবীজ, ত্রিবৃৎ, পারশীক যমানী, কামিলা, বিড়ঙ্গ, পুরাতন গুড়, চিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তক্র সহ সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

পলাশের কচিপাতা কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জ্বরের দাহ নিবারিত হয়। ভাবঃ

পলাশবীজ ও মধু সেবনে কৃমি নষ্ট হয়। ঐ

পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ ও ইন্দ্রযব চূর্ণ একত্রে সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয়। ঐ

পলাশক্ষার ও জল সিদ্ধ দ্রুত পানে রক্তগুণ্ড্য নষ্ট হয়। ঐ

পলাশক্ষার জলে, গিপুল চূর্ণ ভাবনা দিয়া সেবন করিলে মীহা, গুণ্ড্য, অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। ভাবঃ

পলাশের ক্ষার, হরিতাল প্রত্যেকে ১ তোলা, শঙ্খলব্ধ ৩ তোলা, কদলী মূল বা আকন্দপত্রের রসে মাড়িয়া ৭ বার লেপ দিলে লোমযুক্ত স্থান নিরোম হয়। শাস্ত্রঃ

বভ্রচন্দন ১ ভাগ, সৈন্ধব ২ ভাগ, পলাশ গাঁদ ৪ ভাগ একত্রে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। ইহা স্থানীক প্রয়োগ করিলে গুত্র ও অশ্ম নামক চক্ষু রোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

পলাশের ক্ষার বিবিধ ঔষধে ব্যবহার হয়। ইহা গোড়াইয়া ক্ষার প্রস্তুত করিতে হয়।

পাটলা, পাটলী, পারুল ।

বিগুনোনিয়েসী জাতীয় ষ্ট্রিসপার্মম সতিয়োলেক্স-নামক বৃক্ষ। ইহার মূল ও বকুল ব্যবহার্য্য। ইহার পুষ্প হয়, তাহা দেখিতে ঘোর লালবর্ণ ও সুগন্ধ। বঙ্গদেশে জন্মে। এই ফুল জলে ভিজাইয়া রাখিলে জল সুগন্ধ হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । তিক্ত, ত্রিদোষশয়, অরুচি, শ্বাস শোণ, ছদ্দি, হিক্কা ও তৃষ্ণাহর । ইহার পুষ্প কষায়, মধুর, হিম, হৃদয় এবং পিত্তাতিহার, হৃৎকণ্ঠ, রক্তপিত্ত ও হিক্কানাশক । ইহার মূল দশমূলের একটি অঙ্গ । এই পুষ্প বাটিয়া মধু সহ সেবন করিলে হিক্কা নিবারণ হয় । ইহা বক্ষার প্রস্তুত করিয়া, তাহা বাহ্য প্রয়োগে ও অন্যান্য ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

পাথরকুচী, পাষণভেদ, পাথরচূর ।

বঙ্গদেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা হিম, তিক্ত, কষায় বস্তিশোধনকর ও ভেদক । ইহাতে অৰ্ণ শূল্য, মূত্রকৃচ্ছ, হৃৎকণ্ঠ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণ নষ্ট হয় ।

পাথরকুচী, যব, কুশ, কাশ, শর, উলু, ইক্ষুমূল, শতমূল, গুগগুল ও হরীতকীর কষায় গুড় সহ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ নষ্ট হয় । ভাব:

পাথরকুচী, এলাচ, শিলাজতু, পিপুল, শশার বীজ, সৈন্ধব লবণ ও কুঙ্কম চূর্ণ তণ্ডুল জল সহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ নিবারণ হয় । ঐ

শিলোদ্ভেদাদি তৈল । পাথরকুচী, এরণ্ড, শমী, শাল্মলী, পূর্ণবা শতমূল ইহাদের রসে নিদ্ধ তৈল দ্রব সহ পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয় । ঐ

পাষণ ভেদাদ্য স্নাত । পাথরকুচী, আকন্দ, গজপিপুল, অশ্ব-স্তক, (আবুটা পশ্চিম দেশে খ্যাত) শতমূলী, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, ব্রাহ্মী, নীলবিষ্ঠী, কাঞ্চন, বেনায় মূল, শরমূল, গুলঞ্চ, শোণাক, বরুণ, যব, কুলথ, কুল, কতকফল (নিম্বালী) উদ্ধাদিগণ ইহাদের কাথে স্নাত পাক করিবে । ইহাতে অশ্মরী রোগ শীঘ্র নষ্ট হয় । উদ্ধাদিগণ যথা—ক্ষার মৃত্তিকা, সৈন্ধব লবণ, শিলাজতু, পুষ্পকাসীস, ধাতুকাসীস, হিঙ্গু, তুঁতে । ভাব:

পান, তাম্বুল ।

পাইপিরেসী জাতীয় পাইপের বিটল নামক লতার পত্র । ভাবতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় ইহা জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । লালগ্রন্থির উদ্ভেজক ও পাচক । ইহার পত্রের রস দেশীয় কবিরাজেরা বিবিধ ঔষধের সহ পানকপে ব্যবহাব কবিয়া থাকেন । ইহা সেবন করিলে স্বর্ভি বা শীতাদ রোগ জন্মিতে পারে না । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা ক্রচা, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, বল্য, রক্তপিত্তকর, লঘু এবং শ্লেষ্ম, আস্য দৌর্গন্ধ, বাত ও শ্রমাপহ । রাত্র্যন্ধ রোগে ইহার রস ২।৪ ফোটা সন্ধ্যাকালে চক্ষের ভিতরে ঢালিয়া দিবে, ক্ষণকাল পরেই পরিক্ষাব শীতল জল দ্বারা চক্ষু পরিষ্কার করিবে । এইরূপ ২।৩ দিন করিলেই প্রায় রাত্র্যন্ধ বোগ আরোগ্য হয় । আমরা ২।৩ টী রোগীকে এই উপায়াবলম্বনে আবোগ্য করিয়াছি । শর্দি ও কালি প্রভৃতিতে পানে তৈল মাখাইয়া ও উহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে বিশেষ উপকার হয় । যকৃতের রক্তাধিক্য রোগেও এই প্রক্রিয়ায় উপকার দর্শে । পানের পাতা গবম করিয়া স্তনে বাঁধিয়া রাখিলে দুগ্ধস্রাব হ্রাসিত হয় । পান ক্ষতের উপর লাগাইয়া রাখিলে ক্ষতের অবস্থা সুস্থ হইয়া আরোগ্যোন্মুখ হয় । পান জলে ভিজাইয়া শব্দদেশে লাগাইয়া রাখিলে শিরোবেদনা উপশমিত হয় । পানের বোটার অগ্রভাগে একটু কলিচূর্ণ লাগাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্কুদ ও আঁচলির উপরে ঘর্ষণ করিলে ক্ষণকালের মধ্যে অর্কুদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । পানের বোটেয় তৈল মাখাইয়া ও উহা জ্বলন্ত গরম করিয়া শিশুদের মল-দ্বাবে অল্প ক্ষণ দিয়া রাখিলে দাস্ত হয় ।

পানিকল, সিঙ্গেড়া, শৃঙ্গাটক ।

ওনাগ্রিয়েসী জাতীয় ট্রাপা বিম্পাইনোকা ও নেটাক্স নামক জলজ লতাব-
কল

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা হিম স্বাদু গুরু, বৃষা, কষায়, গ্রাসী, শুষ্ক গনিল শ্লেষ্মপ্রদ এবং রক্তপিত্ত, দাহনাশক । পাণিফল, কেশুর, পদ্ম, মূতা, টেণবাল হৃদি ও কুর্দম বস্ত্রের মধ্যে করিয়া লেপ দিলে পিত্তরক্ত বীসর্প রোগ নষ্ট হয় । কচি পাণিফল লঘু ও শীতল, তজ্জনা জ্বরাদি রোগে পথ্য রূপে প্রযোজ্য । সুপক ফলের শাঁস চূর্ণ, সাণ্ড ও ট্যাপিয়োকোর পরিবর্তে রোগীদের পথ্যার্থ বিশেষ উপযোগী । কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু, ইহার ফলের উঁটা রং করিতে ব্যবহার হয় ।

পারদ, পারা, রস ।

উৎকৃষ্ট পারদেব বহির্ভাগ দেনিতে দ্বিপ্রহরের সূর্য্যোব ন্যায় এবং অভ্যন্তর ভাগ ক্ষিৎ নীলবর্ণ । পীতাত খেত বা অন্যান্য বর্ণের পারদ ঔষধার্থে অপ্রযোজ্য । সচরাচর যেক্রপ পারদ দেশীয় কবিরাজেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাতে রাং, সীসা, প্রস্তর প্রভৃতি অবিগুহ্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে । পারদ অবিগুহ্যবস্থায় প্রয়োজিত হইলে বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয় । অতএব উহা ব্যবহারের পূর্বে বিশোধিত করিয়া লওয়া কর্তব্য ।

কবিরাজেরা বিবিধ উপায়ে পারদ বিশোধন করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কয়েক প্রকার এস্থলে লিখিত হইতেছে । পারদ প্রথমতঃ ইষ্টক চূর্ণ ও পান বা রসুনের রসে মর্দন করিয়া পরে চারি পুরু কাপড়ের মধ্যে বাধিয়া দোলাঘন্ত্রে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত মুহু অগ্নিতে পাক করিবে । শীতল হইলে জল দ্বারা ধৌত করিবে, পরে সূর্য্যোস্তাপে শুষ্ক করিয়া লইবে । আমরা সচরাচর নিম্ন লিখিত উপায়ে পারদ শোধন করিয়া থাকি । প্রথমে রসুনের রসে এক দিবস পারদ ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ইষ্টক চূর্ণ, গৃহ ঝুল ও হরিদ্রা চূর্ণ (পারদের সমভাগ) দ্বারা মর্দন করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে । কেহ কেহ রসুনের রসের পরিবর্তে পানের রস বা আমরুলের রস দিয়া থাকেন ।

হিস্তুলকে উর্দ্ধপাতন করিলে যে পারদ বাহির হয়, তাহা সর্ক্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে তাহা ব্যবহার হইয়া থাকে । উহার বাহির করার প্রক্রিয়া হিস্তুল বর্ণনা কালে লিখিত হইয়াছে ।

যদ্যুগ্ধ বলি জারিত পারদ নিম্ন লিখিত উপায়ে প্রস্তুত করিতে হয় । একখানি মৃৎপাত্রে অল্প গন্ধক ছড়াইয়া দিয়া তদপরি পারদ ঢালিয়া দিবে, পরে উক্ত পাত্র বালুকাময়্যোপরি রাখিয়া উত্তপ্ত করিবে, গন্ধক গলিতে আরম্ভ হইলে সাবধানে অল্প অল্প করিয়া উহাতে গন্ধক ছড়াইয়া দিতে হইবে । এইরূপে পারদেব ভয় গুণ গন্ধক দিবে, যখন সমস্ত দ্রব্য গলিয়া তৈলবৎ হইবে, তখন অবিলম্বে উক্ত পাত্র অগ্নি হইতে নামাইয়া রাখিলে উহা জন্মিয়া যায় । শীতল হইলে উহা ভাঙ্গিয়া পারদ বাহির করিয়া লইবে । এইরূপ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত রস (পারদ) সর্ক্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । কিন্তু সচরাচর কবিবাজেবা এক্ষণে এই উপায় দ্বারা পারদ বিশোধন কবেন না ।

শোধিত পারদ বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শোধিত পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যাবৎ পারদ নিশ্চল না হয়, তাবৎ মর্দন করিবে । ইহাতে উহার বর্ণ কৃষ্ণ হইবে । ইহার নাম কজ্জলী, বিবিধ ঔষধের সঙ্গে সচরাচর ব্যবহার হয় ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ত্রিফলা চূর্ণ সহ, পারদ তিন দিন মর্দন করিলে উহার সর্বদোষ বিনষ্ট হয় । আকন্দপত্র, রক্তচিতা, সর্ষপ ও বৃহতীর কাথ দ্বারা পারদ তিন দিন মর্দন করিলে সর্বপ্রকার মলদোষ বিমোচিত হয় । ঘৃত কুমারীর রস ও হরিদ্রা চূর্ণ দিয়া এক দিন মর্দন করিলে পারদ বিশুদ্ধ হয় ।

স্বর্ণমাক্ষিক ও পারদ অর্কপত্র রসে নিশ্চল না হওয়া পর্য্যন্ত মর্দন করিবে, তৎপরে বিদ্যাধর বা ডমরু যন্ত্রে বাখিয়া উর্দ্ধ পাতন করিবে ।

অধঃপাতন । ত্রিফলা, সজ্জিনা, চিতা, সৈন্ধব লবণ ও রাইসর্ষপ দ্বারা পারদ যাবৎ নিশ্চল নাহয় তাবৎ মর্দন করিবে । পরে উর্দ্ধ পাত্রে নিম্ন ভাগে উক্ত পারদ লেপিবে । অবশেষ একটি গর্তের মধ্যে জলপূর্ণ হাঁড়ি

বাথিয়া উক্ত ঔষদ লেপিতপাত্র তহপরি রাখিয়া উপরে ঘুঁটের অগ্নি জালিয়া দিলে পারদ অধঃপাত্তিত হইয়া নিচের হাঁড়ির জলমধ্যে পড়িবে।

রসমারণ বিধি । ধূমসার (ঝুল) পারদ, গন্ধক ও নিশাদল সমভাগে লইয়া লেবুর রসে এক প্রহর মর্দন করিবে। পরে কাচকুপীতে বিনিক্ষেপ করিয়া উহা বস্ত্র দ্বারা মুড়িয়া লেপ দিবে, উহার মুখও খোলা রাখিবে না। তৎপরে অধঃ সচ্ছিন্ন হাঁড়ীর মধ্যে উক্ত কাচকুপী সংস্থাপন করিয়া হাঁড়ি বালুকাপূর্ণ করিবে। অবশেষে উহা চূরীতে বন্ধাইয়া শনৈঃ শনৈঃ জ্বাল দিবে এবং ক্রমে ক্রমে জ্বাল বৃদ্ধি করিবে। এইরূপে ১২ প্রহরে পারদ ভস্ম হয়। শীতল হইলে পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উর্দ্ধস্থ গন্ধক তাগ করিয়া অধঃস্থ মৃত পারদ গ্রহণ করিবে।

অপামার্গ বীজ দ্বারা মুষাযুগ্ম প্রস্তুত করিয়া তৎসংপূটে যজ্ঞডুমুর রস দ্বারা পিষ্ট পারদ রাখিবে। দ্রোণপুষ্প, বিড়ঙ্গ ও গুয়েবাবলা চূর্ণ উহার অধঃ ও উর্দ্ধে দিয়া ঢাকিয়া দিবে, পবে উহা মুন্মুষা সংপূটে রাখিয়া পোড় দিবে, এইরূপে পারদ ভস্ম হয়। কিম্বা যজ্ঞডুমুরের রসে পারদ কিঞ্চিৎ বিমর্দন করিবে এবং যজ্ঞডুমুরের হৃৎ ও হিং একত্রে মিশ্রিত করিয়া মুষাযুগ্ম প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে পারদ রাখিবে, উহা আবার মুন্মুষা সংপূটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে, ইহাতেও পারদ ভস্ম হয়।

পানের রসে পারদ ঘর্ষণ করিয়া কর্কট কন্দের মধ্যে পুরিবে, পরে তাহা মুন্মুষা সংপূটে রাখিয়া গজপুটে পোড় দিবে। ইহাতে পারদ ভস্ম হয়।

সিন্দূর রস । শুদ্ধ পারদ ৪ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ২ ভাগ লইয়া কজ্জলী করিবে। মৃত্তিকা ও বস্ত্র অর্ধ কুট্রিত করিয়া কাচকুপী ৩ বার লেপন ও শুদ্ধ করিবে, তৎপরে কাচকুপীতে উক্ত কজ্জলী নিক্ষেপ করিবে। অবশেষে বালুকাযন্ত্রে অবিরাম ৪ দিন পাক করিবে। তৎপরে কাচকুপীর উর্দ্ধ সংলগ্ন সিন্দূর সদৃশ রস গ্রহণ করিবে। ইহার গুণ—কৃমিঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, বীৰ্য্যকর, জ্বরপহ, বৃষ্য ও অন্যান্য বিবিধ রোগনাশক।

পারদের প্রধান ক্রিয়া পরিবর্তক। অন্যান্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিবিধ রোগে ব্যবহার হয়।

পীত বেড়েলার পত্রের রস সহ অর্দ্ধ তোলা পারদ হস্ততালুতে মর্দন করিবে । মর্দন করিতে করিতে পারদ অদৃশ্য হইলে হস্ততালুতে অগ্নির স্বেদ দিবে । এইরূপ ৭ দিন করিলে ফিরিস্কী বোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নবজ্বরহর বটী । পারদ, গন্ধক, কাট বিষ, শুট, পিপুল, মরিচ, হবিতকী, বহেড়া, আমলকী ও দস্তী বীজ সমভাগে গ্রহণ করিয়া দ্রোণপুষ্প রসে মর্দন করিয়া এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা তরুণ জ্বরে সেব্য । ভাবঃ

তরুণ জ্বরারী । পারদ, গন্ধক, কাটবিষ ও জয়পালবীজ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে বিরোচন হইয়া জ্বর শাস্তি হয় । চিনির সরবতের সহিত এই ঔষধ সেবন বিধেয় । জ্বর উপশান্ত হইলে পটোলপত্র ও মুগের যুষ পথা দিতে হইবে । ঔষধ

জ্বর ধূমকেতু । পারা, গন্ধক, হিঙ্গুল, সমুদ্র ফেন সমভাগে লইয়া আদার রসে এক প্রহর মর্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণে বটিকা করিবে । ইহা তিন দিন সেবনে নবজ্বর নষ্ট হয় । রসেন্দ্র চিষ্টাঃ

উদক মঞ্জুরী রস । পারদ, গন্ধক, সোহাগাব খই ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, শর্করা ৪ ভাগ ও বোহিত মংসোব পিত্ত ৪ ভাগ লইয়া একত্রে মর্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । আদার রস সহ পিত্ত জ্বরে সেব্য । রসরত্ন প্র

মহাজ্বরাকুশ । পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, ধূস্তরবীজ প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ষপ দ্বিগুণ গ্রিকটু লইয়া আদক বা জম্বীর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

সূর্য্যশেখরী রস । পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, সমভাগ, জয়পাল বীজ পারদের দ্বিগুণ, সৈন্ধব, মরিচ, তেতুল বৃক্ষের বন্ধলের ক্ষার ও শর্করা প্রত্যেকে পারদের তুল্য লইয়া, জম্বীর রসে এক দিন মর্দন করিয়া

২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, উষ্ণোদক সহ সেব্য। ইহাতে বাতশ্লেষ জর নষ্ট হয়। রস গ্র

রবিসুন্দর রস । দুই ভাগ হরিতাল দ্বারা মৃত তাম্র ২ ভাগ, পারদ, গন্ধক ও কাটবিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, রোহিৎ মংস্যের পিত্ত দ্বারা মর্দন করিয়া নিম্বপত্রের রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ রতি, খেত-শর্করা সহ সর্ব জরে ভক্ষণীয়। ভাব

বজ্রকপাট রস । পারদ, গন্ধক, অহিফেন, মোচরস, ত্রিফলা, শুট, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ লইয়া সিদ্ধিপত্র রস ও ভৃঙ্গরাজ রস দ্বারা সাত বার করিয়া ভাবনা দিবা ৩ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুর সহিত প্রাচীন উদরাময় ও গ্রহণী রোগে ব্যবহার্য্য। তৈ রস।

রসপর্পটী । লৌহ পাত্রে মৃত মাখাইয়া তাহাতে গন্ধক ও পারদ সমভাগে ঢালিয়া দিয়া অগ্নির উত্তাপে গালাইবে। পরে গোময়ের উপবে এক খানি কলারপাত রাখিয়া তত্পরি উক্ত দ্রবীভূত পদার্থ ঢালিয়া দিয়া গোময় পূর্ণ কদলী পত্রের গোলক দ্বারা চাপিবে। শীতল হইলে চটিব মত হইবে, গ্রহণী রোগে ব্যবহার্য্য। অনেক সময় ইহার সহিত অন্যান্য ঔষধ ও মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে।

রসপর্পটী । গুড় পারা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া খলে বিমর্দন করিবে অর্থাৎ যতক্ষণ নিশ্চন্দ্র না হয়। এই কজ্জলী বীর্ষ্যবর্দ্ধক ও বল-কারক। নানা অনুপান সহ ব্যবহারে বিবিধ বোগ নষ্ট করে। জ্বাপত্র ভৃঙ্গরাজ ও কাকমাচিব রস দ্বারা পারা শোধন করিবে আর ভৃঙ্গরাজ রসে পেষণ ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গন্ধক শোধন করিবে। ভৃঙ্গরাজ রসে ৩ বা ৭ বার ভাবনা দিবে বা পেষণ করিবে। তৎপরে এইরূপে শোধিত রস ও গন্ধক সমভাগে লইয়া যাবৎ পারদ নিশ্চন্দ্র না হয়, তাবৎ মর্দন করিবে। পরিশেষে নির্ধূম কুলকাষ্ঠের অঙ্গাবে উহা যত্ন সহকায়ে দ্রবীভূত করিবে, পরে তাম্রা মহিনী বা গাভি বিষ্ঠার উপর স্থাপিত কদলী পত্রের পরি ঢালিয়া দিয়া তত্পরি কদলী পত্র দ্বারা পীড়ন করিবে। শীতল হইলে কদলী পত্র হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। এইরূপে

প্রস্তুত রসপর্পটী জ্বরাদি রোগে ১৮টি ভাঁজা জীরক ও অর্দ্ধ রতি হিন্দু সহ সেব্য। প্রত্যাহ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া দশ পর্য্যন্ত করিবে। ২০ দিন পর্য্যন্ত ঔষধ সেবনের নিয়ম। দুগ্ধ মাংস পথ্য। এই ঔষধে জ্বর, অতিসার গ্রহণী, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, প্লীহা ও জলোদর বোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

কালামি রুদ্ররস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মণ্ডুর, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া জলে মর্দন করিয়া ও মুষামধ্যে পুবিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। তৎপরে সমস্ত ঔষধির দশমাংশ মিটেবিষ চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ মাষা, ইহাতে বিসর্প রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার

শ্বাসকুঠার রস। পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, প্রত্যেকে ১ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, ত্রিকটু ৬ ভাগ (মিলিত) একত্রে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে শ্বাস ও জ্বর নষ্ট হয়। রস রত্না

পঞ্চামৃত পর্পটী। গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র আদ তোলা লইয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া একত্রে মর্দন করিবে। পরে লৌহপাত্রে অগ্নির উত্তাপ সংযোগে গালাইয়া পূর্বো-
ল্লিখিত নিয়মে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ২ রতি মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ সেব্য। ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। এই ঔষধ এক সপ্তাহ সেবন করিলে গ্রহণী, অতিসার প্রভৃতি আরোগ্য হয়। গ্রহণী রোগের সঙ্গে শোথ থাকিলে ইহা ব্যবহার সময়ে রোগীকে লবণ জল না দিয়া কেবল দুগ্ধ পথ্য দিবে। ভৈরৱা

মহাগন্ধক রস। পারদ, গন্ধক, জায়ফল, জইতী, লবঙ্গ ও নিম্ব পত্র চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা। পারদ ও গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া এবং অন্ন জল দিয়া গুলিয়া লৌহ পাত্রে অগ্নি সন্তাপে অন্ন উত্ত করিবে, পরে অপরাপর চূর্ণ গুলি উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অবশেষে উহা ঝিহুকের মধ্যে পুরিয়া এবং কদলীপত্র ও কোষ্ঠা দ্বারা বেটন করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিবে। উহা বোজে শুষ্ক করিয়া ঘুটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রতি, বালকদের

উনরামর রোগে প্রযোজ্য। এষ্বাতীত স্ত্রীলোকের স্মৃতিকা রোগ ও পূর্ণ-
বয়স্ক ব্যক্তিদের গ্রহণী ও অতিসার রোগেও উপকার করে। রসেন্দ্র সার

পাণ্ডুসূদন রস । পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পান বীজ ও গুগগুলু
প্রত্যেকে সম ভাগ, ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।
পাণ্ডু ও শোথ শাস্তির জন্য প্রত্যাহ এক এক বটিকা সেব্য, শীতল জল,
অন্ন সেবন নিষিদ্ধ। এ

রসেন্দ্র গুড়িকা । শোধিত পারদ ২ তোলা, লইয়া উহাতে
জয়ন্তীর রস ১ তোলা, আদ্রক রস ১ তোলা দিয়া মর্দন করিবে, পরে
জলকর্ণ ও কাকমাচির রসে এক এক দিন ভাবনা দিবে। আর গন্ধক
৮ তোলা ভূঙ্গরাজ রসে ভাবনা দিয়া গুড় করিবে। পশ্চাৎ পারদ ও গন্ধক
একত্রে মিশ্রিত করিয়া ১৬ তোলা ছাগছন্ধ দ্বারা মর্দন করিয়া ২ রতি
প্রমাণ বটিকা করিবে। অগ্নির উত্তাপে গালাইবে। ইহা দ্বারা
কালি, বম্বা, রক্তাশ্মা, তদুপরি উক্ত দ্রব্য-

চতুশ্মখ । গোলক দ্বারা চাপিবেতাকে ১ তোলা স্বর্ণ ২ মাষা
লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।
রাশির মধ্যে তিন দিন হইয়া বাহিব করিয়া লইয়া ১ রতি প্রমাণ
বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিকা, অম্লপিত্ত,
অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগে বাবহার্য্য। ইহা পুষ্টিকারক
মিত হয়। ভৈরব

চিন্তামণি চতুশ্মখ । স্বর্ণ ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ
১ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা
স্নায়বীয় পীড়া, উন্মাদ, শিরঃশূল, বাধির্ঘা, কর্ণনাদ, জিহ্বার পক্ষাঘাত,
জীরোগ, মূত্র পীড়া, বম্বা ও অরু প্রভৃতি রোগে বাবহার্য্য। ইহা পুষ্টিকারক
আত্মেয় ও বলকর। রসেন্দ্র সার

ষড়গুণ বলিজারিত রসসিন্দূর ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া রসসিন্দূর প্রস্তুত করিবে, পরে উক্ত

রস সিন্দূবের সমান গন্ধক লইয়া পুনর্বার উর্দ্ধপাতন করিবে, এইরূপ ৬ বার। সচরাচর ব্যবহৃত রসসিন্দূব অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ গুণযুক্ত।

স্বর্ণসিন্দূর । স্বর্ণের স্বল্প পত্র ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা একত্রে মর্দন করিয়া উহার সহিত ১২ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে। পবে উহা একটি বোতলের মধ্যে পুরিয়া বোতল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বেঁধে ও কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া বালুকাঘস্বে ১২ গ্রহর পাক করিবে। বোতলের মুখে এক থানি খড়ী দিয়া রাখিবে। শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া উহার গললগ্ন রস গ্রহণ করিবে। ইহাতে বিবিধ বোগ বিশেষতঃ পুতান জ্বর, কাসি, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ও রক্তহীনতা আরোগ্য হয়। বালকের পক্ষেও ইহা হিতকর। সংক্ষিপ্ত মার

সপ্তশালী বটী । পারদ ও খদির প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা, আকরকরা মূল চূর্ণ ১ তোলা, মধু ১১০ তোলা, যাবৎ পারদ নিশ্চল না হয় তাবৎ মর্দন করিবে। পরে ৭টা বটিকা করিবে, প্রত্যহ প্রাতে জল সহ এক একটি বটিকা সেব্য। ইহাতে ফিরিঙ্গি (গরমি) রোগ আরোগ্য হয়। লবণ ও অল্প ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

উপদংশ রৌপ্য কজ্জলী তিন তোলা ও তণ্ডুল চূর্ণ ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৭ বটী করিবে। ইহা দ্বারা ৭ দিন ধূম প্রদান করিবে। ভাব

পারিজাত, পালতে মাদার ।

লিগিউমিনেসী জাতীয় এরিথ্রিনা ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ। বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই জন্মে।

ইহার পত্র ও বকুল জবে ব্যবহার হয়, উপদংশীয় বাগিতে ইহার পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। সন্ধি বেদনায় উক্ত প্রলেপে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার বকুল শ্লেষ্মা, শোথ, মেদ ও কৃমিনাশক। ইহার পত্র পিত্তরোগের ও কণ্ঠ ব্যাধিবিনাশক।

পিত্ত ।

মেঘ, মহিষ, শূকর, ছাগ ও রোহিণী মংসা পিও সচবাচর ঔষধ প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়। ইহার ক্রিয়া ঈষৎ রেচক। বৃষ পিত্তকে গোপচনা কহে।

পিত্তল, পিতল ।

তাম্রা ও বশদ সংযোগে প্রস্তুত হয়। ইহার শোধান, মারণ ও ক্রিয়া কান্দেব সমান।

পিপুল, পিপ্পলী, কণা ।

পাইপিরেসী জাতীয় পাইপার লংগম নামক লতাৰ গুল ফল। ইহার মূলও ব্যবহার হয়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বয়ুনাশক ও শ্লেষ্মণ। ইহাতে এক প্রকার উদারী তৈল, উগ্র রজন ও প্যা বেরণ নামক বীৰ্য্য আছে। পিপুল মূল কটু, উষ্ণ, দীপন ও পাচন। পিপুল, শ্বাস কাস উদর, জ্বর, প্রমেহ, অর্শ, প্লীহা, শূল ও জীর্ণজ্বর প্রভৃতি রোগে ব্যবহার্য্য। সন্ধিতে ইহার চূর্ণ মধু সহ সেবন করিলে উপকার দর্শে। বেদনাযুক্ত স্থান স্থানিক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে ইহার ফাণ্ট প্রসবের পর ফুল নিঃসরণ করণার্থ ব্যবহার হয়। ডাং হারকট বলেন যে, সার্বজ্ঞিক শোথে নিম্ন লিখিত ঔষধ উপকারী। পিপুল ২ ছটাক গোলমরিচ ও শুঠ প্রত্যেকে ১ কাঁচা, সূরা দশ ছটাক সপ্তাহ ভিয়া-ইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১ ড্রাম, দিবসে ২৩ বার সেবা। চূর্ণের মাত্রা ১—৪ রতি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

পিপ্পল্যাদি কথ। পিপুল, পিপ্পলমূল, মরিচ, গজপিপুল, শুঠ, চিত্তে, চই, রেণু ক, এলাচ, রাধুনী, সর্ষপ, হিন্দু, বামনহাটী, আকনাডি, ইজ্জব, জীরা,

খোড়ানিস, মূর্খা, আতিস, কটকী ও বিড়ঙ্গ ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহাদের কাথ সেবনে বাতশ্লেষ্মা, গুন্ম, শূল ও জ্বর নষ্ট হয়। ইহা দীপন ও আম পাচন কর। ভাবঃ

পঞ্চকোল। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে ও গুঠের কাথ বাত শ্লেষ্মা জরূপহ। ঐ

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি কাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে, গুঠ, বচ, আতিশ, জীরা আকনাদি, ইন্দ্রযব, রেণুক, চিরতা, মূর্খা, মর্যপ, মরিচ, কটফল, কুড়, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, কঁাকড়াশৃঙ্গী, আকন্দমূল, গজপিপুল, দুবালভা, যমানি, বন যমানী, কাকজংবা ও হিঙ্গু ইহাদেব সমভাগ লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্মা জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

কণাদি কাথ। পিপুল, গজপিপুল ও খই ইহাদের কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে জরাতিসাবগ্রস্ত রোগীর তৃষ্ণা আঁও নিবারণ হয়। ঐ

পিপ্পল্যাদি কাথ। পিপুল, কটফল, গুঠ, কঁাকড়াশৃঙ্গী, বামনহাটী, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, কটকারী, নিসিন্দা, যমানী, চিতে ও বাসকের কাথ কৃষ্ণ-জীরা চূর্ণ সহ সেবন করিলে কফকাস আরোগ্য হয়। ঐ

বদ্ধমান পিপ্পলী। প্রত্যহ ৩, ৫ বা ৭ টীর হিসাবে বৃদ্ধি করিয়া পিপ্পলী, গোছুর সহ পেষণ করিয়া দশ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিবে। তৎপরে ক্রমশঃ বৃদ্ধির নিয়মাত্মসারে ভ্রাস করিয়া আর দশ দিন সেবন করিবে। এইরূপে বিংশতি দিবস সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু, শ্বাসকাস ও অনি-মান্দ্য নিবারিত হয়। ঐ

চতুভদ্রিকা। কটফল, কুড়, কঁাকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল চূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে কাস শ্বাস জ্বর নষ্ট হয়। ঐ

ত্রিকটুকাদ্য মোদক। ত্রিকটু, ত্রিফলা, আকনাদি, সজিনা মূল, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কটকী, বৃহতী, কটকারী, হরিদ্রা, দাক্ষহরিদ্রা, যমানী, কেরাপুল শালপাণ, আতিস, চিতা, সৌবর্জল, জীরা, হবুয়া ও ধনে প্রত্যেকে ২ তোলা,

মুগ্ধ চূর্ণ করিবে। পরে যবের ছাত্ত ৯৮ পল, ঘৃত ৬ পল, মধু ৬ পল ও তৈল ৬ পল একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা, ইহাতে অতি দারুণ প্রমেহ শীঘ্র নষ্ট হয়। ঐ

ত্রিকটু গুড়িকা। ত্রিকটু, ত্রিফলা, সমভাগ; উভয়ের সমান গুণ্-গুল লইয়া গোক্ষুর কাথে ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া গুটিকা করিবে। মাত্রা অৰ্দ্ধ হইতে এক তোলা। ইহাতে প্রমেহ, বাতরোগ, মূত্রাঘাত ও মূত্রদোষ নষ্ট হয়। ঐ

পিপ্পল্যাদি চূর্ণ। পিপুল, পিপুলমূল, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, চই চিতে, তালিশপত্র ও নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ পল, সচললবণ ৫ পল, মরিচ, জীরা, শুঠ প্রত্যেকে ১ পল, দাড়িম অৰ্কের, অম্লবেতস ২ পল, সমস্ত গুলি চূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি ও অর্শ, গ্রহণী ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

এম্বিকাদি তৈল। পিপুল, পিপুলমূল, চিতা, শুঠ, রান্না ও সৈন্ধব কন্ধার্ব ও মাষকলাই কাথ দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা মর্দনে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়। ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

পিপুল, স্নগন্ধিবচ ও যমানী; তাহুল সহ মুখে ধারণ করিলে শুষ্ক কাস নিবৃতি হয়। তাব:

পিপুল ও ত্রিফলাচূর্ণ সমভাগে, মধু ও ঘৃতসহ লেহন করিলে শ্বাস কাস উপশমিত হয়। ঐ

পিপুল, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, পারিজাত ফল ও শুঠ চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে জ্বরের কাস নিবৃতি হয়। ঐ

পিপুল চূর্ণ দুই আনা হইতে অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় শুড় সহ ১৫ দিন বা একমাস সেবন করিলে শোথ, শ্বাস কাস প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

পিপুল, ছাগ যকৃৎ মধ্যে স্থাপন ও পাক করিয়া পরে উহা পেষণ করিয়া রস বাহির করিবে। সেই রস স্থানীক প্রয়োগে নক্তাক্ষ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

পিঁয়াজ, পলাণ্ডু।

লিলিয়েসী জাতীয় গ্যালিয়াম সিপা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের হুল মূল।
বাঙ্গালা দেশে যথেষ্ট জন্মে। ইহা উত্তেজক ও কফর, বলকর ও বায়ুনাশক।
ইহাতে একরূপ উগ্র তৈল আছে। (রসুন দেখ)।

পুদিনা।

লেবিয়েসী জাতীর মেছা স্যাটাইভা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালাদেশে
সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া। বায়ুনাশক ও পাচক। দেশীয় চিকিৎসকেরা অগ্নিমান্দ্য
রোগে ও বমন নিবারণার্থ প্রয়োগ করেন। ইহা দ্বারা চাটনী প্রস্তুত হয়।
ইহা এই জাতীয় অন্যান্য বৃক্ষের সমগুণকারী।

পুঁই, পুতিক।

ব্যাসিলা রুব্রা নামক লতা।

ইহার মূল কক, তিল তৈল সহ যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে
লব্ধর প্রসব হয়। ভাবঃ

ব্রণ ও অর্কুদাদিতে পুঁই পত্রের রস মাখাইয়া উহার পত্র দ্বারা বেটন
করিয়া রাখিলে উপকার হয়। ভৈঃ র

পুনর্গবা, শোথস্মী।

নিকটাজিনেসী জাতীয় বোরহাভিয়া ডিফিউজা নামক গুল্ম। ভারত-
বর্ষের সকল প্রদেশেই জন্মে। পুনর্গবা শ্বেত ও রক্তবর্ণ, ভেদে বিবিধ
প্রকার। সচরাচর শ্বেত পুনর্গবাই ঔষধার্থে প্রয়োজিত হইয়া থাকে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার মূল জীষণ রেচক, মুত্রকর
ও আশ্লেয়। পাণ্ডু, শোথ ও উদরী রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার কফ-
নিঃসারক গুণ আছে বলিয়া কেহ কেহ শ্বাসকাসে ব্যবহার করিতে বলেন।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

সংশমনীয় কষায় । শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা ও বিষ প্রত্যেকে ১ পল, হৃৎ ৮ পল, জল ৩২ পল একত্রে পাক করিয়া হৃৎ অবশিষ্ট রাখিবে । অর নাশার্থ ইহা পান করিতে দিবে । ভাব:

পুনর্নবাদি কাথ । পুনর্নবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কটকী, পটোলপত্র, হরিতকী, নিম্ব, মূতা, গুঠ ও গুলঞ্চের কষায় ; গোমূত্র বা গুলগুল সহ পান করিলে সর্বাঙ্গ শোথ, উদর, পাণ্ডু, শূল ও শ্বাস প্রভৃতি নষ্ট হয় । ঐ

পুনর্নবাদি চূর্ণ । পুনর্নবা, গুলঞ্চ, গুঠ, স্নগ্ধা, বৃদ্ধক, শঠী ও মুণ্ডিতিকা চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে । কাঁজি বা দ্রব উষ্ণায়ু সহ ইহা পান করিলে আমবাত নষ্ট হয় । ঐ

পুনর্নবাবলেহ । পুনর্নবা মূল, ১০০ পল, কুশমূল, শতমূল, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, তণুল, গোক্ষুর, ভূমিকুয়াণ্ড, শ্বেত-কণ্টকারী, গুলঞ্চ, গোরক্ষ চাকুলে প্রত্যেকে ১০ পল, জল ৬৩ সের, পাক শেষ ১৬ সের, স্নত ১ আঢ়ক, কন্ধার্থ—যষ্টিমধু, গুঠ, দ্রাক্ষা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেকে ২ পল, যব অর্দ্ধ-সের, গুড় ৩০ পল দিয়া পাক করিবে । ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র, বৃক্ষণ শূল, যোনিশূল, গুল্ম ও বাতরক্ত নষ্ট হয় । ইহা বলা ও রনায়ন । ঐ

পুনর্নবা তৈল । পুনর্নবা ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের তৈল ৪ সের, কন্ধার্থ—ত্রিকটু, ত্রিকলা, কাঁকড়াশূলী, ধনে, কটফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবা, মূতা, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাচ, দারচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২ তোলা, পেষণ করিয়া দিয়া যথারীতি পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে উদরী, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, জীর্ণশ্বর ও প্রীহা নষ্ট হয় । সারকো:

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

পুনর্নবা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিষগুঠ, আতিস ও মূত্রার কাথ মরিচ চূর্ণ সহ সেবন করিলে শোথাতিসার নষ্ট হয় । ভাব:

পুনর্গবা, গুণী, এরণ্ডমূল ও পঞ্চমূলের কষায় বাতিক শোথের প্রশস্ত । এই
 খেত পুনর্গবার কাথ সেবনে অন্তঃবিদ্রবী নষ্ট হয় । এই

পেঁপে ।

প্যাপিয়েনী জাতীয় ক্যারিকা প্যাপিয়া নামক বৃক্ষ । অতি পূর্বকাল
 হইতে ভারতবর্ষে আনীত ও রোপিত হইয়াছে । ইহার জন্মস্থান
 আমেরিকা ।

ইহার অপক ফল হইতে একপ্রকার ছন্ধবৎ রস বাহির হয়, তাহার
 রাসায়নিক উপাদান ডিম্বের খেতাংশের সমান । ইহার ক্রিয়া কুমি-
 নাশক । এক কাঁচা পরিমাণে ইহার ছন্ধবৎ রস, মধু ১কাঁচা ও ক্ষুটিত
 জল ১ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিবে, শীতল হইলে উহা সেবন করিতে
 হইবে । ডাং ওয়ারিং বলেন যে, ইহা সেবনের দুইঘণ্টা পরে অর্দ্ধ ছটাক
 এবণ্ড তৈল, আদ কাঁচা লেবুর রস সহ সেবন কর্তব্য । ৩—৭ বৎসর বয়স্ক
 বাচ্চের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রা এবং তন্নিম্ন বয়সের রোগীকে এক তৃতীয়াংশ
 মাত্রায় সেবন করান উচিত । ইহা সেবনের পর পেটে বেদনা উপস্থিত
 হইলে চিনি বা মিশ্রির সরবৎ অথবা শর্করামিশ্রিত ছন্ধ পান করিতে
 দিবে । মহীলতার ন্যায় কুমি এই ঔষধে নষ্ট হয় ।

ইহার বীজেরও কুমিনাশক গুণ আছে । এই বীজ রজঃনিঃসারক
 বলিয়া দক্ষিণ ভারতবর্ষে বিখ্যাত । কিন্তু ইহার এই গুণ অদ্যাপি
 ভালরূপে পরীক্ষিত হয় নাই । পেঁপের ছন্ধবৎ রস ১৫।২০ ফোটা অল্প
 চিনির সঙ্গে কিছু দিন সেবন করিলে প্লীহা রোগ উপশমিত হয় ।

পোস্তুড়েড়ী ।

প্যাপেভিরেনী জাতীয় প্যাপেভর সম্মনিফেরম নামক বৃক্ষের ফল ।
 ভারতবর্ষে অহিফেণের জন্য ইহার চাস হয় । ইহার অপক ফল চিরিয়া
 দিলে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা শুষ্ক হইলে আফিং কহে । বেহার প্রদেশে
 ইহার চাস হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া । নিজ্জাকারক, মাদক, বেদনাহারক ও উত্তেজক । ইহার সার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার হয়, কিন্তু অহিফেনের মত প্রবল গুণকর নহে । বেদনায়ুক্ত ও আহত স্থানে ইহার কাথ দ্বারা সেক দিলে উপকার হয় । ইহার বীজ আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে ব্যবহার হয় । এই বীজ হইতে শতকরা ৫০ অংশ ঈষৎ পীতবর্ণ পরিষ্কার তৈল নিঃসৃত হয় । ৪০ তাপাংশের কমে ইহা জমিয়া যায়, তদূর্দ্ধে তরল হয় । এই তৈল ইথেরে দ্রবণীয়, শোধিত সূরাতে আংশিক দ্রব হয় । এই তৈল পোষক ও তরল-কারক । মর্দন, মলম ও পলঙ্গাদি প্রস্তুত করিতে ইহা অলিভ অয়েলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে । কর্ণ বেদনায় এই তৈল দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে বেদনা উপশমিত হয় । বাহ্যিক প্রদাহ, মচ্‌কান বেদনা প্রভৃতিতে ইহার কাথ দ্বারা সেক দিলে উপকার দর্শে ।

প্রয়োগরূপ ।

পোস্তু চেড়ীর কাথ । বীজ রহিত পোস্তু চেড়ী কুট্টিত ১ ছটাক, জল ১৫ ছটাক । আবৃতপাত্রে দশ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে । সেক দেওয়ার জন্য ব্যবহার্য্য ।

পোস্তুচেড়ীর সার । বীজরহিত পোস্তু চেড়ী কুট্টিত আদ সের, সূরা ১ ছটাক, ক্ষুটিত পরিশ্রুত জল যথা প্রয়োজন । পোস্তুচেড়ী পাঁচ পোয়া জলে ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে এবং পুনঃ পুনঃ আবর্তন করিবে, পরে পার্কোলেসন যন্ত্রমধ্যে স্থাপন করিয়া ফ্রমশঃ জল দিবে, যে পর্য্যন্ত না পোস্তু অসার হয় । অনন্তর এই ফাণ্টকে জলশ্বেদন যন্ত্রোত্তাপে গাঢ় করিয়া দশ ছটাক করিবে, শীতল হইলে সূরা সংযোগ করিবে । ২৪ ঘণ্টা পরে উপরের স্বচ্ছাংশ ছাকিয়া লইয়া জলশ্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে । মাত্রা ১—২৫০ রতি ।

প্রবাল ।

ত্রিফলার ক্কার্থের মধ্যে রাখিয়া প্রবাল সিদ্ধ করিলে তাহা বিণ্ডক হয় । পরে মুতীর মধ্যে পুরিয়া পোড় দিয়া চূর্ণ করিবে ।

ইহার ক্রিয়া বলকর, পরিবর্তক ও পুষ্টিকর । মূত্ররোগ ও ক্ষয়কাস প্রভৃতিতে ব্যবহার্য্য । প্রবাল, শঙ্খ ও ত্রিফলা চূর্ণ মধু ও ঘৃত সহ লেহন করিলে হিকা নিবারণ হয় । ভাবঃ

বসন্ত কুশুম্বাকার রস । প্রবাল, রসসিন্দূর, মৃত্তা, অভ্র প্রত্যেকে ৪ ভাগ, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রত্যেকে ২ ভাগ, লৌহ, নীসা, বঙ্গ প্রত্যেকে ৩ ভাগ, এই সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া বাসক, হরিদ্রা, ইক্ষু, পদ্মের মৃণাল, মালতীপুষ্প, কদলীমূলের রসে এবং মৃগনাভির কাথে যথাক্রমে ৭বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২৪তি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে বিবিধ রোগ নষ্ট ও বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয় । ইহাতে প্রমেহ, শুক্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, সোমরোগ, বহুমূত্র, ক্ষয় কাস, শ্বাস প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় । ইহা ঘৃত মধু চিনি সহ সেব্য । ভৈঃ র

ফটকিরি, স্ফটিকারি ।

ইহার লাতিন নাম স্যালিউমেন ও ইংরাজী নাম স্যালম । আগ্নেয় গিরি সকলেব নিকটবর্তী ভূমি হইতে ফটকিরি পাওয়া যায় । ভারতবর্ষে কচ, সিন্ধু ও পঞ্জাব রাজ্যে ইহা প্রস্তুত করে । বাজারের ফটকিরি জলে দ্রব করিয়া সেই জল শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ ফটকিরির দানা পাওয়া যায় ।

ইহার আশ্বাদ প্রথমতঃ তীক্ষ্ণ কষায় ; শেষে ঈষৎ অম্লমধু বোধ হয় । অগ্নি সস্তাপে প্রথমতঃ গলে, পরে উহার অভ্যন্তরস্থ জল শুষ্ক হইলে স্ফীত হইয়া উঠে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার প্রধান ক্রিয়া সংকোচক ও রক্তরোধক । অধিক মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে উগ্রতা ও প্রদাহ উপস্থিত হয় । পাঁচ আনা বা ততোধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিবিধা বমন ও কদাচিৎ পাকাশয়ে বেদনা ও ভেদ উপস্থিত হয় । স্থানীক প্রয়োগে সংকোচক ও দাহক ।

পুরাতন উদরাময়ে অস্ত্রের শিথিলতা থাকিলে ইহা ২—৪৪তি মাত্রায় পলাশ গাঁদ সহ ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয় । জরায়ু ও নাসিকা

প্রভৃতি স্থান হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহা স্থানিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে আশু উপকার দর্শে। মুখ, তালু ও গলনলীর বিবিধ বোগে ইহা ব্যবহার্য্য। তালু ও মাড়িতে ক্ষত হইলে, তালু শিথিল, মাড়ি ক্ষীত ও কোমল হইলে গন্ধবোলেব অরিষ্ট সহ ইহার কুলী কবিণে বিশেষ উপকার হয়। কুলী কবণার্থ ফটকিবি ১ড্রাম, জল ৮বা ১০ আউন্স দিবে। বিবিধ প্রকার ক্ষতে ইহার চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে। মূত্রবন্ধ ও জননেন্দ্রিয়েব বিবিধ রোগে ফটকিবি বিলক্ষণ উপকার করে। প্রমেহ রোগে ফটকিরি ২রতি, জল আদছটাক একত্রে মিশাইয়া মূত্র-মার্গে পীচকারি দিলে পূর্ব ক্ষরণ লাঘব হয়। এ ভিন্ন কাবাবচিনির সঙ্গে আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যায়। শ্বেতপ্রদব বোগেও ইহার পীচকারি উপকারক। বিবিধ চক্ষু-প্রদাহে (চক্ষু-উঠা) ইহার দোত মগেপকাবক। ১২ রতি মাত্রায় আদ ছটাক জলে দ্রব করিয়া চক্ষু দোত করিবে। ফটকিরি সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তণ্ডুল লৌহ পাত্রে নিক্ষেপ করিবে, গনিয়া গেলে অল্পে ৩২২ লেবুব রস দিবে, যে পর্য্যন্ত না ইক্ষুবর্ণ ও কদমাকার হয়। পরে উহা তণ্ডুল তণ্ডুল লইয়া চক্ষুব চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে চক্ষু-উঠা আরোগ্য হয়। সবলান্ন বহির্গমন রোগে ইহার পীচকারি (ফটকিরি ৩০ রতি, জল ৪ছটাক) দিলে উপকার হয়। চক্ষুতে আবাত লাগা বশতঃ ক্ষীততা থাকিলে ফটকিরি ১৫ রতি ও একটা ডিম্বের শ্বেতাংশ একত্রে মিশ্রিত ও বস্ত্রমধ্যে করিয়া গুলটাসরূপে প্রয়োগ করিবে। উদরাময় রোগে ফটকিরি, খদির ও দারচিনি চূর্ণ প্রত্যেকে ৫২ রতি লইয়া মধু সহ সেবন করিলে বিশেষ সফল উপলব্ধি হয়।

প্রাচীন ক্ষতে ফটকিরি চূর্ণ ১তোলা, খদির পাঁচ আনা, অহিফেন আড়াই আনা, ঘৃত বা মোমের মলম আদ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। পুরাতন তুলা বা বস্ত্র খণ্ডে উহার একটু মাখাইয়া ক্ষতোপরি প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সংস্থাপন করিবে।

ফটকিরির মাত্রা ২—১০ রতি, জলে দ্রব করিয়া বা মধু সহ অবলেহ রূপে প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ ।

দগ্ধ ফটকিরি । চিনেব পাত্রেব মধ্যে ২ছটাক ফটকিরি রাখিয়া অগ্নি সম্বাপ দিবে। পবে উগা গুড় ক্ষীত ও খেতবর্ণ হইয়া উঠিলে নামাইয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে । ইহার ক্রিয়া মুহু দাহক । ফটকিরি অগেফা ইহার ক্রিয়া প্রবলতর । মাত্রা ১—৫ বতি ।

ফটকিরির তত্র । ৬০ বতি ফটকিরি, দশ ছটাক তুঙ্কের সহিত, কুটাইলে ছট চিড়িয়া যায় । পবে ডানা ছাকিয়া লইয়া ঐ তত্র অর্দ্ধ হস্ত এক ছটাক মাত্রায় সেব্য । ইহা সংকোচক ও পোষক । দৌৰ্ব্ব-ল্যাবশ্যে উদবাম্য হইলে প্রযোজ্য । বহুমূত্র, বক্তস্রাবাদি রোগেও ইহা সেবনে উপকার হয় । ইহা ডানা প্লুটীমরূপে ব্যবহার করা যায় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নয়নশানাজন । পিপুল, মৈন্ধব, পিপুলমূল, রসাজন, সুরমা, সমদক্ষণ, খেত পুনর্গবা সম্বৃত চিনি, হবিদ্রা, বক্তচন্দন, মধু, তুঁতে, ভবীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, লোধ, ফটকিরি, শঙ্খনাভি ও কর্পূর সম-ভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিবে । তৎপরে মধু সহিত লৌচ পাত্রে তাম্র দণ্ড দ্বারা মর্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিবে । ইহাতে ত্রিমিব ক্ষয় ও পটল পুষ্প নষ্ট হয় । ভাব:

বালা, হীবের ।

মালভেসী জাতীয় প্যাভোনিয়া ওডোরেটা নামক বৃক্ষের সুগন্ধি মূল ।

ক্রিয়া । শীতল, রুক্ষ, লঘু, দীপন, পাচন, এবং ইহা হস্তাস অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ ও আমাতিসার নাশক । ভাব

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

হীবেরাদি । বালা, রক্তচন্দন, বেণারমূল, ক্ষেপ্পাপড়া সাধিত সুশীতল বারি পান করিলে তৃষ্ণা, ক্ষুধা, দাহ সম্বিহিত আর নষ্ট হয় । ভাব

বালা, হুঁদি, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, ঞ্জলঞ্চ, বেণারমূল ও ত্রিবৃত্তেব কাথ মধু ও চিনি সহ পান করিলে রক্তপিত্ত সদা নষ্ট হয় । ভাবঃ

বালা, শোণাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, ঞ্জলঞ্চ, মূতা, বেনার-মূল, ছুরালভা, ক্ষেতশাপড়া ও আতিসের কাথ সেবনে গর্ভিণীর জ্বর আত্বাগ্য হয় । ঐ

—

বেড়েলা, বলা, বাট্যালক ।

মালভেনী জাতীয় মিডা কড্ডিফোলিয়া নামক ছোট বৃক্ষের মূল, বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে ।

ক্রিয়া । মধুর, নিম্ন, গ্রাহী, বলবর্ধকর এবং বায়ু, বক্তপিত্ত ও ক্ষত-নাশক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বলাতৈল । বেড়েলার কাথ ও কন্ধ এবং দুই দিয়া তৈল পাক করিবে । ইহা মর্দনে বিবিধ বাতব্যাদি নষ্ট হয় । চক্র

মহাবলা তৈল । বেড়েলামূলের কাথ, দশমূলের কাথ, যব, কুল ও কুলথের কাথ ও দুই প্রত্যেকে ৮ ভাগ, তৈল ১ ভাগ ; কন্ধার্থ—জীবক, ঞ্জলঞ্চ, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী যষ্টিমধু, সৈন্ধব, অণুর, সর্জরন, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, এলাচ, কৃষ্ণজীরা, অনন্তমূল, জটামাংগী, শৈলৈয়, তেজপত্র, তগব পাছকা, শ্যামালতা, বচ, শতাবরী, অশ্বগন্ধা, গুল্ফা ও পুনর্নবা দিয়া পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে সর্বপ্রকার বাতব্যাদি, হিকা, শ্বাস, গুল্ম প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় । ভাবঃ

বলা স্নাত । বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মেদ, আলকুশীবীজ, শতমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রাসা, ডাফা ও চতুর্গুণ দুই দ্বারা বিপাচিত স্নাত সেবনে বাতরক্ত নষ্ট হয় । ঐ

বলাদ্য স্নাত । বেড়েলা, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, অর্জুন বৃক্ষের

বকুলের কাণ ও কক দ্বারা সিক্ত ঘৃত সেবনে হৃদ্রোগ ও বাতরক্ত উপশ-
মিত হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বেড়েলা মূল বকুল চূর্ণ, দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবনে নৃত্যান্তিনার নষ্ট
হয় । ভাবঃ

পীত বেড়েলাব মূল ও শুষ্ঠীব কাণ সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হয় । এ

বেড়েলাব কাণ, পিপুল চূর্ণ সহ সেবনে জঠবাগ্নি বৃদ্ধি ও বিহুচী নষ্ট
হয় । এ

বেড়েলা মূল চূর্ণ, দুগ্ধ ও চিনি সহ সেবন করিলে ঘন ঘন মূত্রত্যাগ ও
প্রদর বোগ নষ্ট হয় । চক্রঃ

ব্রক্ষী বা ব্রক্ষীশাক ।

স্কুফিউলেরিয়েসী জাতীয় হ্যাপিসটস্ মনিরা নামক গুল্ম ।

ক্রিয়া । ঝায়দীয় উত্তেজক । ইহা অপস্মার, উন্মাদ ও স্বভেদে
ব্যবহার্য্য । ইহাব শাক ভাজিয়া খাটিলে স্বভব্র আরোগ্য হয় । ব্রক্ষীরস
৪ তোলা, কুড় চূর্ণ ২ মাসা ও মধু ৮ মাসা একত্রে পান করিলে উন্মাদ রোগ
উপশমিত হয় । ভাব

ব্রক্ষীঘৃত । ব্রক্ষী বস ৭ সের, ঘৃত ৪ সের, বট, কুড়, শঙ্খপুষ্প
মিলিত আদ সের কদ্ধার্থ দিয়া পাক করিবে । ইহাতে অপস্মার ও উন্মাদ
নষ্ট হয় । এ

ভাং সিদ্ধি, বিজয়া ।

অরটেসী জাতীয় ক্যানেবিস ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষের পত্র । বেহার
অঞ্চলে যাহা জন্মে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

ক্রিয়া । নাড়ক উত্তেজক, নিদ্রাকারক, মাদক ও কামোদ্দীপক
এবং আশ্লেষ ও সংকোচক । ভাং জলে বাটিয়া উহাতে স্নগন্ধি মসলাদি

ও অন্ন শর্করা দিয়া এবং জলে গুলিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া সাধারণতঃ সকলে সেবন করিয়া থাকে, সংকোচনার্থ ইহা বাটিয়া ও বড়ী বাধিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। সিদ্ধিপত্র, ঘৃত, শর্করা প্রভৃতির যোগে মাজুন নামে ইহার একরূপ পাক প্রস্তুত হয়। উহাও বিশেষ বিশেষ মাদকতা গুণ আছে।

মাজন প্রস্তুত প্রণালী । সিদ্ধি ১০ তোলা, ঘৃত ১০ তোলা, মৃত্তিকা পাত্রে অন্ন ভাজিবে, পরে তাহাতে ১০ ছটাক জল ঢালিয়া দিয়া জলাবশেষ পর্যন্ত জ্বাল দিবে ও অনবরত নাড়িবে। সমস্ত জল নিঃশেষিত হইলে ঘূতের চড় চড় শব্দ হইতে থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া তৈলাক্ত দ্রব পদার্থ রাখিবে ও বস্ত্র মধ্যস্থ পত্রাদি ফেলিয়া দিবে। পরে এই হরিৎবর্ণ তৈলাক্ত পদার্থ একটা পাত্রে রাখিয়া তত্পরি জল ঢালিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা দৌত করিবে, যতক্ষণ জল বিদগ্ধ না হয়। এইরূপ করিলে উহার বর্ণদ পদার্থ বিদূরিত হয়। অতঃপর চিনি ১ সেদ জল জলে গুলিয়া এক থানি লৌহ কটাহে চড়াইয়া জ্বাল দিবে; কুটিতে আরম্ভ হইলে জল মিশ্রিত দুগ্ধ ১২ ছটাক ঢালিয়া দিয়া চিনির গদে কাটিয়া ফেলিতে হয়। পাক যখন একপ হইবে যে কোন পাত্রে ঢালিয়া দিলে জমিয়া যাইবে, তখন উহাতে আতপ শুষ্ক দুগ্ধক্ষীর ২ ছটাক ও পূর্বেক্ত তৈলাক্ত পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া এক থানি খালে ঢালিবে। অবশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুর্দোণ খণ্ডে বিভক্ত করিবে। ইহার সিদ্ধি তোলা হইতে এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে বেশ মাদকতা জন্মে। সিদ্ধি ব্যবহারার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উহা গুণ্ডে সিদ্ধ করিয়া পবে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

জ্বালানল রস । যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার, সোভাগার খই, পারদ, গন্ধক, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে, গুণ্ঠী প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব তুল্য ভুট সিদ্ধি চূর্ণ, সিদ্ধির অর্দ্ধেক সজিনামূল বহুল চূর্ণ। এই সমস্ত একত্রে মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধি, সজিনা ও চিতার রসে তিন দিন ভাবনা

দিবে, তদনন্তর উহা লঘুপুটে পাক করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দন করিবে।
মাত্রা সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা, মধু সহ লেহন করিবে, তৎপরে গুড়,
গুঠ চূর্ণ সেব্য। ইহাতে অজীর্ণ, অতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি
নষ্ট হয়। রস রক্ত প্র

লাই চূর্ণ। গন্ধক ২ তোলা, পাবদ ১ তোলা, ত্রিকটু মিলিত
৪ তোলা, পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১ তোলা, ভূট হিঙ্গ ও জীরকদ্বয় প্রত্যেকে
১ তোলা, সর্ব সমষ্টির অর্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ দিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে।
মাত্রা সিকি হইতে আদ তোলা, তক্র বা বেলপাতাব সঙ্গে সেব্য।
ইহাতে গ্রহণী বোধ আবোগা হয়। ভাব:

মদন মোদক। সবীজ সিদ্ধিপত্র চূর্ণ (ঘৃত ভর্জিত) ২০ ভাগ,
ত্রিকটু, ত্রিফলা, কঁাকড়াশুঙ্গী, কুড়, ধনে, সৈন্ধব, শঠী, তালিশপত্র, কট-
ফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, বনানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে ১ ভাগ,
চিনি ২০ ভাগ, জল দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ঘৃত
মধু দিয়া মোদক বাঁধিয়া, ভর্জিত তিল চূর্ণ, তেজপত্র, দারচিনি ও
এলাচ চূর্ণ মোদকোপরি ছড়াইয়া দিবে। অবশেষে উহা ঘৃতভাণ্ডে
বাখিবে। মাত্রা ১ হইতে ২ তোলা। ইহাতে সংগ্রহ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগ
আবোগা হয়। ইহা বৃষা ও কামোদীপক। সারকো

কামেশ্বর মোদক। অন্ন, কটকল, কুড়, অখণ্ডা, গুলঞ্চ,
মেথী, মোচরস, ভূমিকুন্ডাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, কদলী-
মূল, শতমূল, যমানী, মাষকলাই, তিল তণ্ডুল, ধনে, শঠী, গোরক্ষ-
চাকুলে, গন্ধমাত্রা, ময়নাফল, জায়ফল, সৈন্ধব, বামনহাটী, কঁাকড়াশুঙ্গী,
ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর,
পুনর্গবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, বালা, শিমূল মূল ও আলকুশীবীজ
প্রত্যেকে ১ তোলা, সিদ্ধি চূর্ণ ৪২ তোলা, চিনি ১৬৮ তোলা, পাক যোগ্য
জল দিয়া যথাবিধি পাক করিবে। শীতল হইলে ঘৃত, মধু দিয়া মোদক
বাখিবে, মাত্রা সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা। মোদক ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ ছত্র

ও চিনি সেবন কর্তব্য । ইহাতে গ্রহণী, অতিসার, খাস কাস, নষ্ট হয় এবং শবীর পুষ্টি ও ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয় । ঔঃ র

মদনানন্দ মোদক । পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অত্র ৩ তোলা, কপূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাচ, গুঠ, পিপুল, মবিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদাক, হিজলবীজ, মোহাগা, বামনহাটী, গুঠ, নাগেশ্বর, কঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দত্তীবীজ, ঐবেড়লা, গোরক্ষচাকুলে, দাবচিনি, পনে, গজপিপুল, শঠী, বালা, মুতা, গন্ধভাদালে, ভূমিকুশ্মাণ্ড, শতমূল, আকন্দমূল, আলকশীর্ষাজ, গোক্ষব, বিক্রদক বীন্দ ও সিদ্ধিবীজ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা । এই সমুদায় চূর্ণ শতমূলীষ রসে মর্দন করিয়া ও ঐ রস পুনর্বার চূর্ণ করিবে । পবে এই সমুদায় চূর্ণের এক চতুর্থাংশ শিমূল চূর্ণ এবং শিমূলমূল চূর্ণ সহিত সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধি চূর্ণ লইয়া ছাগছন্ধে পেষণ করিবে । পবে সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, ছাগছন্ধে গুলিয়া পাক করিবে । বনোভূত হইলে উক্ত চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে, পরে নামাইয়া দাবচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচ, নাগেশ্বর, কপূর, সৈন্ধব, গুঠ, পিপুল ও মবিচ চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা ও উপযুক্ত পরিমাণে ঘট এবং মধু নিশিত করিয়া মোদক বাধিবে । মাত্রা সিদ্ধি হইতে এক তোলা ; দুগ্ধ ও চিনি সহ সেব্য । ইহাতে অপস্মার খাস কাস, প্রমেহ, বহুমূত্র, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট ও ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয় ।

ভাঁট, ভাণ্ডীর, ঘেঁটু ।

ভার্বিনেসী জাতীয় ক্লিরোডেন ড্রন ইন ফলচুনেটম নামক বৃক্ষ । বাঙ্গালা মালাবার ও দক্ষিণ কনকান প্রদেশে জন্মে ।

ডাক্তার কানাইলাল দেব মতে ইহার সদ্য পত্রের রস ক্রিমীনাশক, জ্বরগ্র ও বণকারক । শিশুদের জরে ইহা বিশেষ উপকারী । ইহার পত্রের

চূর্ণ ও হইতে ৭ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিলে, সপিরাম জ্বর আরোগ্য হয় । ইহার সুফল আমরা বহুবার উপলব্ধি করিয়াছি । ইহার মূল পেষণ করিয়া মদ্য বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূলবেদনা আরোগ্য হয় এবং উহা বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে সপুষ্ট উদ্ভেদ শুষ্ক হইয়া যায় ।

ভূতরাজ ।

অস্মনডেগী জাতীয় লাইগোডিসম ও ফিয়াগ্লোসম বা ফেকসিওজম নামক বৃক্ষ । বাঙালা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে জন্মে ।

ক্রিয়া । হাচিকাবক । উদ্যম শিবঃপীড়ায় ইহার শুষ্ক পত্র চূর্ণ নাসিকার স্থানিক প্রয়োগ করিলে হাচিকারক ও প্রত্যাগ্রাসাদক হইয়া উপকাৰ করে ।

ভূমিকুশ্মাণ্ড, বিদারী, ভূইকুমড়া ।

কনভলভিউলেসী জাতীয় বাটাটাস প্যানিকিউলেটস নামক লতার বৃহৎ শূলমূল । ইহা ভারতবর্ষের নরক প্রদেশেই প্রায় জন্মে ।

ক্রিয়া । ভাবপ্রকাশক মতে ইহা স্নাত, মধু, স্নিগ্ধ, শুক্রদ, মূত্রল ও বলবর্ধকর । চক্রদত্ত বলেন যে, ইহার মূল শুষ্ক । ভাবঃ সেবন করিলে স্তন্য বর্দ্ধিত হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বিদারী স্নাত । ভূমিকুশ্মাণ্ড, বাসক, যুথী, মাহুলুঙ্গ, ভূশূণ, (গন্ধ তৃণ) পাতরঙচী, লতাকন্তরী, আকন্দ, গজপিপ্পল, চিত্তে, পুনর্নবা, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোবক্ষ চাকুলে, কেশুর, পদাকেশর, পাণিফল, ভুঁই-আমলা, শালপাণ, শব, ইক্ষু কুশ ও কাশ মূল, প্রত্যেকে ২ পল লইয়া কুটিত করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিবে । ১৬ সের থাকিতে নামা-ইয়া ছাকিবে । পরে উহা ৪ সের স্নাত সহ পাক করিবে এবং তাহাতে শতমূল ও আমলকীর রস প্রত্যেকে ৪ সের ও হৃৎ ৮ সের দিবে এবং

কঙ্কার্থ—শর্করা ৬ পল, বষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, গান্তারী ফল, শর্করক, ছোট এলাচ, ছুরালভা, বেণু, কুক্কুম, নাগেশ্বর, প্রত্যেকে ২ তোলা ও জীব-
নীয় গণ অর্থাৎ জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী,
মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, বষ্টিমধু মিলিত ১৬ তোলা দিয়া মূত্র অগ্নিতে
শনৈঃ শনৈঃ পাক করিবে। ইহা সেবনে সর্ব প্রকার মূত্রাঘাত, শর্কবা
অশ্মরী ও শূল প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাব

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক রস। ভূমি-কুশ্মাণ্ড, গোক্ষুব, বষ্টিমধু, নাগেশ্বর,
সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ বসসিন্দুব ও মধুসহ
সেবন করিলে সপ্তাহ মধ্যে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সাব

ভায়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

ভূমি-কুশ্মাণ্ড, গোধূম ও যব চূর্ণ ঘৃত প্লুত করিয়া পান করাইয়া পবে
মধু ও শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ পান করাইলে শিশুর কাশ্য নিবারণ হয়। ভাব
ভূমি-কুশ্মাণ্ড মূল চূর্ণ, উহাবট রসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, পরে
তাহা দুগ্ধ ও ঘৃত সহ সেবন করিলে অত্যন্ত কামোদ্দীপন হয়। ভৈরব

ভৃঙ্গরাজ ও কেশরাজ।

১ তোলা ও ড

মাত্রা সিকি জাতীয় ইন্ডিগো ক্যালেন্ডিউলেসিয়া ও ইকলিপ্টা প্রস-
সাস নামক দ্বিবিধ ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রদেশেই জন্ম গ্রহণ
করে। কেশরাজকে সাধারণতঃ কেণ্ডুরিয়া বলে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটুক
তীক্ষ্ণ রুক্ষ, কফবাতহর, কেশ্য এবং ক্রিমি, শ্বাস কাস, শোথ, পাণ্ডু-
রোগনাশক ও বলকাবক। ইহার পত্রের রসের নস্য টানিলে শিরো-
বেদনা মষ্ট হয়। চর্ম্ম, ত্বক ও শিরোরোগেও এই ঔষধ ব্যবহার হয়।
এই দ্বিবিধ ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্রের রস গুল্মবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ করার জন্য
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেণ্ডুরিয়ার রস ও নারিকেলের তৈল একত্রে পাক
করিয়া উপদংশীয় ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। ইতি

য়ান ফার্মাকোপিয়াতে লিখিত হইয়াছে যে, কেশুরিয়াব মূল বিরেচক ও বমনকারক । শ্লীহা, যকুৎ ও উদবীতে ব্যবহার করিয়া ডাক্তার জে স্মিথ ও মুভিন শেরিফ উপকাব লাভ করিয়াছেন । মেঃ উড্ ব্লেন যে, ইহার পত্র রসের ক্রিয়া ট্যারাক্সিকমেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ষড়বিন্দু তৈল । কঙ্কার্থ—এবণ্ডমূল, তগবপাছকা, সলুফা, জাবন্তী, রান্না, সৈন্ধব, দাবচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, শুঠ ; কৃষ্ণতিল তৈল ও ছাগ-হৃৎ সমভাগ, তৈলেব চতুর্গ ভঙ্গরাজ রস দিয়া পাক করিবে । ইহাব নস্য টানিলে সকল প্রকার শিবোসোগ নষ্ট হয় । ভাব

ভঙ্গরাজ তৈল । তিল তৈল ৪ সেব, ভঙ্গরাজ রস ১৬ সেব, কঙ্কার্থ—মধুর, হরীতকী, আননকী, বহেড়া, শ্যামালতা মিলিত ১ সেব দিয়া পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে দারুণক, অকাল পালিত, কণ্ডু, ইক্ষুলপ্ত নষ্ট হয় । শাস্ত্ৰঃ ।

জাতিফলাদ্য চূর্ণ । ইহার প্রধান উপাদান ভঙ্গবাজ । (জায়ফল দেখ)

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ভঙ্গরাজের রস দ্বারা উপদংশ ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয় । ভাবঃ গাস্তারী মূল, নীলকিণ্টী ফুল, কেতকীমূল, লৌহ চূর্ণ, ভঙ্গরাজ ও ত্রিফলা দ্বারা তৈল পাক করিবে । পরে তাহা লৌহ পাত্রে রাখিয়া এক মাস মাটির ভিতরে পুতিয়া রাখিবে । তৎপরে উত্তোলন করিয়া কেশে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় । এ

ভঙ্গরাজের রস ও ছাগ হৃৎ তুল্য পরিমাণে লইয়া রৌদ্রে তণ্ডুল করিয়া নস্য টানিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক নষ্ট হয় । এ

ভঙ্গরাজের রস নিরন্তর মাসাবধি সেবন ও হৃৎ পান করিলে বল, বর্ণ ও আয়ু বৃদ্ধি হয় । এ

ভঙ্গরাজের রস মস্তকে মর্দন করিলে কেশোদ্ভব হয় । এ

ভেলা, ভল্লাতক, অরুক্ষর ।

ম্যানাকার্ডিয়েসী জাতীয় সিমিকার্পস ম্যানাকার্ডিয়েস নামক বৃক্ষের ফল । ভারতবর্ষের পার্শ্বত্যা প্রদেশে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আয়ুর্ষিক প্রয়োগ । ইহাতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ উগ্র বস আছে, তাহা স্থানীক প্রয়োগে দাহক ও ফোস্কাকারক । এই রস কোমল চর্মে লাগাইলে প্রদাহ ও ক্ষীণতা উৎপাদিত হয় । ইহাব বাষ্প লাগিলে মুখমণ্ডলে বীষপ্ৰ বোগ উৎপন্ন হয়, ইহাব কার্শ্বেব দ্বারা রক্তনাদি কবিলেও পূর্বোক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পায় । অতএব ইহার ব্যবহার সাবধানে করা কর্তব্য । দেশীয় রজকেবা কাপড়ে দাগ দিবার জন্য চুণের জল সহ ইহাব রস বস্ত্রে লাগাইয়া থাকে । ইহাব বস ভলে অদ্ববণীয়, সূরা সারেও মিশ্রিত হয় না ; কিন্তু ক্ষাব সহ মিশ্রিত কুবিলে দ্রব হয় । ইহাব ত্বক হইতে এক প্রকার গন্ধ বাহির হয় তাহা গণ্ডমালা, উপদংশ ও কুষ্ঠবোগে উপকারক । ইহার ত্বক মৃদু সংকোচক । ইহার বীজ ভলে সিদ্ধ কবিলে একরূপ তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাব স্থানীক ক্রিয়া প্রবল ফোস্কাকারক । ডাং ওনানেনসী তাহার হস্তের পশ্চাদ্ভাগে এই তৈল ১ ফোটা লাগাইয়াছিলেন, তাহাতে দ্রুতবৎ কণ্ডুয়নশীল উদ্বেদ উৎপন্ন হয় এবং উহা আরোগ্য হইতে ৮ মাস লাগিয়াছিল । আবোগ্যের পরও দ্রুতবৎ ক্ষতচিহ্ন অবশিষ্ট ছিল । বীজ সিদ্ধকালে যে ধূম উদ্গত হয়, তৎসংলগ্নে বীষপ্ৰ বা বিস্তীর্ণ প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ফলাভ্যন্তরিত শস্য নিষ্পেষণ করিলে শতকরা ৭ অংশ কৃষ্ণবর্ণ উগ্র তৈল নিঃসৃত হয় । বীজাবরণ ত্বক হইতে শতকরা ৫ অংশ কৃষ্ণবর্ণ ফোস্কাকারক তৈল নিঃসৃত হয় ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা শোথকর, দাহক, কষায়, পাচন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ভেদক, বহিকর এবং কক, বাত, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, শোফ স্রব ও ক্রিমীনাশক ।

ভেলাশোধন । ইহা ব্যবহারের পূর্বে শোধন করিয়া লওয়া কর্তব্য । প্রথমতঃ ভেলা ইটের গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ করিবে, পরে জল দ্বারা

প্রক্ষালন করিবে। তৎপবে গোবর ও জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল জল দ্বারা ধৌত করিবে।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ভল্লাতকাদ্য তৈল । ভেলা, আকন্দ, মবিচ, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহবিদ্রা ও চিতাব কন্ধ এবং ভৃঙ্গরাজের বস দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহা প্রয়োগে নাড়ীত্রণ পুৰিয়া উঠে।

১) অমৃত ভল্লাতকাবলেহ । দ্বিখণ্ডিত ভেলা ৪ সেব, গুলঞ্চ ৪ সেব, জল ৬৪ সেব, পাক শেষ ১৬ সেব; কাথ ছাকিয়া লইয়া তাহাতে ঘৃত ২ সেব, চক্ষু ১৬ সেব, চিনি ২ সেব ও মধু ২ সেব দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া বিল্ব, কাটবিষ, গুলঞ্চ, বাব্‌চী, চাকুন্দে-বীজ, নিম্ব, হবীতকী, বহেড়া, আমলকী, মঞ্জিষ্ঠা, মরিচ, গুঠ, পিপুল, যমানী, সৈন্ধব, মুতা, দাবচিনি, এলাচ, নাগেশ্বব, ক্ষেংপাপড়া, তেজ-পত্র, বালা, বেণাবমূল, রক্তচন্দন, গোক্ষুব, শ্বেতচন্দন ও কজ্জ্ব প্রত্যেকে অন্ধ পল চুণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া রাখিবে। জল সহ সেব্য। মাত্রা ১০—২০ বতি। ইহাতে কুষ্ঠাদি চর্ম‌বোগ, বাতরক্ত ও অর্শ নষ্ট হয়। ইহা সেবনকালে ব্যায়াম, বৌদ্ধ, অগ্নি, অম্ল, মাংস, দধি, স্ত্রী ও তৈলাভ্যাস নিষিদ্ধ। ভাব

মহা ভল্লাতকাবলেহ । নিম্ব-হক, শ্যামালতা, আতিস, কটকা, বলা-ডুম্ব, হবীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, ক্ষেংপাপড়া, সোমরাজ, হুরাগভা, বচ, খদির, শ্বেতচন্দন, আকনাদি, গুঠ, শঠা, বামনহাটী, বাসক, চিরতা, কুটজ, বিদ্ধড়ক, রাখালশশার মূল, মূর্ধা, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, চিতা, পলাশ গুলঞ্চ, বোড়ানিম, পটোল, হরিদ্রা, দারুহবিদ্রা, পিপুল, আরণ্ড, ছাতিম, ভলবেতস, শ্বেত গুলঞ্চকল, মঞ্জিষ্ঠা, কুশলাঙ্গলী, বাম্বা, করঞ্জ, পুনর্নবা, দন্তী বীজকমার, ভৃঙ্গবাজ, পীত কিস্টী, অক্লেট, শেওড়া প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সেব; শেষ ৮ সেব। ভেলা এক সহস্র ছেদন করিয়া ১৯২ সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ২৪ সেব থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে, উপরে উভয় কাথ একত্র করিয়া তাহাতে গুড় ১০০ পল মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। বেহু-

বং হইলে উক্ত এক সহস্র ভেলার মজ্জা বাহির করিয়া উহাতে দিবে এবং শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, দহেড়া, আমলকী, মূতা, বিড়ঙ্গ, চিতা, সৈন্ধব, রক্তচন্দন, কুড়, যমানী প্রত্যেকে ১পল ও সৌগন্ধার্থ দারচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেকের চূর্ণ ১পল প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে কুষ্ঠ ও অনান্য চর্ম্মপীড়া ও অর্শ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। গুলফের কাথ ও দুগ্ধ অনুপেয়। ঐ

অমৃত ভল্লাতকী। সুপক ভল্লাতক ফল দ্বিখণ্ডিত ৮ সের, জল ৩২ সের, পাক শেষ ৮ সের; ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ ভেলা সকল পুনরায় ৩২ সের দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত কাথ দুই সহ ৪ সের যুত পাক করিবে। ঘন হইলে উহার সহিত চিনি ২ সের মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২ মান্দা। ইহা অর্শ ও গুহ্যবাবের রোগে ব্যবহার্য্য। চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় গুণ্ঠিযোগ

তিল, ভেলা, হরীতকী ও গুড় সমাংশে (মিশ্রিত ১০—১০ রতি) ভক্ষণ করিলে অর্শ নষ্ট হয়। ভাব

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও পঞ্চমূল দ্বয়েব কাথ সেবনে উরুস্তম্ভ নিবারণ হয়। ঐ

ভেলা-জনিত শোথে তিল, নবনীত ও মাছিবি দুগ্ধ, অথবা তিল, কৃষ্ণ-জীরা ও মুত্রিকা একত্রে লেপ দিলে আরোগ্য হয়। ঐ

মঞ্জিষ্ঠা ।

কবিষ্যেসী জাতীয় কবিয়া কর্দ্দিকোলিবা নামক বৃক্ষের মূল। নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহা উৎকৃষ্ট লালবর্ণ, বস্তাদি বং করিতে ব্যবহাৰ হয়।

ক্রিয়া। রজোনিঃসারক, অল্প রজরোগে রজোনিঃসারক হইয়া উপকাৰ করে। ডাং এনেস্লি বগেন গে, ইহার মূলের ফাণ্ট, প্রসবাস্তে

ক্রেদ নিঃসরণের হ্রাসতা ইহাণে যবন জীলোকেরা সেবন করে । ডাং জে প্লেফেরার বলেন যে, এক তোলা পরিমাণে ইহার মূল দিনে ২৪ বার সেবন করিলে প্রলাপাদি স্নায়বীয় লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং জরায়ুতে রক্তা-
দিকা হয় ; কিন্তু স্নায়বীয় লক্ষণাদি অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা মধুর, তিক্ত কষায়, স্বর, বর্ণকর, গুরু ও উষ্ণ । ইহা শ্লেষ্মা, শোথ, গোনি, অক্ষি ও কর্ণ বেদনাহব এবং রক্তাতিসাব, কুষ্ঠ, বীসর্প, ব্রণ ও মেহরোগ নাশক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

লঘু মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ । মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, কটকী, বচ, দেবদারু, হরিদ্রা, কুড ও নিম্বের কাথ সেবনে সর্ষ কুষ্ঠ, কণ্ডু, পামা, রক্তমণ্ডল ও দক্ষ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । ভাব

মধ্য মঞ্জিষ্ঠাদি । মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজ, চাকুলেবীজ, নিম্ব, হরীতকী হরিদ্রা, আমলকী, বাসক, শতমূল, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, যষ্টিমধু গোক্ষুর, পটোলপত্র, বেণাব মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দনের কাথ সেবন করিলে কুষ্ঠাদি চর্মরোগ নষ্ট হয় । এ

বহু মঞ্জিষ্ঠাদি । মঞ্জিষ্ঠা, কুটজ, গুলঞ্চ, মূতা, বচ, শুষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কটকাবী, নিম, পটোলপত্র, কটকী, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, তেঁতুল মূর্খা, দেবদারু, ইল্লযব, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, বলাডুশুর, আকনাদি, শতমূল, খদিরবৃক্ষের ছাল, ত্রিফলা, মহানিম্ব, অসন, সোঁদাল, প্রিয়ঙ্গু, সোঁমবাজ, রক্তচন্দন, বরুণ, দস্তী, শেওড়া, বাসক, ক্ষেত্ৰপাপড়া, অনন্তমূল, আতিস ছুরালভা, ইল্লবারুণী ও বালাব কাথ সেবনে সকল প্রকার চর্মরোগ ও বাত-
রক্ত নষ্ট হয় । এ

প্য ঘৃত । মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্খার কক্ক দ্বারা ঘৃত পাক করিবে, অগ্নিদগ্ধের ক্ষতে ইহা স্থানীক প্রয়োগ্য । চক্ষুঃ

আয়ুর্বেদীয় মুক্তিরোগ ।

মঞ্জিষ্ঠা বাটিয়া মধুর সঙ্গে মিশ্রিত কবিয়া লেপ দিলে বাত নষ্ট হয় । ভাব

মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজি সহ বাটিয়া লেপ দিলে প্রদাহ ও বেদনা হ্রাস হয়। চক্ষুঃ

মণ্ডুর, লৌহমলা ।

লৌহ অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া উহাৰ উপরে তাড়ীৰ আঘাত কবিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ ছিটকাইয়া পড়ে, তাহাকে লৌহমল বলে। উহা কিছুকাল মৃত্তিকাতে পড়িয়া থাকিলে তৎপবে বাবহাবার্থ গ্রহণ কবা উচিত। মণ্ডুর গোমূত্রে ভিজাইয়া ও মর্দন করিয়া লৌহের প্রণালী অনুসারে শোধন ও মারণ করিতে হয়।

ইহা লৌহের সমগুণবিশিষ্ট। গোমূত্র সিদ্ধ মণ্ডুর, গুড় সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও পংক্তিশূল নষ্ট হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

পুনর্নবা মণ্ডুর। পুনর্নবা, তেউড়ী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতা, কুড়, হবিদ্রা, ত্রিফলা, দন্তী, চই, ইল্লবন, কটকী, পিপ্পলমূল, মৃতা, কাঁক-
ড়াশঙ্গী, কৃষ্ণজীরা, যমানী ও কটকল প্রত্যেকে ১ পল, সর্ব বিগুণ মণ্ডুর; আট গুণ গোমূত্রে পাক করিবে। প্রথমতঃ মণ্ডুর গোমূত্র সহ পাক করিয়া পরে পূর্বেকৃত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ দিতে হয়। শুভেব দ্বারা বটিকা করিয়া তক্র সহ সেব্য। ইহাতে পাণ্ডু, কামল, হলীমক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাব

ব্র্যসনাদি মণ্ডুর। শুঠ, পিপ্পল, মরিচ, হরিতকী, বহেড়া, আম-
লকী, মৃতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতা, দারুহরিদ্রা, দারচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলমূল ও দেবদারু প্রত্যেকে ২ পল চূর্ণ, সর্ববিগুণ মণ্ডুর চূর্ণ; প্রথমে আট গুণ গোমূত্রে মণ্ডুর পাক করিবে, পবে পূর্বেকৃত চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে বজ্রডুম্বুরবৎ বটিকা করিবে, তক্র সহ সেব্য। ইহাতে পাণ্ডুরোগ, অর্শ, স্রীশ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

গুড় মণ্ডুর। গুড়, আমলকী ও হরিতকী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল, মণ্ডুর ৩ পল, মধু ও ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ভোজনের

আদি মধা ও অবসানে সেবা । মাত্রা ২ হইতে ১ তোলা । ইহাতে অন্ন-
দ্রব শূল, অগ্নিপিত্ত ও পরিণাম শূল নষ্ট হয় । ৩

মদন ফল ।

কবিবেদী জাতীয় বাণ্ডিয়া ডুমিটোবন নামক বৃক্ষের ফল । ইহা বৃ-
ক্ষ একরূপ কণ্টক আছে । ভাবতবর্ষের নানা প্রদেশে বিশেষতঃ মহীশূর
অঞ্চলে জন্মে । এই ফল সুপারি বা তদপেক্ষা কিছু বড় হয় ।

ক্রিয়া । বমনকারক । ডাঃ বিডী বলেন যে, মহীশূরে ছঃখী-
লোকেবা ইহা বমন করণার্থ ব্যবহার করিয়া থাকে । তিনিও ইহার ব্যব-
হার অনেক বাব দেখিয়াছেন, ১৫ মিনিটের মধ্যে ইহার বমনকারক
ক্রিয়া প্রকাশিত হয় । একটী স্বপাক ফল একবার সেবন করিতে হয়,
ইহা উগ্র বমনকারক ঔষধ । ডাঃ ওমানেসী ইহার বমনকারক গুণের
প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করেন না । ডাঃ এনেন্সলিভ মতে ইহার মূল
বস্তুর ফাটে অস্থপীড়ায বিবমিমা জননার্থ প্রয়োজিত হইতে পারে ।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা মধু, তিক্ত, উষ্ণ বীৰ্য্য, কক্ষ, লঘু, বমনকারক
এবং বিদ্রবী, প্রতিশায়, বণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্ম রোগগ্রঃ ।
প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকেণ বমন করাইবার জন্য ইহা সচরাচর ব্যবহার
করিতেন, কিন্তু এক্ষণে ইহা তাদৃশ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না ।
মদনের কাথ পানে বমন হয়, মদন ফল কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভিতে
প্রলেপ দিলে শূল নিবারণ হয় । ৩৭

আয়র্ক্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

মদন ফলাদি ফলবর্তি । মদন ফল, পিপুল, কুড়, বচ, শ্বেত-
সর্ষপ, গুড় ও তুঙ্গ দ্বাবা বর্তি পুস্তত করিবে । ইহা মলদ্বারে দিয়া রাখিলে
উদাবর্ত্ত বোগ প্রশমিত হয় । ৩৮

পঞ্চ কষায় । বাসক, বচ, নিমচ্চাল, পটোলপত্র ও প্রিয়ঙ্গু ছাল
পুত্বোকে সমভাগে লইয়া কাথ পুস্তত করিবে । ইহার এক ছটাক সহ
একটী মদন ফলের শাঁন সেবন করিলে বমন হয় । ৩৯

মদ্য, মদিরা, সুরা ।

নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার মদ্য পূর্বকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল । যথা মাদ্রিক, খাজুব, গোঁড়ী, শিধু, সুরা, কোহল, মধুলিকা, মধুক পুষ্পোথ, জাম্বব, কাদম্ববী, বকলি ও বাকণী । স্তন্য স্তন্য দ্রব্য যোগে প্রস্তুত বলিয়া তদ্রূপ নামে আখ্যাত । উপরে যে কয়েকটি মদ্যের নাম উল্লিখিত হইল তাহা যে দ্রব্য হইতে প্রস্তুত হয়, পর্যায়ক্রমে তাহাদেব নাম নিম্নে লিখিত হইল, যথা—আঙ্গুর, পেজুর, গুড়, ইক্ষুবস, চাউল, যব, গোধূম, মউলপুষ্প ও গুড়, জামফল, কদম্বপুষ্প, বহেড়া ও গুড়, তাল ও খেজুর রস ।

বর্তমানকালে বঙ্গদেশে যে দেশী মদ প্রস্তুত কবে, ইহা সাধারণতঃ চাউল, গুড় প্রভৃতি জল সহ পচাইয়া বাথে ; পরে অস্তুরুৎসেক হইলে চুয়াইয়া লয় । বিলাতী মদ্যের অভাবে ঔষধার্থে ইহা প্রয়োজিত হইতে পারে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক মাদক, আগ্রেষ ও পুষ্টি-কর । অধিক উত্তেজন্যের পর অবসন্নতা উপস্থিত হয় । তরুণ অপেক্ষা পুরাতন মদ্য শ্রেষ্ঠ ও অধিক সফলপ্রদ । শীর্ণতা, হ্রস্বতা, রক্তহীনতা মূত্র-রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অঙ্গপীড়া, জীর্ণাম্ব প্রভৃতি বোগে ইহা ব্যবহার্য্য । বিষম জ্বরে অত্যন্ত শীত হইলে গুঠ, জীবা, গুড়, মদ্য ও উষ্ণ জল একত্রে সেবন করিতে চক্রদত্ত উপদেশ দেন ।

তালের রস হইতে যে তাড়ি প্রস্তুত হয়, তাহা চুয়াইলে আরক নামে মদ্য প্রস্তুত হয় । ইহা পুনরায় চুয়াইয়া ৯২০ ডিগ্রী আপেক্ষিক ভার হইলে তদ্বারা অরিষ্টাদি প্রস্তুত করা যাউতে পারে ।

মদ্যপান করিয়া যদি তৎক্ষণাৎ দ্রুত সংযুক্ত চিনি ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে মত্ততা উপস্থিত হয় না । ভাষ:

মৃতসঞ্জীবনী সুরা । নূতন ইক্ষু গুড় ১২১০ সের, বাবলাছাল, কুল-ছাল, সুপারি প্রত্যেকে ২ সের, লোধ আদ সের, আদা এক পোয়া, সমুদায়ের আট গুণ জল । প্রথমে গুড় জলে গুলিয়া পরে আর্দ্রক, বাবলাছাল, ও কুলছাল চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করণান্তর উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পরে

সুপারি ও লোধ দিয়া সরাব দ্বারা ঢাকিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। ২০ দিন পরে মুম্বর মোছিকায়ন্ত্রে ও ময়রাক্ষেপিয়ন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে পাত্র মধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল রক্তচন্দন, সুলফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারচিনি, এলাচ, জায়ফল, মুতা, গেটেলা, গুঠ, মেথী, মেঘশৃঙ্গী ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ৪ তোলা কুটিত করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পাবে যথাবিধি চুষাটয়া স্ববা উদ্ধৃত করিবে। ষাঁড় ও বয়সানুসাবে মাত্রা ব্যবস্থেয়। ইহা পানে বদ অগ্নি, পুষ্টি ও রুচি শক্তি বৃদ্ধি হয়। ঔষঃ রক্ত।

মধু, মাক্ষিক ।

এপিস মেলিফিকা নামক মক্ষিকাবচাক অর্থাৎ বাসস্থান সঞ্চিত শার্ক বিক দ্রব। ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা উদ্ভিজ্জ পদার্থ; পুষ্প হইতে মধুমক্ষিকা দ্বারা নীত হইয়া থাকে। মধু বিশোধিত করিতে হইলে প্রথমে ইহা জলস্বেদন যন্ত্রোদ্বাপে দ্রব করিয়া উষ্ণ জল-সিক্ত ফানেল বা অন্য পশমী বস্ত্র দ্বারা ছাকিবে। ইহাতে দুই প্রকার শর্কবা আছে এক প্রকারে দানা বাঁধে অপর প্রকারে দানা হয় না।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। শ্লিষ্ণকারক, পুষ্টিকারক ও ঈষৎ রেচক। কোন কোন স্থানের মধু বিষাক্ত, তত্ত্বৎ স্থলের বৃক্ষের বিষাক্ততা গুণ বশতঃ এক্রূপ হইয়া থাকে। কুলীর ঔষধ ও কাসন্ন মিশ্রের সঙ্গে সচরাচর ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিবিধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের সহিতও ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশের মতে গোছৃক্ষ, নবনীত, মধু ও চিনি একত্রে লেহন করিলে রক্তাতিসার বন্ধ হয়। ভৃষ্ট মুগের কষায়, খই ও মধু চিনি একত্রে সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা, ছর্দি, অতিসার নষ্ট হয়। সূত্রতাচার্য্য ৮ প্রকার মধুর বিষয় বর্ণনা করেন। আটজাতীয় মধুমক্ষিকা হইতে উক্ত ৮ প্রকার মধু প্রস্তুত হয়। মধু পুরাতন হইলে সংকোচক গুণ ধারণ করে।

মনঃশিলা, মনঃশিলা ।

ইহাকে রেড্‌ সলফাইড্‌ অফ্‌ আর্সিনিক বা রিয়ালগর কহে ।

শোধন । ছাগমূত্রে দোলায়ন্তে তিন দিন পাক করিবে ও ছাগ-পিত্তে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয় । সাধারণতঃ দেশীয় কবিরাজেরা ইহা লেবু বা আদার রসে মর্দন করিয়া ব্যবহার করেন ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার আশ্বাদ কটু ও তিক্ত এবং ইহা শ্বাস কাস, জ্বর ও চর্মরোগ নষ্টকর ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

চণ্ডেশ্বর রস । মনঃশিলা, পারদ, গন্ধক, কাটবিষ প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া নিসিন্দা পত্র রসে ও আদার রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বাটকা করিবে । ইহাতে স্বপ্নবিরামজ্বর নষ্ট হয় । রসেন্দ্র সার

মনঃশিলাদ্য তৈল । মনঃশিলা, ভেলা, ছোটএলাচ, অণ্ডক, চন্দন, জাতিপত্র ও তক্র দ্বারা নিম্ন তৈল পাক করিবে । ইহা মর্দনে বল্লমিক প্রভৃতি চর্মরোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিবোগ ।

সৈন্ধব, কপূর, মনঃশিলা, পিপুল, মউল ও অম্বলালা একত্রে মিশ্রিত করিয়া চক্ষে লাগাইলে তন্দ্রা, নিদ্রা নিবারণ হয় । এ

মনঃশিলা, সৈন্ধব, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিতকী ও হিঙ্গু চূর্ণ, মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিলে কাস, শ্বাস ও হিকা নিবারণ হয় । এ

মনঃশিলা ভুঞ্জে গুলিয়া ও কুলপত্রে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । পরে তাহার ধূম পান করিলে দুর্দমা কাস নিবারণ হয় । এ

পটোলপত্র, মনঃশিলা, নিম্ব, গোরোচনা, মরিচ, তিল ও কণ্টকারির স্বরস দ্বারা সিদ্ধ তৈল মাখিলে অলসক নষ্ট হয় । এ

মনঃশিলা, হিরাকস ও তিল চূর্ণ স্থানিক প্রয়োগ করিলে পাকুই নষ্ট হয় । এ

মনছাল ও অপাঙ্গের ক্ষার একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ধবল রোগ উপশমিত হয়। ঐ

হরিতাল, মনছাল, মরিচ ও আকন্দের আঠা একত্রে লেপ দিলে কুষ্ঠ রোগের ক্ষত আরোগ্য হয়। চক্রঃ

মল্লিকাপুষ্প, বেলপুষ্প ।

জ্যাস্মিনম্ স্যামবাক নামক বৃক্ষ । ইহার পুষ্পের সদৃশ্যের জন্য যত্নপূর্ব্বক লোকে রোপণ করে। মেঃ জে উড্ বলেন যে, ইহার পুষ্পের দুগ্ধস্রাব হ্রাস করণ শক্তি আছে ; প্রসবাস্তে দুগ্ধস্রাব হ্রাস করণার্থ ইহা ব্যবহার করান যাইতে পারে। এতদর্থে দুই মুটা বেলপুষ্প বাটিয়া বক্ষোপরি প্রলেপাকারে সংস্থাপিত করিবে, দিনে ২৩ বার দিতে হয়। কখন কখন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু সচরাচর ২৩দিনের মধ্যে উক্ত ক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা উষ্ণ, লঘু, বৃষ্য, তিক্ত ও কটুক, এবং বাতরক্ত, পিত্ত, কুষ্ঠ, অকৃচি, বিষ ও ব্রণনাশক।

মল্লিকাপুষ্প, হরিতকী, বাঁশের কৌড় বাটিয়া লেপ দিলে ঘামাচি নষ্ট হয়। ভাবঃ

মল্লিকাপত্র, হরিদ্রা, পাকুড়পত্র ও দূর্লা একত্রে বাটিয়া গাত্রে লেপ দিলে বর্ষা বিচর্চি নষ্ট হয়। ঐ

মসিনা, তিসি, অতসী ।

লাইনিয়া জাতীয় লিনম্ ইউসিট্যাটিসিমম্ নামক ওষধির বীজ। বাঙ্গালা, উত্তর ভারতবর্ষ ও নীলগিরি অঞ্চলে যথেষ্ট জন্মে। ইহার বীজকে লিনাই সেমিনা বা লিনসিড্ বলে। ইহার বীজে অধিক পরিমাণে স্নেহ দ্রব্য আছে। নিষ্পেষণ করিলে এই বীজ হইতে শতকরা ২৭অংশ তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল দৃশ্যে পীতাত পাটলবর্ণ, অত্যন্ত শৈত্য দ্বারাও জমিয়া যায় না। জ্বলাইবার সময় অত্যন্ত ধূম নির্গত হয়। ইহা সহজে ঘনত্ব

বিকৃত হয় এবং বায়ুতে সহজে শুষ্ক হইয়া যায়। অনেক প্রকার ব্যবহারে এই তৈল লাগিয়া থাকে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। স্নিগ্ধ ও তরলকারক। তৈল অল্প রেচক। ইহার ফাণ্ট যষ্টিমধু সহযোগে মূত্রাশয়-প্রদাহ ও উদ্দীপনাদিতে প্রযুক্ত হয়। উদরাময়, অতিসার, প্রমেহ এবং মূত্রযন্ত্রের অন্যান্য পীড়ায় উপকারক। স্ফোটকে ইহার পুলটীস দিলে শীঘ্র পুঁয়োৎপত্তি হয়। নানা প্রকার প্রদাহিত ও আহত স্থানে স্থানীক প্রয়োগ করিলে বেদনাদি উপশমিত হয়। ইহাব তৈল চিত্র ও বার্ণিশাদি করিতে লাগে। চূনের জল সহ এই তৈল দধ্ব ক্ষতে প্রযোজ্য।

প্রয়োগরূপ।

মসিনার ফাণ্ট। মসিনা ৮০ রতি, যষ্টিমধু ৩০ রতি, ক্ষুটিত পরিশ্রুত জল ছেটাক। আবৃত পাত্র মধ্যে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে, মাত্রা যথেষ্ট। এই ফাণ্ট মূত্রকারক, তজ্জন্য বিষ্মটিকা বোণে মূত্রকরণার্থ ইহা ব্যবস্থেয়।

মসিনার আলেপন। মসিনার খইল ২৫ টাক, ক্ষুটিত জল ছেটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

মহাবুড়ী বচ, স্থূলগ্রন্থি।

সিটামিনী জাতীয় জিজিবার জিবমবেট নামক ওষধির মূল। কলিকাতার সন্নিকটস্থ অরণ্যে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অংশ আর্দ্র-কের মত। ইহার মূল এক খণ্ড মুখে রাখিলে কাশির উগ্রতা নিবারিত হয়।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্নিগ্ধ, উগ্রগন্ধ, কফকাস নাশক, ক্ষুণ্ণ, শ্লবকারক এবং কণ্ঠ ও মুখ শোধনকর।

মাংস।

বিবিধ প্রকার জন্তুর মাংস ঔষধার্থে ব্যবহার্য। তত্তাবতের নামো-

শ্লেথ এস্থলে অনাবশ্যক । ছাগ, মেঘ, কপোতক, কুকুটাদির মাংসই সচরাচর সেবনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ইহার ক্রিয়া পুষ্টিকর ও বলকর । দৌর্বল্যা ও বিবিধ পীড়ার অবসন্নাবস্থায় মাংস যুষ সেবন বিধেয় । নানা প্রকার জন্তর মাংস, তৈল ও ঘৃতাদি প্রস্তুত কবিতে লাগে । উহাদের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল ।

মূষক তৈল । মূষিক মাংস ও দশমূলের কাথ ও কন্ধ দ্বারা বিপাচিত তৈল অভ্যঙ্গোত্তমভ্রংশ ও বেদনা আরোগ্য হয় । ভাবঃ

হংসাদি ঘৃত । হংস মাংসেব কাথ দিয়া ঘৃত পাক করিবে । ইহা শিরঃপীড়া ও বাতব্যাধিতে ব্যবহার্য্য । সঃ মেঃ

কুকুটাদি ঘৃত । কুকুট মাংসের কাথ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে । ইহা কাসিতে ব্যবহার্য্য । ঐ

শিবা ঘৃত । পুরুষ শৃগালের মাংস ৬০ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের ; দশমূল মিলিত ৬০ সেব, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সেব ; ছাগহৃৎ ৮ সের ; কঙ্কার্থ—যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকান্ঠ, ত্রিফলা, বৃহত্তী, তগরপাথুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িম বীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুক, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখাল শশারমূল, শালপাণ, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পদ্ম, হুঁদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, এলাচ, এলবালুক ও চাকুলে প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া ৪ সের ঘৃত পাক করিবে । ইহা সেবনে উন্মাদ ও অপস্মার নষ্ট হয় । ভৈঃ র

ময়ূরাদি ঘৃত । ময়ূর মাংসের কাথ ও জীবনীয়গণ দ্বারা ঘৃত পাক করিবে । ইহা সেবনে শিরোবেদনা নিবারিত হয় । ঐ

ছাগলাদ্য ঘৃত । ছাগ মাংস ৬০ সের, দশমূল ৬০ সের, জল ৬৪ সের ; শেষ ১৬ সের ছাকিয়া লইবে ; ঘৃত ৪ সের, হৃৎ ৪ সের, শতমূলীর রস ৪সের এবং কঙ্কার্থ—গুলঞ্চ, বংশলোচন, অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের, যথাবিধি পাক করিবে । ইহাতে বিবিধ বাতব্যাধি, মদিত, কর্ণশূল, বাধির্ঘ্য, মূক, মিন্মিণ, পঙ্গুতা, খঞ্জ, গৃধ্রসী, অপতান, অগতর প্রভৃতি নষ্ট হয় । ঐ

শম্বুকাদি তৈল । কটু তৈলে শম্বুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী প্রশমিত হয় । ভৈঃ রত্না

ষড়ঙ্গ যুষ । ছাগ মাংস ৪ পল, যব ১ পল, কুলথ কলাই ১ পল, জল ৪৮ পল, শেষ ১২ পল । ১ পল ঘূতে সত্ত্বলন করিবে, পরে সৈন্ধব ১ কৰ্ষ, পিপ্পল ১ মাষা ও গুঠ ১ মাষা বাটিয়া দিবে । সৌরভার্থ অল্প হিঙ্গ দিবে । যক্ষ্মা রোগে বলকরণার্থ প্রয়োজ্য । ভাবঃ

ষড় যুষণ । মাংস ও মুগের যুষ এবং তক্র, ধনে, জীরা ও সৈন্ধব একত্রে গ্রহণী রোগীকে সেবন করান কর্তব্য ।

ছাগ অণ্ড ; ঘূতে ভাজিয়া পিপ্পল চূর্ণ ও লবণ সহ সেবন করিলে ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয় । ভাবঃ

মাংগষ্টিন ।

গটাকেরী জাতীয় গারসিনিয়া মাংগস্টিনা নামক বৃক্ষের ফল । পূৰ্ব্ব-দেশস্থ স্বীপাদি হইতে এতদ্দেশে আনীত হয় । ইহা সংকোচক; ইহাতে ট্যানিন থাকা দৃষ্ট হইয়াছে । প্রাচীন উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে নিম্ন-লিখিত ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন করাইতে ডাং ওয়ারিং উপদেশ দেন । মাংগষ্টিন ফলের শুষ্ক খোসা ১ ছটাক, ধনে ও জীরা প্রত্যেকে আট আনা, জল পাঁচ পোয়া, সিদ্ধ করিয়া অর্ধেক থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে । মাত্রা ১—২ ছটাক, দিবসে ২৩ বার । ডাং রিন্ বলেন যে, সহজ উদরাময়েও এতৎ প্রয়োগে উপকার দর্শে । ইহার ক্কাথ বাহ্যিক প্রয়োগে সংকোচক ।

মাখাল, ইন্দ্রায়ন ।

কিউকরবিটেশী জাতীয় কিকিউমিস কলসিস্টিস নামক বৃক্ষের ফলা-ভাস্করস্থ বীজ । ভারতবর্ষের নানা জনপদে জন্মে ।

ক্রিয়া । ডাং ওমানেসী বলেন যে, মাখাল ফলের বীজ ১৫ রতি সন্ধ্যায় সেবন করিলে বিরেকক ক্রিয়া প্রকাশ পায় । ইহার বীজ নিঃসৃত

তৈলের কুমিনাশক গুণ আছে। ডাং জে নিউটন বলেন যে, ইহার মূলের কাথ সেবনেও বিরেচক হয়। ফলের শস্যাপেক্ষা ইহার ক্রিয়া মৃদু।

মাছেরতৈল ।

ওগিরম জেকরিস ফিসিস, মাক্রাজ ফিশ অয়েল। নানাবিধ মৎস্যের যকুৎ হইতে প্রস্তুত করে। কডলিভর অয়েলেব পরিবর্তে বহুদিন হইতে দাতব্য চিকিৎসালয় ও আতুরালয় সমূহে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার গন্ধ বড় অসন্তোষকর ও বিবমিষা-জনক। তদ্ব্যতীত দুর্বল পাকাশয়ে ইহা সহ্য হয় না। কিন্তু ডাং বিডী বলেন যে, যদি সদ্য যকুৎ হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে তত দুর্গন্ধ হয় না। যকুৎ জলে দিচ্ছ করিয়া এই তৈল প্রস্তুত করে। প্রতি বৎসর ইহা ২৫০০ পাউণ্ড মেডিক্যাল ষ্টোরে আনীত ও বাণিজ্য হইয়া থাকে।

ইহাতে কডলিভর অয়েলেব মত আইয়োডিন, ব্রোমিন, ক্লোরিন ও ফসফরাস আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পোষক ও স্নিগ্ধকারক। গণ্ডমালা, গ্রন্থিবৃদ্ধি, সর্দি, বালকদেব অল্পস্থ গ্রন্থিবৃদ্ধি বোগ, অস্তিকোমলতা, প্ৰবাতন বাত এবং প্রধানতঃ সমুদায় প্ৰবাতন বাধি, যাহাতে পরিপাক, পোষণ ও শোষণ ক্রিয়াদির বিশৃঙ্খলা থাকে; তাহাতে ব্যবহার্য। যক্ষ্মারোগে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শিয়াছে।

মাজুফল ।

কোয়ারকস্ ইনফেকটোরিয়া নামক বৃক্ষের তরুণ শাখাগ্রে একপ্রকার ক্ষুদ্র পতঙ্গ সৃষ্টি ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, পরে ঐ ছিদ্র দিয়া আঠা নির্গত হইয়া ছিদ্রমুখ আবরণ করে এবং ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গুবাকের ন্যায় হয়। অণ্ড তন্মধ্যে থাকে, কাল সহকারে ফুটিয়া স্বজাতীয় পতঙ্গাকৃতি ধারণ করতঃ উহাতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয়। এই আঠা সম্ভূত অণ্ড গৃহের নাম মাজুফল, বস্তুতঃ ইহা ফল নহে।

ইহাতে শতকবা ৩৫ অংশ ট্যানিক এসিড ও ৫ অংশ গ্যালিক এসিড আছে।
তত্ত্বিন্ন একপ্রকার তিক্ত সাব থাকে। জল ও সুরা দ্বারা ইহার ধর্ম গৃহীত হয়।

ক্রিয়া । বিশুদ্ধ সংকোচক, বলকর ও পর্যায়-নিবাবক। অহিফেণ ও কাটবিষের দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহার ফাণ্ট পানে উপকার হয়। উদ-
বাময়, অতিসার, স্বেত-প্রদর রোগে উপকারক। রক্ত-প্রদরে ইহার কাথেব
পীচকারি ব্যবহার্য। অর্শরোগে প্রদাহ না থাকিলে অহিফেণ সংযোগে
ইহার মলম স্থানীক প্রয়োগ করিবে। তালু, আনজিহবা প্রভৃতি স্থানেব
শিথিলতায় ফটকিরি সহ ইহার কাথের কুলী ব্যবহার্য। সবলান ও জবাযু
বহির্গমন রোগে ইহার কাথের পীচকারি ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি, দিনে ৩৪ বার সেবা।

প্রয়োগরূপ ।

মাজুফলের অরিফ্ট । মাজুফল চূর্ণ ৫ কাঁচা, সুরা দশ ছটাক,
সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম।

মাজুফলের কাথ । মাজুফল কুটিত ৩ তোলা, জল দশ ছটাক, আবৃত
পাত্রে দশমিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ১ ছটাক।

মাজুফলের মলম । মাজুফল চূর্ণ ৪০ বতি, মোমের মলম আদ
ছটাক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে।

অহিফেণযুক্ত মাজুফলের মলম । পূর্বোক্ত মলম আদ ছটাক,
অহিফেণ চূর্ণ ১৬ রতি ; মর্দন করিয়া মিলাইয়া দিইবে।

মানকচু, মানক ।

য়্যালোকেসিয়া ইণ্ডিকা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের কন্দ। বাঙ্গালায় বিস্তর
জন্মে। ইহা এতদেশের একটি উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহার সারকতা গুণ
আছে। উদরী, শোথ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োজ্য।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

মানক ঘৃত । মানকচুর কন্ধ ও কষায় দ্বারা ঘৃত পাক করিবে।
ইহাতে সকল প্রকার শোথ নষ্ট হয়। ভাষ:

মান মণ্ড । প্রাচীন কচু চূর্ণ ৮ তোলা, চাউল চূর্ণ ১৬ তোলা, জল ও ছন্ধ প্রত্যেকে ৪৮ তোলা দিয়া জন নিঃশেষিত নাহওয়া পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে । ইহা উদরী ও গ্রন্থী বোগীকে পথ্যার্থ দিবে । ইহা ও ছন্ধ বাতীত তৎসময় আব কোন দবা সেৱন কবিত্তে দিবেনা । এইকণ নিবসে এক বা দেড় মাস থাকিলে উদরী বোগ অবোণা হয় । ছন্ধ :

মাতুলঙ্গ, টাবালেবু, ছোলং লেবু ।

রটেসী জাতীয় সাইট্রস মিডিকা নামক বৃক্ষের ফল ।

ভাব প্রকাশের মতে ইহা স্বাদ, জদা, অম, দীপন, লঘু, বাতপিত্তহর, কণ্ঠ, জিহ্বা ও জদয শোধক এবং শ্বাস কাস, অকচি ও তৃষ্ণাহর ।

টাবালেবুর মূল, জটামাংসো, দেবদারু, শুঠ, বাঙ্গা ও গনিয়ারি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাত, ব্রণ, শোথ প্রশমিত হয় । ভাব :

টাবালেবুর মূল শুষ্টিমধু স্নাত সহ সেৱন কবিলে স্ত্রীলোক স্তূথে প্রসব করে । এ

আয়ুর্বেদীয় অনেক প্রকার ঔষধের ভাবনা দিতে এই লেবুর বস প্রয়োজন হয় ।

মাষকলাই ।

ফাংসিগোলস বকসববাই নামক গুল্মের ফল । বঙ্গদেশে অপরিাপ্ত জন্মে, ইহা ঔষধার্থ ভিন্ন আহারার্থেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা প্রস্তুত ঔষধাদি বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারক । ইহার বিশেষ পুষ্টিকারক গুণ আছে । মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুয়াণ্ড, মধু ও চিনি এবং ছন্ধ একত্রে সেৱন করিলে স্ত্রীলোকের সোমরোগ অর্থাৎ মূত্রাধিক্য নিবারণ হয় । ভাব :

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

স্বল্পমাষ তৈল । মাষকলাই ৮সের, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সের ;

ছাকিয়া লইবে । তিলতৈল ৪ সেব, সৈন্ধব ১ সেব দিয়া একত্রে পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে বাতবাধি, অঙ্গসংকোচন ও বাতশীর্ণ্য নষ্ট হয় । চক্রঃ

মাষাদি তৈল । মাষকলাই, সৈন্ধব, বেড়োলা, রাসা, দশমূল, হিঙ্গু, বচ, কৃষ্ণ ধূতুর, জটামাংসী ও গুঠ দ্বারা তৈল পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে পক্ষাঘাত, অর্দিত, বিষচী, অববাহক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

মাষ তৈল । তিলতৈল ৪সেব, কাপাথ—মাষকলাই, মসিনা, ঘব, ঝাঁটী, কণ্টকারি, গোক্ষুর, সোদাল, জটামাংসী ও আমকুনী বীজ প্রত্যেকে ৮ পল, পাণার্থ—জল ৬৪সেব, শেষ ১৬সেব ; কাপাসবীজ, শণবীজ, কুলখ-কলাই ও কুল ঋষ্ঠ প্রত্যেকে ১৬পল, জল ৬৪সেব, শেষ ১৬সেব । ছাগমাংস ৮সেব, জল ৬৪সেব, শেষ ১৬সেব । কাপাথ—গুঠ, পিপ্পল, উলফা, এবণ্ডমূল, পুনর্বা, গন্ধভাদ্রো, রাসা, বেড়োলা, গুলফ, কটকী মিলিত ১সেব দিয়া পাক করিবে, এই তৈল মর্দনে অববাহক, অর্দিত, ভুজকম্প ও শিবঃকম্প প্রভৃতি বোগ নষ্ট হয় । ঐ

মহামাষাদি তৈল । মাষকলাই ৪ সেব, দশমূল ৫০ পল, ছাগ-মাংস ৩০পল, ৬৪সেব জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬সেব থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । পবে তিল তৈল ৮সেব, ত্রুষ্ণ ৩২সেব ও কক্ষার্থ—জীবনীয় গগ, মন্দিয়া, চৈ, চিতে, কটকল, গুঠ, পিপ্পল, মরিচ, পিপ্পলমূল, বাসা, আমলকী, গোক্ষুর, আলকুশী, এরণ্ড, সুলফা, লবণত্রয়, দেবদারু, গুলফ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ, শঠী, প্রত্যেকে ২তোলা দিয়া মুহু অগ্নিতে পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে পক্ষাঘাত, অর্দিত, হস্তস্ত, শিরঃশূল প্রভৃতি উপশমিত হয় । চক্রঃ

মহামাষাদি তৈল । মাষকলাই, ঘব, মসিনা, কণ্টকারী, আলকুশী, পীতঝাটী, গোক্ষুর, শোণাক প্রত্যেকে ৭পল, চারিগুণ জলে পাক করিয়া নিকি থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । কাপাসবীজ, কুলবীজ, শণবীজ, কুলখ প্রত্যেকে ১৪পল, চারিগুণ জলে পাক করিয়া নিকি থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । ছাগমাংস ১সেব, ৬৪সেব জলে সিদ্ধ করিয়া পান শেষ থাকিতে ছাকিয়া লইবে, পরে তিলতৈল ৪সেবের উক্ত কষায় সকল ক্রমশঃ

পাক করিবে । অবশেষে কক্কার্থ—গুলঞ্চ, কুড়, সৈন্ধব, রান্না, পুনর্গবা, এরণ্ড, পিপুল, গুলফা, বেড়েলা, গন্ধভাদালে, জটামাংসী ও কটকী প্রত্যেকে ২তোলা দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে বাতব্যাধি নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ

মাষকলাই, এরণ্ডমূল, আলকুশী, বেড়েলা প্রত্যেকে আদ ২তোলা লইয়া যথারীতি কাথ প্রস্তুত করিবে । সৈন্ধব ও হিন্দু সহ ইহা সেবন করিলে পক্ষাঘাতাদি বাতব্যাধি নষ্ট হয় । চক্রঃ

মাষপর্ণী, মাষানি ।

মাইসিন লেবিয়েলিস নামক গুল্ম । বঙ্গদেশে খড়ক্ষেত্রের মধ্যে জন্মে । ভারতের অন্যান্য এদেশেও পাওয়া যায় ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত রুক্ষ মধুৰ, শুক্র, বল ও রক্তকর এবং গ্রণী, শোথ, বাতপিত্ত জ্বরনাশক ।

মাষপর্ণী, মুণ্ডিতিকা ও বেণার মূলেব কাথ দ্বারা শিশুকে স্নান করাইলে গৃহদোষ নষ্ট হয় । ভাবঃ

মুক্তা ।

ইংরাজীতে ইহাকে পার্লস্ কহে । ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ।

শোধন । জয়ন্তীপত্র রস বা বকপুষ্পের রসে সিক্ত করিলে মুক্তা বিশোধিত হয় । তৎপরে মুখা মধ্যে পুরিয়া গোড় দিলে ভস্ম হয় ।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ । বলকর, পুষ্টিকর । মূত্ররোগ, ক্ষয় কাস ইত্যাদিতে ব্যবহার্য্য । মুক্তা দ্বিতে ভাজিয়া পরে তাহা চূর্ণ করিয়া অনেক চিকিৎসকে ব্যবহার করিয়া থাকেন ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

পিভাস্তক রস । জায়ফল, জৈত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্র,

স্বর্ণমাক্ষিক, কাটবিষ, লোহ, অভ্র, মনঃশিলা প্রত্যেকে ১ ভাগ, সর্ব সমান মুক্তাচূর্ণ, একত্রে মিশ্রিত ও জল দিয়া মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে পিত্তবোণ, অজীর্ণ, কামল, পিত্ত বমন, শূল, অন্নপিত্ত প্রভৃতি নষ্ট হয়। বসেন্দ্র সারঃ

মুক্তাদি মহাঞ্জন। মুক্তা, কপূর্ব, মোম, অঙ্কুর, মরিচ, পিপ্পল, সৈন্ধব, শৈলৈয়, এলবালুক, শুষ্ঠী, কঙ্কোল, মারিত কাংস ও বঙ্গ; হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, কুকুট অণ্ডের ত্বক, বহেড়া, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্টিমধু, জাতীপুষ্প, তুলসীর নবকুসুম ও বীজ, কবজ, নিষ, স্নবমা, ভদ্র-মুতা, মারিত তাম্র, বনাঞ্জন প্রত্যেকে এক মাষা লইয়া মধুব সহিত উত্তম কপে পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিবে। ইহাতে নানাপ্রকার চক্ষুঃবাগ আবেগাভব। ভাবঃ

মুক্তাবুরি।

ইউফরবিয়েরী জাতীয় একালিফা ইণ্ডিকা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ। প্রতি বৎসর এদেশস্থ উদ্যানাদিতে আপনাপনিই ফল্লে।

ইহার পত্রের ক্রাপ ঈষৎ বেচক, মূল বাটিয়া সেবন করিলে বিবেচক হয়। ইহার পাতার রস ২ ড্রাম মাত্রায় সেবনে শিশুর বমন হয়। ইহা ইপিক্যা-কের ন্যায় অবসাদক নহে। ডাং বিড়ী এই মতেব পোষকতা করেন। তিনি বলেন যে, ইহার গুড় পত্রের ফাণ্ট বা সার প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলেও ইহার উপর্যুক্ত ক্রিয়ার কোন পরিবর্তন হয় না। ডাং রস বলেন যে, ইহা কফনিঃসারক ও সেনেগার সমতুল্য। বালকদের বায়ুনলীভুজ-প্রদাহে ইহা ব্যবহারে উপকার লব্ধ হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ইহার পাতা বাটিয়া উপদংশীর ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতের অবস্থা আরোগ্যোন্মুখ হয়। বিষাক্ত কীট দংশনের জ্বালা যন্ত্রণা, ইহার পাতা বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপশমিত হয়। ডাং এনেস্লী ইহার মূলের বিরেচক গুণ থাকার স্বীকার করেন।

মুণ্ডিতিকা, মুণ্ডিরী, মুরমুরিয়া ।

ফিরান্থাস হিটস নামক বৃক্ষ ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা উষ্ণবীৰ্য্যমধুর, মেঘা । ইহা গণ্ড, অপচী, মুত্রকৃচ্ছ, ক্রমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লেষ্মা, অকচি, অপস্মার, প্লীহা ও মেদ নষ্ট করে ।

মুণ্ডিতিকা, শতমূল, গুলঞ্চ, হস্তিকৰ্ণ, পলাশ ও তালমূলীৰ চূর্ণ সম-
ভাগে লইয়া মধু স্ফুট কিছু দিন লেহন করিলে বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয় । ভাবঃ

মুচুকুন্দ, মোচকন্দ ।

টিরস্‌গাম্ম স্তবিরদোদিসম নামক বৃক্ষের পুষ্প ।

ইহা শিরঃশীতা ও রক্তপিত্ত নাশক । ভাবঃ

ইহার পুষ্প, কাজির সহিত বাটিকা প্রয়োগ দিলে শিরঃশীতা নিবারণ
হয় । ভাবঃ

মুতা, নাগর মুতা, মুস্তক, মুস্তা ।

মাইপিৱেসী জাতীয় মাইপিরস বোটনডস্ ও পাবটিনিউয়িস নামক তৃণ-
দ্বয়ের স্তূল্যাকার মূল । ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেরই আর্দ্র স্থানে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বদকারক, মূত্রকারক ও শ্বেদ-
জনক । ভাবপ্রকাশেব মতে ইহা কটু, তিম, গ্রাসী, তিক্ত, দীপন, পাচন
কষায় এবং কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, অর, অকচি ও ক্রিমীনাশক । অহুপদেশ
জাত মুতা সর্ষাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সদ্য মূতার ফাণ্ট জরে নিবন্ধ করণার্থ প্রযোজ্য ।
উদরানয় ও অতিসার রোগে ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে, কিন্তু
অন্যান্য সংকোচক ঔষধ সহযোগে ব্যবহার করিতে হয় । বিবিধ প্রকার
আয়ুর্বেদীয় মত্তের তৈল ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা লাগে । মুতায় এক-
কণ সদাক্র আছে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ষড়ঙ্গপানীয় । মুতা, ক্ষেপাপাণ্ডা, বিণাৰমল, বালা, শ্বেতচন্দন

৩ ধনে মিলিত ২ তোলা কুট্টিত কবিয়া ৪ সের জলে সিদ্ধ কবিয়া আদ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। এই জল পান করিলে অরকালীন পিপাসা শান্তি হয়। চক্রদত্ত, ধনের পরিবর্তে গুষ্ঠী দিতে আদেশ করেন। ভাবঃ

মুস্তাদি চূর্ণ । মুতা, আতিস, বেলগুঠ ও ইন্দ্রযব স্বল্প চূর্ণ কবিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু সহ সেহন কবিলে গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। ঐ

মুস্তাদি বটিকা । ভদ্রমুতা, ত্রিকটু, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, নিম্বপত্র, গোমূত্রে গেষণ ও ছায়ায় শুষ্ক কবিয়া বটিকা করিবে, ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্তের শিথিলতা নিবারণ হয়। ঐ

ভদ্রমুস্তাদি কাথ । ভদ্রমুতা, হরীতকী, নিম্ব, পটোলপত্র ও যষ্টি-মধুর কষায় ; শিশুকে সেবন করাইলে সর্স্বপ্রকার অর শান্তি হয়। ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

মুতা, আনলকী, গুলঞ্চ, গুঠ ও কণ্টকারীর কাথ ; পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে বিষম অর নষ্ট হয়। ঐ

মুতা, আতিস, মূর্কী, বচ ও কুটছোর কষায় ; মধু সহ সেবন কবিলে পিত্তশ্লেষ্মাতিসার নষ্ট হয়। ঐ

মূদগাপর্গী, মূগানি ।

ফ্যাসিয়োলস ট্রিবোলস নামক গুল্ম । বাঙ্গলাদেশের মাঠে খড়ের ঙনিতে সাধারণতঃ জন্মে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ইহা জন্মিয়া থাকে।

ভাবপ্রকাশেব মতে ইহা হিম, রূক্ষ, তিক্ত, ঋতু, শুক্লল, চক্ষুশা এবং ক্ষত, শোথ, গ্রহণী, অর দাহ, ত্রিদোষ ও অতিসার নাশক। ইহার সংকোচক গুণ আছে ; অন্যান্য গুণের সঙ্গে বাবদ্ধত হয়।

মুদ্রাশঙ্খ ।

ইংরাজীতে ইহাকে গ্লসাই অকসাইডম বা লিপাজ্জ কহে ।

নানাপ্রকার ক্ষতে মলমের সঙ্গে ইহা ব্যবহার হয় । ইহা গন্ধাবাদ হীন ও জলে দ্রবণীয় । অঙ্গার সহযোগে ইহাকে দগ্ধ করিলে সীসধাতু পৃথক হইয়া পড়ে । ইহার আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না ।

প্রায়োগরূপ ।

মুদ্রাশঙ্খের পলঙ্গ । । মুদ্রাশঙ্খ ২ ছটাক, তিলতৈল ৪ ছটাক, পাত্তবর্ণমোম দেড় ছটাক, অগ্নি সম্বাপে গলাইয়া শীতল না হওয়া পর্যন্ত আলোড়ীন করিবে । পবে গোলাকার বাতিব মত পাকাইয়া রাখিবে । এই পলঙ্গা বস্তুর উপর নাখাইয়া ক্ষতাদিতে আবরণের নিমিত্ত এবং কোন স্থান কাটিয়া গেলে যে কানোব টুকর পদার্থ একত্রে রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

মূত্র ।

সংবাদনতঃ গোমূত্রই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গোমূত্র দ্বারা বহির্বিদ্যে বৈজ্ঞানিক ও কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হয় । ধাতুদ্রব্য শোধন ও স্ফারণার্থেও ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে ।

মেঘ, মতিম, ছাগ, অশ্ব, হস্তি, গর্ভভ ও উষ্ট্রের মূত্রও কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

ক্রিয়া । ঔষধ বেচক ও মূত্রকর । জ্বর, গৌশা, কাণ্ডবদ্ধ, মূত্রাবাত, শূল, উদরী, কামল ও চক্ষুপীড়ার ব্যবহার্য্য ।

মূর্খা, মূগরা ।

মানসিভিবা জিলামিকা নামক লতা । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাভ. শিথল, রক্তপিণ্ড, মেঘ, অদ্রোণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জরনবর্ধক ।

মূলক, মৃগা ।

রায়ফেনস মাটিউভব নামক ওষধিৰ মূল কন্দ । ইহা তরকারিৰ জন্য যথেষ্ট পরিমাণে এনেণে বোপিত ও ব্যবহৃত হয় । এই কন্দ শুষ্ক করিয়া তদ্বারা তৈল ও য়ত (আয়ুর্বেদ মতের) প্রস্তুত হয় । ইহাৰ আশ্লেষ গুণ আছে বলিয়া কথিত হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

শুকমূলাদ্য তৈল । শুকমূল, শ্বেতপুর্ণবা, দেবদাক, বায়া ও শুঠেব কাণ ও কঙ্ক দ্বাৰা তৈল পাক করিবে । এই তৈল মদনে স্বয়ং নষ্ট হয় । ভাবঃ

শুকমূলাদ্য য়ত । শুকমূল, পুর্ণবা, বৃহৎ পঞ্চমূল, সৌদাম ফলেব মজ্জা ও জল দ্বারা য়ত পাক করিবে । ইহা সেবনে শীঘ্রই উদাবষ্ঠ নষ্ট হয় । চ

মৃগনাভি, কস্তুরী ।

মঙ্গস্ মঙ্গিকিবস নামক মৃগেব নাভিৰ পশ্চাৎ ও লিঙ্গমণি আবরক চর্ম্মের সম্মুখস্থিত একটি কোষমধ্যে ইহা জন্মে । মধ্য ভাবতবর্ষ, তিব্বত, নেপাল, কাশ্মীর, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে ইহাৰা বাস করে ।

এক একটি পূর্ণবয়স্ক মৃগেব এই কোষমধ্যে এক ইটতে দৃষ্টতঃ পর্য্যন্ত মৃগনাভিৰ দানা পাওয়া যায় । ইহা অত্যন্ত উষ্ণ সঞ্চক্ক যুক্ত, ইহাৰ আশ্বাদ তিত্ত ।

ক্রিয়া । উত্তেজক, বায়ুনাশক, অক্ষেপ-নিবারক ও কামোদীপক ইহার স্নেহজনক ও মূত্রকারক গুণও আছে । সেবন করিলে শোষিত হইয়া মূত্রগ্রস্তি ও চর্ম্ম দ্বাৰা নির্গত হয়, তৎকালে ঘর্ম্ম ও প্রস্রাব বদ্ধিত হয় । অল্প পরিমাণে সেবন করিলে রক্তসঞ্চালন যন্ত্ৰেব ক্রিয়া ও শাণ্ডমণ্ডল উত্তেজিত হয় ।

আময়িক প্রয়োগ । নানা পক্ষাব উৎকট অরোগে যখন জীবনী

শক্তি অবসন্ন, মুহু প্রলাপ, কণ্ঠরাক্ষেপ, শব্দাঘ্রমণ, অজ্ঞানাবস্থা এবং নাড়ী দ্রুত ও স্থল্ল হয়, এমতাবস্থায় মৃগনাভি সেবনে মহোপকার সাধিত হয়। মৃগনাভি ২০০ বতি ও কর্পূর অর্দ্ধ রতি একত্রে ২ ঘণ্টাস্তর প্রয়োগ করিবে। রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতে থাকিলে, প্রয়োগকাল অন্তর কবিবে। কুসুম ও বায়ুনলীভূজ-প্রদাহে স্নায়ুশক্তি ক্ষীণ হওয়া বশতঃ প্রলাপাদি অবসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে মৃগনাভি অমোঘোষধ। মূচ্ছা-গত বায়ু রোগে, ক্ষয় উগ্রতা নাশের ইহা মর্তোষধ। বিবিধ আক্ষেপজনক রোগে ইহা ব্যবহারে বিশেষ সফল উপলব্ধি হয়। অরবিকারে রোগী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলে মৃগনাভি ও মকরধ্বজ অর্দ্ধ রতি মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টাস্তর প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। মাত্রা—অর্দ্ধ হইতে ৫ বতি।

প্রয়োগরূপ।

মৃগনাভির অরিকট। মৃগনাভি ৬০০ বতি, পরিশ্রুত স্ত্রী দশ ছটাক, মধ্যাহ্ন ভিঙাইয়া ছাটাইয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে ৪ ড্রাম।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

মৃগনাভ্যাদি অবলেহ। মৃগনাভি, ছোটএলাচ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম ও বংশলোচন চূর্ণ; মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিলে বাকস্তম্ভ, স্বরভ্রংশ নষ্ট হয়। ভাগঃ

স্বপ্নকস্তুরী ভৈরব রস। হিংল, কাটবিষ, সোহাগা, জায়ফল জৈত্রী, পিপুল, মরিচ ও মৃগনাভি সমভাগে লইয়া ও একত্রে পেষণ করিয়া ২ বতি প্রমাণ বাটকা করিবে। সন্নিপাত হবে ইহা ব্যবহারে বিশিষ্ট হিতফল দর্শে। রসেন্দ্র সাধঃ

বৃহৎ কস্তুরী ভৈরব রস। মৃগনাভি, কর্পূর, তাম্র, ধাইফুল, আল-বুশীফীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাডি, বিড়ঙ্গ, মৃত্তা, গুঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী সমভাগে লইয়া আকন্দ পত্ররসে মাড়িয়া রতি প্রমাণ বাটকা করিবে। আদার রস সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার রি, বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, অতিসার, গ্রহণী, মেহ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বসন্ত তিলক রস । স্বর্ণ ১ভাগ, অভ্র ও বঙ্গ প্রত্যেকে ২ভাগ, লৌহ ৩ভাগ, পারদ, গন্ধক, মুক্তা ও প্রবাল প্রত্যেকে ৪ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিয়া গোক্ষুর, বাসক ও ইক্ষুরসে মর্দন করিয়া বন্ধমুষায় বিলঘুটিয়ার অগ্নিতে পাক করিবে । পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তৎসহ মৃগনালি ও কপূর প্রত্যেকে ৩ ভাগ মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ২রতি । ইহাতে ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও মেহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া বল ও পুষ্টিবৃদ্ধি হয় । ঐ

মৃগশৃঙ্গ ।

ইংরাজীতে ইহাকে হার্টশর্ন কহে ।

হরিণের শৃঙ্গ সরাব সংপুটে রাখিয়া দধি কবিবে । পরে তাহা গব্য ঘৃত সহ সেবন করিলে হিংশূল নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ

মাত্রা ৫—১০ রতি, ইহাতে শতকরা ৫৭।০ অংশ কসফেট অফ লাইম পাওয়া যায় ।

মেথি ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় ট্রাইগোনিলাফিনম গ্রিকম নামক বৃক্ষের বীজ । ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে । ইহার যুগন্ধির জন্য মসলারূপে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয় ।

ক্রিয়া । বলকর, আগ্নেয় ও কামোদ্দীপক । এষ্ট বীজ অতিসার রোগে প্রয়োগ করিলে সংকোচক হইয়া উপকার করে । ইহা বাটিয়া স্ফোটকোপরি প্রলেপ দিলে শীঘ্র পুষ্ণোৎপত্তি হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

মেথি মোদক । গুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জীরা, কুম্বজীরা, ধনে, কটকল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব, বিটলবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারচিনি, ছোটএলাচ, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কপূর, রক্তচন্দন চূর্ণ সমভাগে এবং সর্ব সমষ্টির তুলা

মেথিচূর্ণ লইয়া পুরাতন গুড় দ্বারা যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে । ঘৃত ও মধু সহ সেবা । মাত্রা ১ হইতে ২ তোলা । অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে ইহা প্রযোজ্য । ভৈঃ রঃ

মেমশৃঙ্গী, মেড়াশৃঙ্গী ।

র্যাসাক্রিপিয়েডী জাতীয় জাইমিনা দিলভেষ্টের নামক বৃক্ষের মূল ও ফল ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ডাং এনেস্লী বলেন যে, ইহার মূল সর্পাঘাতে ব্যবহার হয় । স্থানীক ও আভ্যন্তরিক উভয়বিধ উপায়ে ব্যবহার করা কর্তব্য । মেঃ এজ্‌ওয়ার্থ বলেন যে, ইহার পত্র চর্কণ করার পর জিহ্বার অবস্থা একরূপ পরিবর্তিত হয়, যে আর চিনি বা অন্যবিধ শার্করিক দ্রব্যের আনন্দ অনুভব করিতে পারে না । ২৪ ঘণ্টা পরে জিহ্বা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তখন শার্করিক পদার্থের আনন্দ গ্রহণে সমর্থ হয় ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার মূল তিক্ত, রুক্ষ, কটু এবং শ্বাস কাসঘ ও ব্রণ, শ্লেষ্মা, অগ্নিশূল নাশক । ইহার ফল তিক্ত, উষ্ণ কুষ্ঠ, মেহ, কৃফ কাস, কৃমি ও ব্রণনাশক ।

মেষের বসা ।

মেষের উদরের আভ্যন্তরিক বসা বা চর্কি । অগ্নি সস্তাপে গলাইয়া ছাকিয়া লইতে হয় । ইহাতে ষ্টিয়ারিণ, ওলিরিণ ও মারগারিণ নামক পদার্থ থাকে ।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ । তরলকারক ও স্নিগ্ধকারক । মলমাদি প্রস্তুত করিতে লাগে । কখন কখন প্রলেপের সঙ্গে ব্যবহার হয় । ইহার পুষ্টি-কারক গুণ থাকায় কখন কখন আভ্যন্তরিক প্রয়োজিত হয় । যক্ষ্মাবোগে মেঘবসা ; দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রাতে সেবন করিতে বিধি দেওয়া যাইতে পারে ।

মোম, সিক্খ ।

মোম দ্বিবিধ, পীত ও শ্বেত । পীত মোমকে লাটিনে সিরি ফ্লোরা ও ইংরাজীতে ওয়েলো ওরাক্স এবং শ্বেত মোমকে সিরি য়াৰ্ভা ও হোয়াইট ওরাক্স কহে । মৌচাক উষ্ণ জলে দ্রব করিলে এই দ্রব্য প্রস্তুত হয় । ইহা পুনর্বার জলে দ্রব ও সূর্যোত্তাপে শুক করিলে বিউদ্ধ হয় । নানা প্রকার মলম ও পলঙ্গাদি প্রস্তুত করিতে উপযুক্ত দ্বিবিধ মোম ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

রাসায়নিকতত্ত্ব । ইহাতে নিরিগ, মাইরিসিন ও সিরোলিন নামক পদার্থ আছে ।

ক্রিয়া । স্নিগ্ধকাক ও তরলকারক । শ্বেতমোম অভ্যন্তরিক প্রয়োগ করা যাইতে পারে । উদরাময়, বক্তাতিমান ও সন্ধিতে ইহা কখন কখন ব্যবহার হয় । তিলতৈল, মোম ও গুগগুল সমভাগে লইয়া মলম প্রস্তুত করিবে । ইহা ক্ষতে স্থানীক প্রয়োজ্য । মাত্রা ৫-১০ রতি, নিউনিলেজ বা মেহদ্রব্য সহ প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

প্রয়োগরূপ ।

মোমের মলম । শ্বেতমোম ২ ছটাক, তিল বা নারিকেল তৈল ৪ ছটাক ; একত্রে অগ্নি সন্তাপে দ্রব করিয়া লইবে । ইহার সহিত মেঘবসা সংযোগে করিলেও উত্তম মলম প্রস্তুত হইতে পারে ; ক্ষতাদিতে ব্যবহায্য ।

সিরোমেল । পীত মোম আদ ৮টাক, বিউদ্ধ মধু ২ ছটাক, মূহ সন্তাপে দ্রব করিয়া ছাকিয়া লইবে । প্রাচীন ক্ষত ও অন্যান্য প্রকার ক্ষতে স্থানীক প্রয়োজ্য । উষ্ণ প্রধান দেশে জাম্বব বসা শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য তৎপরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

সিক্খাদি ঘৃত । মোম, কন্দম, জীরা, মধু, হরীতকী, গব্যঘৃত একত্রে অগ্নিসন্তাপে মিশ্রিত করিয়া তাহার স্থানীক প্রয়োগে অগ্নিদাহ ক্ষত প্রায়োগ্য হয় । ভাব :

মোয়া, মউল, মধুক ।

সেপোটেরী জাতীয় বেসিয়া ল্যাটিকোলিয়া নামক বৃক্ষের পুষ্প ও ফল ব্যবহার্য্য। বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে। ইহার বীজ তইতে এক প্রকার ঘন তৈল পাওয়া যায়, তাহা দেশীয় লোকেরা বাঞ্ছনীয় সহিত ও প্রদীপে পোড়াইবার জন্য ব্যবহার করে।

ইহার পুষ্প হইতে এক প্রকার সুবাসিত হয়। তাহা সংকোচক, উত্তেজক, বনকাষক ও ক্ষায়েয়। ইহা পুৰাতন হইলে অধিক গুণকর হয়।

মধুক পুষ্প—মধুর, শীতল, গুরু, বৃহৎ, বলকর, শুক্রকর, বাতপিত্তনাশক। ভাবঃ

মধুক ফল—শীতল, গুরু, স্বাদু, শুক্রল, বাতপিত্তনাশক, তৃষ্ণা, রক্তদাহ, শ্বাস, ক্ষত, ক্ষয়নাশক। ঐ

মধুকপুষ্প, গাম্ভীরী ছাল, রক্তচন্দন, বেনাব মূল, ধনে, কিস মস সমভাগে লইয়া কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ চিনি সহ পান করিলে পিপাসা ও দাহ নষ্ট হয়। শাসঃ-

ইহার বীজের তৈল মদনে শিবাবেদনা উপশমিত হয়। চক্রঃ

মৌরি, মধুরিকা ।

অধিলিফেরী জাতীয় কেনিকিউলম ভলগের নামক ওষধির ফল। ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে।

ক্রিয়া। আগ্নেয়, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। উদরাধ্বান ও শূলে উপকারক। এ ভিন্ন ইহা দ্বারা কাসের উগ্রতা দমন হয়। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি।

যাম্বুডম্বুর ।

ফিক্স ম্যোমিরেটা নামক বৃক্ষের ফল। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা মধুর, কষায়, বর্ণ্য, রুক্ষ, গুরু এবং পিত্ত কফ, রক্তজিহ্বা ও ব্রণ শোষণ এবং বোপণকর।

একতৌলা শুষ্ক যজ্ঞডুম্বুর ফল চিনি ও মধু সহ সেবন করিলে রক্তোৎ-
কাস ও রক্তপ্রদর নষ্ট হয় । চক্র:

যজ্ঞডুম্বরের রস, মধু সহ সেবনে প্রদর যোগ নষ্ট হয় । ভাব:

যজ্ঞডুম্বরের রস বিবিধ ঔষধের সহপান রূপে প্রয়োজিত হইয়া থাকে ।

যমানী ও বনযমানী ।

অধিলিফেরী জাতীয় টিকোটিস আজোয়ান ওষধির ফল । ভারতবর্ষের
সকল স্থানেই অপৰ্য্যাপ্ত জন্মে । বনযমানী—সিঙ্গিলি ইণ্ডিকম নামক ওষধির
ফল ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । আগ্নেয়, বায়ুনাশক, ঈষৎ উত্তে-
জক ও আক্ষেপনিবাবক । ইহার বীজ (জোয়ান) স্নগন্ধযুক্ত এবং ইহার
আম্বাদ উষ্ণ ও তীব্র । ইহাতে বায়ী তৈল আছে, তাহাই ইহার গন্ধাস্বাদের
কারণ । ডাং বিড়ী বলেন ইহা অল্প পরিমাণে সেবন করিলে লাল ও পাচক
রস আব বৃদ্ধি হয় । হৃগন্ধ ঔষধের সহযোগে ব্যবহার করিলে দিবনিষা আদি
জন্মে না । অজীর্ণ, উদরাধুান ও তজ্জনিত শূল বেদনায় ইহা প্রয়োগে বিশেষ
উপকার দর্শে । অজীর্ণ রোগে জোয়ান ২০ রতি, অল্প লবণ সহ চর্ষণ করিয়া
খাইয়া পরে জলপান করিবে । তালু ও তৎসন্নিহিতবর্তী স্থানের শিথিলতায়
ইহা অন্যান্য সংকোচক ঔষধ সহযোগে স্থানীক প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।
শিশুদের উদরাধুান ও উদরাময়াদিতে ইহা বিশেষ উপযোগী । অঙ্গের
আক্ষেপিক পীড়া, উদরাময় ও বিহুটিকা রোগে ইহা ব্যবহার করিতে
ডাং ওয়ারিং অমুমোদন করেন ।

জোয়ান—পাচন, রুক্ষ, দীপন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুক । ইহা বাতশ্লেষ্মা,
উদর, আনাহ, প্লীহা ও গুল্মনাশক । ভাব:

বনজোয়ান—বলকর, দীপন, ঈষৎ মাদক, কফ বাত নাশক । ইহা
দ্বারা নেত্রাময়, কফ, ক্ষুদ্ৰি, হিকা, বস্তিবেদনা নষ্ট হয় । এ

প্রয়োগরূপ ।

যমানী তৈল । ফল চুয়াইয়া প্রস্তুত করা যায় । মাত্রা ১—৫ বিন্দু

যমানীর জল । যমানী দেড় সের, জল ৪১০ সের, চুয়াইয়া ৩ সের লইবে। যমানী বস্ত্রগুণে বাঁধিয়া চুয়াইবার পাत्रে ঝুলাইয়া দিবে। মাত্রা অৰ্দ্ধ হইতে এক ছটাক। বালকদের জন্য সিকি হইতে আদ তোলা। ইহা উৎকৃষ্ট বায়ুনাশক। ইণ্ডিয়ান কার্মাকোপিয়াতে এই জল প্রস্তুত করিতে, জোয়ান দশছটাক ও জল ১০ সের সহ চুয়াইয়া ৫ সের লইবার বিধি লিখিত আছে। এরও তৈলের গন্ধান্বাদ নিবারণের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

• আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

যমানী খাণ্ডবচূর্ণ । যমানী, দাড়িম, গুঠ, তেঁতুল, অন্নবেতুস, অন্ন-কুল, প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচ ১০ তোলা, পিপুল ৫ তোলা, দারচিনি, সৌবর্জল, ধনে, জীরা প্রত্যেকে ১ তোলা, চিনি ৩২ তোলা, একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ সেবনে অরুচি, মন্দাগ্নি, জিহ্বা, গলাময় ও গ্রহণী প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

যমানী, সৈন্ধব, সচললবণ, যবক্ষার, হিঙ্গু ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৫—১০ রতি। ইহাতে গুল্ম, শূল, নিবারণ হয়। চক্ৰঃ জোয়ান, গুড় সহ সপ্তাহ সেবন কবিলে উদর্দ রোগ নষ্ট হয়। ঐ

যব ।

গ্রামিনী জাতীয় হর্ডিয়ম হেক্সাষ্টিকম্ নামক ওষধির নিত্যক বীজ। ইহাতে শতকরা ৬৮ অংশ খেতসার আছে।

ক্রিয়া। স্নিগ্ধকারক ও পোষক। পীড়িত ব্যক্তিদের পথ্যার্থ প্রয়োজ্য। যব চূর্ণ জল সহ মিশ্রিত ও অগ্নি সস্তাপে পাক করিয়া দিবে। অর, আশাশয় প্রভৃতি রোগে ইহার মণ্ড পথ্যার্থ ব্যবহার করা যাইতে পাবে।

প্রয়োগরূপ ।

যবের কাথ । যব তণ্ডুল ১ ছটাক, পরিশ্রুত জল ১৫ ছটাক। প্রথমতঃ শীতল জল দ্বারা যবকে উত্তমরূপে ধৌত করিবে, পরে পরিশ্রুত

জল সহ আবৃত পাत्रে ২০ মিনিট পর্য্যন্ত সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। বিবিধ কাসরোগে ও মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় স্নিগ্ধ করণার্থ প্রযোজ্য। মাত্রা যথেষ্ট।

ধান্বন্তর ঘৃত । দশমূল, নাটাকবজ, উহরকরঞ্জ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা, বরুণ, দন্তী চিতা, পুনর্নবা, আমলকী, কদম্ব, বিষ, ভেলা, শঠী, কুড়, পিপুলমূল, প্রত্যেকে দশ পল, জল ১৯২ সের, শেষ ৪৮ সের। ইহা একবারে পাক না করিয়া তিনবারে করিবে। একশত পল দ্রব্য ও জল ৬৪সের প্রতিবারে লইবে। যব, কুল, কুলথ প্রত্যেকে ২ দেব, জল ৯৬ সের, পাক শেষ ২৪ দেব, কলার্থ—হিজলত্বক, ত্রিফলা, বামনহাটী, রোহিষ-ত্বক, গজপিপুল, গুঠ, বিড়ঙ্গ, চই, কম্পিরক, ঘৃত ৪ সেরের সঙ্গে যথারীতি পাক করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, প্রমেহ, শুন্ধ্য, বাতরক্ত, অর্শ ও প্লীহা প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভাবঃ

নিম্বষ যব, বাসা ও আমলকীর কাথ; দারচিনি, তেজপত্র, এলাচ ও মধু সহ সেবন করিলে বমন নিবারণ হয়। ঐ

যব, গেধূম ও মুগ পেষণ করিয়া ঘৃতসহ লেপ দিলে বিদ্রবী বিদীর্ণ হয়। ঐ

যবচূর্ণ, মধু, তৈল ও ঘৃত সহ ঈষদ্রব্য করিয়া লেপ দিলে ব্রণের দাহ শূল উপশমিত হয়। ঐ

যবক্ষার ।

যবের তরুণ শাখা (যবেল স্ট্র্যা) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত হয়। পরে তাহা জলে গুলিয়া একখানি মোটা কাপড়ের দ্বারা ছাকিয়া লইয়া সেই জল অগ্নিসস্তাপে শুষ্ক করিবে। এইরূপে যবক্ষার প্রস্তুত হয়। ইহার আন্বাদ ক্ষাব ও অম্লযুক্ত। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে কার্বনেট অফ পটাশ ও ক্রিষ্ট অবিশুদ্ধ পদার্থ থাকা দৃষ্ট হইয়াছে।

ক্রিয়া । লবু, স্নিগ্ধ, বহির্দীপক মূত্রল। ইহা দ্বারা শূল, আনবাত, শ্লেষ্মা, শ্বাস, গলানয়, পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী, শুন্ধ্য, আনান্দ ও প্লীহা রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

যবক্ষার চিনির সহিত সেবন করিলে মুত্রনিগ্রহ নিবারিত হয় । এ

যবক্ষার ও আদা দ্বিষজ্জ্বল জল সহ সেবন করিলে জ্বলদোষ নিবারিত হয় । এ

যবক্ষার, যমানী, চিতা, বচ, দস্তী ও পিপুল চূর্ণ উষ্ণাষু সহ পানে প্লীহা আরোগ্য হয় । এ

যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, পিপুল ও করঞ্জের কাথ, প্লীহা, যকৃৎ রোগে প্রাতঃকালে সেব্য । এ

যবক্ষাব, ত্রিকটু ও যমানী সেবনে শীতপিত্ত নষ্ট হয় । এ

হরীতকী ও বোহিতক বস্ত্রলেব কাথ সহ যবক্ষার ও পিপুল চূর্ণ সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মাদি রোগ নষ্ট হয় । শাক্যঃ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ । যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার, চিতা, আকনাদি, করঞ্জ, পঞ্চলবণ, ছোট এলাচ, তেজপত্র, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, ত্রিবৃৎ, মুস্তা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, আমরুল, তেঁতুল, গজপিপুল, কৃষ্ণজীবা, অম্লবেতস, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতিস, প্রিয়ঙ্গু, হবুয়া, সৌদালের মজ্জা, তিলবৃক্ষের ক্ষার, ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সজিনা মূলের ক্ষার, কুলেখাড়া ও পলাশের ক্ষার এবং তপ্ত গোমূত্র সিক্ত মণ্ডুর ; এই সকল সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে । পবে টাবাত্তেবুর রসে, কাঁজিতে ও আদার রসে তিন২ দিন ভাবনা দিবে, পরে চূর্ণ করিয়া লইবে । ইহা অত্যন্ত অগ্নিকারক । ইহা সেবনে অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, বাতরক্ত প্রভৃতি আরোগ্য হয় । ভাবঃ

ক্ষারার্কক । পলাশ, মনসাসিজ, অপামার্গ, তেঁতুল, আকন ও তিল বৃক্ষের ক্ষার এবং যবক্ষার ও সর্জিকাক্ষার একত্রে সমভাগে মিশ্রিত করিবে । ইহাতে অজীর্ণ ও গুল্ম নষ্ট হয় । এ

যশদ ও থপার ।

ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, অতি পূর্বকালে অর্থাৎ সূক্ষ্মতের সময়ে

ইহা আৰ্য্য চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইত না, কিন্তু ভাবপ্রকাশ ইহা বঙ্গবৎ ভঙ্গ্য করিতে উপদেশ দেন। শেষোক্ত গ্রন্থকার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহা চক্ষু, মূত্ররোগ, রক্তহীনতা ও শ্বাসরোগে প্রয়োজ্য। যশদকে ভাষায় দস্তা কহে এবং ইংরাজীতে ইহাকে জিক্স বলে।

খর্পর । ইহা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। ডাঃ দত্তের মতে ইহা এক প্রকার অবিণ্ডক ক্যালেনাইন। ইহা প্রথমতঃ গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া পরে লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিয়া চূর্ণ করিবে। যশদ ও খর্পর ঠিক এক পদার্থ নহে, উভয়ের অনেক পার্থক্য আছে। ডাঃ দত্তের মতে খর্পরে কার্বনেট ও সিলিকেট অফ জিক্স ও অণুমাাত্রায় লৌহ, ব্যারাইটা প্রভৃতি থাকে। ইহার ক্রিয়া বলকারক ও পরিবর্তক। চর্মরোগ ও জ্বাদিতে ব্যবহার্য্য। চক্ষুরোগে দ্রুতরূপে প্রয়োজ্য। ইহার চূর্ণের মাত্রা ২—৬ রতি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বসন্ত মালতী রস । স্বর্ণ ১, মুক্তা ২, হিঙ্গু ৩, মরিচ ৪ ও খর্পর ৮ ভাগ লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। পরে নবনীত ও লেবুর রস দ্বারা উত্তম-রূপে মর্দন করিবে অর্থাৎ যেন মাগমের স্বেদাংশ দৃষ্টিগোচর না হয়। তৎপরে ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে; মধু ও পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য। ইহাতে জীর্ণজ্বর, বিষমজর, উদরাময় ও কাসাদি উপশমিত হয়। ঐঃ র

খর্পর বর্ত্তি । খর্পর জলসহ প্রস্তব খলে মর্দন করিবে। পবে জলীয় অংশ গ্রহণ করিয়া নিম্নস্থ চূর্ণাদি পরিত্যাগ করিবে। অবশেষে ঐ জল শুষ্ক ও পর্পটীবৎ করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে। তদনন্তর ত্রিফলার রসে উহা তিনবার ভাবনা দিয়া উহার সহিত ১: অংশ কর্পূর মিশ্রিত করিবে। ইহার অঞ্জে বিবিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। লক্ষ

যষ্ঠিমধু, মধুক ।

নিগিউমিনোসী জাতীয় স্যাক্সেস প্রিকেটোরিয়স নামক লতার মূল কিম্বা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ কন্দ। ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে।

ক্রিয়া ও আনয়িক প্রয়োগ । স্নিগ্ধকারক । ইহার আবাদ মিষ্ট, ইহাতে এক প্রকার শার্করিক পদার্থ থাকে । সর্দি, কাশিতে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে । বিবগিষাজনক ঔষধের সঙ্গেও ইহা প্রয়োজিত হইয়া থাকে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা স্বাদু, গুরু, চক্ষুষ্য, বল বর্ধকর, স্নিগ্ধ, গুরুল, কেশ্য এবং বাতরক্ত, ব্রণ, শোথ, ছর্দি, তৃষ্ণা, মানি ও ক্ষয়নাশক । মূত্রকৃচ্ছ্র ও ইহা প্রযুক্ত হইতে পাবে ।

প্রয়োগরূপ ।

যষ্টিমধুর সার । যষ্টিমধু স্থূল চূর্ণ আদ সের, জল পাঁচ পোয়া, ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে । তৎপরে ঐ যষ্টিমধু পুনর্বার আর পাঁচ পোয়া জলে ৬ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে, পরে উভয় জল একত্র করিয়া ২১২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিবে ; অবশেষে ফানেল বা পশমী বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া জলবেদন যন্ত্রোত্তাপে গাঢ় করিবে । মাত্রা ১০—৩০ রতি বা তদূর্দ্ধ ।

যষ্টিমধুর পাক । যষ্টি-মধু কুট্রিত ১ ছটাক, ঢেড়ন ফল আদ ছটাক, জল দশ ছটাক, অর্দ্ধ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে । পরে তাহার সহিত চিনি বা মিশ্রী ৪ ছটাক মিশ্রিত করিয়া ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে । মাত্রা সিকি হইতে আদ হোলা, বালকদের কাসিতে প্রয়োজ্য । অন্যান্য শ্লেষ্মণ ঔষধের সঙ্গেও ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে । উষ্ণপ্রধান দেশে ইহা শীঘ্র পচিয়া উঠে, তজ্জন্য আবশ্যক মত প্রস্তুত করিয়া লওয়া কর্তব্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

মধুকাদি । যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দ্রাক্ষ, মউল, চন্দন, হৃদিপুষ্প গাভারী ফল, লোধ, ত্রিফলা, পদ্মকেশর, পরুষক ও মৃণাল সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহার ২ পল, জল ৬ পলে রাহিতে ভিজাইয়া রাখিবে । পবে প্রাতঃকালে উহা ছাকিয়া লইয়া মধু, চিনি ও লাজ সহ সেবন করিবে । ইহাতে বাতপিত্ত জরে ; দাহ, তৃষ্ণা মূচ্ছ্রা, অরুচি, ভ্রমাди থাকিলেও নষ্ট হয় । ভাবঃ

মধুকাদ্য তৈল । ষষ্টিমধুর পাদশেষিত কষায় ১০০ পল, তিল-
তৈল ১৬ সের, ছন্ধ ১৬ সের ; কঙ্কার্থ—গুলফা, শতমূল, মূর্খা, ক্ষীরকাকোলী
অঙ্কুর, রক্তচন্দন, শালপাণ, গোয়ালিয়া লতা, জটামাংসী, মেদ, মণামেদ,
গুলফ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ভূঁই আমলা, ঋজি, পদ্মকাষ্ঠ, জীবক,
ঋষভক, জীবন্তী, দারচিনি, তেজপত্র, নখী, বালা, প্রপৌণ্ডরিক, মঞ্জিষ্ঠা,
অনন্তমূল, কপূর, আমলকী প্রত্যেকে ১ পল দিয়া পাক করিবে । ইহাতে
বাতরক্ত জ্ব, দাহ নষ্ট হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

ষষ্টিমধু চূর্ণ, মধু সহ লেহন করিলে হিকা নিবারণ হয় । এ

ষষ্টিমধু, হৃদিপুষ্প, কিসমিস, তিলতৈল, ঘৃত ও ছন্ধ সহ লেপ দিলে
ইন্দ্রলুপ্ত আরোগ্য হইয়া স্নদৃঢ় কেশ জন্মে । এ

ষষ্টিমধু ১ পল, হৃদিপুষ্প ৩০ পল, তৈল ৪ সের ও ছন্ধ ৮ সের একত্রে
পাক করিবে । রাত্রিতে ইহার নস্য করিলে বদন স্নায়ব ক্ষান্ত হয় । এ

রকস ।

আমারিলিডেনী জাতীয় য়াগেভ্ আমেরিকানা নামক বৃক্ষের মূল । ইহা
আমেরিকা হইতে এদেশে আনীত ও রোপিত হইয়াছে ।

ক্রিয়া । মূত্রকারক ও পরিবর্তক । সার্সাপারিলার ন্যায় উপদংশ
বিষয় বলিয়া কথিত হয় ; কিন্তু তদ্বিষয় অদ্যাপি বিশেষরূপে স্থিৰীকৃত
হয় নাই । ডাং রস ইহার মূল ২ ছটাক, জল দশ ছটাক একত্রে ক্ৰাথ
প্রস্তুত করিয়া গোণিক উপদংশে ব্যবহার করিয়া উপকার লাভ করি-
য়াছেন ।

রসকপূর ।

ইহাকে ইংরাজীতে হাইড্রার্জ কেরোসিব সবিমেট কহে । বাজারে
সচরাচর পাওয়া যায় । ভাবপ্রকাশ ইহার নিয়লিখিত প্রস্তুত প্রণালী
বর্ণনা করিয়াছেন । প্রথমে পারদ শোধন করিয়া গৈরিক, ইট, খড়ি

ফটকিরি, সৈন্ধব, উইমাটী, খারিহুন, ভাওরজ্জক মৃত্তিকা প্রত্যেকে পারদে সমান চূর্ণ লইয়া একত্রে (পারদ সহ) এক শেহর মর্দন করিবে। পরে ঐ সকল চূর্ণ সহ পারদ স্থালীমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহার উপরে আব একটি স্থালী ঢাকা দিয়া কুড়িত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে লেপিবে। শুষ্ক হইলে পুনরায় লেপ দিবে, যেন না ফাটে; তৎপরে উহা চুল্লীতে বসাইয়া নিবন্তব ৪ দিন জ্বাল দিবে। শীতল হইলে বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া উপরিস্থ স্থালী সংলগ্ন রস গ্রহণ করিবে, ইহা দ্বারা ফিবিঙ্গী রোগ নষ্ট হয়।

মাত্রা ৬ রতি। ডাঃ ওসানেসী বলেন যে, বাজারে যে রসকপূর্ণ পাওয়া যায় তাহা বিশুদ্ধ নহে, অতএব উহা বিশেষ সাবধানতা সহকারে ব্যবহার করা কর্তব্য। মাত্রা আরও কম করিয়া দেওয়া ভাল। অনন্তমূলের কাথ সহ ইহা গৌণিক উপদংশ রোগে প্রয়োগ কালে উপকাব দর্শে। ইহার ক্রিয়া পরিবর্তক।

রসুন, লসুন।

লিলিয়েসী জাতীয় ম্যালিয়ম সাটাইভম নামক বৃক্ষের মৃত্তিকান্তরস্থ কন্দ।

ক্রিয়া। উত্তেজক, কফনিঃসারক ও মূত্রকর। ইহাতে এক প্রকার উগ্র তৈল আছে। ইহার গন্ধ এত উগ্র যে, সেবন করিলে গাত্রে উক্ত গন্ধ অমুভব করা যায়। কর্ণ বেদনায় ইহার স্থানিক প্রয়োগ সুফলপ্রদ।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা বৃংহণ, বৃষা, স্নিগ্ধোষ্ণ, পাচন, শুষ্ক, বলকর ও নেত্র হিতকর। ইহা ভগ্নসন্ধানকর, কণ্ঠ্য এবং রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, জ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি ও কাসনাশক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

রসোনাদি কষায়। রসুন, শুঠ ও নিসিন্দার কাথ পানে ছাম-বাত উপশমিত হয়। ভাব:

রসোনাম্বিক । কন্ধার্থ--স্বপক রসুন নিম্ববীকৃত করিয়া উগ্রগন্ধ নাশার্থ রাত্রিতে দধিতে ভিজাইয়া রাখিবে, প্রাতে: প্রক্ষালন করিয়া শুষ্ক হইলে শিলায় পেষণ করিবে। সৌবর্চল, যমানী, ভর্জিত হিঙ্গু, সৈন্ধব গুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা সমভাগে চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণ রসুনের পঞ্চমাংশ লইবে। কন্ধের তুলা তিনতৈল দিয়া সকলগুলি একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ২ তোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে সেব্য। ইহাতে সর্কাস বা একাঙ্গজ বাত, অদ্বিত, অপতন্ত্রক প্রভৃতি বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ৩

রসোনপিণ্ড । রসুন ১০০ পল, তিল আদ সেব, হিঙ্গু, গুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার, পঞ্চলবণ, গুলফা, হরিদ্রা, কুড়, পিপুল-মূল, চিতা, বনযমানী, যমানী ও ধনে প্রত্যেকের ১ পল স্বল্প চূর্ণ একত্রে দ্ব্যতভাগে রাখিয়া উহাতে তিনতৈল ২ সের ও কাঁজি ২ সের প্রক্ষেপ দিয়া ১৬ দিন ঢাকিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা; মদ্য ও জল অনুপেয়। ইহাতে আমবাত, বাতরক্ত ও শূল প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ৪

স্বল্প রসোনপিণ্ড । রসুন স্বকুণ্ডিত ১২ তোলা, হিঙ্গু, জীরা, সৈন্ধব, সচল লবণ, গুঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি; এরও মূলের কাথ সহ প্রাতে: সেব্য। ইহাতে বিবিধ বাতব্যাধি যথা—অদ্বিত, অপতন্ত্রক, উরুস্তম্ভ, গৃধ্রনী, কটা ও পৃষ্ঠাময় নষ্ট হয়। চক্র:

রসুন তৈল । রসুন ১০০ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কন্ধার্থ—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তী, হিঙ্গু, সৈন্ধব, চিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, যষ্টিমধু, সন্ধিনা, পুনর্ব্বা, সৌবর্চল, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপুল প্রত্যেকে ১ পল, তেউড়ী ৬ পল পেষণ করিয়া তৈলে দিয়া পাক করিবে। ইহা সেবনে উদর রোগ, মূত্রক্লেচ্ছ, উদাবর্ত্ত, কৃমি, শূল ইত্যাদি নষ্ট হয়। ভাব:

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

রসুনের কন্ধ, তিলতৈল ও লবণ একত্রে প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিষমজ্বর ও বাতরোগ নষ্ট হয়। ভাব:

ছন্ধ, তৈল, ঘৃত ও মাংসরস সহ সাত দিন রসুন সেবন করিলে
নাতজরোগ, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি প্রশমিত হয় । ৬

রসুন, আদা, সজিনামূল, বরুণমূল ও কদলীমূলের রস ঈষদ্বৃষ্ণ করিয়া
কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণ বেদনা প্রশমিত হয় । ৭

কর্ণশূলে রসুনের রস কর্ণে দিলে উপকার হয় । চক্রঃ

রসুন সেবনকালে মদ্য, মাংস, অন্ন ভক্ষণ হিতকর । বায়াম, রৌদ্র
সেবন, অধিক জলপান এবং শুষ্ক ও ছন্ধ সেবন নিষিদ্ধ । ভাবঃ

রাধুনী ।

অশ্বিলিফেরী জাতীয় ক্যারম রসবার্গিয়েনম নামক ঔষধির বীজ ।

ক্রিয়া । আশ্বেয় ও বায়ুনাশক । এতদ্দেশে সচরাচর মলার
জন্ম ব্যবহার হয় । উদরাধুন ও অগ্নিমান্য রোগে উপকারক । অন্যান্য
ঔষধের সঙ্গে প্রযোজ্য ।

রামতরুই, চেড়ম ।

মালভেসী জাতীয় হিবিস্কাস এক্টিউলেন্টস নামক বৃক্ষের ফল । তরুণ
অপকফল ব্যবহার্য্য । ইহাতে অধিক পরিমাণে স্নেহ দ্রব্য থাকে । ইহার
ক্রিয়া শ্লিষ্টকারক ও তরলকারক । তরুণ অপক ফল না পাওয়া গেলে
শুক ফল ব্যবহার্য্য । এই ফল দেড় ছটাক, জল ১৫ ছটাক, ২০ মিনিট
সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে ; ফল লম্বালম্বি কাটিয়া দিবে । এই জল
পান করিলে জরের পিপাসা শান্তি হয় । আর সর্দি, বৃক্ক ও মূত্রাশয়ে
উগ্রতা, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতিতে এই জল পান করিলে উপকার হয় এবং
ইহা দ্বারা প্রস্রাব বর্ধিত হয় । পূর্কোক্ত কাণের বাষ্প গলদেশে লাগাইলে
শ্বরভঙ্গ কাঁস আদি উপশমিত হয় ।

রাস্না ।

অরচিডেসী জাতীয় ভাণ্ডা রসবর্ণগাই নামক পরগাছার মূল। আত্মাদি গাছের উপরে জন্মে ।

ভাবপ্রকাশ বলেন, ইহা তিক্ত, আম পাচক, গুরু, উষ্ণ, কফবাতঘ্ন এবং শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর ও বাতব্যাধি নাশক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

রাস্নাদি ক্কাথ । রাস্না, শ্যামাক (রোহিষ তৃণ) হরীতকী, মরিচ, জটামাংসী, ভূঁই আমলা, বেলগুঠা, অশ্বগন্ধা, ছরালভা, গুলঞ্চ, বন-যমানী, আতিস, বৃদ্ধড়ক, বৃহতী, কণ্টকারী, গুঠ, কটকী, যমানী, ঝাটী, চই, এরণ্ড, দারুহরিদ্রার কাথ সেবনে উরুস্তম্ভ ও আমবাত প্রভৃতি নষ্ট হয় । ভাব

মধ্যম রাস্নাদি ক্কাথ । রাস্না, এরণ্ডমূল, ঝাটী, ছরালভা, বাসা, গুলঞ্চ, দেবদারু, আতিস, হরীতকী, মৃতা, শঠী ও গুঠীর কষায় এরণ্ড তৈল সহ পান করিলে আমবাত, কটী, উরু প্রভৃতি স্থানের শূল ও বাত নষ্ট হয় । এ

মহারাস্নাদি ক্কাথ । রাস্না, এবণ্ডমূল, বাসক, ছরালভা, শঠী, দেবদারু, বেড়োলা, মৃতা, গুঠ, আতিস, হরীতকী, গোক্ষুর, সৌদাল, জটামাংসী, ধনে, পূর্ণবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, কৃষ্ণজীরা, বিষতাড়ক, শতমূল বচ, ঝাটী, চই, বৃহতী ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ১ ভাগ, রাস্না ২ ভাগ লইয়া অষ্টভাগাবশিষ্ট কষায় প্রস্তুত করিবে । পরে গুঠী ও বনযমানী সহ সেব্য । ইহাতে সর্ববাত, পক্ষাঘাত, অর্দ্রিত, বাতরক্ত প্রভৃতি নষ্ট হয় । এ

রাস্না দশমূল । রাস্না, গুঠ, বিড়ঙ্গ, এরণ্ডমূল, ত্রিফলা, দশমূল ও শ্যামালতার কষায় পানেন বাতব্যাধি, অর্দ্ধাবভেদক ও শিরঃশূল প্রভৃতি প্রশমিত হয় । এ

রাস্নাসপ্তক । রাস্না, গুলঞ্চ, সৌদাল ফলের মজ্জা, দেবদারু,

গোক্ষুর, এরণ্ড ও পুনর্নবার কাথ ; শুষ্ঠ চূর্ণ সহ সেবন করিলে জংঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও পার্শ্বশূল নিবারণ হয় । এ

রান্না গুগ্গুল । রান্না ১পল, গুগ্গুল ১০ তোলা, স্নাত দ্বারা বটিকা করিবে । ইহাতে গৃধ্রসী রোগ নষ্ট হয় । এ

রান্নাপঞ্চক । রান্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুষ্ঠ ও এরণ্ড মূলের কাথ সেবনে বাতরোগ নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

রান্না, শুষ্ঠ ও গুলঞ্চের কাথ ; গুগ্গুল সহ পান করিলে সন্ধিগত রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

রান্না, সূঁদি, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ঘৃত ও হৃৎযকুর করিয়া প্রলেপ দিলে বাত বিসর্প নষ্ট হয় । এ

বিবিধ তৈল পাক করিতে রান্না লাগে ।

রিটা, ফেনিল ।

স্যাপিনডেসী জাতীয় স্যাপিনডস ট্রিফোলিয়েটস নামক বৃক্ষের ফলের বাহ্যংশ । জলের সহিত ইহা ঘসিলে সাবানের মত ফেনা হয় এবং তদ্ব্যতীত ইহা সাবানের পরিবর্তে বস্ত্রাদি ধৌত করণার্থ ব্যবহৃত হয় ।

ত্রিয়া । কফ-নিঃসারক, ইহার বীজ জলের সহিত বাটিয়া তাহার কতকাংশ মুখে দিলে মৃগীর আবেশ নিবারিত হয় । ইহাতে স্যাপোনিন ও ইক্টিউনিক নামক বীৰ্য্য থাকায় ইহা বস্ত্রাদি পরিষ্কার করণ গুণ ধারণ করে । কেহ কেহ ইহাকে গর্ভপাতনকর বলেন ।

রেউচিনি ।

পলিগোনেসী জাতীয় নানাবিধ রিয়ম শ্রেণীস্থ বৃক্ষের মূল ; এই মূল স্বকহীন ও শুষ্ক করিলে রেউচিনি নামে আখ্যাত হয় ।

চারি প্রকার রেউচিনি এতদ্দেশে জন্মে । যথা—রিয়ম ইমোডী, রিয়ম ওয়েবিয়াম, গোসানথাম, কনায়ুন ও নীতির পর্বতে ; রিয়ম স্পিসিকু

হিমালয়ের উত্তর মুখে ও কিরাঙপাসের বহির্ভাগে এবং বিষম মুরক্টিয়েনম্ ভুটানে জন্মে ।

ক্রিয়া । ডাং টুইনীং হিমালয় দেশোৎপন্ন প্রথম দুই প্রকার রেউচিনির ক্রিয়া বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এতৎসম্বন্ধে তিনি এই বলেন যে, তুরস্ক দেশীয় রেউচিনি অপেক্ষা ইহাদের গন্ধ অল্প ও সংকোচক গুণ অধিক । ২।৩ ড্রাম মাত্রায় বিরেচক, তুরস্ক দেশীয় রেউচিনির মত ৩।৪ বার ভেদ করায় ; ইহা দ্বারা পেট কামড়ায় না এবং তুরস্ক দেশীয় রেউচিনির ন্যায় ইহা সেবন করিতে অসুখকর নহে । রেচক গুণ উভয়েরই সমান, কিন্তু এ দেশীয় রেউচিনি অল্প মাত্রায় বলকারক ও সংকোচক ।

ইহা শোষিত হইয়া কার্য্য করে, তাহার প্রমাণ এই যে, সেবন করিলে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়, বাহ্যক্ষতের উপর লাগাইলে কখন কখন বিরেচন হয় এবং প্রস্রুতিকে সেবন করাইলে তাহার স্তনপায়ী শিশুর বিরেচন হয় ।

আময়িক প্রয়োগ । উদরাময় ও অতিসার রোগে বিরেচনার্থ ইহা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । শৈশবাবস্থায় ইহা বিশেষ উপকার করে । জ্বরাদি রোগে দৌর্জল্যাবস্থায় বিরেচন প্রয়োজন হইলে রেউচিনি ব্যবস্থেয় । অজীর্ণ রোগে কিঞ্চিৎ ক্ষার এবং ঔদ্ভিজ্জ তিল সহযোগে অল্প মাত্রায় রেউচিনি প্রত্যহ সেবন করিলে বিলক্ষণ উপকার হয় । আমবাত রোগে বিশেষতঃ বালক ও স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা উপযোগী । পুর্বাতন ও দুষ্ট ক্ষতে রেউচিনি চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগ করিলে উপকার হয় ।

মাত্রা ১ হইতে ৩ রতি, বলকারক ও সংকোচক ; ৫ হইতে ১৫ রতি বিরেচক ।

প্রয়োগরূপ ।

রেউচিনির সার । রেউচিনি কুট্টিত অর্দ্ধসের, সূরা ৫ ছটাক, পরিষ্কৃত জল ৩ সের ২ ছটাক, জল এবং সূরা মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ৪ দিবস পর্য্যন্ত রেউচিনি ভিজাইয়া রাখিবে, পরে ছাঁকিয়া এবং নিঙ্গড়াইয়া রাখিয়া দিবে, গাদ নীচে পড়িলে উপরের স্বচ্ছাংশকে জলশ্বেদনযন্ত্র দ্বারা আট করিয়া লইবে ; মাত্রা ২।০ হইতে ৫ রতি ।

রেউচিনি ফাণ্ট ।' রেউচিনি কুট্টিত দশ আনা, ক্ষুট্টিত পরিপাক জল ৫ ছটাক । আবৃত পাত্রমধ্যে ১ ঘণ্টা পর্যন্ত ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্ধ ইহিতে এক ছটাক ।

রেউচিন্যাতি বটিকা । রেউচিনি স্বল্প চূর্ণ দেড় ছটাক, মুসকব স্বল্প চূর্ণ ১ ছটাক পাঁচ আনা, গন্ধবোল চূর্ণ ৩ কাঁচা, কঠিন সাবান ৩ কাঁচা, গুড় ৩ ছটাক ; উত্তমরূপে একত্র মর্দন করিবে । মাত্রা ৫ ইহিতে ১৫ রতি ।

রেউচিনির অরিফ । রেউচিনি কুট্টিত ১ ছটাক, গুড়বাটী এলাটী কুট্টিত দশ আনা, ধনিয়া দশ আনা, কুসুম দশ আনা, সুরা দশ ছটাক । সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১—২ ড্রাম আগ্নেয় ও বলকারক ; ৪ ড্রাম বিরেকক ।

রোহন, রোহিতক, রোড়া ।

মিলিয়েসী জাতীয় সময়মিডা ফেব্রিফিউজা নামক বৃহৎ বন্য বৃক্ষের বৃক্ষ । ভারতবর্ষের পার্শ্বত্যা প্রদেশ যথা—রাজমহেন্দ্রী, সরকার, কদাপা, চুনাব পার্শ্বত এবং হাজারিবাগের দক্ষিণ অরণ্যে জন্মে ।

ইহার কাষ্ঠ কঠিন ও অধিক দিন স্থায়ী তজ্জন্য গৃহাদি নির্মাণ জন্য আবশ্যক হয় ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । স্থূল খণ্ড সকল সৌত্রিক, দৃঢ়, ঈষৎ লোহিত, তিক্ত এবং কষায় আশ্বাদ, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড এবং তিক্ত দ্রব্য আছে । বন্ধলেব অভ্যন্তর প্রদেশে যবক্ষার দ্রাবক দিলে লোহিত বর্ণ হয় না ।

ক্রিয়া । বৃক্ষল—তিক্ত, বলকারক ও পর্যায়-নিবারক এবং সচরাচর-সিনকোনার পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে । পালাজরে প্রয়োগে উপকার দর্শে । ইহাতে গ্যালিক ও ট্যানিক এসিড থাকায় সিনকোনার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, লৌহ ঘটিত ঔষধ সহযোগে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে না । অধিক মাত্রায় সেবনে সায়ুগুণ বিশৃঙ্খল হয় এবং শিরোনির্গমন

ও নিদ্রালুতা জন্মে। এই বন্ধন রঙ করিতে লাগে, চূর্ণের মাত্রা ৩০ রতি, দিবসে ২ বার।

প্রয়োগরূপ ।

রোহিনের কাথ । রোহিতক কুট্টিত ৩ কাঁচা, জল দশ ছটাক । আবৃত পাত্রে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করতঃ ছাকিয়া লইবে, পরে জল সংযোগ করিয়া দশ ছটাক পূর্ণ করিবে। ওক বার্কের কাথের পরিবর্তে কুল্য এবং পিচকারির নিমিত্ত ব্যবহার্য্য।

রৌপ্য, রূপা, তার ।

লাটিন ভাষায় রূপাকে আর্জেন্টম ও ইংরাজীতে সিলভার কহে। ইহা আকরে জন্মে।

বিশুদ্ধ রৌপ্যই ঔষধার্থে প্রয়োজ্য। রৌপ্যের স্বল্প পত্র তপ্ত করিয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথ কলাইয়ের ক্কাথে তিন তিন বার নিষেচন করিবে। তৎপরে রূপার পাতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে কর্তন করিয়া সমভাগ পারদ ও গন্ধক সহ থলে মাড়িয়া গোলাকার করিবে। অবশেষে তাহা মুচীর মধ্যে পুরিয়া ও উত্তমরূপে লেপিয়া গজপুটে পোড় দিবে। উক্ত গোলকের নিম্নে ও উর্দ্ধে গন্ধকচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে, এইরূপে ১০।১২বার পোড় দিলে রূপা ভঙ্গ হয়।

কোন প্রকার অম্ল দ্বারা ১ ভাগ হরিতাল মর্দন করিবে, তদ্বারা ৩ ভাগ রৌপ্য পত্র লেপন করণানন্তর মুষামধ্যে পুরিয়া ও লেপ দিয়া ৩০খানি বন-মুটের অগ্নিতে পোড় দিবে, এইরূপ ১৪ বার পোড় দিলে রৌপ্য ভঙ্গ হয়।

সিঙ্কের আঠায়, স্বর্ণমাক্ষিক সংপিষ্ট করিয়া তদ্বারা রৌপ্য পত্র পূর্কোক্ত নিয়মানুসারে লেপ দিয়া ও মুচির ভিতর পুরিয়া পোড় দিবে। এইরূপ ১৪পোড়ে রৌপ্য ভঙ্গ হয়।

মারিত রৌপ্যগুণ । বাতপিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বয়স্থাপনকর ও প্রমেহহর। ইহার গুণ স্বর্ণ সম, কিন্তু তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। রাসায়নিক পরীক্ষায় মারিত রৌপ্যে ক্লোরবর্ণ অকসাইড অফ সিলভার থাকা দৃষ্ট হইয়াছে।

মাত্রা ২—১২ রতি। অমান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয় যথা—স্বর্ণ, লৌহ, অন্ন, তাম্র, পারদ, গন্ধক ইত্যাদি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৃহৎ বাত গজাক্ষুশ। পারদ, অন্ন, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, ঔঠ, বেড়েলা, ধনে, কটফল, কাটবিষ, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল মরিচ, হরীতকী ও মোহাগা প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া মুণ্ডি ও নিসিন্দার রসে একদিন মাড়িয়া ১২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার বাত ব্যাধি প্রশান্ত হয়। রসেন্দ্র সারঃ

লঙ্কা, লঙ্কামরিচ।

সোলেনেসী জাতীয় ক্যাপসিকম ফ্যাসটিজিয়েটম নামক বৃক্ষের ফল। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকেরা ইহা ব্যবহার করেন না।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ধামনিক উত্তেজক, আশ্বেয়। ইহার ক্রিয়া ক্যাপসিনিন নামক এক প্রকার বীৰ্য্যের উপর নির্ভর করে। এই বীৰ্য্য উত্তাপে দ্রব হইয়া যায় এবং উগ্র ধূমাকারে বায়ুতে মিলিত হয়। ঔষধাপেক্ষা ব্যঞ্জন ইহার ব্যবহার অধিক। অজীর্ণ রোগে এবং পাকাশয়ের অন্যান্য পীড়ায় ব্যবহারে সফল উপলব্ধি হয়, এবং পালা জরের অবসন্নাবস্থায় উত্তেজনার্থ ব্যবহার হয়। হৃদম্য কঠিন রোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ ও বাহ্যিক কবলরূপে ব্যবস্থা করিলে উপকার হয়। শিথিল কঠ, পুরাতন স্রবন্ধ আদি রোগে ইহার কবল বিশেষ উপকারক।

বাহ্য প্রয়োগে চর্মে উগ্রতা সাধন করে, পাকাশয়ের ক্ষীণতাবশতঃ অজীর্ণ রোগে ইহা উপকারক। লঙ্কামরিচ চূর্ণ ১ বা ১১০ রতি, রেউচিনিয়া দির বটিকা ২১০ রতি, একত্রে একটা বটিকা করিয়া ভোজনের এক ঘণ্টা পূর্বে ব্যবস্থা করিবে। জ্বর বিকারাদি রোগে প্রলাপ ও তন্দ্রাদি উপস্থিত হইলে পাদদ্বয়ে ইহারই পলস্তা লাগাইলে প্রত্যাগ্রতা সাধন করিয়া উপকার করে।

অন্য মধ্যে অজীর্ণ ও গলিত দ্রব্য বিশেষতঃ গলিত মৎস্য ও মাংস

থাকিলে যে উদরাময় হয়, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারক । চূর্ণের মাত্রা ১ হইতে ১ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

লঙ্কামরিচের অরিস্ট । লঙ্কামরিচ চূর্ণ দেড় কাঁচা, সুবা দশ ছটাক ; পার্কোলেসন দ্বারা প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ৫—১৫ মিনিম ।

লজ্জালু, সমঙ্গা, লজ্জাবতী লতা ।

মাইমোসা পিউডিকা নামক লতা । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত কষায়, কফপিত্ত ও রক্তপিত্ত, অতিসার এবং যোনি রোগনাশক ।

লজ্জালু, ধাতকী পুষ্প, মঞ্জিষ্ঠা ও লোধ, মধু এবং তণ্ডুলাধু সহ পকাতিসার নাশার্থ সেব্য । ভাবঃ

লজ্জালু, সূঁদি, মোচরদ, লোধ ও রক্তচন্দন দ্বিধা ছাগছন্ধ রক্তার্শে প্রযোজ্য । এ

সমঙ্গাদি কাথ । লজ্জালু, ধাতকী, লোধ, অনন্তমূল ও শ্যামালতার কষায় ; মধু সহ সেবন করাইলে শিশুর অতিসার নষ্ট হয় । এ

লতাফট্করী, নওয়াফট্কী, জ্যোতিষ্মতী ।

সাপাইনডেসী জাতীয় কর্ডিয়স পার্মে হালিকেকেবম নামক লতার মূল ।

ইহা কটু, তিক্ত, কফবাতঘ্ন, বমনকর, রেচক, আশ্লেয় । বাহ্যিক প্রয়োগে আরক্তকর ; অন্যান্য ঔষধের সহযোগে ইহা বাতব্যাধি ও অর্শাদি রোগে ব্যবহার হয় । ইহার পত্র ভাজিয়া খাইলে ঋতুশ্রাব আগত হয় ।

লতাফট্কী, সজিকাক্ষার, বচ, অসন মূল বহুল সমভাগে (মোট সিকিতোলা) ছন্ধ সহ পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে অবকদ্ধ ঋতু পুনঃ প্রকাশিত হয় । ভাবঃ

লবঙ্গ, লঙ্গ ।

মারটেসো জাতীয় ক্যারিয়োফাইলস য্যারোমেটিকস নামক বৃক্ষের শুষ্ক কলিকা । মালকা আদি ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে জন্মে । এক্ষণে ভারত-বর্ষের স্থানে স্থানে ইহার বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । বিশেষ সদগন্ধযুক্ত, তীক্ষ্ণ ঝাল আশ্বাদ, তিক্ত । নখ দ্বারা চাপিলে তৈল নিঃসৃত হয় । জলের সহিত চুয়াইলে বায়ী তৈল নির্গত হয় । এতিন্ন ইহাতে কিঞ্চিৎ ট্যানিক এসিড্ ধূনা ও সার পদার্থ পাওয়া যায় । ইহার বীর্ষ্যের নাম ক্যারিয়োফাইলিন ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক, বায়ুনাশক আগ্রের । উদরাধ্বান দূরীকরণ ও নিস্তেজ পাকশক্তির উত্তেজনার জন্য ইহা ব্যবহার হয় । তিক্ত বলকারকের সাহায্যার্থ ও বিরেচক ঔষধের দোষ শোধনার্থ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ইহার উদ্বায়ী তৈল স্নগন্ধের জন্য ও দস্তচিকিৎসায় ক্ষয়িত দন্তের স্নায়ুকে দন্ধ করণার্থ ব্যবহৃত হয় । গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণার্থ ইহার ফাণ্ট সহ্যপকারক । দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য ও জরাস্তের দৌর্বল্য ; চিরতা সংমিশ্রিত লবঙ্গের ফাণ্ট ব্যবহারে উপকার দর্শে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, তিক্ত, নেত্রহিতকর, দীপন, পাচন ও রুচ্য । ইহা কফপিত্ত, রক্ত, হৃদি, তৃষ্ণা, আধ্বান, শূল, কাস শ্বাস ও হিকা নাশক ।

প্রয়োগরূপ ।

লবঙ্গের ফাণ্ট । লবঙ্গ কুট্টিত দশ আনা, ক্ষুট্টিত পরিশ্রুত জল ৫ ছটাক । অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক ।

লবঙ্গ তৈল । লবঙ্গ জলনহ চুয়াইলে প্রস্তুত হয় । মাত্রা ১—৫ বিন্দু । দস্তশূল নিবারণার্থ তুলা ভিজাইয়া স্থানীক প্রয়োজ্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

লবঙ্গাদি চূর্ণ । লবঙ্গ, কঁকলা, বেনারমূল, রক্তচন্দন, তগর পাছকা, শূদিপুষ্প, কৃষ্ণজীরা, বালা, কৃষ্ণাঙ্কুর, দারচিনি নাগেশ্বর, পিপুল, শুঠ, বেনারমূল, ছোটএলাচ, কপূর, জায়ফল, বংশলোচন প্রত্যেকের চূর্ণ সম-

ভাগ; সর্ব সমষ্টির অর্ধেক চিনি । ইহা স্মরোচন, তপণ, অগ্নিদীপন, বলপ্রদ ও ত্রিদোষজন্যকারক । ইহাতে অরুচি, হিকা, কাস, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

লবঙ্গের ফাণ্ট পানে বিস্ফটিকার ছর্দি নিবারণ হয় । ঐ

চতুঃ সমবটী । লবঙ্গ, শুঠ, জোয়ান ও সৈন্ধব সমভাগে লইয়া ৪রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহাতে অজীর্ণ আরোগ্য হয় । সং মেঃ

লবণ ও ক্ষার ।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ হিজলী, তমোলুক, কটক প্রভৃতি স্থানের লবণাক্ত জল ফুটাইয়া ও তাহা শুক করিয়া পূর্বে প্রস্তুত হইত । এই প্রকারে প্রস্তুত লবণকে করকচ লবণ বলে । এক্ষণে লবণ এদেশে প্রস্তুত না হইয়া বিলাতের লিবারপুল নগর হইতে আনীত হয় । পঞ্জাবের কোন-কোন খনিতে এই লবণ পাওয়া যায় । অবিগুন্ধ লবণ দ্রব করিয়া ছাকিবে, পরে দানা বাঁধিলে উহা বিগুন্ধ হয় । সচরাচর আমরা যে লবণ খাইয়া থাকি ইহাকে ইংরাজী ও লাতিন ভাষায় যথাক্রমে ক্রোরাইড অফ সোডিয়ম ও সোডিয়াই ক্রোবিডাই কহে । আয়ুর্বেদমতে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যথা—সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চল ও রোমক । সামুদ্রকে করকচ লবণ কহে ।

ক্রিয়া । বলকারক, আশ্লেয়, পরিবর্তক, কুস্মিনাশক ও অধিক মাত্রায় বমনকারক, অহার্য্য বস্তুর সঙ্গেই সচরাচর ব্যবহার হয় ।

আময়িক প্রয়োগ । বিস্ফটিকা রোগে রক্তে লবণাভাব হয়, অতএব তাহাতে লবণ জলে দ্রব করিয়া পান করিতে দেওয়া বিধেয় । গণ্ডমালা রোগে লবণ মিশ্রিত জলে স্নান উপকারক । রক্তোৎকাসে লবণ সেবনে ক্ষণকালের জন্য রক্তরোধ হইতে দেখা যায় । ক্রিমীনাশার্থ ইহা ১৫ রতি মাত্রায় জলসহ শূন্যোদরে প্রয়োজ্য । বিরচনার্থ লবণের পিচকারি ব্যবহৃত হয়, অর্দ্ধ বা এক ছটাক লবণ ও দশ ছটাক জল একত্রে দ্রব ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া পীচকারি দিবে । অরাদি রোগের প্রথমাবস্থায় বমন প্রয়োজন হইলে লবণ বিশেষ উপযোগী । ১—২ কাঁচা লবণ, অন্ন তপ্ত জল

২।৩ ছটাক সহ পান করা বিধেয় । কষ্টিক দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষ নাশার্থ ইহা প্রযোজ্য । অজীর্ণ, শিশুদিগের উদরাময় ও পালাজ্বরে ইহা ব্যবহারে উপকার দর্শে ।

মাত্রা ১০—৩০ রতি পরিবর্তক, বলকর ও আগ্নেয় ; ১ কাঁচা হইতে এক ছটাক মাত্রায় বমনকারক ও বিরেচক । ঙ্গনার্থ—এক হইতে ৪ ছটাক লবণ, পাঁচ সের জলে দ্রব করিয়া লইবে ।

বিট লবণ । আগ্নেয় ও বায়ুনাশক । প্লীহা, অজীর্ণ ও অস্থের বিবিধ পীড়ায় প্রযোজ্য । বিটলবণে অতি অল্প অংশ লৌহ-থাকিতে দৃষ্ট হইয়াছে ।

সৌবর্জল বা সচল লবণ । ইহাকে কালো নিমক কহে । ইহারও ক্রিয়া পূর্ববৎ ।

রোমক । আজমীর প্রদেশস্থ নদীর জল হইতে প্রস্তুত হয়, ইহার আশ্বাদ অত্যন্ত উগ্র । ইহা মুহু রেচক ও মূত্রকর । অন্যান্য ক্রিয়া পূর্ববৎ ।

সৈন্ধব । সৈন্ধব দেখ ।

অতি পূর্বকালে আরও কয়েক প্রকার লবণ প্রচলিত থাকা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার ব্যবহার নাই ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ভাস্কর লবণ । সামুদ্র লবণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ১০ তোলা, বিট, সৈন্ধব, ধনে, পিপুল, পিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র নাগেশ্বর, চই, অন্নবেতস প্রত্যেকে ৪ তোলা ; মরিচ, জীরা, শুঠ প্রত্যেকে ২ তোলা ; দাড়িম বীজ ৮ তোলা, দারচিনি, এলাচ প্রত্যেকে ১ তোলা ; সমস্তগুলি চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে । সিকি হইতে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় তক্র বা কাঁজি সহ সেব্য । ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, উদরী, অর্শ, গ্রহণী প্লীহা ও গুল্ম পুত্ত্বিত রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

অভয় লবণ । পারিভদ্র, পলাশ, আকন্দ ও সিদ্ধ বহুল, অপাঙ্গ

চিতামূল, বরুণ, গণিয়ারি, শ্বেত পুনর্ণবা, গোক্ষুর, বৃহতী, পিপল, বলপ্রদ নাট্য, হাপরমালী, কুটজ ছাল, ঘোষালতা ও পুনর্ণবা কুট্টিত করিয়া তি রোগ মধ্যে রাখিয়া তিলকাষ্ঠের দ্বারা জাল দিবে। ভস্ম হইলে তাহা ২সের, ৬৪ সের সহ পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে ঐ জল পুনর্বার অগ্নিতে চড়াইয়া সৈন্ধব লবণ ২ সের, হরীতকী চূর্ণ ১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, বমনানী, কুড়, শঠী প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা সিকি হইতে ২ তোলা; অনুপান উষ্ণ জল। ইহাতে যক্ষ্ম, প্লীহা, উদব, আনাহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভৈঃ রহ

ক্ষার ।

বিবিধ বৃক্ষের ক্ষার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান যথা—পাটলা, কুটজ, পলাশ, অশ্বকর্ণ, পারিভূদ, বিভীতক, আরধ, লোধ, আকন্দ, সিজ, আপাঙ্গ, করঞ্জ, বাসক, কদলী, চিতা, পুতিক, দেবদারু, করবী, ছাতিম, গাস্তারী, গুঞ্জা ও কোষাতকী। এই সকল বৃক্ষের সমস্ত বা যতগুলি পাওয়া যায়, তাহাদের মূল ও শাখা পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া একটি গর্তের ভিতর রাখিয়া ভস্ম করিবে; পরে সেই ভস্ম ছয় গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। উহা স্বচ্ছ লাল, উগ্র ও সাবানবৎ হইলে নামাইয়া ছাকিবে, পরে পুনরায় অগ্নিতে পাক করিবে ও নিম্নলিখিত দ্রব্য গুলির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে যথা—সিজ ক্ষার, শঙ্খ ও শুক্লিভস্ম এবং অনবরত নাড়িতে থাকিবে যতক্ষণ ঘন না হয়, জাল দিবে। ক্ষার যতদূর উগ্র করা আবশ্যিক, তাহা বিবেচনা করিয়া ১, ২ বা ৩ অংশ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা দাহক, বাহ্যিক প্রয়োজ্য। ইহার দাহ্য শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সময়ে ২ হরিতাল ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়।

যে স্থলে দাহক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা প্রথমে পরিষ্কার ও জল দ্বারা ধৌত করিবে; তৎপরে পূর্কোক্ত ক্ষার একটি কাটি করিয়া লাগাইবে। তদনন্তর উক্ত স্থানে তিলবাটা, কাঁজি সহ প্রলেপ দিবে।

বাহ্য অর্শ, নালীকত, ভগদব, স্ফোটক, আঁচিল ও অর্ষুদ প্রভৃতিতে দাহক ফার প্রয়োজ্য ।

সেবনার্থ—নিম্নলিখিত উপায়ে ফার জল প্রস্তুত করিবে । পূর্বোক্ত বৃক্ষের যথান্যত ফার ছয় গুণ জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইবে; পরে ঐ ফার এক এক খানি কাপড়ে রাখিয়া ও তাহা টানাইয়া উহাতে ঐ জল ২১ বাব ঢালিয়া দিবে । কাপড়ের নিচে একটি পাত্র রাখিবে, অবশেষে উক্ত জল ছাকিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিবে ও উপরিস্থ স্বচ্ছাংশ ছাকিয়া লইবে । ইহা সিকি তোলা পরিমাণে সেবন করিলে অজীর্ণ, উদরী, গুল্ম, অশ্মরী প্রভৃতি উপশমিত হয় । ইহার ক্রিয়া মূত্রবেচক, মূত্রকর ও অম্ল-নাশক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বৈশ্বানর ফার । সিঙ্গ, আকন্দ, চিতে, এরণ্ড, বরুণ, পূর্ণবা, তিল, অপামার্গ, কদলী, পলাশ ও তেঁতুলের ফার মিলিত ২ প্রহ (৪ সের) জল ১৬ সের, পাক শেষ ৪ সের । উপরিস্থ জল ছাকিয়া লইয়া উহাতে সৈন্ধব লবণ ২ সেব দিয়া নিব্বর্ম অগ্নিতে পাক করিয়া পরে সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিবে । অবশেষে বমানী, জীরা, কালজীরা, গুঠ, পিপ্পল, মরিচ, স্থূলজীরক ও হিঙ্গু চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ ১০—২০ বতি মাত্রাণ প্রাতঃকালে শীতল জল সহ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, শূল, শোথ ও গুল্ম নষ্ট হয় । ভাবঃ

লালিতাপাত, নাল্তেপাতা ।

টিলিয়েসী জাতীয় কর্কোবস অলিটোরস নামক বৃক্ষের পত্র । পাট বৃক্ষের পত্র শুষ্ক করিয়া রাখিলে তাহাকে নাল্তে কহে ।

ইহার শীতল ফাণ্ট তিক্ত ও বলকর । আসামের ডাঃ সিগন বলেন যে, তরুণ রক্তমাশয় হইতে আরোগ্য লাভ করাব সময় ইহা নিরাপদে ব্যবহার করা যাইতে পারে । ইহার ব্যবহারে ক্ষুধা বৃদ্ধি ও বলান হয় । ইহার

পত্র চূর্ণ ও রতি, হরিদ্রা চূর্ণ ও রতি একত্রে ব্যবহার করিলে রক্তমাশয় রোগে উপকার দর্শে। ইহার ফাট পানে পিত্তাধিক্য নষ্ট হয়। উহা প্রস্তুত করিতে নালতে দুই আনা, জল আদ পোয়া লইবে।

লাক্ষা ।

এক প্রকার কীট অশ্বখ, বট, পাকুড়, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষে আঠা বা রস স্থাপন করে। ইহা দ্বারা আলতা প্রস্তুত হয়।' বিবিধ তৈলাদি প্রস্তুত করিতে লাক্ষার কাথ ব্যবহার হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা বর্ণকর, ব্ল্য, ম্লিষ্ণু এবং কফ, রক্তপিত্ত, কাদ-জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, কৃমি ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

লাক্ষাদি তৈল । লাক্ষার কাথ ও তৈল সমভাগ, তৈলের ৪ গুণ দধির মাত, এবং কন্ধার্থ—অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দেবদারু, রেণুক, কুড়, বালা, শ্বেতচন্দন, মূর্কী, কটকী, রান্না, শূলফা ও যষ্টিমধু সমভাগে দিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল মদনে সর্ব জ্বর নষ্ট হয়। গর্ভিণীদের পক্ষে ইহা প্রশস্ত। ভাব

মহালাক্ষাদি তৈল । কাথার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, ফেনিল (রিটা) যষ্টিমধু, বেড়েলা, বেনার মূল, রক্তচন্দন, চম্পক ও কমল প্রত্যেকে ৬পল; চারিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্ভাগাবশিষ্ট করিয়া ছাকিয়া লইবে। কন্ধার্থ—রেণুক, পদ্মকাষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, অন্নবেতস, গ্রহিণী, কুড়, দেবদারু, নখী, দারচিনি, শূলফা, শ্বেতকমল, জটামাংসী, যষ্টিমধু প্রত্যেকে ২ তোলা। দধির মাত, কাঁজি, দুগ্ধ প্রত্যেকে ১৬ সের, তৈল ৪ সের। প্রথমে তৈলসহ কাঁজি, দুগ্ধ ও দধির মাত পাক করিয়া পরে কন্ধ পেষিত কষায় দিয়া পাক সমাধা করিবে। এই তৈল মদন করিলে জ্বর, শোথ প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

লাক্ষাদ্য তৈল । তৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের; কন্ধার্থ—শোণ, কটকল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, স্কদি, যষ্টি-

মধু এবং খদিরের কাথ ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দালন, দস্তচাল, দস্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, পুতিবক্ত্র, বিরসতা দূর হইয়া দস্ত স্ফুট হয়। ঐ

বাল লাক্ষাদি তৈল। তৈল ও লাক্ষার কাথ সমান, দধির মাত তৈলের চারিগুণ, কক্কার্থ—রান্না, রক্তচন্দন, কুড়, অখগন্ধা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, গুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্খী, কটকী ও রেণুক মিলিত তৈলের নিকি দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে শিশুর জ্বর আয়োগ্য ও বল বৃদ্ধি হয়। ঐ

প্রমেহমিহির তৈল। তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; শতমূলীর রস ৪ সের, ছন্ধ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের; কক্কার্থ—গুলফা, দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্খী, কুড়, অখগন্ধা, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রেণুক, কটকী, যষ্টিমধু, রান্না, দারু-চিনি, এলাচ, বামনহাটী, চই, ধনে, ইন্দ্রমব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, ধান্য, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, মঞ্জিষ্ঠা, সবলকাঠ, পদ্ম-কাঠ, লোধ, মোরি, বচ, জীরা, বেনারমূল, জায়ফল, বাসক ও তগর-পাছকা প্রত্যেকে ২ তোলা; যথাক্রমে পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে সকল প্রকার প্রমেহ, দাহ, পিপাসা, মুখশোষ সমন্বিত হইলেও উপশমিত হয়। ভৈঃ র

লেবু, নেবু।

রিউটেসী জাতীয় বিবিধ সাইট্রস বৃক্ষের ফল। তন্মধ্যে কেবল কয়েক প্রকার ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। উহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। যথা—জম্বীর বা গৌড়ালেবু, লিম্বাক বা পাতিলেবু, নিম্বুক বা কাগজী-লেবু, বীজপুর বা টাভালেবু, ইহার সাইট্রস এসিডা নামক ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের ফল। মাতুলুঙ্গ বা ছোলংলেবু, ইহা সাইট্রস মিডিয়া নামক বৃক্ষের ফল। নাগরঙ্গকে কমলালেবু কহে। ইহার বর্ণনা যথাস্থলে লিখিত হইয়াছে।

পাতি ও কাগজী লেবুই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেবুর রস ও উহার চাটনী প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। ইহার রস দামনিক অবসাদক ও শৈত্যকারক। ইহাতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল আছে, তাহা বায়ুনাশক ও অন্ন উত্তেজক। তরুণ বাত, জ্বর ও ক্ষার দ্বারা বিষাক্ত হইলে লেবুর রস সেবনে উপকার হয়। ফুসফুস, পাকাশয় ও অন্ত্রাদি হইতে রক্তশ্রাব হইলে ইহার রস; চিনি বা মিশ্রিত সঙ্গে সরবৎ প্রস্তুত কবিয়া সেবনার্থ দিবে। ইহার সহিত আবশ্যকমত জল মিশ্রিত করিতে হয়। শীতাদ রোগে (স্ফর্তি), ইহার সদ্য রস, চিনি সহ সেবনে উপকার হয়। রোগী নিতান্ত দুর্বল হইলে উহার সঙ্গে চিরতা বা নিম্বের কাথ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। লেবুর রসের অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত করিয়া উক্ত রোগে কুলী করিলেও উপকার হয়। বিবিধ প্রকার জ্বরের চর্ম্ম গুঙ্গ, উষ্ণ ও পিপাসার আতিশয্য থাকিলে নিম্নলিখিত পানীয় সেব্য। যথা ৪৫ টা লেবু খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটা কাচপাত্রে রাখিবে, পরে তাহাতে দশ ছটাক ক্ষুণ্ণ জল ঢালিয়া দিবে, শীতল হইলে ছাকিয়া লইবে এবং উহার আশ্বাদ মিষ্ট হয় একরূপ পরিমিত চিনি বা মিশ্রি সংযোগ করিবে। জ্বরপাল দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহার রস ১—২ ছটাক মাত্রায় জল বা কাঁজি সহ পান করাইলে উপকার দশে।

লেবুর রস আদ ছটাকে ১৬ রতি সাইট্রিক এসিড থাকে, তাহিহ্ন স্নেহ দ্রব্য ও নার আছে। লেবুর রস প্রস্তুত করিয়া রাখার আবশ্যক হইলে উহার সঙ্গে ১ অংশ স্পিট বা ব্রাণ্ডি মিশ্রিত করিয়া রাখিলে পচিয়া যায় না; তৎপরে উহা ছাকিয়া রাখা কর্তব্য। লেবুর রসের মাত্রা ২ ড্রাম হইতে আদ ছটাক পর্য্যন্ত। সন্ধি বাতরোগে ১—২ ছটাক ৪,৬ ঘণ্টান্তঃ প্রয়োজ্য। ছর্দি, অগ্নিমান্দ্য, অকচি প্রভৃতিতেও ইহা ব্যবহারে সুফল উপলব্ধি হয়। লেবু, তৈল ও লবণাক্ত করিয়া কিছু দিন রাখিলে মোরব প্রস্তুত হয়, ইহা অত্যন্ত মুখপ্রিয়, আগ্রহ ও অকচিহর। পাতিলেবুর মৃদু মৃদুরি লৌহ প্রস্তুতে লাগে।

প্রয়োগরূপ ।

জম্বীরত্বকের অরিক্ট । স্বরস জম্বীর ত্বক ৫ কাঁচা, সূরা দশ ছটাক । সপ্তাহ পর্য্যন্ত ভিজাইয়া নিংড়াইয়া ছাকিয়া লইবে । পরে সূরা দ্বারা দশ ছটাক পূর্ণ করিবে । মাত্রা ১—২ ড্রাম ।

জম্বীর তৈল । জম্বীর ত্বক নিম্পীড়ন দ্বারা অথবা জলের সহিত চুয়াইলে ইহা প্রস্তুত হয় । এই তৈল বর্ণহীন স্বচ্ছ, সুগন্ধি, উৎপতিফু । মাত্রা ১—৫ মিনিম ।

জম্বীর পাক । জম্বীর বস আদ সেব, জম্বীর ত্বক ১ ছটাক, শর্করা পাঁচ পোয়া । জম্বীর বসে চিনি গুলিয়া ও তাহাতে লেবুর খোল দিয়া জলসেবন বস দ্বারা মৃদু সস্তাপ দিবে, যে পর্য্যন্ত না শর্করা দ্রব হয়, পবে ছাকিয়া লইবে । মাত্রা ১—৪ ড্রাম ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ক্রব্যাদ রস । গন্ধক ২ পল, পাবদ ১ পল, লৌহ ৪ তোলা, তাম্র ৪ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সস্তাপে গলাইয়া এরণ্ড পত্রে ঢালিবে । পরে উহা চূর্ণ করিয়া ও লৌহপাত্রে রাখিয়া উহাতে লেবুর রস দিয়া অগ্নি সস্তাপে পাক করিবে । রস ঘনীভূত হইলে আরও অগ্নি সস্তাপ দিয়া শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে । পরে পঞ্চকোলের কাথ ও কাঁজিতে ভাবনা দিয়া উহার সহিত মোহাগার খই ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ পল, বিটলবর্ণ ২ পল মিশ্রিত করিয়া চনকায় জলে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে । ইহা ভোজনান্তে সেবন করিলে অতি গুরুপাক দ্রব্যও সহ্য পরিপাক পায় ; মাত্রা দুই মাষা । ঔষধ সেবনের পর তক্র ও সৈন্ধব পান নিষেধ । ইহাতে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, শূল, গুল্ম, প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । রসেন্দ্র চিহ্ন ।

রসায়নামৃত লৌহ । চিনি ১৬ পল, ত্রিফলার কাথ ৪ সের, গোঁড়া-লেবুর রস ১৬ পল একত্রে পাক করিবে ; ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী, দস্তী-

মূল, নিমছাল, সৈন্ধব, অভ্র প্রত্যেকে ২ তোলা, লৌহ ২ পল, ঘৃত ৪ পল
প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা। ইহাতে গুল্ম,
রক্তহীনতা, যক্ষ্ম, প্লীহা, জীর্ণজ্বর ও শোথাদি নষ্ট হয়। ভৈঃ ব

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

টাবালেবুর কেশর, সৈন্ধব ও মরিচ একত্রে বাটিয়া মুখে রাখিলে বাত-
কফরোগ, মুখশোথ, জড়তা ও অরুচি নিবারণ হয়। ভাবঃ

ঘৃত পরিপাকার্থে লেবুর রস সেবন কর্তব্য। ঐ

লেবুর রস সহ নাভিশিখা সেবনে প্লীহা নষ্ট হয়। ঐ

লেবুর রস যবক্ষার সহ সেবনে পার্শ্ব হৃৎ বস্তি শূল ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু
প্রভৃতি নষ্ট হয়। শাক্যঃ

লোধ, লোধ ।

ষ্টিরেসী জাতীয় সিম্প্রোকস রেসিমোজা নামক বৃক্ষের বহুল। ভারত-
বর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । গ্রাহী অর্থাৎ সংকোচক এবং জ্বরা-
তিসার, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, শোথ ও চক্ষুরোগনাশক। ইহার কাথের
কুলী করিলে মাড়ি শিথিলতা ও রক্তস্রাব আরোগ্য হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

লোধাদি চূর্ণ । লোধ, ধাইকুল, বিলুণ্ড, মূতা, আমেরকেশী ও
ইজ্রবের চূর্ণ, মাহিষ তন্ত্র সহ পান করিলে প্ৰকৃতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

লোধ, হরিদ্রা, তেজপত্র, অণুর, গৃহধূম ও মনঃশিলা, মধু সহ লেপ
দিলে মেদার্কুদ নষ্ট হয়। ভাবঃ

লোধ, ধনে ও বচ দ্বারা প্রলেপ দিলে তাক্ষণ্য পীড়কা নষ্ট হয়। ঐ

লোধ, সৈন্ধব, বচ, খেতসর্বপ একত্রে বাটিয়া পুলেপ দিলে বয়স ফোড়া
নষ্ট হয়। ঐ

লৌহ, মৃত্তা, রসত, মধুসহ বাটিয়া মাড়িতে লাগাইলে শৈশির রোগ নষ্ট হয় । চক্রঃ

লৌহ, যষ্টিমধু, দধি ফটকিরি, রসত, সমভাগে জল সহ বাটিয়া চক্ষের চতুর্দিকে লেপ দিলে চক্ষু উঠা আরোগ্য হয় । অঃ সাঃ

লৌহ ।

লৌহ মাংসার্থ কাস্ত লৌহই প্রাপ্ত, কিন্তু বর্তমানকালে উহা প্রায় এক-প্রকার ছুপ্পা প্যা হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য ইচ্ছাযে ব্যবহার করা কর্তব্য । লৌহ জ্বারের পূর্বে উহা পিটাইয়া পাতলা পাত প্রস্তুত করিতে হয় । লৌহের পত্র তপ্ত করিয়া তক্র, তৈল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথের কাণে তিন তিন বার নিষেচন করিলে উহা বিশুদ্ধ হয় । তৎপরে উহা হামানদিস্তায় ফেলিয়া চূর্ণ করিবে এবং গোমূত্র সহ মাড়িয়া, সবাব সংপুটে রাখিয়া গজপুটে ঘুটিয়ার অঘিতে পোড় দিবে । এইরূপ একশত হইতে একসহস্র বার পোড় দিতে হয় । অর্থাৎ যতক্ষণ লৌহ সূক্ষ্ম চূর্ণরূপে পরিণত নাহয় ও তাহা জলে না ভাসে এবং চক্ষুতে লাগাইলে কোন প্রকার অস্বস্থ অনুভূত না হয়; ততক্ষণ পোড় দেওয়া কর্তব্য । প্রতিবার পোড় দিবার পূর্বে গোমূত্র সহ মাড়িতে হইবে । লৌহ সম্পূর্ণরূপে মারিত হইলে উহার ইষ্টকচূর্ণবৎ বর্ণ হয় । রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা যায় যে, এই প্রকারে প্রস্তুত লৌহ প্রোটো ও পার অকসাইড অফ আয়রনের মিশ্রণ মাত্র । ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার উপায়াবলম্বনে লৌহ জারিত হয়; তন্মধ্যে কয়েকটির বিষয় এস্থলে লিখিত হইতেছে ।

বিশুদ্ধ লৌহ চূর্ণ পাতাল গরুড়ী (হিন্দীতে ছেউড়া কহে, লতাবিশেষ) রসের দ্বারা মাড়িয়া তিন বার, ঘৃতকুমারীর রসে তিন বার ও কুঠার-চ্ছিন্নিকা রসে মাড়িয়া ছয় বার পোড় দিলে লৌহ ভস্ম হয় ।

লৌহ চূর্ণ ও তাহার দশমাংশ হিঙ্গুল লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে দুইপ্রহর মাড়িয়া শোড় দিবে । এইরূপ সাত পোড়ে লৌহ ভস্ম হয় ।

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ একত্রে মর্দন করিয়া কঙ্কণী করিবে ।

পরে উভয়ের সমান লৌহচূর্ণ দিয়া ঘৃতকুমারীব বসে মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি কবগানন্তর তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরও পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দুইপ্রহর রৌদ্রে বাথিয়া দিবে। উষ্ণ হইলে তাম্রপাত্রোপরি একখানি সরাস্র ঢাকা দিয়া ধান্যবাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিবে। পরে পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে।

দাড়িমের পাতার রস (৪ভাগ) দ্বারা লৌহ চূর্ণ ভিজাইয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পোড় দিবে। এইকপ ২১পোড়ে লৌহ ভস্ম হয়।

মারিত লৌহের গুণ। তিক্ত কষায়, মধুব, গুরু, রুক্ষ, বয়সা, চক্ষুষা, লেখন, বাতল। ইহা বিশেষ বলকর ও রক্তবর্দ্ধক। ইহা দ্বাবা কফপিত্ত, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদ, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। লৌহ সেবনকালে কুম্ভাগু, তিলতৈল, কুলথ, সর্ষপ, মদ্য ও অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

মাত্রা। ১রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ৯রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি কবা বাইতে পারে।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

নবায়স লৌহ। গুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুতা, বিড়ঙ্গ, চিতা প্রত্যেকে সমভাগ; সর্ব সমান লৌহ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১-৯রতি। মধু, ঘৃত ও তক্র বা গোমূত্র সহ সেব্য। ইহাতে পাণ্ডু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। রস প্র

অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ। চিবতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুতা, গুলঞ্চ, কটকী, পটোলপত্র, ছরালতা, ক্ষেত্ৰপাপড়া, নিম্ব, গুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগ; লৌহ সর্ব সমান। মধু ও ঘৃত দ্বারা একত্রে মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। ইহাতে পাণ্ডু, শোথ, গ্রহণী, প্রমেহ, শ্বাস কাস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

খণ্ডকাদ্য লৌহ। শতমূল, গুলঞ্চ, বাসক ছাল, মুণ্ডুরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদির কাঠ, ত্রিকলা, বামনহাটা, কুড় প্রত্যেকে পেল; জল ৬৪সের সহ পাক করিয়া অষ্ট ভাগাবশেষ করিবে। তৎপরে মনঃশিলা বা স্বর্ণ-

মাক্ষিক সংযোগে-জারিত লৌহ ১২পল, চিনি ১৬পল ও ঘৃত ১৬পল দিয়া তাম্রপাত্রে উক্তকাথ জলসহ পাক করিবে। পাক শেষ অর্থাৎ ঘনীভূত হইলে নামাইয়া মধু ২সেব দিবে। মধু দিবার পূর্বে শিলাজতু, বংশলোচন, কাকড়া-শূলী, দারচিনি, বিড়ঙ্গ, গুঠ, জীরা প্রত্যেকে ১পল, ও হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ধনে, তেজপত্র, পিপুল, মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। মাত্রা ২ তোলা ; ঔষধ সেবন-কালে গবা ছুগ্ধ, মাংসবৎ ও বলকর পথা প্রযোজ্য। ইহাতে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, পার্শ্বশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। এ

বস্মারি লৌহ। স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু, লৌহ ও হরীতকী চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে যক্ষ্মা বাগ নষ্ট হয়। এ

অগ্নিরস লৌহ। পাবদ ১ভাগ ও গন্ধক ২ভাগ একত্রে মর্দন করিয়া কঙ্কালী করিবে, পরে লৌহ ৩ ভাগ দিয়া ঘৃতকুমারীব রসে মর্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করতঃ তাহা তাম্রপাত্রে সংস্থাপন ও এরণ্ডপত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দুই গ্রহব কাল রৌদ্রে রাখিবে। শেষে ধান্যরাশির মধ্যে ৭দিন রাখিবে। পশ্চাৎ ঔষধ চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাচ, জায়ফল, লবঙ্গ ৯ভাগ মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু সহ লেহন করিলে কাস, যক্ষ্মা আরোগ্য হয়। শাস্ত্রঃ

লৌহ রসায়ন। গুগ্গুল, কালমূলী, ত্রিফলা, খদির, বাসক, ত্রিবৃং, অলম্বুষা, গুঠ, নিসিন্দা, চিতা প্রত্যেকে ১০পল, ৮০সের জলে পাক করিয়া ২০সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পরে লৌহ ১২পল, পুণাতন-ঘৃত ৩সের, চিনি ৮পল একত্রে তাম্রপাত্রে কাথজল ক্রমশঃ দিয়া পাক করিবে। পাক সমাধা হইলে নামাইবে, শীতল হইলে মধু ২সের, শিলাজতু ২পল, এলাচ, দারচিনি প্রত্যেকে ৪তোলা ; বিড়ঙ্গ ৩পল, রসায়ন, পিপুল, ত্রিফলা প্রত্যেকে ২পল ; হিরাকস ২পল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। পরে উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২তোলা : দ্রব্য

মাংসঘূষাদি পথ্য। ইহাতে মেদ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, উদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

লৌহ গুগ্গুল। লৌহ ১পল, গুগ্গুল ৩পল, ত্রিকটুপেল, ত্রিফলা ৮পল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ত্রিকটু ও ত্রিফলা মিলিত ৫ এবং ৮পল বুদ্ধিতে হইবে। ইহা এক তোলা মাত্রায় মধু সহ লেহন কবিলে বলবীৰ্য্য ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। ঐ

বৃহৎসর্বজ্বরহর লৌহ। পাবদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাফিক, স্বর্ণ, হরিতাল প্রত্যেকে ২তোলা; লৌহ ৮তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া করলাউচ্ছের পাতার রস, দশমূল্যের কাথ; কীকমাটির রস, ক্ষেপাপড়ার রস, ত্রিফলার কাথ; গুলঞ্চের রস এবং পান, নিসিন্দা, পুনর্গবা ও আর্দ্রকের রস দ্বারা পৃথক পৃথক সাতবার ভাবনা দিবে। পরে ১২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে; আবশ্যকানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি কবিবে। পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন শুভ্র সহ সেব্য। ইহাতে সকল প্রকার পুরাতন জ্বর ও প্লীহা আরোগ্য হয়। ভৈঃ র

চন্দ্রনাড়ি লৌহ। রক্তচন্দন, বালা, আকর্নাড়ি, বেনার মূল, পিপুল, হরীতকী, গুঠ, সূঁদিপুষ্প, আমলকী, মুতা, চিতার মূল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে সমভাগে; সর্ব সমান লৌহ একত্রে মর্দন করিবে। মাত্রা ৪—১০ রতি, গুলঞ্চ ও ক্ষেপাপড়ার রস বা কাথ সহ সেব্য। ইহাতে জীর্ণজ্বর, প্লীহা আরোগ্য হয়। রসেন্দ্র সারঃ

বিষমজ্বরান্তক লৌহ। হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে লইয়া কজ্জলী করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিবে, পরে উহার ২মাষা, লৌহ, তাম্র, অভ্র প্রত্যেকে ২তোলা; বঙ্গ, গেরিমাটী, প্রত্যেকে ১তোলা; মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্ল ভস্ম প্রত্যেকে ২মাষা একত্রে মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিয়া গোলাকার করিবে; পরে তাহা ২খানি কিল্লকে ও লেপ দিয়া ২০।২৫ খানি ঘুটির অগ্নিতে পুটপাক করিবে। প্রাতঃকালে সেব্য। পিপুল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহ সেবন বিধি সকল প্রকার বিষমজ্বর, জীর্ণজ্বর, প্লীহা ও বহু রোগ নষ্ট হয়।

মান শরগাদা লৌহ। মানকচ, ওল, ভেলা, ত্রিফল

ত্রিফলা ও ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতা ও মূতা) প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব সমান লৌহ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০ রতি; অর্শ সহ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য। এ

আমলকাদ্য লৌহ। আমলকী ও পিপ্পলচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, চিনি উভয়ের সমান, লৌহ সর্ব সমান, একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩—৫ রতি। ইহাতে রক্তপিত্ত ও অগ্নিপিত্ত নিবারণ হয়। ইহা বৃষা, বলা ও আগ্নেয়। রসেন্দ্র সারঃ

গুড়্যাদি লৌহ। গুলঞ্চের সার (পালো) গুঠ, পিপ্পল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মূতা, বিড়ঙ্গ, চিতে প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ ১০ ভাগ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে বাতরক্ত ও হস্তপদ জ্বালাদি নিবারণ হয়। সারকো:

মহাশ্বাসারি লৌহ। লৌহ ৪তোলা, অত্র ২তোলা, শর্করা ৪তোলা, মধু ৪তোলা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপ্পল, কুল অঁটির শস্য, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচ, কুড়, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১ তোলা লক্ষ চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা দুই প্রহর মর্দন করিবে। মাত্রা ১০ রতি, মধু সহ সেব্য। ইহাতে শ্বাস কাস, রক্তপিত্ত নষ্ট হয়। ভৈঃ র

রোহিতক লৌহ। রোহিতক ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মূতা, চিতামূল প্রত্যেকে সমভাগ, সর্ব সমান লৌহ, একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে প্লীহা, শোথ ও অর নষ্ট হয়। এ

যকৃদরি লৌহ। লৌহ, অত্র ও তাত্র প্রত্যেকে ৪তোলা, পার্শ্ব-লেবুর গাছের মূলের স্বক ৮তোলা, কৃষ্ণসার মূলের চর্ম ভঙ্গ ৮তোলা, একত্রে জলে মর্দন করিয়া ৯রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা অর, উদরী ও কামলা নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারঃ

দ্র্যুষণাদি লৌহ। যবক্ষার, গুঠ, পিপ্পল, মরিচ, প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ ৪ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৬ রতি, ত্রিফলার জল সহ সেব্য; ইহাতে শোথ রোগ নষ্ট হয়। এ

মেহ মুগ্ধার রস । রসত, বিটলবণ, দারুহরিদ্রা, বিল্বমূল, গোক্ষুব ও দাড়িম বীজ, চিরতা, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, তেউড়ী প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ১৫ তোলা, গুগ্গুল ৮ তোলা একত্রে মিশ্রিত ও ঘৃত দ্বারা মর্দন করিয়া এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে । ছাগহৃৎ বা জল সহ সেব্য । ইহাতে সকল প্রকার মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয় । ঐ

স্বাসচিন্তামণি । লৌহ ৪ ভাগ, গন্ধক, অন্ন প্রত্যেকে ২ ভাগ, পাবদ স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে এক ভাগ ; মুক্তা, স্বর্ণ প্রত্যেকে অর্দ্ধ ভাগ ; একত্রে মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদাব রসে, ছাগহৃৎ ও যষ্টিমধু কাথে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । মধু ও বহেড়া চূর্ণ সহ সেব্য । ইহাতে স্বাস কাস উপশমিত হয় । ভৈঃ র

শর্করা লৌহ । শতমূলীর রস ৪ সেব, গোমূত্র ৪ সেব, ছাগহৃৎ ৪ সেব, আমলকীর রস ৪ সেব, মধুর ৬৪ তোলা, ত্রিনি ১২৮ তোলা, ঘৃত ৩২ তোলা একত্রে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে নামাইবে । শীতল হইলে বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, গজপিপুল, জীবা, কৃষ্ণজীবা, মুতা, অন্ন, লৌহ প্রত্যেকে ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে । সকল প্রকার শূলে বিশেষতঃ পিত্ত শূলে ইহা বিশেষ উপকারক । ঐ

লৌহারিফট । শালসারাদির কাথ (পাদ শেন) মধু ও গুড়, পিপ্পলাদিগণের স্কন্ধ চূর্ণ, ঘৃত ভাবিত পিপুল চূর্ণ ও মধু দ্বারা প্রলিপ্ত কুন্তে রাখিবে । তৎপরে স্কন্ধ লৌহচূর্ণ বা পত্র, খদির কাষ্ঠের অঙ্গারে বহুবার তপ্ত করিয়া উক্ত কুন্তে নিক্ষেপ করিবে । উহা তিন চারি মাস যব বা ধান্য রাশির মধ্যে রাখিবে । পরে বাহির করিয়া নির্মল রস ছাকিয়া লইবে । ইহাতে শোথ, কুষ্ঠ, মেহ, শুষ্ক, পাণ্ডু, প্লীহা, উদর ও বিষমজ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

লৌহাসব । লৌহচূর্ণ, হরীতকী, আদলকী, বহেড়া, যমানী, বিড়ঙ্গ, চিত, মুতা প্রত্যেক ৪ গল চূর্ণ ; মধু ৬৪ গল, গুড় ১০০ গল, তল ১২৮ সেব একত্রে ঘৃত কুন্তে এক মাস ঢাকিয়া রাখিবে । অন্তরুৎসেক হইলে ছাকিয়া

লইবে। ইহাতে অগ্নি বৃদ্ধি, পাণ্ডু, শ্বযথু, অর্শ, কুষ্ঠ, শ্বাস, কাস, গ্রহণী প্রভৃতি নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিবোগ।

লৌহচূর্ণ, শ্বেতলোধ ও মরিচ ; গোমুত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তন্দ্রা নষ্ট হয়। ভাবঃ

মারিত লৌহ ও মুতা চূর্ণ ; খদিরের কণায় সহ পান করিলে হলীগক নষ্ট হব। ঐ

কুম্ভতিল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লৌহ, মধু ঘৃত সহ লেহন করিলে হলীগক নষ্ট হব। ঐ

মাণিত লৌহ, হবীতকী, বহেড়া ও আমলকী চূর্ণ ; মধু সহ লেহন করিলে মূত্রাধিকা নিবারিত হয়। ঐ

লৌহ, হবীতকী, পিপুল ও শুঠ চূর্ণ ; ঘৃত মধু সহ লেহন করিলে পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ঐ

লৌহ, মধু সহ ৩ বার লেহন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয়। ঐ

লৌহ চূর্ণ ২ তোলা, আনেরকেশী ৫ তোলা, আমলকী, হরীতকী প্রত্যেক ২ তোলা ; বহেড়া ১ তোলা একত্রে লৌহপাত্রে জল সহ উত্তমরূপে মর্দন করিয়া এক রাত্রি রাখিবে। পরে ইহা কেশে লাগাইলে কেশ কৃৎসণ হয়। ঐ

বংশ ও বংশলোচন।

গ্রামিণী জাতীয় ব্যাস্কুলা অরুণিনেসিয়া নামক বৃক্ষ। ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই জন্মে। বাঁশের গাঁটের মধ্যে অবিণ্ডক সিলিকেট অফ পটাশ জন্মে। ভারতবর্ষের প্রায় প্রধান প্রধান স্থানের গন্ধ বণিকের দোকানে পাওয়া যায়। শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতেই সচরাচর ইহা আনীত হয়।

রাসায়নিক তত্ত্ব। অধ্যাপক টি, টমসন বলেন যে, ইহাতে শত-করা ৯০.৫০ অংশ সিলিসিয়া, ১.১০ অংশ পটাশ, ০.৯১ পার অক্সাইড অফ আবরণ, ০.৪০ ক্যালিউমিনিয়া আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । বলকারক ও সংকোচক ; কেহ কেহ ইহার উত্তেজক ও কামোদ্দীপক গুণ আছে বলেন । ভাবপ্রকাশের মতে বংশলোচন বুয্য, বলা ও শীতল, এবং উহা তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয় রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ ও পাণ্ডুরোগ নাশক । বংশ-বস্তিশোধক ও কফ-পিত্তহর । সামান্য প্রকার চক্ষু প্রদাহে বংশলোচন ও লবঙ্গ মধু সহ একটী পাত্রে বসিয়া কপোতকের পালক দ্বারা চক্ষে লাগাইলে বিশেষ উপকাৰ দর্শে ।

বংশলোচন, স্বর্ণমাক্ষিক সহ কিছু কাল সেবন করিলে রসায়ন হয় । ভাবঃ বংশলোচন, পাকুড় ছাল, রক্তচন্দন, গোলমরিচ, গুলঞ্চ, ঘৃত সহ প্রলেপ দিলে অগ্নি দাহ আরোগ্য হয় । ঐ

বাঁশের পাতা রজোনিঃসারক বলিয়া কথিত হয় । বাঁশের দ্বারা উত্তম স্প্লিণ্ট প্রস্তুত করা যাইতে পারে । পল্লিগ্রামাদিতে ইহা অনায়াসে পাওয়া যায় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

সিতোপলাদি অবলেহ । মিশ্রী ১৬, বংশলোচন ৮, পিপুল ৪, ছোট এলাচ ২ ও দারচিনি চূর্ণ ১ ভাগ লইয়া মধু ও ঘৃত সহ অবলেহ করিবে । ইহাতে যক্ষ্মা, কাস শ্বাস প্রভৃতি উপশমিত হয় । ভাবঃ

বকপুষ্প ।

সেসবেনিয়া গ্রাণ্ডি ফ্লোরা । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই জন্মে । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা পিত্তকফহর, চাতুর্থক জ্বরহর, হিম, কৃষ্ণ, তিক্ত বলকর ও পতিশায় নিবারক । ইহার পুষ্পের রস অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে কখন কখন ব্যবহার হয় । বক পত্রের রস নস্য করিলে চাতুর্থক জ্বর নষ্ট হয় । বক পুষ্পের চূর্ণ সহ মাছিষ দধি প্রস্তুত করতঃ উহার নবনীত মর্দন করিলে দেহজ স্ফুটন আরোগ্য হয় ।

বকম।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সিসালপাইনা সাপান নামক বৃক্ষের কাষ্ঠ।
মাস্রাজ অঞ্চলে জন্মে। তুলার বস্ত্রাদি রং কবিত্রে ব্যবহার হয়।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। সংকোচক, ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। লগুউডের পরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য। প্রাচীন উদরাময়ে প্রযোজ্য। শ্বেতপ্রদরে ইহার কাথের পীচকারি দিলে উপকার দর্শে।

প্রয়োগরূপ।

বকমের কাথ। বকমকাষ্ঠ ক্ষুদ্রীকৃত আদ ছটাক, দারচিনি স্বূল চূর্ণ ৩০ রতি, জল দশ ছটাক। ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

বকমের সার। বকম কাষ্ঠ ক্ষুদ্রীকৃত আদ সেব, ক্ষুটিত জল ৫ সের; ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশিষ্ট করিবে। অতঃপর ছাকিয়া লইয়া জলশ্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। ইহা নাড়িতে লৌহ নির্মিত কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা নাড়িবে। মাত্রা ২—১০ রতি।

বকুল।

সেপোটেনী জাতীয় মিনুসপ্স এলেনপাই নামক বৃক্ষ। ইহার পুষ্প অত্যন্ত সুগন্ধ, তজ্জন্য অনেকে উদ্যানাদিতে যত্র পূর্ণক রোপণ করেন। ভারতবর্ষে জন্মে।

ইহার অপক ফল সংকোচক। চর্ষণ করিলে শিথিল দৃঢ় হয়। চক্ষু বদ্ধল সংকোচক। ইহার কাথেব কুলী করিলে দন্তের শিথিলতা নষ্ট হয়। ঐ

ভাবপ্রকাশ বলেন, ইহা কফ পিভ; বিষ শ্বিত্র, ক্রমি ও দন্তরোগগ্র। ইহার পক ফল মিষ্ট ও সুস্বাদু।

লালাস্রাবে ইহার কাণের কুল্য উপকারক। ইহার পুষ্প জল সহ চুরাইলে এক প্রকার সুগন্ধি জল প্রস্তুত হয় তাহা উত্তেজক বিধায় ও সুগন্ধির জন্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ব্যবহৃত হয়।

বগ্ভেরেণ্ডা ।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় করকাস্ (জাটুফা) পরগাম্ নামক বৃক্ষ।
ভারতবর্ষে জন্মে।

ইহার পত্র উষ্ণ করিয়া এরও তৈলসহ পুষ্কোৎপাদন জন্য প্রয়োজ্য। ইহার বীজ নিষ্পেষণ করিলে তৈল নিঃসৃত হয়, তাহা বাত বেদনায় প্রয়োজ্য। ইহার বীজের শস্য প্রবল ভেদক। ইহার দুগ্ধবৎ রস অকসাইড অফ অ্যায়রথের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে উত্তম কৃষ্ণবর্ণ বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়ার সম্পাদক বলেন, ইহার তিনটা বীজ সেবন করায় এক ব্যক্তির ভেদ, বমন, পেটে বেদনা ও অবসন্নতা উপস্থিত হয়। লেবুর রস জলে গুলিয়া সেবন করানতে সে আরোগ্য হয়।

বঙ্গ, রাং ।

রাং অগ্নি সস্তাপে গালাইয়া মেঘদুগ্ধ, তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র, কুলথ, কাথ ও অর্ক দুগ্ধে (আকন্দের আঠা) তিন ২ বার অথবা কেবল অর্ক দুগ্ধে নিষেচন করিলে বিশুদ্ধ হয়।

বঙ্গমারণ। মৃৎপাত্রে বা লৌহ কটাহে বঙ্গ দ্রব করিয়া তাহাতে ঘবক্ষার, তেঁতুল শস্যাবরক অথবা তেঁতুল বৃক্ষের ছাল ও অশ্বথ বকুল চূর্ণ (বঙ্গের ১ অংশ) প্রক্ষেপ দিয়া লৌহ দাক্ষী (খুস্তী) দ্বারা অনবরত প্রচালন করিতে থাকিবে। এইরূপ নাড়িতে নাড়িতে দ্বিপ্রহবে বঙ্গ ভস্ম হয়; তৎপরে জল বা দুগ্ধ দ্বারা উহা প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। কেহ কেহ উহা মুহু অগ্নি সস্তাপে শুষ্ক করিতে বলেন।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, বঙ্গভস্ম ও হরিতাল সমভাগে লইয়া লেবুর রসে মাড়িয়া মুষাবদ্ধ করতঃ গজপুটে পোড় দিবে। তৎপরে হরিতাল, বঙ্গ

১. অংশ দিয়া ও লেবুর রসে মাড়িয়া পোড় দিবে; এইরূপ দণ পোড়ে বঙ্গ মারিত হয়।

মারিত বঙ্গ দেখিতে ধূসরাভ শ্বেতবর্ণ। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহাতে অকসাইড্ অফ টিন ও কিঞ্চিৎ অবিশুদ্ধ পদার্থ থাকে।

গুণ । লঘু, রুক্ষ ও কুষ্ঠ, মেহ, কফ, ক্রিমী, পাণ্ডু ও খাঁসাদি বোগনাশক। মাত্রা ১—২ রতি; সচরাচর অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ব্যবহার হয়। বঙ্গ, শ্বেতচন্দন ঘসার সঙ্গে একত্রে সেবন করিলে প্রমেহ উপশমিত হয়। আমরা কয়েকটা বোগীকে দিয়া উপকার লাভ করিয়াছি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ত্রিনেত্র রস । বঙ্গ, পারদ, গন্ধক সমভাগে লৌহ খলে মর্দন করিবে; পরে দুর্লার রস, যষ্টিমধু বা কাথ, মোচরস ও গোক্ষুরের কাথে সাত ২ বার ভাবনা দিয়া মুষা মধ্যে পুরিয়া গছপুটে পাক করিবে। অবশেষে পুনরায় ঐ সকল দ্রব্যের ভাবনা দিয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে। তুষ্কের সহিত দুর্লা, যষ্টিমধু, মোচরস ও গোক্ষুরবীজের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ এই ঔষধ সেব্য। ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার:

বঙ্গেশ্বর । রসসিন্দুর ও বঙ্গ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ৪ রতি মাত্রায় মধুর সহিত মর্দন করিয়া সেবন কর্তব্য। ইহাতে বিবিধ মেহ উপশমিত হয়। ভৈঃ র

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর । বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, বৌপ্য, কপূর, অভ্র, প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা লইয়া কেণ্ডুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নষ্ট হয়। ঐ

স্বর্ণবঙ্গ । পারদ, গন্ধক, বঙ্গ সমভাগে লইয়া মর্দন করিবে; পরে সর্ব সমান নিশাদল দিয়া একত্রে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া একটা বাতলের মধ্যে পুরিয়া ও তাহা লেপিয়া বালুকাযন্ত্রে স্বর্ণবর্ণ না হওয়া

পর্যাপ্ত পাক করিবে। মাত্রা ২—৫ রতি, ইহা বিবিধ মূত্ররোগে ব্যবহার্য। মংল

বচ, ষড়গ্রহা ।

রয়ারইডী জাতীয় রয়াকোরস কালেমস নানক বৃক্ষের মূল। সিংহল, নেপাল ও মালাবারাদি প্রদেশে জন্মে। বঙ্গদেশের সকল বাজারেই ইহা পাওয়া যায়।

ইহাতে একরূপ গন্ধ আছে। আয়ুদ মিষ্ট ও দ্রব্য তিক্ত এবং তীক্ষ্ণ। টুমডরফসের পরীক্ষা দ্বারা প্রীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে দ্রব্য লালাভ-পীতবর্ণ উদ্বায়ী তৈল, ধূনা, সার ও গন্ধ এবং মিউরিয়েট ও ফস্ফেট অফ পটাশ, স্ক্র ও ইমুলিন নামক দ্রব্য আছে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর, আশ্রয় ও কাহার কাহার মতে পর্যায়-নিবারক। বায়ুনাশার্থ ও কাশির উগ্রতা নিবারার্থ ব্যবহৃত হয়। ডাং টি, টমসন্ ইহা পর্যায় জরে নাট্যর ফল ও চিরতার সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিতে বলেন। মাত্রা ১০—২০ রতি। ডাং ওয়ারিং পালাজরে ইহার ফাণ্টে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। চিবতার সঙ্গে ব্যবহার করিলে ইহার ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়। জরাস্তের দৌর্বল্য, অগ্নি মান্দ্য প্রভৃতিতে ইহা সুফলপ্রদ। প্রাচীন উদরাময় ও বিহুচিকার প্রারম্ভে ইহার ফাণ্টে অহিকোগারিষ্ট সহ প্রয়োগে উপকার হয়। ইহার গন্ধে মনা ও মাছি থাকিতে পারে না বলিয়া ডাং ওয়ারিং লিখিয়াছেন।

প্রয়োগরূপ ।

বচের ফাণ্ট। বচ কুট্টিত আদ ছটাক, জল ৫ ছটাক। আবৃত পাত্রে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ২—১ ছটাক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অক্ষমঙ্গল স্মৃত। বচ, কুড়, ড্রাক্সা, শ্বেতসর্বপ, অনন্তমূল, সৈন্ধা ও গিপুলের দ্বারা পাক করিবে, ইহা সেবনে শিশুর মেদা স্মৃতি বৃদ্ধি হয়। উল্লেখঃ

বচ, ক্ষেপাপড়া, হুইম্বা, বাঁটা, গুলঞ্চ, আতিস, দেবদারু, মুতা, শুঠ, বিষতাড়ক, রাস্না, গুগ্গুল, দস্তী, এরণ্ড ও শতমূলের কষায় সেবনে জ্বর সহ সন্ধিগ্রহ ও ব্যথা নিবারিত হয় । এ

বচ, হিঙ্গু, আতিস, পিপুল, মরিচ, শুঠ, হবীতকী ও সচললবণ প্রত্যেকে সমভাগে মিশ্রিত করিবে । অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্যে ইহা ১৫ রতি মাত্রায় প্রয়োজ্য । চক্রঃ

ভাবপ্রকাশের মতে বচ—উগ্র গন্ধ, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ আগ্নেয় । বিবন্ধ আধান ও শূলয় এবং মূত্রবিশোধক । অধিক মাত্রায় বমনকারক ।

বট ।

অরটনী জাতীয় ফিকস বেঙ্গালেনসিস্ নামক বৃক্ষ । বট, অশ্বথ, যজ্ঞ-ডুমুর, পাকুড় ও নিম্ব এই পঞ্চ বৃক্ষের বকুলের কাণ্ডকে পঞ্চ বকুল কষায় বলে ।

ইহা গ্রাহী, কফপিত্ত ত্রণাপহ, বিসর্গদাহন, বোনি দৌষহারক । বটা-কুর ও মুম্বুর ডাউল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গ নষ্ট হয় । বটের পাণ্ডু-বর্ণ পত্র, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, দারুহরিদ্রা ও লোধ দ্বারা প্রলেপ দিলে যৌবন পীড়কা, ব্যঙ্গ ও নীলিকা নষ্ট হয় । ভাবঃ

বটের আঠায় পা ফাটা আরোগ্য হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নত্রোধাদি চূর্ণ । বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, শোনাছাল, আরণ্ড, অশ্বন, আম্র, কপিথ, জম্বু, পিয়াল, অর্জুন, ধব, (ধাওয়া) যষ্টিমধু, মৌয়া, লোধ, বরুণ, পারিতন্ত্র, পটোল, মেঘশৃঙ্গী, দস্তী, ত্রিফলা, চিতা, অড়হর, করঞ্জ, ত্রিফলা, ভেলার ফল, সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে । মধু সহ সেব্য ; ত্রিফলার জল পশ্চাৎ পেয় । ইহাতে সকল প্রকার মেহ ও মূত্ররুদ্ধাদি নষ্ট হয় । ভাবঃ

বনপ্‌সা, বানপ্‌সা

ভাইয়োলেনী জাতীয় ভাইয়োলা ওডোরেটা নামক সমগ্র বৃক্ষ ।
বান্গালা দেশের বাজারে শুকাবস্থায় বিক্রয় হয় ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । ইহাতে ভাইয়োলিন নামক বীৰ্য্য আছে,
এমিটনের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে ।

ক্রিয়া । ঘর্ম্মকারক, বিবমিষাজনক ও বমনকারক । ইহার ফাণ্ট
জ্বরে শ্বেদ করণার্থ ২ ঘণ্টান্তর প্রয়োগ করা যায়, অধিকবার সেবনে
কখন কখন বমন হয় । ইপিক্যাকের পরিবর্তে এই বৃক্ষের চূর্ণ ব্যবহৃত
হইয়াছে কিন্তু তদপেক্ষা ইহার ক্রিয়া অল্প বিশ্বাস্য । হৃগলীর এমামবারা
হস্পিটালে ইহার ফাণ্ট জ্বররোগে ব্যবহার করিয়া ইহার ঘর্ম্মকারক
ক্রিয়া উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া ডাঃ নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ব্যক্ত করি-
য়াছেন ।

বনপ্‌সার ফাণ্ট । শুষ্ক বনপ্‌সা দশ আনা, ক্ষুটিত জল দশ
ছটাক, ২০ মিনিট ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা অর্দ্ধ ছটাক । মুসল-
মান চিকিৎসকেরা (হকিম) ইহা সর্বদা ব্যবহার করেন ।

বরুণ, অশ্মরীষ্ম ।

ক্যাপারিডেনী জাতীয় ক্রাটিভা রিলিজিয়োজা নামক বৃক্ষের বাকল ও
মূল ব্যবহার্য্য ।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ । কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, রুক্ষ এবং আশ্লেয়,
ঈষৎ রেচক ও পিত্ত শ্রাবক । ইহা দ্বারা মূত্রপীড়া ও অশ্মরীরোগ উপশ-
মিত হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বরুণাদি কাথ । বরুণ ত্বক, গুঠ ও গোক্ষুরের কাথ, গুড় ও যব-
নার সহ পান করিলে অশ্মরী নষ্ট হয় । ভাব:

শুষ্ঠীবরুণাদি কষায় । গুঠ, গণিয়ারি, পাতরকুটী, সজিনা, বরুণ,

গোক্কুব, বরুণ ও সোঁদালের কাথ ; হিঙ্গু, যবক্ষার, ও সৈন্ধবলবণ সহ পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু নষ্ট হয় । ঐ

বরুণাদ্য চূর্ণ । বরুণ ত্বকের ক্ষার ৮ পল, যবক্ষার ৪ পল ও গুড় ২ পল একত্রে মিশ্রিত করিবে । ইহা সেবনে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয় । ঐ

বরুণ ঘৃত । বরুণ, নীলঝিণ্টী, সজিনা, জয়ন্তী, করঞ্জ, ইক্ষুমূল, গণিয়ারি, বিলু, তেলাকুচা, আকন্দ, চিত্তে, পীত ঝিণ্টী, গজপিপুল, চম্পক, মেঘশৃঙ্গী, শতমূল, কুশ, বৃহতী, কণ্টকারী, গুগ্গলু, এলাচ, রেণুক, কুড়, মরিচ, চিতা ও দেবদারু দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত অশ্মরী ও মূত্ররোগনাশক । ঐ

বরুণাদ্য ঘৃত । বরুণ ত্বক ১০০ পল কুটুিত, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের ; কক্কার্থ—বরুণ, কদলী, বিলু, তৃণ পঞ্চমূল, গুলঞ্চ, পাতরকুটী, কাঁকুড়বীজ, দুর্লা, তিলবৃক্ষের ক্ষার, পলাশ ক্ষার, যুঁই ফুলের মূল প্রত্যেকে ২ তোলা, ঘৃত ৪ সের ; ষথাবিধি পাক করিবে । মাত্রা ১ তোলা, ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র শর্করা নষ্ট হয় । ঐ

বরুণ তৈল । বরুণ ও গোক্কুর বৃক্ষের ত্বক, পত্র, মূল ও পুষ্পের কষায় ও কক্ক দ্বারা তৈল পাক করিবে । মূত্রাশয়ে ইহার পীচকারি দিলে শর্করা, অশ্মরী, মূত্রকষ্ট ও বেদনা নিবারিত হয় । চক্রঃ

বরুণ মূলের কাথ সেবনে অন্তঃবিদ্রবী নষ্ট হয় । ভাবঃ

বরুণ ত্বক, ছাগ মূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাঙ্গ ও নীলিকা নষ্ট হয় । ঐ

বহেড়া, বিভীতক ।

কম্বিটেসী জাতীয় টরমিনেলিয়া বেলিরিকা নামক বৃক্ষের ফল । ভারতবর্ষের পার্শ্বত্যা প্রদেশে ও মহীশূরে সচরাচর জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । সংকোচক ও বলকারক । উদ-
রাময় ও শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার কাথ দ্বারা পীচকারি দিলে উপকার

হয়। তাবপ্রকাশের মতে ইহা কষায়, উষ্ণ বীৰ্য্য, ভেদক, কুমিষ, কাস তৃষ্ণা ও ছদ্দিহর। বহেড়া ফলের মজ্জার মাদক গুণ আছে বলিয়া ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে লিখিত হইরাছে।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ত্রিফলাদ্য ঘৃত । ত্রিফলার রস ৪ সের, (রসভাবে কাথ) ভৃঙ্গরাজ, বাসকপত্র ও মূল; শতমূল, গুলঞ্চ ও আমলকীর রস প্রত্যেকে ৪ সের; ছাগছন্ধ ৪ সের; ঘৃত ৪ সের; কঙ্কার্থ—পিপুল, চিনি, কিসমিস, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, হৃদিপুষ্প, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধা মূল) গাস্তারী ছাল ও কণ্টকারী মিলিত ১ সের; যথাবিধি পাক করিবে। নক্তাক্ষ, তিমির, কাচ, নীলিকা, পটোল, অর্করুদ, অভিষ্যন্দ, অধিমহু প্রভৃতি নেত্ররোগে এই ঘৃত বিশেষ হিতকারী। ভাব:

ত্রিফলাদ্য ঘৃত । হরীতকী ১০০, বহেড়া ২০০ ও আমলকী ৪০০ টা, জল ১২৮ সের, পাক শেষ ৩২ সের; বাসক রস ১০০ পল, ভৃঙ্গরাজ রস ১০০ পল, ছন্ধ ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, কঙ্কার্থ—শর্করা, যষ্টিমধু, কিসমিস, কণ্টকারী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী (অভাবে অশ্বগন্ধা দ্বিগুণ), ত্রিফলা, নাগেশ্বর, পিপুল, রক্তচন্দন, মুতা, বলাড়ুধূর ও পদ্ম। যুচ্ছ অগ্নিতে শনৈঃ শনৈঃ পাক করিবে। ইহা সেবনে তিমির, কাচ, নক্তাক্ষ শুক্রশ্রাব, কণ্ঠ, শ্বশু, পটল প্রভৃতি সকল প্রকার নেত্রাময় প্রশমিত হয়। ঐ

ত্রিফলা ঘৃত । ত্রিফলা, গীতঝাটা, নীলঝাটা, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, কাকজংঘা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতাবরীর কন্ধ ও চতুর্গুণ ছন্ধ দ্বারা ৪ সের ঘৃত পাক করিবে। ইহা সেবনে স্ত্রীলোকের যোনিরোগ প্রশমিত হয়। ঐ

ফলঘৃত । মঞ্জিষ্ঠা যষ্টিমধু, কুড়, হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, শর্করা, বেড়েলা, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা বন-যমানী, কাকোলী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লক্ষণামূল, কটকী, উৎপল, কুমুদ, ডাঙ্গা, ধ্বজ ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, শতমূলের রস ও

হৃৎ প্রত্যেকে যত্নের চতুর্গুণ দিয়া পাক করিবে; ইহাতে ষোণিদোষ ও রক্তদোষ নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত বলকর ও পুষ্টিপ্রদ। মেদ ও মহামেদ অভাবে দ্বিগুণ শতমূল এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী অভাবে অশ্বগন্ধা দ্বিগুণ প্রয়োজ্য। এ

ত্রিফলাদ্য তৈল । ত্রিফলা চূর্ণ, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, হৃদিপুষ্প, অনন্তমূল ও সৈন্ধব দ্বারা পাক তৈল মর্দনে অকুশিকা নষ্ট হয়। এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বহেড়া, ছাগমূত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই কষায় মধু সহ পান করিলে শ্বাস কাস নষ্ট হয়। ভাবঃ

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তিলতৈল ও লবণ সহ সেবন করিলে মেদ রোগ নষ্ট হয়। এ

বিভীতক ফল ও কাকোদ্বুরিকার মূলের কাথ, শুড় ও সোমরাজ চূর্ণ সহিত সেবনে শ্বিত্র নষ্ট হয়। এ

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, লজ্জালু, করবী, নল-মূল ও হুণালভার প্রলেপ শ্লেষ্ম বীসর্পে উপকারী। এ

বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিষের কাথ (সশুড়) নস্য টানিলে ক্র, শজ্জা, কর্ণ, অক্ষি, শিরোদ্ধিশূল শীঘ্রই নষ্ট হয়। এ

বিভীতক ফলের মজ্জা বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাহ বেদনা নষ্ট হয়। শাস্ত্রঃ

বহেড়া, সৈন্ধব ও পিপ্পল; তক্র সহ বাটিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়। চক্রঃ

বাকস, বাসক ।

ম্যাকান্থেসী জাতীয় জষ্টিসিয়া ম্যাধাতোদা নামক বৃক্ষ। সমুদায় বঙ্গ-দেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও জন্মে। এই বৃক্ষের পত্র ও মূলই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । কফনিঃসারক ও আক্ষেপ-নিবারক ।
 শ্বাসকাস, বায়ুনলীভূজ-প্রদাহ ও জ্বরাদি রোগে ব্যবহার হয় । যক্ষ্মারোগে
 ব্যবহার করিয়াও ইহা দ্বারা উপকার লব্ধ হইয়াছে । এই বৃক্ষের সমস্ত
 অংশ অন্ন তিক্ত ও স্নগন্ধি । ইহার জলীয় সার প্রস্তুত করিতে হইলে
 ইহার রস শুষ্ক করিয়া লইতে হয় । ইহার মাত্রা ২ হইতে ৫ রতি ;
 কিন্তু এইরূপ সার সম্বন্ধে নষ্ট হইয়া যায় । অতএব ইহা সুরাসার (স্পিরিট)
 সহ মিশ্রিত করিয়া রাখিলে অধিক দিন থাকিতে পারে । অথবা এই
 সার সুরাসারে গুলিয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করতঃ অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম মাত্রায়
 ব্যবহার করা যাইতে পারে । এই ঔষধের সঙ্গে পিপুল মিশ্রিত করিয়া
 ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে । ইহার পাতার রস, আদার রসের
 সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া বমন নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয় । ইহার পত্র ও ফল
 চিনির সঙ্গে বাটিয়া পাচড়াতে বাহ্যিক প্রয়োজ্য । ভাবপ্রকাশ বলেন যে,
 ইহা কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস কাস, জ্বর, ছর্দি, মেহ, কৃষ্ঠ ও ক্ষয়রোগনাশক ।
 তিনি আরও বলেন যে, বাসক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় কাসাক্রান্ত
 রোগীগণের জীবিতাশা পরিত্যাগের কোন কারণ নাই ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বাসকাদি কাথ । বাসক, শুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, চিতা
 চিরতা, নিম্ব, কটকী, পটোলপত্র, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুতা, হরিদ্রা,
 ইঞ্জয় ও কুটজের কাথ সেবনে শ্বাস কাস, পীনস, বিশ্ব্রতা ও বিবিধ চক্ষু
 রোগ নষ্ট হয় । ভাব

বাসাবলেহ । বাসকের রস ৪ সের, স্বেতবর্ণ শর্করা ১ সের,
 পিপুল ২ পল ও ঘৃত ২ পল লইয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া লেহবৎ
 করিবে । শীতল হইলে ৮ পল মধু মিশ্রিত করিবে । ইহাতে যক্ষ্মা, কাস
 শ্বাস, পার্শ্বশূল ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয় । ঐ

বাসাচন্দনাদি তৈল । তিলতৈল ১৬ সের, কাথার্থ—বাসক
 ছাল ১২½ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বাসন-
 হাটী মিলিত দশ মূল ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ২½ সের, জল ৬৪ সের ;

পাক শেষ ১৬ সের ; দধির মাত ১৬ সের । ককার্থ—রক্তচন্দন, রেণুক, খাটাম্বী, অখগন্ধা, পকভাতুলে, দারচিনি, এলাচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, মেদ, মহামেদ, ত্রিকুট, রাস্না, যষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু, প্রিয়ঙ্গু, বহেড়া, প্রত্যেকে ১ পল পেষণ করিয়া দিয়া যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল মর্দনে কাস শ্বাস, জ্বর, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মাদি বোগ নষ্ট হইয়া বলবীৰ্য্য ও পুষ্টি বৃদ্ধি হয় । ভৈঃ র

• আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

পত্র ও পুষ্প সহিত বাসকের রস ১—৩ তোলা, মধু চিনি সহ সেবনে পিত্ত, ক্লম্বর, অর, রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত ও কামগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

বাসকের শীতফাণ্ট ; চিনির সহিত পান করিলে কাস, রক্তপিত্ত নষ্ট হয় । এ

বাসক, যমানী ও পিপুল অথবা বাসক, কণ্টকারী ও গুলকের কাথ ; মধু সহ পান করিলে জ্বর, কাস, শ্বাস নষ্ট হয় । এ

বাসকের রস মধু সহ লেহন করিলে জ্বরের কাসি ও রক্তপিত্ত নিবারিত হয় । এ

বাসকের রস ও মধু সহ দ্রাক্ষা, চন্দন, লোধ ও প্রিয়ঙ্গু চূর্ণ সেবনে নাশিকা, মুখ, গুল্ম ও বোনি আদি স্থানের রক্তশ্রাব নিবারিত হয় । এ

বাসা, গুলঞ্চ, ক্ষেপাপড়া, নিষ, চিরতা, ভঙ্গরাজ, ত্রিফলা ও পটোলনি পত্রের কাথ সেবনে অম্লপিত্ত নষ্ট হয় । এ

বামনহাটী, ভাগী, ব্রহ্মযষ্টিকা ।

ভার্বিনেগী জাতীয় ক্লিরোডেনড্রন সিন্ফোন্যানথাস নামক বৃক্ষের মূল । ভাবতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কক্ষ কটু, তিক্ত, কচা, উষ্ণ, পাচন ও দীপন এবং গুল্ম, রক্তশ্রোগ, কাস বকক, শ্বাস, পীনস ও বাতজ্বর নাশক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রায়োগরূপ ।

ছাত্রিংশ কাথ । বামনহাটী, নিম্ব, মুতা, হরীতকী, গুলঞ্চ, চিরতা বাসক, আতিস, ক্রয়ন্তী (বলাড়ুমুর) কটকী, বচ, ত্রিকটু, শোণাক, বকুল, রাম্বা, ছুরালভা, পটোল, পাটলা, শঠী, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণী, তেউড়ী, ব্রাহ্মী, পুষ্কর, বৃহতী, কণ্টকারি, হরিদ্রা, আমলকী, বহেড়া ও দেবদারু কাথ সেবনে সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস কাস নষ্ট হয় । ভাবঃ

ভার্গীগুড় । বামনহাটীর মূল ১০০ পল, দশমূল ১০০ পল, হরীতকী ১০০ টা (বস্ত্রে বাধিয়া দিবে) জল ১১৬ সের, পাকশেষ ২৯ সের । বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে । পরে ঐ কাথে ১০০ পল পুরাতন গুড় ও হরীতকীগুলি দিয়া পাক করিবে; লেহবৎ হইলে গুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ প্রত্যেকে ১ পল, যবক্ষার ৪ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে মধু ৬ পল মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১ হইতে ৪ তোলা ও হরীতকী একটী । ইহাতে স্রদারুণ শ্বাস কাস, অধ্বনি, ক্ষয়, প্রভৃতি আরোগ্য হয় । এ

ভার্গীশর্করা । বামনহাটীর মূল, বাসক মূল ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ৫০ পল, জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের; বাহুড়ের মাংস ৪ পল, জল ১৬ সের শেষ ৪ সের; ছাকিয়া উভয় কাথ একত্রে মিশ্রিত করিয়া তৎসঙ্গে চিনি ২ সের গুলিয়া পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামনহাটী, বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, ছোট এলাচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কটুফল, কুলথ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে; শীতল হইলে ইহাতে মধু ৪ পল মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১ তোলা । ইহাতে পঞ্চবিধ কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, হিকা ও জীর্ণজ্বর নষ্ট এবং বল অগ্নি পুষ্টি বৃদ্ধি হয় । ভৈঃ র

ভার্গোন্তর-গুড়িকা । পারদ ১, গন্ধক ২, পিপুল ৩, হরীতকী ৪, বহেড়া ৫, বাসক ৬ ও বামনহাটী ৭ ভাগ । এই সমস্ত চূর্ণ বাবলার আঠায় ২১ বার ভাবনা দিয়া মধু সংযোগে বহেড়া ফলের মত বটিকা

করিবে। প্রাতে: এক এক বটিকা সেব্য। ইহাতে কাস খাস নষ্ট হয়।
কণ্টকারীর কাথ ও পিপ্পল চূর্ণ পশ্চাৎ পান কর্তব্য। এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

বামনহাটা, গণিয়ারি, কুড় কণ্টকারি, ত্রিকটু, বচ, শুল্ক, কাকড়া-
শৃঙ্গী, কট্‌কী ও রান্নার কষায় পানে কণ্ঠমূল শোধন নষ্ট হয়। ভাব

বামনহাটার মূল ও শুঠ চূর্ণ, উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে খাস উপ-
শমিত হয়। চক্ষ:

শুল্ক, শুঠ, বামনহাটা, কণ্টকারী ও তুলসীর কাথ, পিপ্পল চূর্ণ সহ
সেবনে খাস কাস নষ্ট হয়। এ

বাদাম।

রোজেসী জাতীয় ম্যামিগ্‌ডেলস কমিউনিস ডলসিস্ (মিষ্ট বাদাম)
ও ম্যামিগ্‌ডেলস কমিউনিস আমারা (তিক্ত বাদাম) নামক বৃক্ষের
ফল।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ। মিষ্ট বাদাম তরলকারক, মিষ্টকারক ও
পোষক। তিক্ত বাদাম আভ্যন্তরিক অব্যবহার্য্য। ইহার তৈল প্রস্তুত
হয়; এই তৈল মস্তকে মাখিলে শিরোবেদনা, শিবোঘ্নন দূর হয়। এই
তৈল মলমাদি প্রস্তুত করণার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

প্রয়োগরূপ।

বাদামাদি চূর্ণ। মিষ্ট বাদাম ৪ ছটাক, পরিষ্কার চিনি ২ ছটাক, গাঁদ
চূর্ণ আদ ছটাক। বাদামের শস্য বাহির করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে
পরে শস্যের উপরিস্থ আবরণটী ফেলিয়া দিয়া কাপড় দ্বারা মুছিবে;
তৎপরে খলে ফেলিয়া মর্দন এবং চিনি ও গাঁদচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া
রাখিবে।

বাদাম মিশ্র। পুরোঁস্ত চূর্ণ ৫ কাঁচা, জল দশ ছটাক, প্রথমে অন্ন

জল সহ মর্দন করিবে পরে ক্রমশঃ সমস্ত জল সংযোগ ও বস্ত্রপূত করিয়া রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। কফ-নিঃসারক ও অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহার্য্য।

হিজলী বা কাজুবাদাম ।

ম্যানাকার্ভিয়েসী জাতীয় ম্যানাকার্ভিয়েম অক্সিডেণ্টেল বৃক্ষের কঠিনা-বরণ বিশিষ্ট ফল। ইহার অভ্যন্তরস্থ শস্য মিষ্ট ও সুস্বাদু; সাগর উপকূলস্থ প্রদেশে জন্মে। ইহা পেষণ করিয়া যে তৈল নির্গত হয় তাহা অলিভ অয়েলের তুল্য গুণকর। এই বৃক্ষের বন্ধল হইতে এক প্রকার গঁদ নিঃসৃত হয়, তাহা আরবী গঁদের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা জলে সম্পূর্ণ দ্রব হয় না। এই ফলের আবরণ হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ তীব্র তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা প্রবল ফোস্কাকারক। মালাবার উপকূলে ইহার ফলের রস হইতে এক প্রকার সুগন্ধী প্রস্তুত হয়। উদ্ভে-জন্য তাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই ফলের আভ্যন্তরিক শাস নিম্পেষণ দ্বারা যে তৈল নিঃসৃত হয়, তাহা পুষ্টিকারক ও তরলকারক।

বাবলা, বব্বুল ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় একেসিয়া আরেবিকা নামক বৃক্ষ। ইহা ভারত-বর্ষের সকল স্থানেই জন্মে। ইহার গঁদ আরবী গঁদের সমতুল্য। ইহার বন্ধলও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। এই বৃক্ষের বন্ধল অতিশয় সংকোচক ও ইহার কাথ ওকবার্কের পরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য। উদরাময় ও রক্তামাশয়ে ইহার কচি পাতা চিনির সহিত বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। ডাঃ ম্যাগগ্রিগর সরলাস্ত্র বহির্গমনরোগে ইহার কাথ স্থানীয় ব্যবহারে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ডাঃ ডেলপ্লাট খেতপদর রোগে ইহার কাথের পীচকারি উত্তম স্থানীয় সংকোচক বলিয়া

পুশংসা কবেন। সব এসিষ্ট্যান্ট সার্জন রামচরণ বসু বলেন যে, ইহার কচিপাতা বাটিয়া ক্ষতে পুলেপ দিলে সংকোচক ও উত্তেজক হইয়া উহা আরোগ্যোন্মুখ করে। এই বৃক্ষের বন্ধলের কাণ রক্তামাশয় রোগে মল-দ্বারে পীচকারী দিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দন্তমূল ক্ষত ও তাহার শিথিলতা ও বেদনা প্রভৃতিতে ইহার কাণের কবল ফটকিরী সহ ব্যবহারে উপকার হয়। গুয়ে বাবলার ত্বকও সংকোচক।

প্রয়োগরূপ ।

বাবলার কাণ । বাবলার ছাল কুট্রিত তিন কাঁচা, জল দশ ছটাক, ১০ মিনিট পর্য্যন্ত আবৃত পাত্রে সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। সচরাচর পীচকারী আদি বাহ্যিক •উপায়ে প্রয়োজ্য।

বাবুনাফুল (বাবুনা কা ফুল, হিন্দী ।)

কম্পজিটা জাতীয় য্যাহিমিস নোবিলিস নামক বৃক্ষের ফুল। ইহা ইউরোপ ও পারস্যদেশে উৎপন্ন হয়, কিন্তু এতদ্দেশের বাজারে পাওয়া যায়। এক্ষণে এদেশেও ইহা রোপিত হইয়াছে; এবং ইহা ইউরোপীয় বাবুনা ফুলের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

রাসায়নিক তত্ত্ব । ইহাতে বায়ী তৈল, তিক্তসার, কিঞ্চিৎ ট্যানিক এসিড এবং উৎপতিয়ু অল্প আছে। এই বায়ী তৈল ও তিক্তসারে ইহার ধর্ম অবস্থিতি করে। জল ও সুরা দ্বারা ইহার গুণ গৃহীত হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । পাচক, আক্ষেপ-নিবারক ও বন-কারক। ইহার উষ্ণ ফাণ্ট বমন বৃদ্ধি করিতে প্রয়োজ্য। বাহ্যিক প্রয়োগে বেদনানিবারক। পুষ্পের ফাণ্ট, কাণ বা পুলটীস প্রয়োগ করা যায়। ইহা হইতে একরূপ তৈল নিঃসৃত হয়, এই তৈলের ক্রিয়া উত্তে-জক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ-নিবারক, ঘর্মকারক। বাহ্য প্রয়োগে উগ্রতা সন্ধক। আদ্যান ও আধ্যান শূল বোগে এবং পাকাশয়ের উগ্রতাতে ইহা

বিশেষ উপকার করে। বিষচিকিৎসারোগে বমন নিবারণ এবং উত্তেজনাকার ইহা মহোপযোগী। বাত এবং শ্বাসশূল আদি রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা উপকার হয়। মাত্রা ১—৫ মিনিম।

প্রয়োগরূপ ।

ফাণ্ট । বাবুনা ফুল অর্ধ আউন্স, ক্ষুটিত জল ৫ ছটাক, ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ফাণ্টের মাত্রা অর্ধ চইতে একছটাক।

বিড়ঙ্গ ।

মিরসিনেসী জাতীয় এম্বিলিয়া রাইবিস্ নামক লতার বীজ। গ্রীহট ও তরিকটবর্তী প্রদেশে সচরাচর জন্মে। ইহার ফল সংগ্রহ করিয়া গোল-মরিচ বিক্রেতার তৎসঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করে। ইহার আকৃতি গোল-মরিচের অনুরূপ।

ক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক প্রয়োগ । উত্তেজক ও কুমিনাশক। চূর্ণের মাত্রা ৫—১০ রতি, মধু সহ সেব্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণাক্ষ, বহিকব, লঘু এবং শূল, আশ্র্যান, উদর, শ্লেষ্মা, কৃমি ও বাতবিবন্ধ-নাশক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বিড়ঙ্গাদি মোদক । বিড়ঙ্গ, ধনে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ত্রিফল, দস্তী ও চিতা সমভাগে লইয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে; পরে শুড় দ্বারা মোদক বাঁধিবে। ইহা উষ্ণ বারি সহ সেবনে পরিণামশূল নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ । বিড়ঙ্গ, বনযমানী, পিপুল ও ধনে চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে বালকের অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

বিড়ঙ্গ তৈল । কটুতৈল ৪সের, গোমূত্র ১৬সের, কঙ্কার্থ—বিড়ঙ্গ গন্ধক, মনঃশিলা মিলিত ১ সের; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে সমুদায় উকুন নষ্ট হয়। তৈরঃ

বিড়ঙ্গ সূত । ত্রিফলা মিলিত ৬সের, বিড়ঙ্গ ২সের, শুঠ, পিপুল,

পিপ্পলমূল, চিতা ও চই মিলিত ২ সেব; দশমূল মিলিত ২ সেব; পাকার্থ জল ৬৪সের, শেষ ১৬ সের; ঘৃত ৪সেব, কন্ধার্থ—সৈন্ধব লবণ ২সের দিয়া পাক করিবে। চিনি সহ এই ঘৃত সেবনে ক্রিমী নষ্ট হয়। চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বিড়ঙ্গ, বচ, বেলগুঠ, আকনাদি, ধনে ও কটকলেব কাথ অতিসারে প্রয়োজ্য। ভাবঃ

বিড়ঙ্গ ও ত্রিফল সহ অন্নমণ্ড সেবনে ক্রিমী নষ্ট ও জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। ঐ

বিড়ঙ্গের কাথ; বিড়ঙ্গ চূর্ণ সহ পানে ক্রিমি নষ্ট হয়। ঐ

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিঙ্গু, গুগ্গুল, মনঃশিলা ও বচ চূর্ণের আত্মাণ লইলে প্রতিশায় পোগ প্রশমিত হয়। ঐ

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হবীতকী, সোমরাজ, খেত সর্ষপ, হরিদ্রা, করঞ্জবীজ সম-ভাগে গোমূত্র সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিবিধ চর্মরোগ নষ্ট হয়। চক্রঃ

বিসতাড়ক, বিদ্ধড়ক, বুদ্ধদারক ।

কনভলভিউলেসী জাতীয় আবগিনিয়া স্পিসিয়োজা নামক লতা । ইহার বীজ ও মূল ব্যবহার্য্য।

ফ্রিয়া ও প্রয়োগ। বলকর, পরিবর্তক। বিবিধ প্রকার বাত-ব্যাধিতে প্রয়োজ্য। ইহা স্নায়বীয় বলকারক। এতদ্ব্যতীত চক্রদত্ত বলেন যে, ইহার মূল, শতমূলের রসে ৭দিন ৭বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে; পরে তাহা :—ইতোলা সাত্রায় ঘৃত সহ একমাস সেবন করিলে বলিপলিত, বর্জিত ও মেধা বৃদ্ধি হয়।

গুঠ ১০ ভাগ, বুদ্ধদারক মূল ৩ ভাগ, হবীতকী ৩ ভাগ, ভৃষ্টহিঙ্গু ৪ ভাগ, সৈন্ধব ও চিতে প্রত্যেকে ১ভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবনে উর্দ্ধবায়ু নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিদ্ধড়ক মূল চূর্ণ; গব্য দুগ্ধ সহ সেবনে বাতরক্ত, ক্রোঞ্চশীর্ণ নষ্ট হয়। ঐ

অজমোদাদি চূর্ণ । বনযমানী, মরিচ, পিণ্ডুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতা, গুলফা, সৈন্ধব, পিণ্ডুলমূল প্রত্যেককে ১ পল, গুঠ ১০ পল, বৃদ্ধদারু মূল ১২ পল, হরীতকী ৫ পল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে । গুড় সহ বটিকা করিয়া উষ্ণাষু সহ সেবা । মাত্রা আদ্য তোলা । ইহাতে বাতব্যাদি, শ্বযথু, গৃধ্রসী প্রভৃতি নষ্ট হয় । এ

ইহার বীজ মহালক্ষ্মীবিলাস প্রস্তুত করিতে লাগে । ইহার পত্র ক্ষতাদিতে স্থানীক প্রযুক্ত হয়, এই পত্রের স্থানীক ক্রিয়া উত্তেজক ।

বিশলাঙ্গলী, কুশলাঙ্গলী, অগ্নিশিখা ।

লিলিরেঙ্গী জাতীয় ঘোরিয়োজা সুপার্বা নামক বৃক্ষ । ইহার মূল ব্যবহার্য্য, কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত ; তদ্ব্যতীত সদা সর্বদা আভ্যন্তরিক প্রযুক্ত হয় না । কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় ঔষধের ভাবনা দিতে ইহা ব্যবহার্য্য হয় । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, ব্রণ, শূল, শ্লেষ্মা ও ক্রিমিনাশক এবং কটু, তীক্ষ্ণ, পিত্তল ও গর্ভশ্রাবকর ।

ইহার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে (নাড়ি বা যোনিতে) সত্ত্বর প্রসব হয় । চক্রঃ

ইহার মূল বাটিয়া পদ ও হস্ততালুতে লেপ দিলে এবং তৎসময় কৃষ্ণজীরা ও পিণ্ডুল সেবন করিলে জরায়ু হইতে ফুল নির্গত হয় । এ

বিহিদানা ।

বোজেন্সী জাতীয় পাটবস সিডোনিয়া নামক বৃক্ষের বীজ । হিমালয় প্রদেশ, নেপালাদি স্থানে জন্মে । এতদেশের প্রায় সকল স্থানের বাজারে পাওয়া যায় ।

স্বরূপ ও রাসায়নিকতত্ত্ব । অর্দ্ধ ইঞ্চি দীর্ঘ, এক পার্শ্ব উন্নত, অন্য পার্শ্ব চ্যাপটা, পাটল বর্ণ, গন্ধান্বাদ রহিত, জলে ভিজাইলে যথেষ্ট পরিমাণে লালবৎ পিচ্ছিল মিউসিলেজ নির্গত হয় ।

ক্রিয়া ও আনয়িক প্রয়োগ । শ্লিষ্টকারক, বলকারক ও পুষ্টি-

কারক । স্নেহদ্রব্য থাকাতে ইহা স্নিগ্ধ ও তরুলকাবক । বিবিধ শ্লেষ্মিক
কিল্লীর রোগে উগ্রতানিবারণ ও স্নিগ্ধ কবণার্থ ইহা বিশেষ উপযোগী । বিসর্প
রোগে ও উগ্র ক্ষতাদিতে স্নিগ্ধ করণার্থ স্থানীক প্রয়োগ করা যায় । মুসল-
মান চিকিৎসকেরা ইহার স্নিগ্ধ বলকাবক গুণের প্রশংসা করেন ।

প্রয়োগরূপ ।

বিহিদানার কাথ । বিহিদানা দশ আনা, পবিত্রত জল দশ ছটাক;
মুহু সস্তাপে ১০ মিনিট পর্য্যন্ত ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা ২ হইতে
১ ছটাক । ডাক্তার জে, নিউটন বলেন যে, তরুণ রক্তামাশয় বোপেব
প্রদাহাবস্থায় ইহা সেবনে অল্পত শ্লেষ্মিক কিল্লী স্নিগ্ধ থাকে । প্রমেহ রোগেও
ইহা দ্বারা উপকার দর্শে ।

বুচ্কী, বাবচী ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় সোরালিয়া কোরিলিফোলিয়া নানক বৃক্ষের
বীজ । বীজগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাকার, ঘোর পাটলবর্ণ, আঘাত তিক্ত ও
সুগন্ধযুক্ত । ভাবতঘর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে ।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ । পাচক ও শোষক । কুষ্ঠাদি চর্মপীড়ায়
প্রযোজ্য । ইহা হইতে সার প্রস্তুত করিয়া চালমুগবার তৈল সহ স্থানীক
প্রয়োগে বিবিধ ত্বাচপীড়া উপশমিত হয় । ডাঃ কানাউলাল দে বলেন,
ইহা দ্বারা চর্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি ও চর্ম ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক হয় ।

বুড়ীগোপান ।

ম্যাকালেন্দ্রী জাতীয় রিউটিয়া লিটীব্রোজা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ । বাঙ্গালা
দেশে আপনাপনিই জন্মে ।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ । ইহার পত্রের সদ্যরস, মধু সহ মুখাভ্যস্তরস ও
জিহবার ক্ষতে স্থানীক প্রয়োগ জন্য ব্যবহৃত হয় ।

বৃহতী, ব্যাকুড় ।

সোলেনেসী জাতীয় সোলেনম ইণ্ডিকম নামক বৃক্ষের মূল । বাঙ্গালা দেশে অপরিখ্যাপ্ত জন্মে । ভাবতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও জন্মে । ইহা প্রসিদ্ধ দশমূল পাচনের একটি অঙ্গ ।

ত্রিষ্মা ও আময়িক প্রয়োগ । কক-নিঃসারক । ভাবপ্রকাশ বলেন, যে, ইহা গ্রাহী, পাচন, কফবাতহর, কটু, তিক্ত এবং আস্য বৈরস্য অরোচক, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস কাস নাশক । ডাং কানাইলল দে, ইহার মূল মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রানুৎপত্তিতে ব্যবহার করিতে বলেন । ইহার পত্রের রস ও আদার রস একত্রে সেবন করিলে বমন নিবারণ হয় । ইহার গাতা ও ফল চিনি সহ বাটিয়া পাচড়ায় লাগাইলে উপকার হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বৃহত্যাদি কাথ । বৃহতী, কুড়, বামনহাটি, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, ছরালভা, ইন্দ্রবব, পটোলপত্র ও কটকী ইহাকে বৃহত্যাদিগণ কথো । ইহাদের কমায় পানে কফোত্তর সন্নিপাত শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত হইলেও প্রযোজ্য । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বৃহতী, কণ্টকারী, আকিনাদি, যষ্টিমধু ও কপিথের কাথ সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয় । এ

বৃহতী, ভূমি কদম্ব, এরওমূল ও কণ্টকারির কাথ দ্বারা কুদী করিয়ে কুমিদস্তক বেদনা উপশমিত হয় । এ

বৃহতী ও কণ্টকারীব রস, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে ও গুঠের চূর্ণ ও মধু সহ সেহন করিলে শিশুর ছদ তোলা নিবারণ হয় ।

বেনারমূল, উশীর, বীরণ, খসখস ।

গ্রামিণী জাতীয় র্যান্ড্রোপোগন মিউরিকেটস্ নামক তৃণের মূল এ মূল বিশেষ সুগন্ধযুক্ত । ভারতের নানাস্থানে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । জ্বর উত্তেজক ও ঘর্মকারক ; কেহ কেহ বলেন যে, ইহার রজোনিঃসারক, আক্ষেপনিবারক ও মূত্রকারক গুণ আছে ; কিন্তু তদ্বিষয়ের স্থিরতা নাই । ইহাতে একরূপ উষ্ণায়ী তৈল ও রজন এবং সারপদার্থ আছে । ইহার চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি । ইহার ফাণ্ট, জবে পিপাসা নিবারণার্থ প্রযোজ্য । ইহা জল সহ চুষাইলে একরূপ তৈল পাওয়া যায় ; তাহাকে খসখসের আতর বলে । এই মূল দ্বারা একরূপ গাণা প্রস্তুত হয় । ইহার ফাণ্ট প্রস্তুত কবিত্তে, এই মূল কুটিত দশ আনা, ক্ষুটিত জল ৫ ছটাক ; আবৃত পাত্রে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে ; মাত্রা ১—২ ছটাক । ভাবপ্রকাশের মতে, ইহা তিত্ত, লঘু, পাচন, মধু এবং জ্বর, বমন, কফপিত্ত, তৃষ্ণা, বীষ, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ত্রণনাশক । যড়ঙ্গ পানীয়ের ইহা একটা উপাদান ।

বেনার মূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, শ্যামালতা ও পদ্মপত্রের কষায় ; মধু ও চিনি সহ সেবনে গর্ভিণীর জ্বর উপশমিত হয় । ভাব :

বেনার মূল, বালা, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ চূর্ণ জলে মিশাইয়া স্নান করিলে দাহ প্রশান্ত হয় । চক্র :

বেল, বিলু, ত্রীফল ।

ফটোসী জাতীয় ইগল মার্মিলস নামক বৃক্ষ । ইহার বহুল, মূলবহুল, অপরূপ শুষ্ক ফল এবং অর্ধ পক্ক বা পক্ক ফল ও পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহা শিবের বিশেষ প্রিয়বৃক্ষ, শিব চিকিৎসা-শাস্ত্রেব রচয়িতা বলিয়া খ্যাত আছেন । এই বৃক্ষের সমস্ত অংশই কোন না কোনরূপ ঔষধীয় গুণযুক্ত, তজ্জন্য বোধ হয় তিনি এই বৃক্ষের প্রতি বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বিশ্বপত্র ভিন্ন শিবের পূজা সমাধা হয় না । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে এই বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় । ইহার পাতা তিন ভাগে চেরা বলিয়া ইহাকে ত্রিপত্র বলে ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । ইহার শস্যোতে ট্যানিক এসিড, তিত্তসার,

উদ্ভিজ্জ অন্ন, শর্করা ও তৈল পাওয়া যায়। অধ্যাপক ম্যাকনামোরার মতে এই সকল পদার্থ অপক্বে বেল অপেক্ষা পক্বে বেলে অধিক আছে।

ক্রিয়া । মূত্র বিরেচক, সংকোচক ও পোমক। ইহার সংকোচন শক্তি ট্যানিক এসিডের উপর নির্ভর করে। উদরাময় বর্তমানে ইহার সংকোচক ক্রিয়া ও কোষ্ঠবদ্ধে ইহার বিরেচক ক্রিয়া উত্তমরূপে প্রকাশিত হয়।

আময়িক প্রয়োগ । অস্থির দুর্বলতা বশতঃ যে প্রকার উদরাময় ও রক্তামাশয় উৎপন্ন হয় তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। অর্দ্ধ পক্বে বেলের শাঁস ১ ছটাক, জল ২ ছটাক ও চিনি ১ তোলা দিয়া পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিনে ২৩ বার সেব্য। বালকদিগের পক্ষেও ইহা প্রশস্ত। তুর্দমন উদরাময় ও রক্তামাশয়েও ইহা ব্যবহারে উপকার লব্ধ হইয়াছে। যে প্রকার পেটের পীড়ায় পর্যায়ক্রমে তরল ভেদ ও কোষ্ঠবদ্ধ বর্তমান থাকে, তাহাতে ইহা বিশেষ উপকারী। রিড্ বলেন যে, মালাবার উপকূলে ইহার মূলের ত্বকের কাণ্ড, নানাবিধ বায়ুরোগ ও হৃৎস্পন্দনে এবং ইহার পত্রের কাণ্ড শাঁস কাসে ব্যবহার হয়। বিশ্বপত্রের সদ্য রস পিত্তনাশক ও অরুণ। অপক্বে বা অর্দ্ধ পক্বে ফল পোড়াইয়া ইক্ষুচিনি বা গুড় সহ সেবনে পুাতন রক্তামাশয় ও গ্রহণী উপশমিত হয়। অপক্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়, ইহাকে বেলগুঠি কহে। ইহা জ্বর ও উদরাময়ে প্রয়োজ্য। ডাং ভোলানাথ বসু বলেন যে, ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবের সময় প্রত্যহ ইহার সরবৎ বা পানীয় সেবন করিলে প্রতিষেধক হয় অর্থাৎ রোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। ইহার প্রভাবে অস্থির ক্রিয়া রীতিনীতি সম্পাদিত হয়। অভাস্ত কোষ্ঠবদ্ধে বেল মহোপকারক।

ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহার পক্বে ফল মূত্র রেচক, অর্দ্ধ পক্বে ফল আশ্মেয় ও সংকোচক; বেলগুঠি—সংকোচক, পাচন, কটু, কষায়, উষ্ণ, ত্রিভুজ ও বাতকফল; বঙ্গল—গ্রাহী, কফ বাত, আম শূলগ্র।

প্রয়োগরূপ ।

বেল মিশ্র । বেলের শাঁস ১ ছটাক, জল ২ ছটাক, উত্তমরূপে

মিশ্রিত করিয়া ১ ছটাক চিনি সংযোগ করিবে; ইহা দিনে ২৩ বার দেওয়া যাইতে পারে। পক্ষ ফল দ্বারা ইহা প্রস্তুত করিলে সংকোচক এবং রেচক দ্বিবিধ ক্রিয়া প্রকাশিত হয়। উদরাময় বর্তমানে প্রথমোক্ত এবং অস্ত্রের বিশৃঙ্খলা ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শেষোক্ত ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বোগী অত্যন্ত দুর্বল ও পাকায় উগ্র থাকা বশতঃ ইহা অসহ্য হইলে মাত্রা হ্রাস বা বেলের সার ব্যবহার কর্তব্য।

বেলের সার। সুপক্ক ফলের শাঁস, একটা পাত্রে জল নিমজ্জিত করিয়া রাখিবে, তৎপরে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত উহা আলোড়ন করিয়া, ছাকিয়া লইবে। এইরূপ ব্যবহার করিবে অর্থাৎ যতক্ষণ বস্ত্রপূত জল আশ্রয় বিহীন না হয়। বেলের শাঁস দুবিধা থাকে, এই পরিমিত জল দিবে; এবং সেই শাঁসই ব্যবহার জল দ্বারা নিমজ্জিত ও ছাকিয়া লইবে। পবে সকল ডল একত্রে করিয়া জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে যথাযোগ্য গাঢ় করিবে। অপক্ক ফল দ্বারা এই সার প্রস্তুত করিলে অধিক দিন থাকে। মাত্রা ১৫—৩০ রতি, দিবসে ২৩ বার সেব্য।

বেলের তরল সার। বেল শাঁস আদসের, জল ৭১০ সের, সুবাসার ১ ছটাক। এক তৃতীয়াংশ জলে, বেল ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া উপরিস্থ জল ঢালিয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে; পরে অবশিষ্ট জলে আর দুইবার উক্ত বেলশাঁস এক ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে ও চাপিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে সমুদায় জল একত্র করিয়া ফ্রানেল বা অন্য কোন বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। অবশেষে জলস্বেদন যন্ত্রোত্তাপে উক্ত জল গাঢ় করিয়া ৭ ছটাক থাকিতে নামাইবে; শীতল হইলে সুবা সংযোগ করিবে। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

বৃহৎ পঞ্চমূল। বেলচাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল ও গণিয়ারির কাথ; বাতজ্বরে প্রশস্ত। ইহা দীপন ও কফবাতন।

স্বল্প পঞ্চমূল। শালপাণ, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর। ইহা বাতপিত্তহর। ইহাকে হ্রস্ব বা কনিষ্ঠ পঞ্চমূলও বলে।

দশমূল। পূর্বোক্ত বিবিধ পঞ্চমূল একত্র করিলে দশমূল হয়। ইহার

কাথ পানে সন্নিপাত জ্বর সহ্য কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, উপশমিত হয় ;
পিপুল চূর্ণ সহ সেব্য। চক্রঃ

দশমূলাদি কাথ। বেল, গাম্ভারী, পাটলা, গনিয়ারি, শালপাণ, চাকুলে, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহতী, রান্না, পিপুল, পিপুলমূল, কুড়, শুঠ, চিরতা, মূতা, বেড়েলা গুলঞ্চ, বালা, ছুরালভা ও গুলফার কাথ ; উপদ্রব-যুক্ত জ্বর ও সন্নিপাত জ্বর নষ্ট হয়। পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য। ইহা কুড়চূর্ণ সহ সেবন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। ভাবঃ

দ্বাদশাঙ্গ কাথ। বিলু, শোণাক, গাম্ভারী, পাটলা, গনিয়ারি, শালপাণ, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পিপুল ও কুড়ের কাথ ; সন্নিপাত জ্বরে শ্বাস কাস থাকিলে প্রযোজ্য। কোষ্ঠি পরিষ্কার করণের প্রয়োজন হইলে ইহার সহিত তেউড়ী চূর্ণ সংযোগ করিবে। ঐ

চতুর্দশাঙ্গ কাথ। দশমূল, চিরতা, মূতা, গুলঞ্চ ও শুঠের কাথ ; সন্নিপাত জ্ববে প্রযোজ্য। ভাবঃ

অষ্টদশাঙ্গ কাথ। দশমূল, শঠী, কঁকড়াশুঙ্গী, কুড়, ছুরালভা, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, পটোল ও কটকীর কাথ সন্নিপাত জ্বাপহ। ঐ

অক্টাদশাঙ্গ কাথ। দশমূল, চিরতা, দেবদারু, শুঠ, মূতা, কটকী ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুলের কষায় সেবনে তন্দ্রা প্রলাপ, অরুচি, শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাত জ্ব নষ্ট হয়। ঐ

বিলুদি অবলেহ। বেলশাস, শুড়, লোধ, তৈল ও মরিচ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে প্রবাহিকা রোগ সত্ত্বর আরোগ্য হয়। ঐ

বিলুদি চূর্ণ। বেলশুঠ, মূতা, ধাইফুল, আকনাদি, শুঠ ও মোচরস চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১০—২০ রতি; তক্র ও ইক্ষু শুড় সহ সেব্য। ইহাতে অতিসার উপশমিত হয়। চক্রঃ

বিলু তৈল। বেলশুঠ ১০০ পল, জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের ; তিলতৈল ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, ককার্থ—বেলশুঠ, ধাইফুল, কুড়, শুঠ, রান্না,

পুনর্গবা, দেবদারু, বচ, মূতা, লোধ ও মোচরস প্রত্যেকে ৬ তোলা দিয়া তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে গ্রহণী নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিলু তৈল । বেলগুঠ পেষণ করিয়া কঙ্কার্থ দিবে এবং তৈল, গোমূত্র, হুগু ও জল দ্বারা যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বারিধী নষ্ট হয়। এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

বেলগুঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মূতা ও আতিসের কাথ সেবনে পিত্তাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

বিলুপত্রের রস, মধু সহ সেবনে মূত্ররেচক ও জ্বর হয়। ইহার পত্রের রস গোলমরিচ চূর্ণ সহ কোষ্ঠবদ্ধ ও কামলাতে প্রযোজ্য। চক্ষুঃ

বেল পোড়াইয়া উহার শাঁস, ইক্ষুগুড় সহ ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার ও আমশূল নষ্ট হয়। এ

বেলগুঠ, গজপিপুল, বালা, ধাতকী ও লোধের কাথ পানে শিশুর অতিসার নষ্ট হয়। এ

বেলমূলের কাথ; চিনি ও খই সহ সেবনে শিশুর অতিসার ও ক্ষুধা নষ্ট হয়। এ

শঙ্খ ভক্ষ্য ।

শঙ্খ, শঙ্খুক, গুক্তি ও কপর্দক ভক্ষ্য ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা ভক্ষ্য হইলে চূর্ণ হয়, ইহাদিগকে ভক্ষ্য করিবার পূর্বে লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। অবশেষে সরাব সংপূটে সংস্থাপন করিয়া গজপুটে পোড় দিবে। ইহা অজীর্ণ, অন্নপিত্ত, প্লীহা ও গুল্মাদি রোগে ব্যবহার্য্য। বাহ্যিক প্রয়োগে দাহক। বিবিধ ঔষধের সঙ্গে ইহাদের ভক্ষ্য প্রযুক্ত হয়।

শঙ্খভক্ষ্য উষ্ণজল সহ সেবন করিলে পরিণাম শূল নষ্ট হয়। ভাবঃ

শঙ্খ চূর্ণের সহিত বিলুপত্র রস মিশাইয়া লেপ দিলে গাত্রের ছর্গন্ধ নিবারণ হয়। এ

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

শঙ্খবটী রস । তেঁতুল ছালের ক্ষার ১পল, পঞ্চলবণ ১পল লইয়া লেবুর রসে পেষণ করিবে; পরে শঙ্খ ভস্ম ১পল দিয়া লেবুর রসে সাত বার ভাবনা দিবে । অতঃপর ত্রিকটু ১পল, বচ, হিঙ্গু অর্দ্ধ পল; কাটবিষ দশ আনা, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে দশ আনা মিশ্রিত করিয়া কুলআঁটির ন্যায় বটিকা করিবে । ইহাতে অজীর্ণ, শূল, অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয় । রস রত্ন

বৃহৎ শঙ্খ বটী । সিজ, আকন্দ, তেঁতুল, অপাঙ্গ, কদলী, তিল ও পলাশের ক্ষার প্রত্যেকে ২তোলা ; পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১পল; সর্জিকাক্ষার, যবক্ষার ও সোহাগার খই প্রত্যেকে ১পল; লেবুর রস ৪সের দিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে । পরে শঙ্খ ভস্ম ১পল, গুঠ ৩ পল, মরিচ ২পল, পিপুল ১পল, ভূষ্ট হিঙ্গু ২ পল এবং পিপুলমূল, চিতে, যমানী, জীরক, জায়ফল, লবঙ্গ প্রত্যেকে ৪তোলা; পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, সোহাগা, মনঃশিলা প্রত্যেকে ২তোলা দিয়া মিশ্রিত করিবে ; অবশেষে আদ সেব কাঁজি দ্বারা নাড়িয়া এক মাষা প্রমাণ বট করিবে । ইহাতে সকল প্রকার অজীর্ণ ও শূল নিবারণ হয় । ভাবঃ

শঙ্খপুষ্পী, ডানকুনি, চোরকাঁচকি ।

জেনসিয়ানেসী জাতীয় কাসকোরা ডিকসেটা নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ । ভাব-প্রকাশ বলেন যে, ইহা মেধা, বৃষা, মানসরোগহৃৎ, রসায়ন, কষায় উষ্ণ এবং স্মৃতি, কাস্তি, বল ও অগ্নিপ্রদ ।

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্প, বচ, হরীতকী, কুড়, শতমূল সম-ভাগে ; ঘৃত সহ লেহন করিলে অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি হয় । ক্রঃ

শঙ্খপুষ্পীর স্বরস ১ পল, কুড় ২ মাষা, মধু ৪ মাষা একত্রে লেহন করিলে উন্মাদ প্রশমিত হয় । ভাবঃ

শঙ্খপুষ্পের মূল ও পুষ্প সহ সমগ্র গাছ ছন্ধ সহ বাটিয়া সেবন করিলে বলবর্ধ, অগ্নি ও মেধা বৃদ্ধি হয় । ক্রঃ

শঠী, বনহলুদ'।

সিটামিনী জাতীয় করকুমা জিডোরিয়া ও য়ারোমেটিকা নামক বৃক্ষের মূল । ইহা শুষ্ঠের সমগুণকারী । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা দীপন, রুচ্য, কটুক, তিক্ত ও স্নগন্ধ এবং কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্মবাত, কৃমি ও ককনাশক ।

উদরাধুান ও অগ্নিমান্দ্যে বায়ুনাশার্থ প্রযোজ্য । ইহাতে এক প্রকার উদ্বায়ী তৈল ও ধূনা আছে । অন্যান্য ঔষধেব সহযোগে ব্যবহৃত হয় । শঠী ও বকম চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া আবীর বা ফাক প্রস্তুত হয় ।

শঠী, দেবদাক, ত্রিফলা, শৈল্য, রাস্না, শুষ্ঠ, গুলঞ্চ ও শতমূলের কাথ ; গুগ্গুল সহ সেবন কবিলে জ্বর সহ সন্ধিগ্রহ ও বাথা নষ্ট হয় । ভাব :

শঠ্যাঙ্গি কাথ । শঠী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদাক, শুষ্ঠ, কুড়, এলাচ, গুলঞ্চ, কটকী, ফেংপাপড়া, ছরালভা, কাকড়াশুকী, চিরতা ও দশমূলের কাথ ; সৈন্ধব চূর্ণ সহ ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার জ্বর শীঘ্রই নষ্ট হয় । এ

শতমূল, শতাবরী, শতমূলী ।

লিলিয়েসী জাতীয় য়াসপেরেগস বেসিগোসস্ নামক বৃক্ষের শীত গোলাকার মূল । ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে ।

ত্রিফা ও আময়িক প্রয়োগ । শ্লিষ্ণকাবক, বলকারক, পরিবর্তক ও পোষক । ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা স্বাদু, রসায়ন, মেধা, অগ্নি, পুষ্টিপ্রদ, শ্লিষ্ণ, বলা, মূত্রকর, শুক্র ও স্তন্যাকর এবং নেত্রাময়, গুল্ম, বাত, রক্তপিত্ত, শোথাতিসার নাশক । বিবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

শতাবরীর পাক । যত ১ সেব, ত্রুক্ষ ১ সেব, চিনি ১ পোয়া, শতাবরীর কন্ধ ১ পোয়া ; একত্রে যতাবশেষ পাক করিবে । মাত্রা ৪ তোলা । ইহাতে রক্তপিত্ত, অগ্নিপিত্ত, ক্ষয় ও কাস বোণ উপশমিত হয় । ভাব :

শতাবরী ঘৃত । শতাবরীর কন্ধ, ঘৃতের চতুর্গুণ শতমূলীর রস ও ঘৃত সমান হুঙ্ক দিয়া ঘৃত পাক করিবে ; ইহা বাতরক্ত নাশক । ঐ

শতাবরী ঘৃত । শতাবরী, কাসমূল, কুশমূল, গোকুপ, ভূমিকুশ্মণ্ড, শালি-তণ্ডুল, কৃষ্ণ ইক্ষুমূল ও কেণ্ডুরের দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত বা তাহাদের কাথ মূত্রকৃচ্ছ নিবারক । ঐ

ফলকল্যাণ ঘৃত । গব্য ঘৃত ৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, হুঙ্ক ১৬ সের, কন্ধার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিকলা, চিনি, বেড়ৈলা, মেদ, ক্ষীর-কাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কটকী, সূঁদি, কুমুদ, জাফা, কাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লক্ষণামূল (অভাবে শ্বেত কটকারীমূল) প্রত্যেকে ১ তোলা দিয়া যথাবিধি পাক করিবে । এই ঘৃত ভক্ষণ করিলে পুষ্করের বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি ও স্ত্রীলোকের ঘোনিদোষ ও গর্ভদোষ নষ্ট হইয়া গর্ভবৃদ্ধি হয় । ভৈঃ র

মহাচৈতন্য ঘৃত । দশমূল, রাশা, এরণ্ড, ত্রিবৃং, বেড়ৈলা, মূর্কী ও শতমূলীর কাথ প্রত্যেকে ১ সের অর্থাৎ মোট ১৬ সের (১৬ গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া পাদশিষ্ট কাথ গ্রাহ্য), ঘৃত ৮ সের, মুহু অগ্নিতে পাক করিবে ; পরে নিম্নলিখিত কন্ধ দিবে । যথা—ইক্ষবারুণী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, রেণুক, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণ, দুর্কা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, শ্যামালতা, নীলোৎপল, ছোট এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, দস্তী, দাড়িম, নাগেশ্বর, বিড়ঙ্গ, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, তালীশ-পত্র, বৃহতী ও মালতীপুষ্প প্রত্যেকে ২ তোলা ; জল ২২৪ তোলা দিয়া পাক করিবে । ইহাচৈ চিত্তবিকার, অপস্মার, উন্মাদ ও মন্দাঘ্নি প্রভৃতি নষ্ট হয় । মাত্রা অর্দ্ধ/হটতে এক তোলা । ভাবঃ

বৃহৎ বিষু তৈল । কন্ধার্থ—মুতা, অশ্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠী, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরি, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাচ, দারচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুসুম, মঞ্জিষ্ঠা, মুগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুক, শালপাণ, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, কন্দুর-খোটা, গেটোলা, নখী প্রত্যেকে ৮ তোলা ; তিলতৈল ১৬ সের, শতমূলীর

রস ১৬ সের, ছন্ধ ১৬ সের, জল ৩২ সের দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে উর্দ্ধগ বায়ু, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, সন্ধিগত বায়ু, মজ্জাশ্রিত বায়ু প্রভৃতি বিবিধ বাত ব্যাধি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

মধ্যম বিষু তৈল । তিলতৈল ৪ সের, কাথার্থ—শতমূলী, শালপাণ, চাকুলে, শঠী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষ চাকুলে মূল ও ঝাটামূল প্রত্যেকে ২ পল ; জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের। কক্কার্থ—পুনর্গবা, বচ, দেবদারু, গুলফা, রক্তচন্দন, অণ্ডুর, শৈলজ, তগরপাছকা, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শালপান, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, রান্না প্রত্যেকে ৪ তোলা ; গব্য ও ছাগ ছন্ধ প্রত্যেকে ৮ সের ; শতমূলীর রস ৪ সের ; যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে সূক্ষ্ম প্রকার বাত ব্যাধি প্রশমিত হয়। ভৈঃ র

নারায়ণ তৈল । কাথার্থ—বিষ, গণিয়ারি, শোণাক, পাটলা, পারিভদ্র, গন্ধভাছলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, পুনর্গবা, প্রত্যেকে ১০ পল ; জল ২৫৬ সের ; পাক শেষ ৬৪ সের। কক্কার্থ—গুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাছকা, কুড়, এলাচ, শালপাণ, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, রান্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, পুনর্গবা প্রত্যেকে ২ পল ; তিলতৈল ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, ছাগ বা গব্য ছন্ধ ৬৪ সের ; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল পান, বস্তি ও অভ্যঙ্গ দ্বারা ব্যবহার্য। ইহাতে পঙ্গুতা, অধোবাত, শিবোরোগ, দন্তশূল, হস্তস্তম্ভ, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ বাত ব্যাধি প্রশান্ত হয়। চক্ঃ

মধ্যম নারায়ণ তৈল । অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বিষ, পাটলা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গোরক্ষ চাকুলে, নিষ, শোনাছাল, পুনর্গবা, গন্ধভাছলে, গণিয়ারি প্রত্যেকে ১০ পল ; জল ২৫৬ সের, পাক শেষ ৬৪ সের। ১৬ সের তিলতৈল, শতমূলের রস ১৬ সের ও গোছন্ধ ৬৪ সের ; ক্রমে ক্রমে দিয়া পাক করিবে। পরে কক্কার্থ—বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শৈলজ, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, রান্না, গুলফা, দেবদারু,

শালপান, চাকুলে, মুগানি, মাষানি ও তগরপাছকা প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া যথারীতি পাক সমাধা করিবে । ইহাতে পক্ষাঘাত, হ্রুস্তস্ত, মন্যাস্তস্ত, গলগ্রহ প্রভৃতি বিবিধ বাতব্যাধি আরোগ্য হয় । ভাব:

শতাবরীর কক্কা ছাগছন্ধ সহ ভক্ষণ করিলে রক্তাতিসার নষ্ট হয় । এ

শালপাণ, শালপর্ণী ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় ডিসমোডিয়ম গ্যান্জিটিকম নামক গুল্ম । বঙ্গদেশে ও অন্যান্য প্রদেশে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা তিক্ত, বিষহর, 'স্নাই' এবং ছদ্দি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোথ, ত্রিদোষ ও কুমিনাশক । ইহা দশমূলের একটি অঙ্গ ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

দশমূল তৈল । বিব, সোনা, গাস্তারী, গাটলা, গণিয়ারি, শালপাণ, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী ও গোক্ষুর মিলিত ১২৥০ সের ; জল ৬৪ সের, পাক শেষ ১৬ সের ; নিসিন্দা পত্র রস ১৬ সের, কক্কার্থ—দশমূল পেষিত ১ সের, কটু তৈল ৪ সের যথারীতি পাক করিবে । ইহা মর্দনে শিরঃপীড়া উপশমিত হয় । ভৈঃ র

মহাদশমূল তৈল । কটু তৈল ১৬ সের, কক্কার্থ—দশমূল ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; গোঁড়া লেবুর রস, আদার রস ও ধূতুরা পত্র রস প্রত্যেকে ১৬ সের । কক্কার্থ—পিপুল, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, গুলকা, পুনর্নবা, সজিনা, পিপুল, কটকী, করঞ্জ বীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত সর্ষপ, বচ, শুঠ, পিপুল, চিতা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, ছড়ছড়ে, কটফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটী, পিপুলমূল, শুষ্কমূলক, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী, বিষতাড়কমূল, প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া পাক করিবে । ইহার অভ্যঙ্গে শিরোরোগ, কাস ও শোথ নষ্ট হয় । এ

বৃহৎ দশমূল তৈল । দশমূল ১০০ পল, ধূতুরা পত্র ১০০ পল, পুনর্নবা ১০০ পল, নিসিন্দাপত্র ১০০ পল, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কষায়

প্রস্তুত করিবে। উহা প্রস্তুত করিতে জল ৬৪ সের প্রতিবারে গ্রহণ করিয়া পাদ শেষ করিবে। কটু তৈল ১৬ সের, কঙ্কার্থ—বাসক, বচ, দেবদারু, শঠী, রায়ী, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, কটফল, করঞ্জবীজ, কুড়, তৈলুলাল, বনশিম ও চিতা প্রত্যেকে ১ পল; যথারীতি পাক করিবে। ইহা ব্যবহাবে সকল প্রকার কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল নিবারণ হয়। ঐ

শিমূল, শালুলী ।

মালভেনী জাতীয় বম্বাক্স মালাবারিকম নামক বৃক্ষ। ইহার মূল ও আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঠাকে মোচরস বলে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। সংকোচক, বলকারক ও পরিবর্তক। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহার বন্ধন শীতল, স্বাদু, রসায়ন, শ্লেষ্মল, পিত্ত বাত ও রক্তপিত্ত নাশক। মোচরস—হিম, গ্রাহী, ম্লিষ্ট, বৃষ্য, কষায় এবং প্রবাহিকা, অতিসার, কফপিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক। মোচরসে ট্যানিক ও গ্যালিক এসিড আছে। মাত্রা ২—৬ রতি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

গঙ্গাধর চূর্ণ। মোচরস, মুতা, শুঠ, আকনাদি, সোনাছাল ও ধাইফুল চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। ইহা ১০—২০ রতি মাত্রায় নির্জল দধি সহ সেবন করিলে প্রবল অতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

গঙ্গাধর চূর্ণ। মোচরস, মুতা, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, ধাইফুল ও লোধ চূর্ণ সেবনে অতিসার নষ্ট হয়। ঐ

বৃদ্ধ গঙ্গাধর চূর্ণ। মুতা, সোনা, শুঠ, ধাতকী, লোধ, বালা, বিষ্ণু-শুষ্ঠী, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুটজ, আমেরকেশী, লজ্জালু ও আতিস চূর্ণ, মধু ও তণ্ডুলাষু সহ পান করিলে অতিসার, প্রবাহিকা ও গ্রহণী নিবারিত হয়। মাত্রা ৫—২০ রতি। ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

মোচরস, লোধ ও দাড়িম ফলের ত্বক চূর্ণ, চালুনি জল ও মধুর সহিত সেবনে পক্ষাতিসার নষ্ট হয়। ভাবঃ

মোচরস, বেলগুঠ, মৃত্তা, ইজ্জব ও বালা দ্বারা ছাগ্গুত্ব তিন দিন সেবনে গ্রহণী রোগ নষ্ট হয় । এ

নিশাপর্য্যুষিত ও স্তম্ভিত শালুলীপুষ্প, শ্বেতসর্ষপ চূর্ণ সহ খাইলে প্লীহা আরোগ্য হয় । এ

শিমুলের কাঁটা দুগ্ধ সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে পদ্মোপম মুখকান্তি হয় । এ

মোচরস, ধাতকী, লজ্জালু ও পদ্মকেশর পেষণ করিমা যবাণ্ডর সহিত পাক করিবে । ইহা ভক্ষণে শিশুর রক্তাতিসার নষ্ট হয় । এ

পুরাতন শিমুল বৃক্ষের রস ৭দিন চিনির সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হয় । ভৈঃ র

ছোট শিমুল গাছের মূল ও তালমূলী একত্রে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় । এ

শিয়াল কাঁটা ।

প্যাপেভিরেসী জাতীয় আরজি মোন মেকসিকেনা নামক বৃক্ষের বীজ । বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানে আপনাপনিই উৎপন্ন হয় ।

ইহার বীজ হইতে সরিষার বীজের সম পরিমাণ তৈল নিঃসৃত হয় । এই তৈল পাণ্ডু, পীতবর্ণ এবং পরিষ্কার পোস্তের তৈলের মত । ইহার ক্রিয়া মুহু, ইহা অনায়াসে পাওয়া যায় এবং ইহার অল্প মূল্য । মালদহ জেলা ডাং টমসন, ইহার তৈল সর্বপতৈলের পরিবর্তে প্রদীপে পোড়াইয়া অনেক ব্যয় লাঘব করিয়াছিলেন ।

ক্রিয়া । মুহু বিরেচক ও পাচক । অযোধ্যার সিভিল সার্জন জেমসন সাহেব বলেন যে, আধ ছটাক হইতে একছটাক তৈল মুহু বিরেচক । তিনি তাঁহার অধীনস্থ অনেক কয়েদীকে সেবন করাইয়া ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়াছেন, তিনি এই তৈলকে শীতল রেচক বিবেচনা করেন । ডাং বনভিয়া, শূল বেদনায় সেবন ও দক্ষরোগে বাহ্যিক প্রয়োগের ফলোপধায়িতা স্বীকার করেন । ইহার রস ক্ষতাদিতে ব্যবহারে উপকার হয় । ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে ইহার তৈলের মাত্রা অর্দ্ধ ড্রাম বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।

শিরীষ ।

গ্যালবিজিয়া লেবেক্ নামক বৃক্ষ । ইহা মধুর, অম্লষ্ণ, তিক্ত, কষায়, লঘু, এবং দোষ, শোথ, বীষপ, কাস ও ব্রণনাশক ।

শিরীষের মূল, স্তবক, পত্র, পুষ্প ও বীজ গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্থাবর বিষ নষ্ট হয় । ভাবঃ

শিরীষবীজাদ্যঞ্জন । শিরীষ বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রসুন, মনঃশিলা, বচ ও গোমূত্র একত্রে বাটিয়া অঞ্জন দিলে সংজ্ঞানাত্ত হয় । ই

দশাঙ্গ লেপ । শিবীষ, যষ্টিমধু, তগরপাত্রকা, রক্তচন্দন, এলাচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহবিদ্রা, কুড় ও বালা, ঘৃত সহ লেপ দিলে বীষপ, কুষ্ঠ, জ্বর, শোথ নষ্ট হয় । ই

শুলফা, শতপুষ্প ।

অম্বলিকেরী 'জাতীয় গ্যানিথম সোরা' নামক ওষধির স্নগন্ধ ফল । ভাবতবর্ষের নানাস্থানে ইহাব (স্নগন্ধি ফলের জন্য) চাম হয় । ইউরোপীয় ভিলেব সমগুণকারী ও তৎপরিবর্তে ব্যবহার্য্য ।

ক্রিয়া । বায়ুনাশক, আগ্নেয় ও অন্ন উত্তেজক । উদরাধ্যান, অগ্নি-মান্দ্য ও পরিপাক শক্তির দুর্বলতাতে ব্যবহার হয় । ইহাতে একরূপ উদ্বায়ী তৈল আছে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, দীপন, জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল ও অগ্নিমান্দ্য নাশক ।

প্রয়োগরূপ ।

শুলফার তৈল । ফল চুয়াইরা প্রস্তুত হয়, মাত্রা ১—৫ বিন্দু, চিনি বা গর্দ সহ প্রয়োজ্য ।

শুলফার জল । শুলফা কুট্টিত আদ সের, জল ১০ সের, চুয়াইয়া ৫ সের লইবে । মাত্রা এক কাঁচা হইতে ১ ছটাক । শিশুদের উদরাধ্যানে বিশেষ উপযোগী ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

শতাহ্বাদি তৈল। গুলফা, কুড় ও যষ্টিমধুর ক্বাথ দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দনে বাতরক্ত বেদনা নষ্ট হয়। ভাব:

শিলাজতু।

বিল্বাচল ও অন্যান্য পর্বতে জন্মে। ইহা পর্বতের ঘর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহা দেখিতে কাল ও গুগ্গুলের ন্যায়।

প্রথমতঃ শিলাজতুর বহির্মূল দূরীকরণের জন্য জলে প্রক্ষালন করিবে; তদনন্তর মূত্রিকাদি দূর করার জন্য ত্রিফলা, পটোল ও যষ্টিমধুর ক্বাথে ভিজাইয়া রাখিবে। তৎপরে শিলাজতু শীতল জলে ধৌত করিয়া সম পরিমাণ উষ্ণ জল বা দুগ্ধ সহ গোহ পাত্রে মর্দন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে; উপরে যে সর পড়িবে, তাহা উঠাইয়া স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিবে। যত দিন পর্যন্ত সর পড়ে, তত দিন পর্যন্ত রৌদ্রে রাখিবে। উক্ত পাত্রের জল অত্যন্ত ঘন হইলে আবার অল্প পরিমাণে উষ্ণ জল দিবে; অধিক জল দিলে ভাল সর পড়ে না। এইরূপে প্রস্তুত শিলাজতু রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখিবে; পরে ইহা শাল, পিয়াল ও খদিরের ক্বাথে ভাবনা দিবে।

শিলাজতু স্ফু স্ফু খণ্ড করিয়া অত্যন্ত জলে নিক্ষেপ করিয়া এক প্রহর রাখিবে। তদনন্তর মর্দন করিয়া বস্ত্র দ্বারা জল ছাকিয়া লইবে; সেই জল মৃৎপাত্রে করিয়া বৌদ্রে রাখিবে। উপরে যে ঘন সর পড়িবে, তাহা লইয়া অন্য পাত্রে রাখিবে। এইরূপ যতদিন সর পড়ে, উত্তোলন করিবে; এইরূপে প্রস্তুত শিলাজতু অগ্নিতে দিলে লিঙ্গোপম হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। পরিবর্তক, বলকারক ও মূত্রকারক। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রসায়ন এবং শ্লেষ্মা মেহ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু, বাতরক্ত, কৃষ্ঠ, অপস্মার ও উদরী রোগনাশক। মাত্রা ১—৬ রতি।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

যোগরাজ । হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গুঠ, পিপুল, মরিচ, প্রত্যেকে ১ ভাগ ; চিতা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে ১ ভাগ ; শিলাজতু ৫ ভাগ, রৌপ্য, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ৫ ভাগ ; চিনি ৮ ভাগ । একত্রে মিশ্রিত করিবে । মধু সহ ডুম্বর প্রমাণ ঔষধ সেবা । ইহা শ্রেষ্ঠ রসায়ন ; ইহাতে জ্বর, কাস, শ্বাস, পাণ্ডু ও মেহ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । চক্রঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর কাথ সহ শিলাজতু প্রযোজ্য । চক্রঃ

শিলাজতু গোমূত্র সহ সেবনে কুন্তকামলা নষ্ট হয় । ভাবঃ

অর্জুন বৃক্ষেব কাথ বা বীরতরু আদি গণের কাথ সহ শিলাজতু সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র জনিত বেদনা নষ্ট হয় । বীরতরু আদিগণ (“ অর্জুন ” দেখ) । ৩

শিলাজতু মধু সহ সেবনে প্রমেহ নষ্ট হয় । ভাবঃ

শালসারাদি গণের কাথে শিলাজতু ভাবনা দিবা তাহাদেরই কাণের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে মধুমেহ, অশ্মরী, শর্করা নষ্ট হয় । ভৈবঃ

শিলারস ।

হামানিডি জাতীয় লিকুইড স্ট্যামার ওরিয়েণ্টেল নামক বৃক্ষে-নির্ঘাস । এসিয়া মাইনরে জন্মস্থান । আয়ুর্বেদমতের পাক তৈলের স্নগন্ধ করণার্থ অন্যান্য স্নগন্ধি দ্রব্যের সহযোগে প্রয়োজিত হয় । মধুতে ভাবনা দিলে শিলারস বিশুদ্ধ হয় ।

ত্রিষা । উত্তেজক, কফনিঃসারক । কিন্তু প্রায় আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না । ক্ষতাদিতে বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার দর্শে । ভাব-প্রকাশ বলেন ইহা স্বাদু, কটুক, স্নিগ্ধোষ্ণ, বৃষা, কর্ণা, তরু কান্তিপ্রদ এবং কুষ্ঠ, জ্বর ও দাহনাশক ।

শুকরের বসা ।

ইহাকে এডেপ্স প্রিপেরারেটা কহে । উত্তাপ দ্বারা গলাইয়া ছাকিয়া লইতে হয় । ইহাতে ওলিয়িন, মারগারিণ ও ষ্টিরিণ আছে ।

ক্রিয়া । তরলকারক, মলমাদি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয় । আত্যন্তরিক প্রয়োগ হয় না, কিন্তু কখন কখন রেচক বস্তু সহ ব্যবহৃত হয় । আরক্তজ্বর, প্রাদাহিকজ্বর, হাম, বসন্ত, বীষপ ও পাচড়াদিতে বাহ্যিক প্রয়োগ্য । মচকান বেদমাতেও ইহাব মালিশ উপকারী ।

শেফালিকা, সিউলি, রজনীহাসা ।

জ্যাসমিনেসী জাতীয় নিকটাহিস আর্বব টিস্টাস নামক বৃক্ষ । ইহার পুষ্পের ডাঁটায় উত্তম পীতবর্ণ রং প্রস্তুত হয় । ইহাব পত্রের রস জ্বর রোগে ব্যবহার্য্য । ইহা তিক্ত বসকব ও জরহা পুটপাক দ্বারা ইহার পাতা ইহাতে রস বাহিব কবিয়া ব্যবহার হয় ।

তকণ পত্রের বস সেবনে পুৰাতন জ্বর আরোগ্য হয় । ক্রঃ

শেফালিকা দলেব কাথ সেবনে গৃধ্রগী আশ্রয় নষ্ট হয় । ভাবঃ

শ্যামালতা ।

ম্যাপোসিনি জাতীয় ইচ্নোকার্পস ফুটসেন্স নামক লতা । বাঙ্গালা দেশে অপর্যাপ্ত জন্মে । ইহার মূল বলকারক ও পরিবর্তক । ইহা অনন্তমূল ও সালসার পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাদু, ম্লিক্ণ, শুক্রকর এবং অগ্নিমান্দ্য, অকৃচি, শ্বাস কাস, আম, বিষ, ত্রিদোষ, রক্তপ্রদর ও জ্বরাতিসার নাশক ।

রক্তচন্দন, শ্যামালতা, লোধ ও কিসমিসের কাথ ; তিনিহ সঙ্গ গভীর জ্বর শান্তির জন্য দিবে । ভাবঃ

শ্যোনাক, সোনাছাল, অরলু, নাসোনা ।

বিগনোনিয়েসী জাতীয় ক্যালোসাফিস ইণ্ডিকা নামক বৃক্ষ । ইহার মূলের বহুল ব্যবহার্য্য । ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । সংকোচক ও বলকারক । ভাব-প্রকাশের মতে দীপন, গ্রাহী, তিক্ত এবং বায়ুপিত্ত, কফ কাস প্রণাশক । ইহার ফল রুক্ষ, বাতকফাপহ ও গুল্ম, অর্শ, কৃমিহর ।

ইহার মূল বহুল, কদলী পত্রে জড়াইয়া ও কর্দম দ্বারা লেপন এবং রৌদ্রে শুক করিয়া পোড়াইবে ; পরে ঐ বহুল চাপিয়া রস বাহির করিয়া মোচরস সহ সেবনে সকল পুকার অতিসার নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ

শ্যোনাক মূল কক্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া তাহা কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারণ হয় । ঐ

সজিনা, শোভাজ্বন, শিগ্রু ।

মরিনগেনী জাতীয় মরিন্গা টেরিগন্থাম্বা নামক বৃক্ষ । ইহার মূল, বহুল ইউরোপীয় হর্সবেডিসের সমগুণকারী, তজ্জন্য তৎপরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য । ইহা ভারতবর্ষের সর্বপুদেশেই জন্ম ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক, মূত্রকারক, আক্ষেপ-নিবারক ; স্থানীক প্রয়োগে প্রত্যাগ্রতানাক । ভাবপ্রকাশ বশেন ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, দীপন, পাচন, রুক্ষ, তিক্ত, বিদাহী, সংগ্রাহী, শুক্ল, হৃদ্য, পিত্ত ও রক্ত প্রকোপকারক । ইহা বাত, কফ এবং বিদ্রবী, শ্ববথু, কৃমি, মেদ, প্লীহা, গুল্ম, গণ্ডমালা ও ব্রণ প্রভৃতি রোগনাশক । ইহার বীজ ও উগ্র উত্তেজক ; বাহ্যিক উত্তেজনার্থ প্রয়োজ্য ।

পক্ষাবাত ও পুরাতন বাত রোগে প্রত্যাগ্রতা সাধন জন্য ইহা স্থানীক প্রয়োজ্য । ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয় ; তাহা বাত বেদনাদিতে ব্যবহার্য্য । উদবী, স্বরভঙ্গ ও গলার বেদনায় ইহার মূলের ফাট কুলি করিলে উপকার দর্শে । ইহার পত্র, পুষ্প, অর্পক ফল, তর-

কারির সঙ্গে ব্যবহার হয়। ডাং বিডি বলেন যে, ইহা আর্মেসেরিসিয়া নামক ইউরোপীয় ঔষধের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি।

প্রয়োগরূপ ।

শোভাজ্জনারিফ । সজিনার মূল খণ্ডীকৃত, কমলালেবুর খোসা প্রত্যেকে দশ ছটাক; জায়ফল কুট্টিত ২ তোলা; সূরা ৫ সের, জল পাঁচ পোয়া; পাঁচ সের চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ১—৪ ড্রাম। ক্রিয়া উত্তেজক।

শোভাজ্জনা দি ফাট । সজিনার মূল ও সর্ষপ কুট্টিত প্রত্যেকে আদ ছটাক, ক্ষুটিত জল দশ ছটাক; আর্ভত পাঁচ ২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে। ইহার সহিত পূর্বোক্ত অরিষ্ট আদ ছটাক মিশ্রিত করিবে। উত্তেজনার্থ মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ছটাক। ডাং ওয়ারিং, শোথ বোগে সার্ভাস্থিক দুর্বলতা থাকিলে ইহা ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার সহিত সোরা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার্য।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

শিগ্রু তৈল । সজিনা, কণ্টকারী, দন্তীবীজ, ত্রিকটু, সৈন্ধব ও বিলুপত্র রস দ্বারা তৈল পাক করিবে। এই তৈল নস্য করিলে পুতিনাসা রোগ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

সজিনা পত্র ও মূল বকলের স্বরস স্থানীক প্রয়োগে বেদনা-নাশক হয়। ভাবঃ

সজিনা মূল ও রাই সর্ষপ একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলের শোথ নষ্ট হয়। এ

সজিনামূল, কুড়, বালা, জীরা, রহুন, শুঠ, পিপ্পল, মরিচ ও হিঙ্গু এবং ছাগমূত্র সিদ্ধ তৈলের নস্য টানিলে অপস্মার নষ্ট হয়। এ

সজিনা বীজের নস্য শিরোবেদনা নষ্ট হয়। এ

সজিনাবীজ, সূর্যবীজ, সর্ষপ, তুলসী ও ইন্দ্রযব; তক্রসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা, গ্রন্থি ও অর্কদ নষ্ট হয়। এ

সজিনামূল, ধাতুসম্বর্ষণ, দেবদারু, শুঠ, গোমূত্র সহ প্রলেপ দিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়। ঐ

সজিনার আঠা, হিঙ্গু ও সৈন্ধব একত্রে সেবনে অন্তঃবিদ্রবী মষ্ট হয়। ঐ

সজিনামূলের রস, তিলতৈল সহ কর্ণে পূরণ করিলে বেদনা নিবারণ হয়। চক্রঃ

সজিনার আঠাও ঐরূপ তৈল সহ কর্ণ-শূলে প্রয়োজ্য।

সরলকাষ্ঠ ।

কোনাংইফেবী জাতীয় পাইনস লংগিফোলিয়া নামক বৃক্ষের স্রগন্ধি কাষ্ঠ। হিমালয় পর্বতোপরি জন্মে। এই বৃক্ষ হইতে এক প নির্ঘাস বাহিব হয়, তাহাকে সরলদ্রব, শ্রীবাস বা গন্ধবিরোজা কহে। ইহা হইতে একরূপ তৈল প্রস্তুত হয়।

• সরলকাষ্ঠ উত্তেজক ও স্নেহজনক। ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা মধুর, তিক্ত, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ এবং কর্ণ, কর্ণাফি, কফ, বায়ু, দাহ, কাস, মুচ্ছা ও ত্রণনাশক। বিবিধ ঔষধ ও তৈলের সহিত এই কাষ্ঠ ব্যবহার হয়।

শ্রীবাস, গুগ্গুল, অণ্ডক ও ধূনা একত্রে মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে ত্রণের (ক্ষতের) কঠিনত্ব ও বেদনা উপশমিত হয়। চক্রঃ

গন্ধবিরোজা মলম-প্রস্তুতেও ব্যবহার হয়। ইহার প্রলেপে বাগি-ও ফোড়াদি সময়ে সময়ে বসিয়া যায়।

সর্জিকাক্ষার ও সার্জিমাটি ।

ইংরাজীতে ইহাকে কার্বনেট অফ সোডা কহে। কিন্তু প্রায়ই উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। সার্জি নামক বৃক্ষ বিশেষ হইতে পঞ্জাব প্রদেশে এই ক্ষার প্রস্তুত হয়। সার্জিমাটি হইতে ইহা স্বতন্ত্র। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে, ইহাতে কার্বনেট অফ সোডা ভিন্ন সলফেট অফ সোডা ও পটাশাদি থাকে।

ইহার ক্রিয়া যবক্ষারের অনুরূপ, কিন্তু তদপেক্ষা হীন। ইহাতে গুল্ম শূল, অল্পপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য নষ্ট হয়। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা ব্যবহৃত হয়। বাহ্যিক প্রয়োগে দাহক।

সাজিমাটা। মুষ্ণের প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত হয়। দেশী গাবান প্রস্তুত করিতে লাগে। ইহাও একরূপ অবিভক্ত কার্বনেট অক্সোডা, ইহাতে কার্বনেট অক্সোডা ব্যতীত আরও অনেক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। ইহার ক্রিয়া অগ্নিমান্দ্য; বৃকজ্বালা ও পাকশয়ে অল্প হইলে ইহা দ্বারা উপকার দর্শে। চূর্ণ সহ স্থানীক প্রয়োগে দাহক হয়; আঁচিলের উপর দিলে ক্ষত হইয়া তাহা আরোগ্য হয়। কাপড় পরিষ্কারার্থ রজকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সর্জিকাদ্য চূর্ণ। সর্জিকাক্ষার, যবক্ষার, সৈন্ধব, সৌবর্জল, বিট, সামুদ্র ও রোমক লবণ প্রত্যেকে ১ তোলা; লেবু বা ডিমের রসে ভাবনা দিয়া বোদ্ধে শুক করিবে। মাত্রা ১০ রতি, ইহাতে গুল্ম, গ্রহণী, শূল বেদনাদি নষ্ট ও অগ্নির দীপ্তি হয়। শাস্ত্রঃ

সর্জিকাদ্য তৈল। সর্জিকাক্ষার, সৈন্ধব, দস্তীমূল, চিতা, কর্পূর, শৈবাল, অপামার্গ বীজ ও গোমূত্র দ্বারা সাধিত তৈল প্রয়োগে ছষ্ট ব্রণ ও নাড়ী ব্রণ প্রশমিত হয়। ভাবঃ

— আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

সর্জিকাক্ষার, মূলকাক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ একত্রে লেপ দিলে গ্রন্থি ও অর্করূদ নষ্ট হয়। ভাবঃ

সর্জিকচূর্ণ, টাবালেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশ্রাব, বেদনা দাহ নষ্ট হয়। ঐ

যবক্ষার ও সর্জিকাক্ষার অল্প জল সহ গুলিয়া ফোটকের উপর দিয়া রাখিলে উহা ফাটিয়া যায়। সংক্ষেপে

সর্পবিষ, গরল ।

অতি প্রাচীনকালে সর্পবিষ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইত না । অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময় হইতে ইহার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে । ঔষধার্থে কৃষ্ণসর্প বিষই প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।

একটি ঝিনুক, তালপাতায় বাধিয়া সর্পের মুখের মধ্যে দিলে উহা বলপূর্বক ঝিনুকের উপরে দংশন করিবে ও তাহাতে বিষ আসিরা ঝিনুকের উপরে পড়ে । তৎপরে বিষের সিকি পবিমাণ সর্ষপ তৈল দিয়া রৌদ্রে রাখিয়া শুষ্ক করিবে ; তখন ইহার আকার পীতবর্ণ ও দানা দানা হয় । সর্ষপ তৈল দ্বাবাই গরল বিশোধিত হয় । ইহা অন্যান্য ঔষধ সহ জ্বর বিকার ও সন্নিপাত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় ; ইহা অত্যন্ত উত্তেজক ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

১ । সূচিকাতরণ রস । পারদ, গন্ধক, সীসা, কাটবিষ, সর্পবিষ প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া বোহিং মংসা, মহিষ, শূকর, ময়ূর ও ছাগপিতে এক এক বার ভাবনা দিয়া ক্ষুদ্র সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে । সন্নিপাত জরে (স্নায়ু বিরাম জ্বর সহ মাস্তিক বিকার লক্ষণ থাকিলে) প্রযোজ্য । অল্পপান আদার রস ; ঔষধ সেবনের পর মস্তকে জলপটি দিবে । তৈঃ ব

২ । সূচিকাতরণ রস । কাটবিষ, সর্পবিষ ও দাবমুচ প্রত্যেকে ১ ভাগ ; হিম্বল ৩ ভাগ ; একত্রে মিশ্রিত করতঃ পুরোক্ত পঞ্চপিতে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে । ডাবের জল সহ এক বটিকা সেব্য, ঔষধ সেবনের পরে উত্তেজক ক্রিয়া প্রকাশিত হইলে বোগীর গাত্রে তিল-তৈলাদি মর্দন ও শীতল ক্রিয়া করিবে । সন্নিপাত জ্বর ও বিস্মৃতির শেষাবস্থায় প্রযোজ্য । ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ ।

কালানল রস । কৃষ্ণসর্প বিষ, গন্ধক, সৌধকা, কাটবিষ, গোলমরিচ, পিপুল, শুঠ, মোহাঙ্গা, পারদ, লৌহ ও তাম্র প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া পুরোক্ত পঞ্চপিতে ভাবনা দিয়া অবশেষে টাবাকের রসে এক

বার ভাবনা দিয়া যবমাত্রায় মধু ও আদার রস সহ প্রদাতব্য । সন্নিপাত -
জরে সৰ্ব্বপ্রকার উপদ্রব থাকিলেও প্রয়োজ্য । ঔষধ সেবন করাইয়া
রোগীর গাত্রে তৈলাদি মর্দন ও শীতল ক্রিয়া করা কর্তব্য । রস রক্ষ

সৰ্পপ, সিদ্ধার্থ, রাজিকা ।

ত্রিফেরী জাতীয় সিনাপিস য়ালা ও নাইগ্রা নামক ওষধি দ্বয়ের
বীজ । প্রথমটী খেত ও শেখোক্তটী কৃষ্ণসৰ্পপ । ভারতবর্ষের সকল স্থানেই
ইহার চাষ হয় ।

রাসায়নিক তত্ত্ব । ইহাতে স্থায়ী ও উদ্বায়ী দুই প্রকার তৈল,
ও এক প্রকার বীৰ্য্য আছে । ইহার বীজ নিষ্পেষণ দ্বারা শতকরা ৩০ অংশ
তীব্র তৈল নিঃসৃত হয় ।

ক্রিয়া । অল্প মাত্রায় উত্তেজক, আশ্বেয় ও মূত্রকারক ; অধিক
মাত্রায় বমনকারক । ইহার তৈল শবীরে মর্দন করিলে স্বেদোৎপাদক
গ্রন্থি উত্তেজিত হয় ; ইহার উদ্বায়ী তৈলের স্থানিক ক্রিয়া প্রত্যাগ্রতা সাধক ।
সৰ্পপের পত্র আশ্বেয় ।

আময়িক প্রয়োগ । অফিফেণের দ্বারা বিষাক্ত হইলে, সংন্যাস
রোগের উপক্রমে এবং অন্যান্য আবশ্যক স্থলে সৰ্পপ চূর্ণ সেবন করাইয়া
বমন করাইবে । ইহা দ্বারা শীঘ্র বমন হয়, অথচ শরীরের অবসাদন
হয় না । প্রত্যাগ্রতা সাধনার্থ জ্বর, বিহৃচিকা রোগের অবসন্নাবস্থায় কক্ষ,
বক্ষঃ ও উরু আদি স্থানে ইহা বাটিয়া পটী দিবে । এভিন্ন খাসনলীপ্রদাহ
ফুসফুসাবরণ-প্রদাহ, মায়ু শূল ও উদর শূলাদিতে প্রত্যাগ্রতা সাধনার্থ ইহার
আলেপন প্রয়োজ্য । পাকাশয়ের উগ্রতা বশতঃ বমন নিবারণার্থ ইহার
আলেপন মহোপকারক ।

মাত্রা—বমনকরণার্থ সৰ্পপ চূর্ণ ১ কাঁচা, ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান
কর্তব্য ।

প্রয়োগরূপ ।

সর্ষপ পুলটীস । সর্ষপ খইল জলে গুলিয়া ও উক করিয়া বস্ত্র খণ্ড মধ্যে পুরিয়া দিবে । যদি ইহার উগ্রতা বৃদ্ধি কবাব আবশ্যক হয়, তবে লঙ্কা বা সজিনামূল উহার সঙ্গে বাটিয়া দিবে । ইহা প্রয়োগে তৎস্থান আরক্ত ও বেদনায়ুক্ত হইলে প্রয়োগ রহিত করিবে । সর্ষপ খইলের অভাবে শ্বেত সর্ষপ বাটিয়া দেওয়া যায় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

সিদ্ধার্থকাদি । শ্বেত সর্ষপ, হিঙ্গু, বচ, করঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, আতিস, অপরাজিতা, শুঠ, পিপুল, মবিচ, প্রিয়ঙ্গু, শিরীষ, হরিদ্রা, দাকহরিদ্রা সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া পান ও অঞ্জনরূপে উন্মাদরোগে ব্যবহার্য্য । পূর্বোক্ত দ্রব্য ও গোমূত্র দ্বারা ঘৃত পাক করিয়াও ব্যবহার করিলে সফল দর্শে । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

সর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধব বমন করণার্থ প্রয়োজ্য । চক্রঃ

সর্ষপ তৈল, পিপুল, হিঙ্গু, বচ, রসুন একত্রে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে দিলে কর্ণম্মন ও ব্যথা নিবৃত্তি হয় । ভাবঃ

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মসিনা, যব, মূলকবীজ; তত্র দ্বারা পেষণ করিয়া লেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রহি সত্ত্বর বিলুপ্ত হয় ।

সর্ষপতৈল সহ শৈবাল দন্ধ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড নষ্ট হয় ।

সর্ষপ খইল, পিপুল, সজিনারত্নক, মোম, হরীতকী, গোমূত্র পিষ্ট ও ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ দিলে শ্লেষ্মরোগ, শোথ নষ্ট হয় ।

সর্ষপ, জীরা, ভর্জিতহিঙ্গু, শুঠ ও সৈন্ধব সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ১০ রতি মাত্রায় সেবন করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য নিবারিত হয় ।

পূর্ণবামূল, দাকহরিদ্রা, সজিনামূল, শুঠ ও সর্ষপ একত্রে কাঁজি দ্বারা বাটিয়া পূলেপ দিলে বেদনা ও ফুলা উপশমিত হয় । শাধঃ

সবেদা, সফেদা ।

অধিশুক কার্বনেট অফ লেড । বাছানো পাওয়া যায় ; রং করিতে ব্যবহার হয় ।

স্থানীক ক্রিয়া সংকোচক, আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয় না । কোন স্থানের চর্ম্মা উষ্ণতা ক্ষত হইলে ও দক্ষ ক্ষতাদি শুষ্ক করণার্থ প্রযোজ্য । সফেদা ৩২ বতি, মোমের মনন আদ ছটাক মিশ্রিত কবিত্তা মলমাকাবে বা শুষ্ক চূর্ণ প্রযোজ্য ।

সাণ্ড, সাণ্ডালিনা ।

পালমেসী জাতীয় গণেশ লিভিস নামক বৃক্ষ । স্তন্যদ্রা ও মলক প্রাণে অপরাধ জন্মে । ১৫১০ বৎসর পরে এই বৃক্ষ পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হয় এবং তখন নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় উৎপাদন কর্তৃক হয় । সাণ্ড বাতির করিতে হইলে বৃক্ষকে ছেদন করতঃ লম্বালম্বি তিরিয়া মজা বাহির করিয়া লইতে হয় ; অনন্তর ঐ মজা চূর্ণ করতঃ চালুনি দ্বারা উত্তমরূপে চালিয়া ও গুলিয়া মণ্ডের মত করিতে হইবে । ঐ মণ্ডকে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লইলেই দানার মত সাণ্ড প্রস্তুত হয় ।

ক্রিয়া । অল্প পুষ্টিকারক, সহজ পাচ্য, এজন্য বিবিধ তন্ময় রোগে লঘু পথ্য প্রয়োজন হইলে ইহা ব্যবহৃত হয় । জ্বলে বা তুষ্কে শিক করিয়া সেবনার্থ বিধান করিবে ।

সাপসন্দ ।

কনভলভিউলেসী জাতীয় এক প্রকার ফারবাইটিস বৃক্ষের বীজ । উত্তর পশ্চিমাক্ষলে যথেষ্ট জন্মে । বাঙ্গালার দেশে চাষ কবিলেও উত্তমরূপ হয় । প্রতি ফলের মধ্যে তিনটি বীজ থাকে, তাহা পিঙ্গলাভ লালবর্ণ এবং উহাতে কেশবৎ সূত্র থাও থাকে । জলে গুলিলে এই বীজ ক্ষীণ হয় ও একরূপ গেল দ্রব্য নিঃসৃত হয় ; এই বীজ রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিতে হয় ।

ক্রিয়া । মুহু বিসেচক ও বলকারক । বীজ চূর্ণ সহজেই অগ্নে ক্রিয়া দর্শায় । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যবন চিকিৎসকেরা নানাবিধ চর্মরোগে ইহা ব্যবহার করেন ও তাহাতে স্ফুল উপলব্ধি হয় বলেন । কুষ্ঠরোগে ইহা ব্যবহার হয় । ১০ রতি হইতে ১৫ বতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ইহাব ক্রিয়া অগ্নে দর্শাইয়া পেট কামড়ান ও বমন না হইয়া ২০ বার তবল মল নিঃসৃত হয় । বিরচনার্থ কালাদানা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ ।

সাবান ।

এতদ্বশে একরূপ সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা সচবাচর সকল বাজারেই পাওয়া যায় এবং রোগকেরা বস্ত্র দৌত করণার্থ ব্যবহার করে ।

প্রস্তুত করণ । সাদা উত্তম সাজিনাটী, কলিচূর্ণ ও নারিকেল তৈল ; ইহাদের সমান সমান অংশ একত্র করিয়া জল দিয়া গুলিতে হয় । অনন্তর ঐ গোলাকে অগ্নির উপর চড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইতে হয়, ফুটাইবার সময়ে হাতা দ্বারা উহাকে অনবরত নাড়িতে হয় । কিয়ৎক্ষণ পরে উহা কিঞ্চিৎ গাঢ় হইয়া এক পুকাশ আঠার ন্যায় হইয়া উঠে কিন্তু তখনও উহাতে কিঞ্চিৎ জল ভাগ থাকে । ঐ জল পৃথক কবিত্তে হইলে উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিতে হয় । লবণ দ্রবীভূত ও জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়ে, স্তরান্ত ঘন পদার্থটা উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে ; তখন উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া শীতল করিলেই বিলক্ষণ গাঢ় লইয়া উঠে এবং উষ্ণোষ্ণ ছাঁচে ঢালিয়া লইয়া বিন্ধাধাকার করা যায় । শোধিত স্নাত্তে ইহা সম্পূর্ণ দ্রব হয় ।

ক্রিয়া । অগ্ননাশক, স্নিগ্ধকারক, স্থানীক কোন উগ্রতা পুকাশ করে না ।

আময়িক প্রয়োগ । বিবিধ দ্রাবক দ্বারা বিষাক্ত হইলে বিষনাশার্থ ও স্নিগ্ধ করণার্থ সাবান বিধেয় । অজীর্ণ রোগে, পুকাশয় মধ্যে

অগ্নাধিক্য হইলে তন্নিবারণার্থ সাবান ব্যবস্থেয়। দ্রাবক দ্বারা কোন স্থান দক্ষ হইলে সাবানের দ্রব স্থানীক প্রয়োগ করা যায়। সাবান ও শর্করা একত্রে ত্রণের উপর আলেপন প্রয়োগ করিলে শীঘ্র পুঁথোৎপাদন করে। নানাবিধ চর্মপীড়ায় ইহা দ্বারা ধৌত করা উপকারক ; মচকান ও পুবাঁতন বাতবেদনাতে ইহার মর্দন উপকার করে। মাত্রা ২ হইতে ২০ রতি ।

প্রয়োগরূপ ।

সাবান মর্দন । সাবান ১ ছটাক ১ কাঁচা, কর্পূব ৩ কাঁচা, শোধিত সূরা ২ ছটাক, পবিশ্রুত জল ১ ছটাক। জল এবং সূরা একত্র করিয়া তাহাতে অন্যান্য দ্রব্য দ্রব করিয়া লইবে। মর্দনার্থ বাহ্য প্রয়োগ করা যায়, অহিফেন মর্দন প্লেস্ত ত করিতে ব্যবহৃত হয়।

সাবান পলস্ত্রা । সাবান চূর্ণ ৩ ছটাক, মুদ্রাশাখ পলস্ত্রা ১ সের ২ ছটাক, ধূনা আধ ছটাক। মুদ্রাশাখ পলস্ত্রাকে অগ্নি সস্তাপে গলাইবে, পরে বুজন ও সাবান গলাইয়া তাহার সহিত মিলাইয়া অনবরত বিলোড়িত করিবে, যে পর্য্যন্ত না উপযুক্ত ঘন হয়।

শালেপ মিশ্রি ।

অর্চিডী জাতীয় অর্চিস মাসকিউলা নামক বৃক্ষের মূল্য।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডাবস্থায় প্রাপ্য। অসমান, কঠিন, শৃঙ্গবৎ এবং অর্ধ স্বচ্ছ, ঈষৎ পীতবর্ণ, অতীব গন্ধ, আত্মাদে নির্ঘাসবৎ। ইহাতে ব্যাসোরিণ, দ্রবশীল গাঁদ এবং খেতসার আছে। ৬০ ভাগ ক্ষুটিত জলে দ্রব হয়। কাশ্মীরের শ্যালেপ মিশ্রী উৎকৃষ্ট এবং তথাকার বণিকেরা ইহা হরিদ্বারের বাজারে বিক্রয় করে।

ক্রিয়া । অত্যন্ত পোষক ও স্নিগ্ধকারক। হ্রস্বল ব্যক্তি ও পীড়িত শিশুদের পক্ষে উত্তম পথ্য। সাগুর ন্যায় ইহা পীড়িত ব্যক্তিদের পথ্যরূপে ব্যবহার করা মাইতে পারে। দেশীয় চিকিৎসকেরা বলেন যে, ইহার কামোদ্দীপক গুণ আছে।

প্রয়োগরূপ ।

কাথ । সালপেট্রিস চূর্ণ পাঁচ আনা, জল চারি ছটাক, সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা যথেষ্ট ।

সাসাফ্রাস (নেপাল) ।

লরেন্সী জাতীয় ক্যাম্ফরা গ্লাউউলিফেরা নামক বৃক্ষ। নেপালে জন্মান। ইহা আমেরিকা দেশোৎপন্ন সাসাফ্রাসের সমান। ধনী-লোকেরা চর্কণার্থ পানের সঙ্গে ব্যবহার করেন। ইহা উত্তেজক ও শ্বেদজনক। ইহার এই গুণ স্থায়ী তৈলের উপর নির্ভর করে।

সিজ, মনসাসিজ, বজ্রী, স্নুহি, সেহুও ।

ইউফবিয়েনীয় জাতীয় ইউফবিয়া নেরিফোলিয়া ও এন্টিকোরম নামক বৃক্ষ। শেষোক্ত বৃক্ষকে বাঙ্গালার তেঁকটা সিজ বলে। ভারত-বর্ষের সকল স্থানেই সচরাচর জন্মে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহার দুগ্ধবৎ রস বিরেচক ও কুমিনাশক এবং ইহার পাতাব রস মূত্রকারক ও শৌষক । নিম্নের তৈল বা অন্য কোন তৈলের সঙ্গে ইহার রস মিশ্রিত করিয়া বাতবেদনা বা তজ্জনিত অঙ্গ সংকোচন ব্যাধিতে প্রয়োজিত হয়। সিজের আঠা ২।৩ ফোটা মাত্রায় অল্প চিনির সঙ্গে সেবনে বিরেচক হয়। ইহার বিরেচন ক্রিয়া অত্যন্ত উগ্র, অতএব বিশেষ সাবধানতা সহকারে ইহা ব্যবহার করা কর্তব্য। মনসাসিজের পাতার রস খাস কাশ উপশমার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাং এমেস্বরী ছয় জন খাসাক্রান্ত রোগীকে ইহা প্রদান করিয়া সুফল লাভ করিয়াছিলেন। সাবধানে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিবে। ইহার মূল গোলমরিচের সহিত বাটিয়া সর্প দংশনে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার হয়; কিন্তু ইহাতে ক্রুরূপ ফললাভ হয়, তাহাব কোন স্থিরতা নাই। ইহার পাতার রস জঁধুক্ষ করিয়া

কর্ণের ভিতর দিলে কাশূল উপশমিত হয়। পাতা উষ্ণ করিয়া তলপেটে দিয়া রাখিলে মূত্রকারক হয়; ইহার ছুঙ্কবৎ রস আঁচিলে দিলে তাহা আরোগ্য হয়। এই বসেব উপদংশবিষয় গুণ আছে বলিয়া কথিত হয়; ডাং জেস্ট ইহা ২ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিয়া পরিবর্তক গুণের পরিচয় পাইয়াছেন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা বেচক, দীপক, কটু, তীক্ষ্ণ এবং শূল, অস্তিলিকা, আধ্মান, কফ, গুল্ম, উদর, বায়ু, উন্মাদ, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, পাণ্ডু ব্রণ শোথ, জ্বর ও প্লীহানাশক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

বজ্রক্ষার । সামুদ্র, সৈন্ধব ও করকচ লবণ, যবক্ষার, সৌবর্জল, সোহাগা, সর্জিকাক্ষার সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে সিঁজ ও আকন্দের আঠায় তিন দিন ভাবনা দিয়া ও আকন্দের পত্রে বেঁধেন করতঃ ভাঙে রাখিয়া পুটপাক করিবে। পশ্চাৎ ইহা চূর্ণ করিয়া তীব্রসঙ্গে গুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, যমানী, জীরা, চিতা চূর্ণ (মিলিত) পূর্বোক্ত ক্ষার সমূহের সমান লইয়া মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ২—১ তোলা মাত্রায় জল সহ সেব্য। ইহাতে গুল্ম, শূল, অজীর্ণ, উদরী, শোথ, উদাবর্ত প্রভৃতি নষ্ট হয়। এই ঔষধ বাতাদিকো জন্মকৃষ্ণ জল, পিত্তাদিকো ঘৃত, কফাদিকো পোমুত্র ও ত্রিদোষজ রোগে কাঁজি সহ সেব্য। ভাবঃ

নারাচ স্নাত । সিঁজতৃষ্ণ, দস্তী, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেইড়ী ও চিতা প্রত্যেকে ২ তোলা; ঘৃত ১ সের, পাক করিবে। মাত্রা ১—২ তোলা, জল সহ সেব্য; পরে উষ্ণ জল পান করিবে। ইহাতে উদরী রোগ প্রশমিত হয়। ঔঃ

বিন্দু স্নাত । ঘৃত ৪ সের, সিঁজের আঠা ৪৮ তোলা; আকন্দের আঠা ১২ তোলা, একত্রে পাক করিবে। ইহার যে কয় বিন্দু সেবন করা যায়, সেই কয়বার বিরেচন হয়। গোতৃষ্ণ, কুলথ কাথ ও উষ্ণোদক সহ ইহা সেব্য। এই স্নাত নাভিতে পুলেপ দিলেও বিরেচন হয়। ইহাতে গুল্ম, উদরী, শূল, কুষ্ঠ, উদাবর্ত ও আধ্মান নষ্ট হয়। শাকঃ

বার্তাকু গুড়িকা । সিঙ্গ বৃক্ষের কাণ্ডের বন্ধল ৩ পল, সৌবর্জল, সৈন্ধব ও বিট লবণ ৩ পল ; বার্তাকু ৩২ তোলা, আকন্দমূলের ত্বক ১ পল, চিতা ১ পল, একত্রে দধি করিয়া বার্তাকুর রসে মাড়িয়া গুড়িকা করিবে । আত্মাবের পর ইহা সেবন করিলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক, গ্রহণী, শ্বাস কাস ও অর্শ নষ্ট হয় । ভাবঃ

স্নিহিত্ত্বাদি তৈল । সিঙ্গের আঠা, আকন্দের আঠা, কুশ-
লাঙ্গলী, ভঙ্গরাজ, কাটবিষ, কুঁচ, ইন্দ্রবারুণীমূল, শ্বেতসর্ষপ, বচ এবং
চাপ ও গোমূত্র দ্বারা তৈল পাক করিবে । এই তৈল মদনে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট
ও কেশপতন নিবারণ হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

সিঙ্গ বা আকন্দেব আঠাব সহিত পিপুল, সৈন্ধব, কুড ও শিরীষ ফল
মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে মলদ্বারের অর্শ নষ্ট হয় । ভাবঃ

তেউড়ী, পিপুল, হবীতকী, সিঙ্গের আঠায় ভিজাইয়া ও গুন্ধ করিয়া
সেবন কবাইলে বিবেচন হয় ।

হরিদ্রা চূর্ণেব সহিত সিঙ্গের আঠা মিলাইয়া লেপ দিলে অর্শ নষ্ট
হয় । চক্রঃ

দারুহরিদ্রা চূর্ণ সহ সিঙ্গ ও আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া বর্জি প্রস্তুত
করতঃ স্থানীক প্রয়োগে ভগন্দর ও নালী ক্ষত আবেগ্য হয় । এ

সীসা, সীসক ।

সীসা শোধন—বঙ্গের নায় । তাহুল রস সংপিষ্ট মনঃশিলা দ্বারা
সীসার পাত লেপিয়া মুচীর মধ্যে করিয়া পোড় দিবে । এইরূপ ৩২ পোড়ে
সীসা ভস্ম হয় ।

মৃৎপাত্রে সীসা গালাইয়া তাহাতে অশ্বথ ও তৈতুল ছাল চূর্ণ (সীসার
৪ অংশ) দিয়া লৌহ দারুণী দ্বারা অনবরত নাড়িতে হইবে ; তাহা হইলে
এক প্রহরে সীসা ভস্ম হয় । উক্ত ভস্ম ও তৎসম মনঃশিলা কাঁজিতে পেষণ
করিয়া সরাব সংপুষ্টে রাখিয়া গঁজপুষ্টে পোড় দিবে ; এইরূপ ৬ পোড়ে
সীসা ভস্ম হয় ।

ইহার গুণ—মেহনাশক, কামোদ্দীপক ও আশ্লেয় । অন্যান্য ঔষধেব সঙ্গে ব্যবহার হয় ।

সিন্দুরজৈ, রেড্, অকসাইড অফ লেড কহে, ইহা বিবিধ চন্দ্ররোগে বাহ্যিক প্রয়োজন ।

সিন্দুরাদ্য তৈল । সিন্দুর ৪ তোলা, জীরা ৮ তোলা, সম্বর্ণ তৈল ১ সের, জল ৪ সের, পার্ক কবিবে । ইহাতে পামা নষ্ট হয় । চক্রঃ

শুরমা ও সীসা । ইহা বিবিধ চক্ষু বোগে ব্যবহৃত হব । সোণী-রাঞ্জন দেখ ।

সুকমুনিয়া ।

কনভলভিউলেন্সী জাতীয় কনভলভিউলস স্ক্যামোনিয়া নামক বৃক্ষের ফল । লিবান্ট ও সিরিয়া দেশে জন্মস্থান । গুজরাট প্রদেশে ডাং রসবর্ণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

মূলের প্রথমাংশে অস্ত্রাবাত করিলে রস বাহির হইয়া গোলাকারে জমিয়া থাকে, ইহাতে সচরাচর স্নেতসার ও নানা প্রকার অবিগুহ্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে । বিভূদ্ধাবস্থায় ইহাকে ভর্জিন স্ক্যামনী কহে ।

ইহা প্রবল বিরেচক, জেলাপ অপেক্ষা ক্রিয়া মতেজ কিন্তু আশ্বাদনে তত অতৃপ্তিকর নহে । ইহা দ্বারা সময় সম্বর্ণ পেট কামড়ায় । অস্ত্রের উদ্দীপনা ও প্রদাহাবস্থায় ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ । উদরী রোগে জলবৎ ভেদ করণার্থ ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

সুখদর্শন, বড়কানুর ।

স্যামারিলিডেসী জাতীয় ক্রিমিন এসিয়াটিকম্ নামক বৃক্ষের মূল । কনকন, ঘাট, জাবাবীপে জন্মে । বাঙ্গালা দেশে ক্রিমিন টক্সিকেরিয়ম জন্মে । ডাং ওসানেন্সী এই উভয়কে এক জাতীয় বৃক্ষ বলেন এবং ডাং রসবর্ণ ও বিড়ী ইছাদিগকে বিভিন্ন বলেন ।

ক্রিয়া । বমনকারক, বিবমিষাজনক, শ্লেদজনক । ডাং ওসানেন্সী,

ইহার বমনকারক গুণ; ডাঃ হার্সফিল্ডের নিকট অবগত হইয়া পরীক্ষা করেন এবং দেশীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য বিবেচনা কবেন। কোন্ প্রকার বৃক্ষ তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরতা নাই; কারণ তাঁহার গ্রন্থে উভয়ই একত্রে বর্ণিত হইয়াছে। স্থূলাকার মূল ও পত্রের মাদক দ্রব্যের ন্যায় গন্ধ এবং তরুণাবস্থায় উৎপন্ন বমনকারক। তরুণ বৃক্ষ বাটিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া যে রস পাওয়া যায়, তাহা সেবনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বমন হয়। অল্প মাত্রায় শ্বেদজনক ও বিণমিষাজনক। ইহা ব্যবহারে কখন কুফল উপলব্ধি হয় নাই। গুরু মূলও প্রবল বমনকারক কিন্তু তরুণ মূল অপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় প্রযোজ্য। পত্র বাটিয়া এর শুঁ তৈল সহ আঙ্গুল হাড়ায় আলেপনরূপে ব্যবহার্য। কণ্ঠশূলে ইহার রস কর্ণে দিলে বেদনা আরোগ্য হয়। ইহা স্কুইলের অনুকূপ ধর্ম্মশালী।

প্রয়োগরূপ ।

সুখদর্শন রস । সুখদর্শন মূল (স্বরস) ১ কাঁচা, শীতল জল ১ ছটাক। প্রথমতঃ মূলকে কুটিত করিবে, পবে ক্রমশঃ জল সংযোগ করিবে; অবশেষে বস্ত্র দ্বারা নিষ্কড়াইয়া লইবে। মাত্রা ২।৪ ড্রাম। ২০ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বমন না হয়।

সুখদর্শন পাক । সুখদর্শনের সরস মূল ৪ ছটাক, ক্ষুটিত জল ১০ ছটাক, শর্করা অর্দ্ধসের; জলেতে ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত মূল ভিজাইয়া পরে কুটিত করিয়া ছাঁকিবে, অবশেষে মূহ সত্তাপে শর্করা দ্রব করিবে। মাত্রা ১।২ ড্রাম। বালকদিগের জন্য ব্যবহার্য কবা যাইতে পারে। ইপিক্যাকের পরিবর্তে বমন করণার্থ প্রযোজ্য।

সুপারি, গুবাক, পূর্ণ ।

পালমেসী জাতীয় য়ারিকা ক্যাটিকিউ নামক বৃক্ষের ফল। পূর্কোপস্বীপ সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জে ইহার জন্মস্থান। এক্ষণে ভাবতবর্ষের সর্ব প্রদেশেই প্রায় বোপিত হইয়াছে।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ । সংকোচক। ইহাতে ট্যানিক ও গ্যালিক

এসিড আছে। ইহা পানের সঙ্গে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সুপারি, খদির্ব, কপূর, গন্ধবোল ও চাখড়ি চূর্ণ সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহা দস্তে মাজনরূপে লাগাইলে দস্ত ও মাড়ির শিথিলতা নষ্ট হইয়া উঠাবা দৃঢ় হয়। উদরাময় রোগে ডাং শর্ট ইহার চূর্ণ ৫—৮ রতি মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন। কেবল সুপারি (চিকি) দন্ধ ও চূর্ণ করিয়া দস্তমূলে লাগাইলেও দস্তমূল শক্ত ও রক্তস্রাবাদি বন্ধ হয়। সুপারির খোলা দ্বারা স্প্লিন্টের কার্য সাধিত হইতে পারে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা রক্ষ কষায়, কফপিত্ত, মাদক, দীপক, কচা ও আস্য বৈরস্যানাশক। সুপারি ভক্ষণ জন্য মস্ততা উপস্থিত হইলে অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করা উচিত। অপর সুপারি ঈষৎ রেচক ও বায়ুনাশক। সুপারি দল কাঁচাবস্তায় মাদক। এই ফল শুষ্ক করিয়া পানের সঙ্গে চর্ষণার্থ ব্যবহৃত হয়; ইহা দ্বারা মুখের চর্গাক নিবারণ ও মাড়ি শক্ত হয়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

রতিবল্লভ পূগপাক। সুপারি ১০ পল, দ্বিখণ্ডিত করতঃ জলে সিদ্ধ করিবে; পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া লইবে। এই চূর্ণ উঠাব আট গুণ চুন্ধে সিদ্ধ করিবে, তৎপরে উঠাতে ঘৃত ১ সেস, চিনি ৫০ পল দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ছোট এলাচ, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, সিঁদি, জায়ফল, কপিথ, তেজপত্র, জাতীপত্র, দারচিনি, গুঠ, বেনারমূল, সুগন্ধ বালা, মুতা, ত্রিফলা, বংশলোচন, আলকুশীবীজ, দ্রাক্ষা, কোকিলাক্ষবীজ, গোক্ষুবীজ, মহাখজুর, ক্ষীরখজুর, ধনে, কেওর, যষ্টিমধু, পাণিফল, জীরা, বড়এলাচ, যমানী, পদ্মবীজকোষ, জটামানী, গুলফা, মেগি, ভূমিকুয়াণ্ড, তালমুলী, অশ্বগন্ধা, কর্কর, নাগেশ্বর, মরিচ, পিয়ালবীজ, শাখা লীবীজ, গজপিপুল, পদ্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লবঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল এবং রসসিন্দুর, বঙ্গ, সীসা, লৌহ, অভ্র, মৃগনাভি ও কপূর প্রত্যেকে ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে। পরে ৪ তোলা প্রমাণ মোদক বাধিবে, ইহা সেবনে অত্যন্ত ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধি হয়। ভাব:

সুরিণজন, সরিণ্জন ।

লিলিয়েসী জাতীয়, অজ্ঞাত বৃক্ষের বর্দ্ধিত মূল । ইহা দুই প্রকার ।

১ম তিক্ত সুরিণজন, ইহা কাশ্মীর হইতে আনীত হয় ।

২য় মিষ্ট সুরিণ্জন, ইহা আনবদেশ হইতে আনীত হয় । ইহা কল্চিকম জাতীয় বৃক্ষের সম্বন্ধস্বী, তৎপরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য ।

ক্রিয়া । মূত্রকাবক এবং অবসাদক । তিক্ত সুরিণ্জন হইতে এক প্রকার সিক্তা মিশ্রিত অরিষ্ট প্রস্তুত হয় এবং তাহা দ্বারা নিঃশ্রবশীল যন্ত্রের আবণ ক্রিয়া বৃদ্ধি হয় । ইহা দ্বারা চক্ষের ক্রিয়া উত্তেজিত ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হ্রাস হয় ।

আময়িক প্রয়োগ । কল্চিকমের ন্যায় শিবিদ বাত রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে । যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য ও কোন কোন উদরীরোগে ব্যবহাবে উপকার হয় । ইহার অবসাদনকর গুণ থাকা প্রযুক্ত, ইহাকে সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে ।

এই ঔষধ পশ্চিমাঞ্চলীয় যবন চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন ; কিন্তু ইহাদের কল অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে অবগত হন নাই, অতএব পরীক্ষা করিয়া ব্যবহাব কর্তব্য ।

প্রয়োগরূপ ।

সুরিণজনের অরিক্ত । তিক্ত সুরিণজন চূর্ণ ২।০ ছটাক, সুরা পাঁচ পোয়া ; সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা ৫—২০ মিনিম ।

হেঁকো, দারমুচ, সাম্বলক্ষার, শঙ্খবিষ ।

ইংরাজীতে ইহাকে হোয়াইট আর্সিনিক কহে । ইহা চীন, জাভা, ব্রহ্মদেশ ও পারস্য উপসাগর হইতে এতদ্দেশে আনীত হয় । ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, প্রাচীন আর্ষ্যায়ুর্বেদ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই । অগেকারূপ আধুনিক গ্রন্থ ভাবপ্রকাশাদিতে ইহার বর্ণনা আছে । সূক্ষ্মত ফেণাস্ম ভস্ম নামে একটি ঔষধের বিবরণ আছে, কিন্তু তাহা প্রকৃত

সেঁকো বা হরিতাল ভস্ম, তদ্বিষয়ে বিস্তর সন্দেহ আছে । হরিতাল ভস্মেব বর্ণও হেত ।

সেঁকো, লেবুর রস বা কদলীমূলের রসে ভিজাইয়া রাখিলে বিগুদ্ধ হয় । ইহা এতদেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক জ্বরাদি রোগে ব্যবহৃত হয় ।

ক্রিয়া । অল্পমাত্রায় পরিবর্তক, বলকাবক ও পর্শায়-নিবারক । বাহ্য প্রয়োগে পচন-নিবারক ও দাহক । অধিক মাত্রায় উগ্র প্রদাহিক ও দাহক বিষক্রিয়া করে । বিষ মাত্রায় সেবন করিলে অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টাব মধ্যেই বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায় । কচিং ৫৭ ঘণ্টা বিলম্বে, কচিং বা কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রকাশ পায় ।

বিষাক্ত হওনের লক্ষণ—পাকাশয় প্রদেশে জ্বালা ও বেদনা, হস্ত দ্বারা চাপিলে বেদনা বৃদ্ধি, বিবিম্বা, বমন, ভেদ, ভেদ বমনেব সহিত সরক্ত শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ওষ্ঠ, মুখ ও গলদেশে জ্বালা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, মুখ গহ্বরবস্ত্র শৈথিল্যক বিল্লী রক্তবর্ণ, মলদ্বারে বেদনা ও প্রদাহ, উদর প্রদেশে কঠিন, ক্ষীত ও স্পর্শে বেদনায়ুক্ত, শরীর উষ্ণ অথবা শীতল, পাণ্ডুরণ এবং ঘর্মাভিমিত্ত, নাড়ী ক্ষীণ, ক্রম, বৈষম্যাদোষযুক্ত বা অননুভবনীয়, স্থানগতি আয়াস-সাধ্য, জ্বংকম্প, মূচ্ছা, অবসাদ, হিক্কা, আক্ষেপ, ধমুংষ্টকার, প্রলাপ, পক্ষাঘাত অবশেষে মৃত্যু । কখন কখন ভেদবমন ও প্রদাহাদি না হইয়া রোগী এককালে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং মূচ্ছা, তন্দ্রা ও আক্ষেপাদি উপস্থিত হয় । ১ বা দেড় রতি মাত্রাতেই বিষক্রিয়া করে ।

শবচ্ছেদ । পাকাশয় ও অন্ত্রস্থ শৈথিল্যক বিল্লীতে প্রদাহ চিহ্ন, কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোনস্থান গলিত, কোথায় রক্ত নিঃসৃত, কোথা বা ক্ষত দৃষ্ট হয় ।

বিষ-চিকিৎসা । বমনকারক ঔষধ ও ষ্টমাক পম্প দ্বারা পাকাশয় দৌত করিবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে শীতল পানীয় সেবন করাইবে । অন্ত্র পরিষ্কার জন্য এরও শীতল বিধান করিবে । বিষনাশার্থ অক্ষার, আর্দ্রক, পার-অকসাইড্ অফ্ আয়রন, অধঃপাতিত হাইড্রেট অফ ম্যাগনেসিয়া এং চূর্ণেব

জন বিধেয়। যে পরিমাণে বিষ সেবন করা হইয়াছে, তাহার বিংশতি গুণ পাব অক্সাইড অফ্‌ আয়রন পুনঃ পুনঃ বিধান করিবে, অভাবে কার্বনেট অফ্‌ আয়রন দেওয়া যায়। আঙ্গিক উগ্রতা নিবারণার্থ অহিফেন মর্হোষধ। অবসরাবস্থায় উত্তেজক বিধেয়।

আময়িক প্রয়োগ। কুষ্ঠ, সর্পদংশন (এবং হৃদম্য পর্যায়-স্বরে ও মায়ুশূলে উপকারক। পুরাতন ও বিবিধ চর্ম্মরোগে ব্যবহার হয়।

মাত্রা ১. হইতে ১৫ গ্রেণ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

জ্বর ব্রহ্মাস্ত্র। সৈকো ২ তোলা লইয়া তিন দিবস গোমূত্রে ও এক দিবস কুকসিমের বসে ভিজাইয়া রাখিবে; পরে শীতল জলে ধৌত করিবে। ইহা এক সর্ষপ পরিমাণ জ্বর আসার পূর্বে চিনির (বাতসা) মধ্যে পুবিষা সেব্য। এইরূপ তিন দিবস সেবন করিলে তরুণ ও প্রাচীন জ্বর নষ্ট হয়। সংসে:

দারু ব্রহ্ম রস। সৈকো, হিঙ্গুল, ধূতুবীজ ও পিপুল প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া লেবু বসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বাটকা করিবে। ইহা স্বল্প-বিবাম জ্বরে কম্প, প্রলাপ, অধিক ঘ্রদস্রাব, উষ্ণাতিশয্য ও শ্বাসকষ্ট থাকিলে প্রযোজ্য। একবার মাত্র সেব্য। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, ইহাতে যে পরিমাণ সৈকো থাকে তাহাতে অনিষ্ট হওয়ায় সম্ভব; অতএব সৈকোর মাত্রা কম করা উচিত। ঐ

চণ্ডেশ্বর রস। পারদ, গন্ধক, কাটবিষ, তাম্র, সৈকো প্রত্যেকে সমভাগ; লেবুর রসে ৬ ঘণ্টা মর্দন করণানন্তর ৭ দিন আদার রসে ও ৭ দিন নিসিন্দা পত্র রসে ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বাটকা প্রস্তুত করিবে; জ্বরে আদার রস সহ সেব্য। ইহা সেবনের পর রোগীর গাত্রে তৈল মর্দন, অগুরুচন্দন লেপন ও সুশীতল জলে স্নান, হৃৎক পান ও মংস্য সেবন বিধেয়। ভৈঃ র

সৈন্ধব লবণ।

শ্বেতবর্ণ সৈন্ধব লবণই ঔষধার্থে প্রযোজ্য। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা স্বাদু, দীপন, পাচন, লঘু, স্নিগ্ধ, কক্ষ, কচা, বুয্য ও ত্রিদোষ নাশক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

১। বড়বানল চূর্ণ। সৈন্ধব, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঠ ও হরীতকী সমভাগ চূর্ণ; একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহাতে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়। ভাব:

২। বড়বানল চূর্ণ। হরীতকী, শুঠ, কৃষ্ণজীবা, করঞ্জ, বিষ ও চিতা সমভাগ; সর্ব সমান চিনি। অতি গুরু দ্রব্যও ইহা সেবনে পরিপাচিত হয়। ঐ

সৈন্ধবাদ্য নস্য। সৈন্ধব, সজিনার বীজ, সর্ষপ, কুড়, ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তন্দ্রা নিবারণার্থ নস্য দিবে। ঐ

সৈন্ধবাদ্য তৈল। সৈন্ধব ২, শুঠ ৫, পিপুল মূল ২, চিতা ২ এবং ভেলা ২০ পল; কাঁজি ৩২ সের, এরও তৈল ২০ সের, যথারীতি পাক করিবে। ইহাতে গুণ্ডসী, উরুগ্রহ ও বিবিধ বাতব্যাধি নষ্ট হয়। ঐ

২। সৈন্ধবাদ্য তৈল। সৈন্ধব, অর্ক, মরিচ, চিতা, ভূঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা সিন্ধু তৈল প্রয়োগে নাড়িত্রণ পুরিয়া উঠে। ঐ

৩। বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল। সৈন্ধব, গজপিপুল, রান্না, গুলফা, ঘমানী খুনা, মরিচ, কুড়, শুঠ, সচল ও বিট লবণ, বচ, বনঘমানী, গন্ধভাদালে, কুড়, যষ্টিমধু ও পিপুল প্রত্যেকে ৪ তোলা; এরও তৈল ১০ সের, গুলফার কাথ ১০ সের, কাঁজি ৮ সের, দধির মাত ৮ সের; মৃৎ অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাতে আমবাত, কটী, জাহ্নু, সন্ধিজ শূলাদি নষ্ট হয়। ঐ

মহা সৈন্ধবাদ্য তৈল। সৈন্ধব, বিট, সচল লবণ, বচ, বামনহাটী, যষ্টিমধু, শালপাণ, ত্রিকলা, দেবদারু, শুঠ, শঠী, ধনে, কৃষ্ণজীবা, কটফল, কুড়, বনঘমানী, আতিস, এরও মূল, নীলবৃক্ষ, নীলোৎপল (হুঁদিপুষ্প) কঙ্কার্থ; এবং কাঁজি দ্বারা তৈল (এরও) পাক করিবে। এই তৈল পান, অভ্যঞ্জন ও নস্যরূপে ব্যবহার করিলে আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ঐ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

সৈন্ধব, মনঃশিলা ও মরিচ চূর্ণ, মধু সহ অঞ্জন দিলে জ্বরের মুচ্ছা
অপনোদিত হয় । তাৎ :

সৈন্ধব ও টাবালেবুর কেশর মুখে ধারণ করিলে জ্বরের অকুচি
আরোগ্য হয় । এ

সৈন্ধব সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলের সহিত নস্য দিলে জ্বরের হিকা আরোগ্য
হয় । এ

সৈন্ধব ও কুড় কন্ধ দ্বারা বিপাচিত তৈল মর্দন করিলে বিষটিকার
খালধরা নিবারিত হয় । এ

সৈন্ধব, শুঠ, ছোটএলাচ, হিঙ্গু ও বামনহাটী চূর্ণ; ঘৃত সহ লেহনে
শিশুর আনাহ ও শূল নষ্ট হয় ।

সৈন্ধব, পিপুল, পিপুলমূল, শর্করা, ছোটএলাচ ও মধু একত্রে লেহন
কবিলে শিশুর মূত্রাঘাত নষ্ট হয় । এ

সোনা মুখী, নোনা পাতা ।

লিগিউমিনোসী জাতীয় কেসিয়া ল্যান্সিয়োলেটা নামক বৃক্ষের শুষ্ক
পত্র । সিন্ধু প্রদেশ, পঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য স্থানে জন্মে । নানা
প্রকার কেসিয়া বৃক্ষ এদেশে জন্মে । ইহাতে এক প্রকার বায়ী তৈল ও
ক্যাথাটিন নামক বীৰ্য্য আছে । যে সকল সোনা মুখীর পাতা আন্ত আন্ত
থাকে ও যাহা পরিষ্কার, ভঙ্গুর, দ্বিষৎ হরিতবর্ণ বা পীতবর্ণ ও বিশেষ
গন্ধযুক্ত, তাহাই উৎকৃষ্ট ও ব্যবহারযোগ্য ।

ক্রিয়া ও আনয়িক প্রয়োগ । বিবেচক, অনান্য রোচক ঔষ-
ধের সঙ্গে প্রয়োজ্য । ইহা বালক, শিশু ও স্ত্রীদিগের পক্ষেও প্রশস্ত,
কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ, জ্বর ও প্রদাহাদি রোগে বিরোচনার্থ ব্যবহার্য্য । চূর্ণের
মাত্রা ৫—১০ রতি, সোনা পাতার ফাণ্ট ছন্ধ ও তিলি সহ চার মত সেবন
করিলে বিরোচন হয় । এইরূপ উপায়ে সেবন করার সুবিধা এই যে, ইহার
আম্বাদ অতৃপ্তিকর হয় না ।

প্রয়োগরূপ।

সোনাপাতের ফাণ্ট। সোনাপাত আদ ছটাক, গুঠ ও লবঙ্গ কুটুত আড়াই আনা (প্রত্যেকে) ক্ষুটিত জল ৫ ছটাক। এক ঘণ্টা আরতপাত্রে ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১ ছটাক, বালকদের জন্য অর্দ্ধ ছটাক বা তদনুসারে কম।

সোনাপাতের অরিস্ট। সোনাপাত খণ্ডীকৃত ৫ কাঁচা, কিস-মিস ১ ছটাক, জীরা ১ কাঁচা, ধনে ১ কাঁচা, সুবা দশ ছটাক; সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১—৩ ড্রাম।

সোমরাজ, অবলগুজ, বাকুচী।

কম্পজিটা জাতীয় ভিবোনিয়া এস্ট্রমেণ্টিকা নামক বৃক্ষের বীজ। সমগ্র বাঙ্গলা দেশে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে লক্ষ্যে।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। এই বৃক্ষের সমস্ত অংশই অত্যন্ত তিক্ত, কিন্তু কেবল বীজ ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রবল ক্রিমীনাশক, কেহ কেহ মূত্রকারকও বলেন। চূর্ণের মাত্রা চাৰি আনা, মধু সহ অবলেহরূপে সেব্য। এক দিনে দুই বার দিবে, তৎপরে একটা বিরেকচ ঔষধ সেবন করাইলে মহীলতার ন্যায় কৃমি নিঃসৃত হয়। ডাং রস ইহাব বীজের ফাণ্ট ব্যবহার করিতে বলেন। ডাং গিব্‌সন, ১০—১২ রতি মাত্রায় এই চূর্ণের ক্রিয়া বলকাবেক ও আগ্রহে বলেন। ত্রিবাকুর প্রদেশে বীজ, লেবুর রসে পেষণ করিয়া চন্দ্রকীট নাশার্থ বাহ্যিক প্রয়োজিত হয়। নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা নিঃসরণার্থ ইহার রসেব নস্য ব্যবহার হয়। মালাবার উপকূলে ইহার ফাণ্ট, কাসি ও উদরাধানে ব্যবহৃত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা মধুর, তিক্ত, কচা এবং বিষ্টম্ভ, রক্তপিত্ত, শ্লেষ্মা, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, কৃমি ও ত্বক রোগের।

. আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

সোমরাজ তৈল। ককার্থ—সোমরাজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেত-

সর্ষপ, সোদাল পত্র, কুড়, করঞ্জবীজ বা ছাল, চাকুন্দেবীজ মিলিত ১ সের, সর্ষপতৈল ৪ সের; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে কণ্ডু, কচ্ছু, পাগা, নীলিকা, পিড়কা, বাঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মপীড়া আরোগ্য হয়। চক্র:

বৃহৎসোমরাজ তৈল । সর্ষপতৈল ১৬ সের, কঙ্কার্থ—সোমরাজ বীজ ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; চাকুন্দেবীজ ১২৥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গোমূত্র ১৬ সের, কঙ্কার্থ—চিতা, কুশলাঙ্গলী, গুঠ; কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাপরগালী, আকন্দমূল, কববী মূল, ছাতিমমূলেব ছাল, গোময় রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপত্র, নবিচ, কালকান্দুনে বীজ প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে সর্ষ প্রকার কুষ্ঠ, দ্রুণ, কুমি, উষ্ট্ররূপ ও কণ্ডু আদি, চর্ম্মপীড়া নষ্ট হয়। কেহ কেহ তৈল ১৬ সেবেব পবিবর্ত্তে ৪ সের দিতে উপদেশ দেন। ভৈঃ র

সোমরাজ স্নাত । সোমরাজ বীজ ৪ পল, খদিব ১ পল, পটোল-মূল, ত্রিফলা, ত্রাংগনাগা, ছবালভা ও ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা; গুগ্গুল ২ পল লইয়া ৪ সেব স্নাত সহ পাক করিবে। ইহা সেবনে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও শ্বিত্র নষ্ট হয়। ভাব:

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

সোমরাজ, কবজ, শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, সৈন্ধব ও পিড়ঙ্গ; গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রালপ দিলে কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ভাব:

কেবল সোমরাজ আদার রসে পেষণ করিয়া মাথিলে চর্ম্মবোগ নষ্ট হয়। ঐ

সোমরাজ, হরিতাল, মনঃশিলা, গুঞ্জফল ও চিতামূল; গোমূত্রে পেষণ করিয়া লেপ দিলে শ্বিত্র (ধবল) রোগ নষ্ট হইয়া চর্ম্মের বর্ণ স্বাভাবিক হয়। ঐ

সোমরাজ, কালকান্দুনে ও চাকুন্দের বীজ; হরিদ্রা, কাল লবণ সমভাগে লইয়া তক্র ও কাঁজি সহ পেষণ করিয়া লেপ দিলে কণ্ডু, কচ্ছু, সিংহা নষ্ট হয়। চক্র:

সোমরাজ বীজ ও তিল মিলিত ৩ তোলা অধিক দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে বিবিধ চর্মরোগ নষ্ট হয়। চক্রদত্ত এক বৎসর পর্য্যন্ত সোমরাজ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহাতে সকল প্রকার চর্ম-রোগ আরোগ্য হয়।

সোরা ।

প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসকগণের নিকট ইহা অপরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। সোরা ও যবক্ষার এক দ্রব্য নহে, কিন্তু অনেকে নাইটেট অফ পটাশকে যবক্ষার বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। কারণ সোরা—নাইটেট অফ পটাশ ও যবক্ষার—কার্বনেট অফ পটাশ। ইহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিৰীকৃত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানের মৃত্তিকাতে জন্মে। বাজাবে যে সোরা পাওয়া যায়, তাহা অনেক সময় অবিপাক থাকে; অতএব তাহা ব্যবহারের পূর্বে শোধিত করিয়া লওয়া কর্তব্য। এতদর্থে 'কুটী' জলে দ্রব করিয়া গাদ কাটিয়া ফেলিবে; অবশেষে খানিক রাখিয়া পুরু বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া রাখিলে দানা বাধিবে; কলিকাতার বাজারে পরিষ্কৃত শুভ্রবর্ণ সোরা পাওয়া যায়।

ক্রিয়া । শৈত্যকারক, ধামনিক অবসাদক, মূত্রকর, শ্বেদজনক। মূত্রকরণার্থ অধিক পরিমিত শীতল জল সহ ইহা প্রযোজ্য। অধিক মাত্রায় অল্প জল সহ সেবন করিলে পাকাশয় ও অন্ত্রে উগ্রতা এবং প্রদাহ সমুৎপাদিত করে। তৎপরে ভেদ বমন, অবসন্নতা, উদরে জ্বালা, বেরনা, নাড়ীর ক্ষীণতা, চতুপদাদির শীতলতা, আক্ষেপ, মূচ্ছাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহা দ্বারা বিষাক্ত হইলে বমন করাইবে, তৎপরে যথেষ্ট পরিমাণে স্নিগ্ধ পানীয় ও অহিফেণ ব্যবস্থা করিবে। অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক প্রয়োজ্য। সোরা জলে দ্রব করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগে শৈত্য-কারক হয়।

আময়িক প্রয়োগ । অর ও প্রদাহে চর্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, জিহ্বা শুষ্ক, অতিশয় পিপাসা, মূত্রের অন্নতা ও গাঢ় বর্ণতা বর্তমান থাকা অবস্থায় সোরা আধ তোলা, জল দশ ছটাক, চিনি আধ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবনার্থ বিধান করিলে উপকার হয় ; ইহা সমস্ত দিনে পান করিতে হইবে । আবশ্যাক্যসারে ইহার সঙ্গে লেবুর রস মিশ্রিত করা যাইতে পারে, ইহাতে অব হ্রাস হয় । বসন্ত, হাম, সর্দি প্রভৃতি রোগেও এই পানীয় বিশেষ উপকারী । তখন বাতরোগে সোরা ২০ রতি মাত্রায় তণ্ডুলের কাথ এক পোয়া সহ দিনে ২ বাব সেবন করিলে উপকার দর্শে । রোগের হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোবার মাত্রাও কমান উচিত । সোরা ২ ছটাক, জল দশ ছটাক একত্রে দ্রব করিয়া বস্ত্র খণ্ডে ভিজাইয়া প্রদাহিত সন্ধিতে সংস্থাপন করিলে বেদনাদি সত্ত্ব উপশমিত হয় । শিরোবেদনা ও অরে মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য-জনিত প্রলাপাদিতে সোরা ১৥০ ছটাক ও তৎসমান নিশাদল ও জল ১২ ছটাক একত্রে দ্রব করিয়া মস্তকে জলপটীরূপে প্রয়োগ করিলে আশু রোগোপশম লক্ষিত হয় । ফুসফুস, পাকশয়, জরায়ু প্রভৃতি স্থানে রক্তশ্রাবের সহিত অর থাকিলে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ হিতকর । মাত্রা ৫—১০ রতি । তণ্ডুল কাথ বা জল সহ সেবা । শ্বাস কাসে সোবার ধূমপান উপকারী । এতদর্থে সোরা ১ ছটাক, জল ৫ ছটাকে দ্রব করিয়া উহাতে পুরু শোধক কাগজ ভিজাইবে, পরে তাহা বায়ু বা অগ্নির উত্তাপে শুষ্ক করিবে । উক্ত কাগজ এক টুকরা পোড়াইলে যে ধূম নির্গত হয়, তাহার আত্মাণ লইতে হইবে ; কিন্তু সাবধান থাকা উচিত যেন অধিক পরিমিত ধূম আত্মাণ না করা হয় । কারণ তাহাতে অপকারের সম্ভাবনা ; আক্কেপিক কাসিতে ইহা উপকারক । প্রমেহ রোগে চেড়সের কাথ সহ ইহা সেবনে প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা হ্রাস হয় । সজিনামূলের ফাণ্ট সহ সোরা সেবনে উদরীরোগের উপশম হইতে পারে । শ্বেতপ্রদর রোগে সোরা ৫ রতি, ফটকিরি ২ রতি একত্রে দিনে তিন বার সেবন করিলে অনেক সময় সফল দর্শে ।

মাত্রা ২—১৫ রতি, ১ ছটাক জল বা অন্য তরল দ্রব্য সহ প্রযোজ্য।
প্রতি ৪ রতি সোরাতে ১ ছটাক জল মিশ্রিত করতঃ ব্যবহার কর্তব্য।

সোহাগা, টঙ্কণ।

ইংরাজীতে ইহাকে বাইরোরট অক সোডা বা বোরাকস্ কহে।
নেপাল, আসাম ও তিব্বতে জন্মে, তথা হইতে ভারতবর্ষেব অন্যান্য
স্থানে আনীত হয়। তিব্বতে একটা হ্রদ আছে, তাহার কিনারায়
সোহাগা দানা বাঁধিয়া থাকে। বাজাবে যে সোহাগা পাওয়া যায় তাহা
অনেক সময় অবিষ্টকায়স্থায় থাকে; অতএব তাহা শোধন করিয়া
লওয়া কর্তব্য। তজ্জন্য আধ সেব সোহাগা, পাঁচ আনা ওজনে চূর্ণ ও
৩০ ছটাক জল একত্রে দ্রব করিয়া পরে পুনঃ বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া
সূর্য্যোত্তাপে বা অগ্নি সন্তাপে জল আশোষণ করিলে বিশুদ্ধ সোহাগা
পাওয়া যায়। ইহার মাত্রা ৫—২০ রতি। অশ্লিপ্তদমনে সোহাগা
এক বাত্রি কাঁজিতে ভিজাইয়া পরে রোদ্রে শুক করিলে বিশোধিত হয়।

ক্রিয়া। শৈতাকারক, মূত্রকারক, রজোনিঃসারক ও অম্লনাশক।
অতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্য-চিকিৎসকগণ, ইহা অজীর্ণ, কাস শ্বাস,
উদরাময় ও চর্ম্মপীড়ায় ব্যবহার করিতেছেন। ভাবপ্কাশ বলেন যে,
ইহা কৃষ্ণ, আগ্নেয়, কফহারক ও বাত পিত্তকর। বব্জাব ও সর্জিকা-
ক্ষারকে ক্ষারদ্রব্য ও তৎসঙ্গে সোহাগা হইলে ক্ষারদ্রব্য কহে। আয়ু-
র্বেদমতে, প্রায়ই অগ্নি সন্তাপে সোহাগাব খই করিয়া ঔষধার্থে ব্যব-
হৃত হয়।

আময়িক প্রয়োগ। মুখ গহ্বর ও জিহবার ক্ষতে সোহাগাব
খই মধু সহ মাড়িয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে উহা আরোগ্য হয়।
এতদর্থে সোহাগা চূর্ণ ৫ আনা, মধু আধ ছটাক একত্রে মিশাইবে;
পারদ সেবন দ্বারা মুখ আসিলে সোহাগা এক তোলা, জল ২০ তোলা
একত্রে মিশাইয়া কুলী করিলে উপকার হয়। চূচুকাগ্র ক্ষতে ইহা পাঁচ
আনা ও বৃত. ২০ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে ও সোহাগা

মিশ্রিত জলে উক্ত স্থান প্রক্ষালন করিবে। জননেত্রিয়ের উপ্রতা নিবারণার্থ ইহার দ্রব (১ তোলা, জল ৪ ছটাক) স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে। বিবিধ চর্মরোগে ইহা প্রয়োজ্য। জরায়ুর শক্তিহীনতা বশতঃ প্রসব বিলম্ব হইলে সোহাগা ১০ রতি ও দারচিনি ৫ রতি একত্রে ১২ ঘণ্টা-স্তর ৩৪ বার সেবন করাইবে। প্রসবকালে আক্ষেপ উপস্থিত হইলেও ইহা ব্যবহার্য্য। রক্তবোধ বা বিশৃঙ্খলা থাকিলেও প্রোক্ত ঔষধ হিত ফলপ্রদ হয়। বাগিৰ ক্ষত ও পচা ক্ষতে সোহাগা দশ আনা, জল দশ ছটাক একত্রে মিশ্রিত করতঃ ধৌতরূপে ব্যবহার করিলে ক্ষত সম্ভব আরোগ্য হয়; অথবা বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া উক্ত স্থানে সংস্থাপন করিবে। সোহাগা খদিব ও গন্ধক মিশ্রিত ১ তোলা, ঘৃত ২১০ তোলা একত্রে মাড়িয়া স্থানীক প্রয়োগ করিলে বিবিধ প্রকার ক্ষত আরোগ্য হয়। দক্ষ, ছলি, প্রভৃতি চর্মরোগে চন্দন ঘসার সঙ্গে সোহাগার খই মর্দন করতঃ স্থানীক প্রয়োজ্য।

প্রয়োগরূপ ।

সোহাগা মধু । সোহাগার খই চূর্ণ ৩২ রতি, শোধিত মধু আদ ছটাক; একত্রে মিশ্রিত করিবে। মুখ গহ্বরস্থ ক্ষতে স্থানীক প্রয়োজ্য। জলের সহিত গুলিয়া কুল্যার্ণও ব্যবহার করা যায়।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

অগ্নিকুমার রস । সোহাগা, পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে ১ ভাগ; কাটবিষ ৩ ভাগ, কপর্দক, সর্জিকাক্ষার, যবক্ষার, পিপুল, শুঠ প্রত্যেকে ২ ভাগ; মরিচ ৮ ভাগ, লেবুর বসে একদিন মর্দন পূর্বক ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, বিষৃতি শূল নষ্ট হয়। রসেন্দ্র চিঃ

অমৃতকল্প রস । পারদ, গন্ধক, কাটবিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ, সোহাগা ৩ ভাগ, তিন দিন ভৃঙ্গবাজের রসে ভাবনা দিয়া মুগ প্রমাণ বটিকা করিবে; মাত্রা ১ বটিকা। ইহাতে শূল, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার

টঙ্গনাদি বটী । সোহাগার খই, শুঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ, মরিচ

প্রত্যেকে সমভাগ, মাদারের রসে মর্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয় । ভৈঃ র

চন্দ্রামৃত রস । ত্রিকলা, ত্রিকটু, চই, ধনে, জীরা, সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ তোলা লইয়া ছাগ ছুঞ্চে পেষণ করিবে ; পরে পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ২ তোলা ; সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা দিয়া উত্তম-রূপে মর্দন করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে ; এক একটা বটা ছাগ-ছুঞ্চ সহ সেব্য । অনুপান বাসক, গুলঞ্চ, বামনহাটা, মুতা ও কণ্টকারীর কাথ ।

সর্বাস্ত্রসুন্দর রস । রস, গন্ধক, প্রত্যেকে ১ ভাগ ; সোহাগার খই ২ ভাগ ; মুক্তা, প্রবাল, শঙ্খ প্রত্যেকে ২ ভাগ ; স্বর্ণ অর্দ্ধ ভাগ, সকল-গুলি খলে ফেলিয়া নিম্নোক্ত রসে মাড়িয়া গোলক করিবে ; পরে উহা কৃষ্ণমুখায় গজপুটে পাক করিবে । শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তৎসঙ্গে লৌহ অর্দ্ধভাগ, হিঙ্গুল নিকি ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ২ রতি ; ইহা সেবনে কাশ ও বক্ষা উপশমিত হয় । ভৈঃ র

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস । গন্ধক, পারদ, অভ্র, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, শঠী, কাকড়াশ্ঠী, যমানী, পুষ্কর, হিঙ্গুল, সৈন্ধব, যবক্ষার, সোহাগা, গজপিপুল, জয়িত্রী, বনযমানী, লৌহ, ছুরালভা, লবঙ্গ, ধুতুরা-বীজ, জয়পাল, কটফল, চিতা প্রত্যেকে ১ কর্ষ ; শঙ্ক চূর্ণ করিবে । লৌহ পাত্রে লৌহ মৃদগর দ্বারা মর্দন করতঃ বিলম্বুল, আকন্দ, চিতা, দস্তী, অপানার্গ, জীবন্তীলতা, বাসা, নিসিন্দা, গণিয়ারি, ধুতুরা, কৃষ্ণজীরা, পাল্তে-মাদার, পিপুল, কণ্টকারী ও আদার মূলের রসে ভাবনা দিয়া ও রোজে শুষ্ক করতঃ গুঞ্জা প্রমাণ বটিকা করিবে । আদার রস বা উষ্ণ জল সহ সেব্য । ইহাতে শ্লেষ্ম ব্যাধি, শিরোরোগ ও অর প্রভৃতি নষ্ট হয় ।

১ আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

সোহাগা, বিড়ঙ্গ ও পিপুল চূর্ণ ছুঞ্জের সহিত ঋতুকালীন পান করিলে গর্ভসঞ্চার হয় না । ভাবঃ

গোহাগার খই, মরিচ, গুঠ, লবঙ্গ একত্রে সেবনে অগ্নিমান্দ্য দূরীভূত হয় ।

সৌবীরাঞ্জন, সুরমা ।

ইহা সিন্ধু নদীর সন্নিকটস্থ পর্বতে জন্মে । ইরাজীতে ইহাকে গ্যালিনা বা মলফাইড্, অফ লেড বলে । কয়েক প্রকার অঞ্জন পূর্বকালে প্রচলিত ছিল তাহা নিম্নে লিখিত হইল ।

স্রোতোঞ্জন—ইহা খেতবর্ণ, যমুনা নদীতে জন্মে ; ইহাকে সাদা সুরমা বলে । ইহা কাল সুরমা অপেক্ষা গুণে নিকৃষ্ট ।

পুষ্পাঞ্জন—হুস্পাপ্য ।

রসাজ্ঞন—দারুহরিজ্রার সার, তৎস্থান দেখ ।

সৌবীরাঞ্জন বা কাল সুরমা চক্ষের সৌন্দর্য্য ও দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার হয় । ইহা অগ্নি সন্তাপে উষ্ণ করিয়া ত্রিফলার জলে ৭ বার নিষেচন করিবে ; তৎপরে নারী জুহুে ঘর্ষণ করতঃ চক্ষে তাহার অঞ্জন দিলে বিবিধ চক্ষুরোগ নষ্ট হয় । শাস্ত্রঃ

সৌবীরাঞ্জন, রসাজ্ঞন, সর্জিকাক্ষার, তুঁতে, ঠৈশলেয় ও মনঃশিলা সমভাগে স্থানীক প্রয়োগ করিলে লিঙ্গার্শ ও মাংসাস্তর নষ্ট হয় । ভাবঃ

সৌবীরাঞ্জন, শঙ্খ ভস্ম ও বর্ষ্টিমধুর প্রলেপে অহিপুতন রোগ প্রশমিত হয় । প্রলেপ দিবার পূর্বে ত্রিফলা ও খদিরের কাথ দ্বারা প্রক্ষালন করা উচিত । ঐ

বিণ্ডুঙ্গ সীসা ১ ভাগ জ্বাব করিয়া তাহাতে ১ ভাগ শোধিত পারদ ও ২ ভাগ কৃষ্ণাঞ্জন (সুরমা) নিক্ষেপ করতঃ মর্দন করিয়া চূর্ণ করিবে ; পরে সর্ব সমষ্টির দশমাংশ কপূর দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে । ইহার অঞ্জনে বিবিধ নেত্রাময় প্রশমিত হয় । শাস্ত্রঃ

স্বরবাণ, আগ্যাস্যাস, লেবু ঘাস ।

গ্রামিনী জাতীয় ম্যাণ্ডোপোগন সাইটেটম নামক ঘাস । ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ও সিংহল দ্বীপে ইহা যত্নপূর্বক লোকে উদ্যানে রোপণ করে ।

ইংরাজীতে ইহাকে লিমন গ্র্যাস বলে। ইহার গন্ধ লেবু মত; এই ঘাস চুয়াইয়া একরূপ তৈল পাওয়া যায় তাহাকে হিন্দীতে ইজারমসেলা কা তৈল বা আতর বলে।

ফ্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ-নিবারক ও শ্বেদজনক। স্থানীক প্রয়োগে আরক্তকারক। উদরাগ্নান ও তজ্জনিত শূল, অস্ত্রের আক্ষেপিক পীড়া, পাকাশয়ের উগ্রতায় ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। ৩—৬ ফোটা ইহার তৈল চিনিব সঙ্গে সেবন কবা বিধেয়। ইহা দ্বারা বমন নিবারণ হয়, বিসৃচিকার বমনেও ইহা দ্বারা বিশিষ্ট হিতফল উপলব্ধি হইয়াছে। অন্যান্য ঔষধ বার্থ হইলেও ইহাতে উপকার পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত বিসৃচিকা বোগে ইহা উত্তেজক হইয়া উপকার করে। ৫ ফোটা মাত্রায় অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টাস্তর প্রয়োজ্য; ডাং ওয়ারিং ইহার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, ইহাতে বমন নিবারণ হয় ও শরীরেব অবসন্নতা দূর করে। ডাং রস বলেন যে, এই ঘাসের ফাণ্ট সেবনে ঘর্ম হইয়া অরের উপকার হয়। এই ঘাস ১০ তোলা, উষ্ণ জল দশ ছটাক; ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া বাখিয়া ছাকিয়া লইবে। পুরাতন অরের পর উদরী রোগ হইলে ইহা সেবন কবান কর্তব্য। পুরাতন বাতরোগে ও স্নায়ুশূল বেদনায় এই তৈল মর্দন বিশেষ হিতফলপ্রদ। অন্য কোন তৈলের সঙ্গে সমভাগ মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণ, স্নবর্ণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতে স্বর্ণ, আর্য্য-চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে; বিস্কন্ধ স্বর্ণই ঔষধার্থ প্রয়োজ্য। যে স্বর্ণ কষ্টিপাথরে কসিলে কুহুম সদৃশ বর্ণ হয়, তাহাই জারণ কবা কর্তব্য। প্রথমতঃ সোনার পাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিতপ্ত করতঃ তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র, কুলথ কলাইয়ের কাথে তিন তিন বার নিষেচন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ শোধন করিতে হয়। যে স্নবর্ণে তাম্র বা রৌপ্য বিমিশ্রিত না থাকে; তাহাই ঔষধার্থ ব্যবহার করা কর্তব্য।

স্বর্ণমারণ । স্বর্ণের দ্বিগুণ (সমান দিলেও হয়) পারদ দিয়া অন্ন-রস (লেবু) দ্বারা মর্দন করিয়া গোলাকার করিবে । পরে মুচীর নিচে গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তত্পরি স্বর্ণ ও পারদ মিশ্রিত গোলক স্থাপন করতঃ তত্পরি আর খানিকটা গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে ; পবে উহাৰ উপবে আব একটা মুচী ঢাকা দিয়া উত্তমরূপে লেপিবে । তদনন্তর ৩০ থানি বনোপল দিয়া পোড় দিবে ; এইরূপ ১৪ পোড়ে স্বর্ণ ভস্ম হয় । প্রতিবার পোড় দিবার পূর্বের পাবদ দিয়া মাড়িয়া গোলক করিবে ও উহার নিম্নে ও উর্দ্ধে স্বর্ণের তিন গুণ গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে ।

২ । স্বর্ণ মুচীতে করিয়া অগ্নি সম্ভাপে গলাইয়া, তাহাতে স্বর্ণের সোড়শাংশ বাৎ নিক্ষেপ করিবে ; পরে চূর্ণ কবিয়া লেবুর রসে মর্দন করতঃ গোলক প্রস্তুত করিবে । সেই গোলক সবাব সংপুটে রাখিয়া ৩০ থানি বন বুটে দিয়া পোড় দিবে ; গোলকের নিম্নে ও উর্দ্ধে পূর্বাবৎ গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে ; এইরূপ সাত পোড়ে স্বর্ণ ভস্ম হয় ।

৩ । কাঞ্চন বৃক্ষের বন্ধলেব রসে গন্ধক, পাবদ (সমভাগে) ঘষণ কবিয়া কঙ্কণী কবিবে । তাহা স্বর্ণপত্রে প্রলিপ্ত করিবে, কাঞ্চন বৃক্ষের ত্বকের দ্বারা নিয়মিত মুষাযুগ্ম প্রস্তুত করতঃ তন্মধ্যে উহা পুরিয়া ও তাহা আবাব যুগ্মবা সংপুটে রাখিয়া ও লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে ; পরে খরতর বহ্নিতে পোড় দিবে । এইরূপ তিন বাব পোড় দিলে স্বর্ণ ভস্ম হয় । কাঞ্চনের ন্যায লাল্ললীর মুষা করিয়াও স্বর্ণ ভস্ম করা যাইতে পারে । তদ্রূপ জ্বালা-মুখী (কুশলাঙ্গলী) ও মনঃশিলা দ্বাবাও সূর্ণ ভস্ম হয় ।

৪ । মনঃশিলা ও সিন্দূর চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ অর্ক জ্বলে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে, এইরূপ সাতবার করিবে ; তদনন্তর উহা দ্রবীভূত স্বর্ণে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র ধমন করিবে, যাবৎ উক্ত কক্ক বিগীন না হয় । এইরূপ ৩ বার কক্ক নিক্ষেপ করিবে, ইহাতে সূর্ণ ভস্ম হয় ।

৫ । সূর্ণাদি সকল প্রকার ধাতু, মনঃশিলা, গন্ধক ও অর্ক জ্বলিত কবিয়া দ্বাদশ বার পোড় দিলে নিশ্চয়ই ভস্ম হয় । ভাবঃ

সূর্ণ ভস্ম হইলে উহার বর্ণ বেগুন ফুলের ন্যায় হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । পরিবর্তক ও বলকারক । ভাব-প্রকাশের মতে ইহা বৃষ্য, বল্য, রসায়ন, মেধা স্মৃতিপ্রদ, আয়ুষ্কর । ইহা জ্বর, বম্বা, উন্মাদ, মূত্ররোগ, ধ্বজভঙ্গ, বাতব্যাধি প্রভৃতিতে বাবহৃত হয় । অসম্যক মারিত সূর্ণ বলীর্ঘ্য নষ্ট ও রোগোৎপাদন করে । মারিত সূর্ণের মাত্রা অর্দ্ধ ইহিতে এক রতি ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

রাজ মৃগাঙ্ক রস । রসসিন্দূব ৩ ভাগ, সূর্ণ ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, মনঃশিলা, হরিতাল, গন্ধক প্রত্যেকে ২ ভাগ গ্রহণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করতঃ কড়িব মদ্যে পুরিবে ; পবে ছাগহুন্ধে পেষিত সোহাগা দ্বারা উক্ত কড়িগুলির মুখ আবরক করিয়া সরাব সংপূটে সংস্থাপন পূর্বক গজপুটে পোড় দিবে । শীতল হইলে ঔষধ বাহির কবিয়া লইবে । মাত্রা ২।৪ রতি, ১৯ টী গোলমরিচ ও ১০ টী পিপুল চূর্ণ ও ঘৃত মধু সহ সেব্য । ইহাতে বম্বা বোগ আরোগ্য হয় । রসেন্দ্র চিহ্নাঃ

মৃগাঙ্ক রস । পারদ ১ ভাগ, সূর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক ও মুক্তা প্রত্যেকে ২ ভাগ, সোহাগা ৩ ভাগ, কাঁজি দ্বারা মাড়িয়া গোলক করিবে । পরে উহা গুন্ধ ও মুষাবন্ধ করিয়া সৈন্ধব লবণ পূর্ণ হাঁড়িতে রাখিয়া ৪ প্রহর জ্বাল দিবে ; শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে । মাত্রা ৩—২ রতি । এক মাষা মরিচ চূর্ণ সহ সেব্য । ইহাতে যক্ষ্মারোগ নষ্ট হয় । রসেন্দ্র সারঃ

জয় মঙ্গল রস । হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, মরিচ প্রত্যেক ১ ভাগ ; সূর্ণ ২ ভাগ, লৌহ ও রোপা প্রত্যেকে ১ ভাগ লইয়া ধুতুরার রসে, শেফালিকার রসে এবং দশমূল ও চিরতার কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বাটকা করিবে । জীরক চূর্ণ ও মধু সহ সেব্য । ইহাতে জীর্ণজ্বর ও সমস্ত বিষমজ্বর নষ্ট হয় । ৫

স্বর্ণপর্পটী । পারদ ৮ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, যাবৎ নিশ্চন্দ্র না হয় তাবৎ মর্দন করিবে । পবে গন্ধক ৮ তোলা সংযোগ করতঃ উত্তমরূপে

‘মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। অবশেষে লৌহ চাটুতে ঘৃত মাখাইয়া উহা দ্রবীভূত ও রসপর্পটীর নিয়মানুসারে পর্পটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১—৫ রতি। ইহাতে গ্রহণী, জ্বর, শোণাদি নষ্ট হয়। ঔষধ সেবনকালে লবণ ও জল নিষিদ্ধ। ৪২ দিন পর্য্যন্ত ইহা সেবন কর্তব্য। মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি কবতঃ পুনরায় হাস করা বিধেয়। ঐ

বৃহৎ সোমনাথ রস। হিঙ্গুলোথ পারদ, পাল্মিতে মাদারের রসে ও গন্ধক, ইন্দুরকানির রসে মাড়িয়া পরে কজ্জলী করিবে। কজ্জলীর দ্বিগুণ লৌহ দিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন করিবে। তৎপরে অভ্র, বধ্ব, রৌপ্য, খর্পর, স্বর্ণমাস্কিক ও স্রবর্ণ প্রত্যেকে পারদের অর্ধেক দিয়া পুনরায় ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ও থলকুড়ীর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। মধুসহ সেবা; ইহাতে সোমরোগ, প্রমেহ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ মূত্ররোগ নষ্ট হয়। ঐ

মকরধ্বজ। শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ ভাগ, পারদ ৮ ভাগ, গন্ধক ১৬ ভাগ, বক্ত কাপাসপুষ্পের রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মাড়িয়া গুল্ক করিবে। পরে একটা সমতল বোতলের মধ্যে উহা পুবিয়া বোতলের মুখে এক খানি চাখড়ী চাপা দিয়া ও বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে রাখিয়া ক্রমাগত ৯ ঘণ্টা পাক করিবে। যখন উর্দ্ধপাতন হইতে থাকে; তখন চাখড়ী ফেলিয়া দিবে ও অগ্নির তেজ বর্ধিত করিবে। বোতলের গলদেশ গন্ধকের অধঃপাতিত পদার্থ দ্বারা রুদ্ধ হইলে লৌহশলাকা দ্বারা তাহা অপসারিত করিবে। পাক সমাপ্ত ও শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া উহার গলদেশস্থ লালবর্ণ চিকণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, পারদ ও গন্ধক একত্রে মিশ্রিত হওতঃ বেড্ সলফাইড আকারে বোতলের গলে সংলগ্ন হয় ও স্বর্ণ বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকে। ঐ স্বর্ণ পুনরায় মকরধ্বজ প্রস্তুতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মাত্রা ২ রতি। স্নায়বীয় পীড়া (বাতব্যাদি) অত্যন্ত শ্রমজনিত মানসিক দুর্বলতা, সার্ভাস্কিক দৌর্বল্য, শুক্রমেহ, প্রসবাস্তে স্ত্রীদের পীড়াদিতে

প্রযোজ্য; ইহা শ্রেষ্ঠ বলকর ও পরিবর্তক ঔষধ। ইহা সেবনে কামোদ্দীপন হয়। সং মেঃ

স্বল্পচন্দ্রোদয় মকরধ্বজ । জায়ফল, লবঙ্গ, কপূর, মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা ; স্বর্ণ দুই আনা, মুগনাভি দুই আনা, রসসিন্দূর ৪১০ তোলা ; একত্রে জল দ্বারা উত্তমরূপে মাড়িয়া ৪৮টি প্রমাণ বাটকা করিবে। মাখন ও মিশ্রী সহ সেবা। ইহাতে বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি ও ধ্বজভঙ্গাদি বিবিধ পীড়া নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ । মকরধ্বজ ১ তোলা, কপূর ৪ তোলা, জায়ফল, গুঠ, পিপুল, মরিচ, লবঙ্গ, মুগনাভি প্রত্যেকে অর্দ্ধমাষা, একত্রে মাড়িয়া ৫৪টি প্রমাণ বাটকা করিবে ; পানের সহিত সেবা। পথ্য—স্নাত, ঘনহৃৎ ও মাংস ইত্যাদি। ইহাতে অত্যন্ত কামোদ্দীপন ও বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। ঐ

মারিত স্বর্ণ, কুড়, বচ, মধু ও স্নাত সহ সেবনে বালকের মেধা বৃদ্ধি ও গুণ্টিপ্রদ হয়। ভাবঃ

স্বর্ণমাক্ষিক ।

ইহাকে ইংরাজীতে আয়রণ পাইরিটিস্ বলে। ভারতবর্ষের নানাস্থানে পাওয়া যায়। ইহা দ্বিবিধ এক প্রকার স্বর্ণবৎ বর্ণ বিশিষ্ট ও অপর প্রকার রৌপ্যবৎ বর্ণযুক্ত। এই শেষোক্ত প্রকারকে তারমাক্ষিক বলে। রাসায়নিক পরীক্ষায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, ইহাতে বাইসল্‌ফাইড অফ আয়রণ আছে। ইহার আয়দ ঈষৎ মিষ্ট ও তিক্ত।

স্বর্ণমাক্ষিক ৩ভাগ, সৈন্ধব ১ভাগ, লৌহপাত্রে লেবুর রস সহ পাক করিবে, যাবৎ পাত্র স্থলোহিত না হয় ; ইহাতে স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত হয়, তৎপরে ইহা কুলথের কমায়, তৈল, তক্র বা ছাগনুত্রে মাড়িয়া পোড় দিলে ভস্ম হয়।

তারমাক্ষিক শোধনার্থ কাকড়াশূদ্রী, মেঘশূদ্রী ও লেবুর রসে মাড়িয়া

এক দিন হোদে ভাবনা দিবে; তৎপরে কুলথের কাথ, তৈল বা ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া পোড় দিলে ইহা ভঙ্গ হয়।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ। বলকর ও পরিবর্তক। ভাব-প্রকাশের মতে মধুর, তিক্ত, রুষা, রসায়ন, চক্ষুষ্য এবং বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদরী, অর্শ, ক্ষয় ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগনাশক।

স্বর্ণমাক্ষিক, বস্তিমধু, রসসিন্দুর, লৌহ, হরীতকী, শিলাজতু ও বিড়ঙ্গ; যত সহ ২১ দিন সেবন করিলে ইন্দ্রিয় শক্তি বর্দ্ধিত হয়; ভাব:

লৌহ, তিল, পিপুল, মরিচ, শুঠ প্রত্যেকে ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ ভাগ একত্রে মিশ্রিত করিবে। ইহা মধু সহ ১৫ রতি মাত্রায় সেবনে রক্তহীনতা ও পাণ্ডুরোগ উপশমিত হয়। চক্র:

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

গর্ভবিনোদ রস। শুঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে ৩ ভাগ; হিঙ্গুল ৪ ভাগ, জইত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেকে ৬ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ ভাগ, জল দ্বারা মর্দন করিয়া চনক প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভাবস্থার জ্বরাদি রোগ নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সার:

গর্ভপীযুষবল্লী রস। পারদ, গন্ধক, সূর্ণ, রজতমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ, অত্র প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া ব্রহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেত্ৰপাপড়া ও দশমূলব রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভিণীর জ্বরাদি রোগ উপশমিত হয়। ভৈ: র

রামেশ্বর রস। পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে ১ তোলা; একত্রে লৌহ পাত্রে মর্দন করিবে। পরে কেণ্ডুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, পান, শুড়কাউনি, গিমা, হুড়হুড়ে, সালিকা ও থলকুড়ীর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সঙ্গে মরিচ আদ তোলা ও স্বেত অপরাঞ্জিতা মূল আদ তোলা মিশ্রিত করিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। বালকদের জ্বর ইহা সেবনে আরোগ্য হয়। ঞ

পূর্ণচন্দ্র রস। রসসিন্দুর, অত্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও

স্বর্ণমাসিক সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা এক মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা বিশেষ পুষ্টিকর ঔষধ। ৫

স্বর্ণসূত্রমূল, মিসমিতিতা ।

রায়মজকিউলেসী জাতীয় কণটীস্ তিতা নামক বৃক্ষের মূল। উত্তর আসামের পার্বত্য প্রদেশে জন্মে। মিসমীস, লামাস ও আসামীস্দিগের মধ্যে ইহা বিশেষ বিখ্যাত। এই বৃক্ষের মূল ব্যবহার হয়। আসাম হইতে বহুতর নিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলিতে প্রেরিত হয়, তাহার প্রতি থলিতে আধ ছটাক করিয়া মূল থাকে। বঙ্গদেশের বাজারে সচরাচর প্রাপ্তব্য নহে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সন্ধ্যা সময় পাওয়া যায়। ইহা ঐষং সদৃশ যুক্ত, অত্যন্ত তিক্ত, চর্ষণ করিলে লাল পীতবর্ণ হয়। জল ও সুরা দ্বারা ইহার দ্রব্য গৃহীত হয়। ইহাতে একপ্রকার পীতবর্ণ তিক্ত বীৰ্য্য পাওয়া যায়, ইহাতে গ্যালিক ও ট্যানিক এসিড নাই।

ক্রিয়া। বলকারক ও আগ্রহ। কলিকাতা? জেনারেল ও কলেজ হাসপাতালে ব্যবহার কবিয়া সুফল উপলব্ধি হইয়াছে এবং ইউরোপীয় তিক্ত বলকাবকের সম গুণকারক। ইহার অরস গুণ অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই। রোগান্তে দৌৰ্ব্বল্যে ইহা সেবনে শীঘ্র বলাধান হয়। মদাধিতেও ইহা উপকার করে, চূর্ণের মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ।

প্রয়োগরূপ।

মিসমিতিতার অরিক্ট। স্বর্ণসূত্র মূল চূর্ণ ১ ছটাক ১ কাঁচা, সুরা দশ ছটাক; ৭ দিন ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অৰ্দ্ধ হইতে ২ ড্রাম।

মিসমিতিতার ফাণ্ট। স্বর্ণসূত্র মূল চূর্ণ ১ ভরি ৯ আনা, ক্ষুটিত পরিষ্কৃত জল দশ ছটাক। ২ ঘণ্টা পর্যন্ত আবৃত পাত্র মধ্যে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা অৰ্দ্ধ হইতে এক ছটাক।

হরিতাল ।

ইংরাজীতে ইহাকে অর্পিমেণ্ট বা ইয়েলো সল্‌ফিউরেট অফ মার্করী বলে। হরিতাল দ্বিবিধ, বংশপত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। প্রথমোক্ত প্রকার ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য, শেষোক্ত প্রকার রং করিতে ও তুলট, কাগজ প্রস্তুত করণার্থ ব্যবহৃত হয়। হরিতাল অবিষ্টদ্রাবস্থায় প্রযুক্ত হইলে বিবিধ রোগোৎপাদন করে, অতএব ব্যবহারের পূর্বে ইহা শোধন কবিল্য লওয়া কর্তব্য।

হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাঁজিতে দোলায়গ্নে এক প্রহর, তৎপরে কুমুড়ার জলে, তিল তৈলে ও ত্রিফলার কাথে এক এক প্রহর ভিজাইয়া রাখিবে বা পাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তালক বিশোধিত হয়। ডাং উদয়চাঁদ দত্ত বলেন যে, অনেকে সময় বাঁচাইবার জন্য সমস্ত জলীয় পদার্থ একত্রে মিশ্রিত করতঃ তাহাতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত হরিতাল পাক করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানকালে অনেকে কেবল কুমড়া বা চুণের জলে ইহা ভিজাইয়া পরে ব্যবহার করেন। আমবাও সচরাচর এইরূপ উপায়ে ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করি।

ভাবপ্রকাশ নিম্ন লিখিত উপায়ে হরিতাল ভস্ম করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শোধিত সদল হরিতাল, পুনর্নবার রসে এক দিন বিমর্দন ও গোলক করিয়া বিষ্টক করিবে। তৎপরে একটা মাগসাৰ অর্দ্ধেক পুনর্নবার ক্ষার দ্বারা পূরিত ও তত্পরি উক্ত গোলক সংস্থাপন কবিল্য তাহার যুখে একটা ঢাকনী দিবে; পবে তাহার নংলগ্ন স্থান উত্তমরূপে লেপিবে। অবশেষে ইহা চুলাব উপর বসাইয়া ক্রমাগত ৫ দিন জাল দিবে; তাহা হইলে হরিতাল ভস্ম হইবে। ইহার মাত্রা ১—১ বতি। যথাযোগ্য অম্লপান সহ সেব্য। ডাং দত্ত বলেন যে, ২০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত জাল দিলে হরিতাল ভস্ম হয়। শীতল হইলে উপরিস্থ ক্ষার ফেলিয়া দিয়া হরিতালের গোলক বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে। এই ভস্ম শ্বেতবর্ণ কর্পূবৎ হয়।

শোধিত হরিতাল ও যবক্ষার সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিমিন্দা পত্র

রসে মাড়িয়া গোলক প্রস্তুত করতঃ সরাব সংপুটে রাখিয়া পাক করিবে ।

ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত বলেন, যে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় জনৈক চিকিৎসকের নিকট কিঞ্চিৎ হরিতাল ভস্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, রাসায়নিক পরীক্ষায় তাহাতে অল্প পরিমাণে আর্সিনিক থাকা দৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কোন কোন প্রকার হরিতালভস্ম বিধাক্ত গুণযুক্ত অর্থাৎ তাহাতে অধিক পরিমাণে আর্সিনিক থাকে । বঙ্গদেশীয় ববিরাজেরা স্বয়ং হরিতাল ভস্ম করেন না ।

ত্রি'য়া ও আময়িক প্রয়োগ । ইহা কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, উষ্ণ, বিষহর এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, মুখরোগ, রক্ত, কফপিত্ত ও ব্রণনাশক । হরিতাল ভস্ম সেবনে বীৰ্য্য, আয়ু ও কাশ্তি বৃদ্ধি হয় । ইহাও পুরোক্ত রোগ সমূহে ব্যবহার্য্য । ইহার প্রধান ক্রিয়া পরিবর্তক ও অরস ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োজ্যরূপ ।

বেতাল রস । পারদ, গন্ধক, হরিতাল, কাটবিষ ও গোলমরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে সম ভাগ; প্রথমে পারা ও গন্ধক মাড়িয়া কজ্জলী করিবে, পরে অন্যান্য দ্রব্য সংযোগ করতঃ জল দ্বারা মর্দন করিয়া ১২ ভাগ প্রমাণ বটিকা করিবে । সন্নিপাত জরে (স্থলবিরাম জ্বর) মোহ, প্রলাপাদি মানসিক লক্ষণ থাকিলে ইহা প্রযোজ্য । ভৈঃ র

শীতজ্বরারি রস । পারদ ১, গন্ধক ২, হরিতাল ৪, ও মনঃশিলা ৫ ভাগ লইয়া করলা উচ্ছে, পাতার রস দ্বারা মর্দন করিয়া ১২ ভাগ তাম্রপাতে উহা লেপন করিবে; তৎপরে তাহা সরাব সংপুটে সংস্থাপন পূর্বক লেপ দিয়া পুটপাক করিবে । অবশেষে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে । মাত্রা ১ যব, ইহাতে শীতজ্বর নষ্ট হয় । রসঃ প্র

১ । শীতভক্ষী রস । হরিতাল, শুক্লিকাচূর্ণ সমভাগ; ভূতে ২ ভাগ লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দন ও শুক্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে; শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে । মাত্রা অর্দ্ধ রতি, চিনির

লহিত প্রভাতে সেবা ; ঠোঁটে শীতজ্বর নষ্ট হয় । এই ঔষধ সেবনে কাহার কাহার বমন হইতে পারে । ভাবঃ

২ । শীতভঞ্জীরস । হরিতাল, তুঁতে, তাম্র, পারদ, গন্ধক, সোহাগা সমভাগে লইয়া করলাউছে পাতার রসে এক দিন মাড়িয়া তাম্রপত্রে লেপিবে ; তদনন্তর বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে । যন্ত্রের উপরিস্থ ধান্যাদি ফুটিয়া গেলে পাক সিদ্ধ হয়, অবশেষে শীতল হইলে তাম্র পত্র হইতে ঔষধ গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিবে । মাত্রা ১—৫ রতি, মরিচ চূর্ণ ও পানের রস সহ সেবা ; ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয় । রসেন্দ্র চি

৩ । শীতভঞ্জীরস । হরিতাল ৪ ভাগ, হিঙ্গুলোথ পারদ ১ ভাগ ; গন্ধক ২ ভাগ ও মনঃশিলা ১ ভাগ লইয়া করলাউছে পাতার রসে মাড়িয়া সর্ব সমষ্টির সমান তাম্রপত্র বা খল তদ্বারা প্রলিপ্ত করিবে । পরে তাহা অধোমুখে সরাবোপরি রাখিয়া ও তাহার উপর ঢাকা দিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে ; শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে । মাত্রা ১—৫ বতি, পানের রস সহ সেবা, ইহাতে বিষম জ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

বিদ্যাদ্রবর রস । পারদ, গন্ধক, তাম্র, সূর্যমাক্ষিক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে লইয়া পিপুলের কাথ ও সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । মধুনহ সেবা ; ইহাতে গুল্ম, প্লীহাদি রোগ নষ্ট হয় । রসেন্দ্র সারঃ

কল্পতরু রস । কজ্জলী, হরিতাল, তাম্র প্রত্যেকে সমভাগ লইয়া একত্রে মর্দন করতঃ নিম্ন পাতার বসে ১৪ বার ভাবনা দিয়া মটর প্রমাণ বটিকা করিবে ; ইহা সেবনে বিষম জ্বর নষ্ট হয় ।

তালকেশরী রস । হরিতাল, সূর্যমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সোহাগা, সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ ভাগ ; গন্ধক ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেকে ২ ভাগ ; জ্বীর রসে মর্দন করিয়া উহার সত্ত্বিত সর্ব সমষ্টির ৬ অংশ কাটবিষ মিশ্রিত করতঃ ৫ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ঘৃত, মধু ও স্নোমরাজ চূর্ণ সহ সেবা । ইহাতে সকল প্রকার চর্মরোগ আরোগ্য হয় । ভাবঃ

মহাতালকেশ্বর । বংশপত্র হরিতাল চূর্ণ করিয়া কুমড়ার জলে ও
 স্নাতকুমারীর রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ও কাঁজি, অন্ন দধি এবং পুন-
 র্ণবার রসে তিন দিন মর্দন করিয়া খড়ির ন্যায় করিবে ; পবে একটা
 হাঁড়ীর অর্ধেক পলাশের ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া হরিতালকে তজ্-
 পরি রাখিয়া অর্ধরাত্রি পলাশ ক্ষার দ্বারা পূর্ণ এবং হাঁড়ীর মুখ আবৃত
 ও প্রলিপ্ত করিয়া ৩২ প্রহর পাক করিবে । পশ্চাৎ সেই হরিতাল ১ ভাগ,
 গন্ধক ১ ভাগ, তাম্র ২ স্পীগ, একত্রে মাড়িয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে ।
 মাত্রা ২—১ রতি । ইহাতে সর্ব প্রকার রক্তমণ্ডল, বাতরক্তাদি নষ্ট
 হয় । ভৈঃ র

বুদ্ধিবোধিকা বটিকা । পারদ, গন্ধক, নৌহ, বঙ্গ, তাম্র, কাংশ,
 হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভঙ্গা, কড়িভঙ্গ, গুঠ, পিপুল, মণিচ, হরীতকী, বহেড়া,
 আমলকী, চই, বিড়ঙ্গ, বিদ্ধড়ক, কর্পূর, পিপ্পল, আকনাদি, হবুয়া, বচ,
 ছোট এলাচ, দেবদারু ও পঞ্চলবণ সমভাগে চূর্ণ করিয়া হরীতকীর কাথেব
 দ্বারা মাড়িয়া ২—২ তোলা প্রমাণ বটিকা করিবে । এক একটি বটিকা জল
 সহ সেব্য । ইহাতে অণুবুদ্ধি (কোষবুদ্ধি) উপশান্তি হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ^{গন্ধক}

হরিতাল, দেবদারু, মূলকবীজ, দারুহরিদ্রা, তাঙ্গুলপত্র প্রত্যেকে
 ২ তোলা ; শঙ্খ চূর্ণ আদ তোলা, জল দিয়া মাড়িয়া প্রলেপ দিলে সিদ্ধ
 আরোগ্য হয় । ভাবঃ

“হরিতাল চূর্ণ, উষ্ণ জলে মর্দন করতঃ সলোম স্থানে লেপ দিলে সদাই
 লোম সকল নিপত্তিত হয় । ভৈঃ র

শঙ্খ চূর্ণ ২ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, মনঃশিলা অর্দ্ধভাগ, সর্জিকাক্ষার
 ১ ভাগ, জল দিয়া বাটিয়া লেপ দিলে কেশ নিপত্তিত হয় । শাস্ত্রঃ

হরিতাল ১ ভাগ, শঙ্খ চূর্ণ ও পলাশক্ষার প্রত্যেকে ৫ ভাগ লইয়া
 ৭ দিন কদলী মূলের রসে ভিজাইয়া রাখিয়া সলোম স্থানে লেপ দিলে লোম
 সকল পড়িয়া যায় । ভৈঃ র

হরিদ্রা, নিশা, হলুদ ।

সিটামিনী জাতীয় করকুমালংগা নামক ওষধির স্থূল মূল । ভারত-বর্ষের সকল প্রদেশেই জন্মে ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । উত্তেজক, বায়ুনাশক । গুঠ অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া মৃদু । উদরাধ্বানে ২—১০ রতি মাত্রায় হরিদ্রা চূর্ণ সেবনে উপকার হয় । ক্ষতের উপর এই চূর্ণ ছুঁড়াইয়া দিলে ক্ষতের রস শোষণ করে ; চূর্ণের সহিত মিশাইয়া ইহা আঘাত জনিত বেদনায় ও মচমান স্থানে স্থানিক প্রয়োজ্য । সন্ধিতে, হরিদ্রাব ধূম নাসারকু দিয়া টানিলে অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া উপকার হয় । চক্ষু প্রদাহে (চক্ষু উঠাদি) জ্বালাদি নিবারণার্থ ইহার কাথে বস্ত্র খণ্ড ভিজাইয়া চক্ষের উপর প্রয়োগ বা তদ্বারা চক্ষু সদানর্কদা মুছিলে উপকার দর্শে । হরিদ্রা কুটিত আদ ছটাক, জল ১০ ছটাক, ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা কটু, তিক্ত, কক্ষ, বর্ণকর এবং কফপিত্ত দ্বক দোষ, মেহ, শোথ, ব্রণ ও পাণ্ডু রোগনাশক ।

প্রয়োগরূপ ।

হরিদ্রার অরিষ্ট । হরিদ্রা কুটিত আদ ছটাক, সুরা ৩ ছটাক সপ্তাহ ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে ; ইহাতে কাগজ ভিজাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলে টরমেরিক কাগজ হয় । তাহা প্রস্রাবের ক্ষারত্ব দোষ পরীক্ষার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রস্রাবে ক্ষার থাকিলে তাহার সংস্পর্শে ইহার পীত-বর্ণ লোহিত বর্ণে পরিণত হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

নিশাদ্য চূর্ণ । হরিদ্রা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, বৃহতী, গজপিপূল, চাকুলে ও গুলফা ; ঘৃত মধু সহ লেহন করিলে বালকের গ্রহণী, অতি-সার নষ্ট হয় । ভাব :

হরিদ্রা খণ্ড । হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, তুষ্ণ ১৬ সের, চিনি ১১০ পল, মৃৎ অগ্নিতে মৃৎপাত্রে পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু,

দানচিনি, এলাচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুতা, লৌহ প্রত্যেকে ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ২—১ তোলা। ইহাতে শীতপিত্ত, উদরদ, কোষ্ঠাধি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

কল্যাণকাবলেহ। হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, জীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু, সৈন্ধব সমভাগে লব্ধি স্বাস চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ১৫—৩০ রতি মাত্রায় ঘৃতসহ ২১ দিন সেবন করিলে অত্যন্ত স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ভাবঃ ৫

নিশাদ্য তৈল। হরিদ্রা, আকন্দা আঠা, সৈন্ধব, গুগ্গুল, করণীমূল ও কুটজ ছাল দ্বারা মিশ্রিত তৈল যাগাইলে ভগ্নদর আরোগ্য হয়। ৫

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

হরিদ্রা, বাসকের রস ও গোমূত্র একত্রে বাটিয়া মাখিলে তিন দিনে কঙ্কু নিবারণ হয়। চক্ৰঃ

হরিদ্রা চূর্ণ, সিজের আঠায় মিশ্রিত করিয়া অর্শ বলিতে প্রলেপ দিবে। ভাবঃ

হরিদ্রা ও ঘোষাফল চূর্ণ, কটুতৈল সংযুক্ত করিয়া অর্শে প্রলেপ দিবে। ৫

হরিদ্রা, মরিচ, দ্রাক্ষা, পিপুল, রাস্না, শঠী, শুড় ও কটুতৈল একত্রে লেহন করিলে শ্বাস নষ্ট হয়। ৫

হরিদ্রা, গুলফের কাথ ও মধু সহ সেবনে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ৫

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলফা, কুড়, বচ ও গৃহধূম একত্রে প্রলেপ দিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ৫

লৌহ পাত্রে হরিদ্রার রস দিয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া চিপ অর্থাৎ কুনথে প্রলেপ দিবে। ৫

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা ।

কষ্টিক্ষেটেসী জাতীয় টারমিনেলিয়া চিবিউলা নামক বৃক্ষের ফল ;
এই ফলকে ইংরাজীতে চিবিউলিক মাইরোবেলানন কহে । ভারতবর্ষের
আরণ্য প্রদেশে ও মহীশূরে সচরাচর জন্মে । 'একগুণে বান্দ্রালাদেশের
নানা স্থানে এই বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে । ঠেঁহাব ফলের সংকোচন গুণ
থাকায় রং করিতে ব্যবহার হয় । কাঁচা হরীতকী শুষ্ক করিয়া বাপিলে
তাহাকে জাঙ্গী হরীতকী বলে ; অন্য প্রকার হরীতকী, সুপুষ্ট ফল শুষ্ক
করিয়া বাজারে বিক্রীত হয় । এতদ্দেশে প্রবাদ আছে যে সুপুষ্ট হরী-
তকী দুঃপ্রাপ্য, তাহা সেবন করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না ; কিন্তু ঠেঁহা
কতদূর সত্য তাহার স্থিরতা নাই । ভাবপ্রকাশ সাত প্রকার হরী-
তকীর বিষয় বর্ণনা করেন ; বোগ বিশেষে উহাদের ব্যবহারেরও
পার্থক্য নির্দিষ্ট আছে । কিন্তু বর্তমানকালে পুরোনিধিত দ্বিবিধ হরী-
তকীই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই
তিনের মিলনকে ত্রিফলা কহে । ব্যবহারের পূর্বে হরীতকীর অভ্যন্ত-
রস্থ বীজ ফেলিয়া দেওয়া কর্তব্য ।

ত্রিফলা ও আময়িক প্রয়োগ । অপক শুষ্ক (জাঙ্গী) হরীতকী
ভীত্ব রেচক । ইহা দ্বারা পেট বেদনা বা বমন হয় না । হরীতকীর
সুপুষ্ট ফল সংকোচক ও রেচক দ্বিবিধ গুণই ধারণ করে । ডাঃ ওয়ারিং
বিরেচনার্থ নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাব প্রশংসা করেন । হরীতকী ৬টা, দার-
চিনি বা লবঙ্গ কুট্রিত ৩০ রতি, জল বা তৃণ ২ ছটাক, দশ মিনিট সিদ্ধ
করিয়া শীতল হইলে ছাকিয়া লইবে । পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের পক্ষে ইহা
এক মাত্রায় সেব্য ; ১২—১৪ বৎসর বয়সের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রায় বা তদ-
পেক্ষা নূন মাত্রায় প্রয়োগ কর্তব্য । শিশুদের বিরেচনার্থ—ইহা না
দ্বিগুণা এরও তৈল ব্যবস্থা করা উচিত । কোষ্ঠবদ্ধে ইহা প্রয়োগ
বিধেয় ; ইহাতে ৩।৪ বার অধিক পরিমাণে মল নিঃসৃত হয় । পেট
কামড়ান, বমন বা অন্য কোন উপদ্রব সংঘটিত হয় না । প্রাচীন
কৃত, আবাত-জনিত কৃত ও অধিক স্রাবযুক্ত চর্মপীড়ায় ইহার দ্বারা

প্রস্তুত মলম স্থানীক প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। হরীতকী চূর্ণ ও খদির চূর্ণ সমভাগে লইয়া একরূপ পরিমিত ঘূতের সহিত মিশ্রিত করিবে, যে মলমের মত হয়। ইহা পুৰাতন ন্যাকড়ায় মাখাইয়া ক্ষতো-পরি সংস্থাপন করিবে। ডাঃ অসওয়াল্ড বলেন যে, রক্তশ্রাবণশীল অর্শ ও শ্বেতপ্রদরাদি রোগে ইহার কাথ দ্বারা পীচকারী দিলে উপকার দর্শে। ডাঃ টইনিংও হরীতকীর বিশেষ প্রশংসা করেন; তিনি একটা প্লীহাবিবৃদ্ধি বিশিষ্ট রোগীকে সেবন করাইয়া বিশেষ সফল উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের পত্রে এক প্রকার কীট অণু স্থাপন করে ও তাহাতে পাতার উপরে এক প্রকার উচ্চতা লক্ষিত হয়, উহাব গুণ সংকোচক। রক্তামাশয় ও উদরাময়রোগে ডাঃ ওয়ারিং তাহা অর্দ্ধ রতি মাত্রায় তিন বটাস্তর ব্যবহার করিতে বলেন। শিশুদের জন্য এই মাত্রা, অধিক বয়সের বোগীর জন্য আবশ্যকানুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ইহার অন্যান্য ক্রিয়ার মধ্যে এই কয়েকটা প্রধান বর্ণা—বিরেচক, আগ্নেয়, বলকারক ও পরিবর্তক। ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা শ্বাস কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, গ্রহণী, বিষমজ্বর, আখ্যান, গুল্ম, কামল, আনাহ, শূল, প্লীহা ও যকৃত প্রভৃতি রোগনাশক। তিনি বলেন যে, ককরোগে লবণ, পিঙ্গে শর্করা, বাতজ রোগে ঘৃত ও ত্রিদোষে গুড় সহ হরীতকী সেব্য। মধুর সহিত হরীতকী চূর্ণ লেহন করিলে বিষমজ্বর নষ্ট হয়। ১৩ টী হরীতকী বাটিয়া সৈন্ধব সহ সেবন করিলে মুহু বিরেচক হয়।

ঋতু হরীতকী। বর্ষাকালে সৈন্ধব, শরৎকালে চিনি, হেমন্তে শুষ্কী, শীতে পিপ্পল, বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মে গুড় সহ হরীতকী সংবৎসর সেবন করিলে রসায়ন হয়। ভাব:

মাত্রা ১০—৩০ রতি। আবশ্যকস্থলে তদধিক।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ।

ত্রিফলাদি কাথ। হরীতকী বহেড়া আমলকী, শিমূল মূল, রাসনা, সৌদাল ও গরুড়কের কাথ সেবনে বাতপিত্ত জ্বর নষ্ট হয়। ভাব:

পথ্যাদি কাথ । হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঠ ও আতিসের কাথ সেবনে আমাতিসার নষ্ট হয় । ভাবঃ

২ । পথ্যাদি কাথ । হরীতকী, হরিদ্রা, বামনহাটী, গুলঞ্চ, চিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুষ্ঠীর কাথ, উদরী ও শোথে প্রযোজ্য । এ

হরীতক্যাদি চূর্ণ । হরীতকী, নিম্বপত্র, শুঠ, সৈন্ধব ও চিতাচূর্ণ সেবনে দুৰ্জ্বল জ্বর শাস্তি হয় । এ

পথ্যাদি চূর্ণ । হরীতকী, শুঠ, যমানী সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিবে । তক্র, উষ্ণোদক বা কাঁজি সহ পান করিবে । ইহাতে আমবাত, অরোচক ও মন্দাগ্নি নষ্ট হয় । ভাবঃ

বৈশ্বানর চূর্ণ । সৈন্ধব ও যমানী প্রত্যেকে ২ভাগ, বনযমানী ৩, শুঠ ৫ এবং হরীতকী ১২ভাগ, স্তম্ব চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে । ইহা দধির মাত, কাঁজি, তক্র, ঘৃত বা উষ্ণোদক সহ সেবন করিলে আমবাত, গুল্ম, শূল প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় । এ

বিজয় চূর্ণ । হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, এলাচ, তেজপত্র, দারচিনি, বচ, হিঙ্গু, আকনাদি, যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, কটকী, ইক্ষয়ব, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বিষ, বন-যমানী একত্রে স্তম্ব চূর্ণ করিবে । মাত্রা অর্দ্ধ তোলা ; উষ্ণ জল বা এরও তৈল সহ সেব্য । ইহাতে সর্ব প্রকার খাস কাশ, গ্রহণী আদি নষ্ট হয় । এ

হরীতক্যাদি কঙ্ক । হরীতকী, আতিস, হিঙ্গু, সৌবর্জল, বচ, সৈন্ধব, সংপেষণ করিয়া উষ্ণ বারি সহ সেবন করিলে আমাতিসার নষ্ট হয় । এ

হরীতক্যাদি গুটী । হরীতকী, ত্রিফল, বৃদ্ধদারু, প্রত্যেকে ২পল ; পিপুল, শুঠ, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, শতমূল, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেকে

১ পল, মধুর সহিত ১—২ মাঝায় গুড়িকা করিবে ; ইহার এক বা দুইটা^২ সেবন করিলে মলস্তুভ ও অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হয় । ভাব :

চতুঃসম মোদক । হরীতকী, গুঠ, মূতা ও গুড় সমভাগে লইয়া বটিকা করিবে । ইহাতে সর্ষপ্রকাব অতিসার, অকুচি ও অগ্নিমান্দ্য নিবারণ হয় । ঐ

পথ্যাবলেহ । হরীতকী, তৈল, ঘৃত ও মধু সহ লেহন করিলে জ্বরের দাহ নষ্ট হয় । ঐ

অভয়া মোদক । হরীতকী, মরিচ, গুঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল পিপুল মূল, দারচিনি, তেজপত্র, মূতা প্রত্যেকে ১ ভাগ ; দস্তী ৩ভাগ, ত্রিবৃৎ ৮ভাগ, শর্করা ৬ভাগ লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত ১—১ তোলা মাঝায় মোদক বাধিবে । প্রাতঃকালে শীতল জল সহ সেবা । উষ্ণ সেবা না করা পর্য্যন্ত বিরচন হয় । ইহাতে বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি, পাণ্ডু, কাস এবং পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, উদর ও জংঘাদির বেদনা নষ্ট হয় । একদিন তৈলমর্দন ও ক্রোধ পরিত্যজ্য । ঐ

অমৃত হরীতকী । এক শত হরীতকী, তন্মুদ্রিত করিয়া বীজ বাহির করিয়া ফেলিবে । তৎপরে পিপুল, মরিচ, গুঠ, দারচিনি, চিতা, চট্ট, পঞ্চলবণ, জোয়ান, বনজোয়ান, যবক্ষার, সর্জিকাক্ষার, সোহাগা, হিঙ্গু, লবঙ্গ প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ ৪তোলা ; তৈল ও লেবুর রসে তিন ২ দিন ভাবনা দিয়া বীজশূন্য হরীতকীর মধ্যে পুরিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে । ইহার এক একটা প্রত্যাহ প্রাতে সেব্য ; ইহাতে নানা প্রকার অজীর্ণ, মন্দাগ্নি নিবারণ হয় । ভৈঃ র

ভৃগু হরীতকী । সমূল পুষ্প পত্র কণ্টকারি ১০০পল, লব্ধ পোটুলী বদ্ধ হরীতকী ১০০টা, জল ৬৪সের, শেষ ১৬সেব ; ছাকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ১০০পল ও হরীতকীর বীজ ফেলিয়া দিয়া তাহা একত্রে পাক করিবে । সুপক হইলে নামাইয়া গুঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেকে ১পল ; দারচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ২তোলা ; মধু ৬পল প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে । অগ্নি বল বিবেচনা করিয়া ১—১ তোলা

মাত্রা ব্যবস্থা করিবে ; ইহাতে সকল প্রকার কাস রোগ আরোগ্য হয় । ভাবঃ

চন্দ্রোদয় বর্ত্তি । হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, শঙ্খনাভি, মনঃশিলা সমভাগে লইয়া, গব্যদুগ্ধ দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষুর তিমির, কণ্ডু, পটল, অক্ষুদ্র, শুক্র, অধিমানস ও রাত্রাক নষ্ট হয় । এ

চন্দ্রপ্রভাবর্ত্তি । হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, ভদ্রবৃতা ও হরীতকী ; ছাগ মূত্রে পেষণ ও ছায়ার শুক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে । পরে তাহা জলে গুলিয়া চক্ষে লাগাইলে তিমির, গোমূত্রে পিষ্টিক, মধু সহ পটল, নারী শুক্লব সহিত লাগাইলে পুষ্পক নামক চক্ষুরোগ নষ্ট হয় । এ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

হরীতকী, রান্না, কটকী, গুলঞ্চ, গুগ্গুল, চোরহলি, পীতবেড়েলা, বচ, কুড় ও কাঁজি দ্বারা বিপাচিত তৈল অভ্যঙ্গ করিলে শীতজ্বর নষ্ট হয় । ভাবঃ

হরীতকী, সোদালমজ্জা, কটকী, তেউড়ী ও আমলকীর কাথ কৌষ্টিক্বে প্রয়োজ্য । এ

হরীতকী, শুঠ, সৈন্ধব, শুড় সহ সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় । এ

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা ও মরিচ চূর্ণ ; মধু সহ লেহন করিলে কামলা রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরতা ও নিমের কাথ ; মধু সহ সেবনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক নষ্ট হয় । এ

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জা়া চূর্ণ মধুব সহিত লেহন করিলে অরুচি ও ছর্দি নষ্ট হয় । এ

হরীতকী বাটিয়া গাত্রে মাখিয়া পশ্চাৎ স্নান করিলে শ্বেদ প্রশান্ত হয় । এ

হরীতকী চূর্ণ, গুড়ের সহিত ১৫ দিন বা এক মাস সেবন করিলে শোথ, শ্বাস কাস, জ্বর, গ্রহণী নষ্ট হয় । ভাবঃ

ত্রিফলার জল দ্বারা উপদংশীয় ক্ষত ধৌত করিলে উপকার হয় । এ

হাজরমণি ও ভুইআমলা ।

ইউফরবিয়েসী জাতীয় ফিলাস্ফ ইউরিনেরিয়া ও নিরুরী নামক দ্বিবিধ বৃক্ষ । ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে । ইহার ক্রিয়া মূত্রকারক ; তজ্জন্য উদরী, প্রমেহ ও মূত্রযন্ত্রের পীড়ায় ব্যবহার্য্য । হর্সফিল্ড প্রভৃতি ইহার প্রশংসা করিয়াছেন ।

হাড়জোড়া, অস্থিসংহার ।

ভাইটিস কোম্বাড্রাস্কুলেরিস লতা । ভারতবর্ষের নানা স্থানে জন্মে । ইহাতে ৬৮ অঙ্গুলি অন্তর এক একটা গাট আছে ।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহা উষ্ণ, রুক্ষ, ব্যা, পাচন, পিত্তল, কৃমিঘ, অশ্ময় ও অক্ষিরোগ নাশক ।

লাক্ষা, হাড়জোড়া, অর্জুন ছাল, অখগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেকে সমভাগ ; সর্ব সমান গুগ্গুল একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ্ন অস্থি শীঘ্র জোড়া লাগে । ভাব :

হাতিশুঁড়া, হস্তিশুণ্ডী ।

বোরাজিনেসী জাতীয় টায়ারিডিয়ম ইণ্ডিকম্ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ ।

সবেদন ও উগ্রক্ৰান্তে ইহার পত্র বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার দর্শে ; বিবিধ আয়ুর্বেদীয় ঔষধের ভাবনা দিতে ইহা ব্যবহার হয় । স্থানীক প্রদাহে ইহার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে । এই বৃক্ষের ক্রিয়া বৃদ্ধিকারক ও মূত্রকর, ইহার অন্যান্য ক্রিয়া অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই ।

হালীমদানা, চন্দ্রশূর ।

ক্রিসিফেরী জাতীয় লিপিডিয়ম ন্যাটাইভম নামক বৃক্ষের বীজ । ভারতবর্ষে জন্মে ।

ক্রিয়া ও অণুময়িক প্রয়োগ । বলকর ও পরিবর্তক । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা হিকা, বাতশ্লেষা, অতিসার, বাতরক্ত নাশক ও বলপুষ্টি

বিবর্জক । ১৫ রতি মাত্রায় মূহ্ বিরেচক হয় । জ্বরীর রসসহ বাটিয়া স্থানীক প্রয়োগে প্রদাহ উপশমিত হয় ।

চন্দ্রসূর রস । হালিমদানা আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পানাবশেষ করিবে, পরে ছাঁকিয়া লইবে ; এই জল পুনঃ পুনঃ পান করাইলে হিকা প্রশমিত হয় । ভাবঃ

মেথি, হালিমদানা, কৃষ্ণজীরা ও যমানী একত্রে সেবন করিলে বায়ু, অজীর্ণ, শূল, অধ্মান ও কটিবেদনা নষ্ট হয় । এ

হিঙ্গু, হিং ।

অম্বলিফিরী জাতীয় ফিরুল। এসাকেটডা নামক বৃক্ষের মূলের নির্যাস । পারস্য, ধোরাসান ও মূলতানে পাওয়া যায় । ইহা গদ ও ধূনাযুক্ত নির্যাস । ইহার আশ্বাদ তিক্ত ও উগ্র হৃগ্নক্যুক্ত, ইহা পরিশ্রুত স্নরাতে দ্রব হয় ।

ক্রিয়া । উত্তেজক, প্রবল আক্ষেপনিবারক, ককনিঃসারক, দীৰ্ঘ-রেচক, আশ্লেয়, বায়ুনাশক, কৃমিয় ও রজোনিঃসারক । ভাবপ্রকাশ বলেন ইহা পাচন, উষ্ণ, কট্য, তীক্ষ্ণ এবং বাতবলাস, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ ও কৃমিনাশক ।

আময়িক প্রয়োগ । উদরাধ্মানে বায়ুনাশার্থ প্রয়োজ্য । মুচ্ছা-গত বায়ু (হিষ্টিরিয়া) ও তজ্জপ অন্যান্য প্রকার স্নায়বীয় পীড়া, শ্বাস, হৃপশঙ্ক কাসি, ফুসফুস প্রদাহ ও বায়ুনলীভুক্ত-প্রদাহে প্রয়োজ্য । ইহা বটিকাকারে বা মিশ্ররূপে প্রয়োগ কর্তব্য । হিঙ্গু ১১০ তোলা, উষ্ণ জল দশ ছটাক, একত্রে খলে মর্দন করতঃ ছাকিয়া লইবে ; মাত্রা ১—২ কাঁচা । বটিকাকারে দিতে হইলে হিঙ্গু ১—৫ রতি মাত্রায় প্রয়োগ কর্তব্য । স্বপ্ন-স্পন্দন, শৈশবাবস্থায় দন্তোদ্বেদ কালীম আক্ষেপ ও মহীলতার ন্যায় কৃমি-রোগে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে । আয়ুর্বেদমতে ইহা ব্যবহারের পূর্বে ঘূতে ভাজিয়া লওয়া রীতি আছে ।

প্রয়োগরূপ ।

হিঙ্গুর অরিষ্ট । হিঙ্গু ৫কাঁচা, সূরা দশ ছটাক ; সপ্তাহ ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে ; মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক ড্রাম ।

হিঙ্গুদি বটিকা । হিঙ্গু, গন্ধবোল, মুসকর প্রত্যেকে ১ ছটাক ; শুড় আদ ছটাক, একত্রে জলশেদন যন্ত্রোত্তাপে মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ২—৫ রতি । স্ত্রীলোকদের মূত্রাণ্ডিত বায়ুরোগেব সঙ্গে অর্জুণ থাকিলে প্রয়োজ্য । রক্তোনিঃসরণার্থও বগন কণন ব্যবহার হয় ।

হিঙ্গুর পাঁচকারি । হিঙ্গু ১৫ রতি, জল ২ ছটাক, একত্রে মর্দন করিবে । আত্যন্তিক প্রদোষ অল্পবিধাজনক হইলে ইহা প্রয়োজ্য । রোগীর অবহাঙ্গুসারে মাত্রা হ্রাস করা কর্তব্য ।

আয়ুর্বেদীর প্রয়োগরূপ ।

হিঙ্গুদি চূর্ণ । হিঙ্গু, মচল লবণ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বচ ও আতিসের চূর্ণ, উষ্ণাণু সহ পান করিলে গ্লেম্মাতিসার নষ্ট হয় । ভাবঃ

২। **হিঙ্গুদি চূর্ণ ।** হিঙ্গু, পিপুলমূল, ধনে, জীরা, বচ, চট, চিতে, আকনাদি, তেতুল, লবণত্রয়, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সর্জিকা, দাড়িম, হরীতকী, কুড়, অন্নবেতস ও হরুয়া চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে ; পরে আদার ও লেবুর রসে ভাবনা দিবে । উষ্ণ জল সহ এই চূর্ণ সেবন করিলে অস্টিলা, শুষ্ক আদি রোগ নষ্ট হয় । ভাবঃ

৩। **হিঙ্গুদি চূর্ণ ।** হিঙ্গু, চট, বিটলবণ, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, জীরা ও কুড়, ক্রমশঃ এক এক ভাগ করিয়া লইবে ; অর্থাৎ হিঙ্গু ১ হইলে চট ৩ ও বিটলবণ ৩ হইবে ইত্যাদি । ইহাতে আমবাত নষ্ট হয় । ভাবঃ

হিঙ্গু স্কটক । শুঠ, পিপুল, মরিচ, বনযমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীবা ও হিঙ্গু সমভাগে, (চূর্ণ) গ্রহণ করতঃ একত্রে মিশ্রিত করিবে । ইহা সেবনে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয় । ভাবঃ

হিঙ্গুদি ফলবর্তি । হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধব একত্রে পেষণ করিয়া

বর্জিত প্রস্তুত করিবে ; ইহাতে ঘৃত মাখাইয়া মলদ্বাবে দিয়া রাখিলে উদাবর্ত (আধান) নষ্ট হয় । ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মূষ্টিযোগ ।

হিঙ্গুল, ত্রিকটু, কুড়, যবক্ষার ও সৈন্ধব চূর্ণ লেবুর রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিলে প্লীহা, শূল নষ্ট হয় । ঐ

হিং, রসুন ও নিম্বপত্র একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কৃমি নষ্ট হয় । ঐ

হিং, সৈন্ধব ও শঠী সহ সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কর্ণে পুবেণ করিলে কর্ণ-শূল নিবারণ হয় । ঐ

হিঙ্গুল, (সিনেবার) ।

ইহার ল্যাটিন ও ইংরাজী নাম যথাক্রমে হাইড্রাবজিরাই পারসল্‌ফিউরেটম ও পার সল্‌ফিউরেট অফ মার্করী ।

মেঘদুগ্ধ বা লেবুর রসে ৭ বাব ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোধিত হয় ।

হিঙ্গুল হইতে বসাকর্ষণ করিতে হইলে লেবুর বস বা নিমের রস দ্বারা উহা এক প্রহর মর্দন করিবে । পরে পাবদ যে প্রক্রিয়ায় উর্দ্ধপাতন করিতে হয়, তদ্রূপ করিবে উর্দ্ধ পাত্রে সংলগ্ন বস আঁচড়াইয়া লইয়া লেবুর রসে মর্দন ও জলে সিদ্ধ করিবে । তৎপরে উহা সর্ষ কর্ণে যোজন করা কর্তব্য ।

পালতে মাদারের রসে হিঙ্গুল এক দিন মাড়িয়া চাকি করিবে, পশ্চে একটা হাঁড়ির মধ্যে একটা পান রাখিয়া তদ্রূপে উক্ত চাকি সংস্থাপন করতঃ একটা মালসা দ্বারা ঢাকা দিবে ও উত্তমরূপে লেপিবে । অবশেষে মালসায় জল দিয়া হাঁড়ির নিচে জাল দিবে ও মালসার জল উষ্ণ হইলে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া শীতল জল সংযোগ করিবে । এইরূপ করিতে করিতে যখন হাঁড়ির মধ্যে আর হিঙ্গুল নাই অনুমিত হইবে, তখন জাল বন্ধ করিবে । মালসার নিচে কেহ কেহ চাখড়ি ঘষিয়া দেন ; পারদ উহাতে গিয়া অবস্থিতি করে । পরে তাহা আঁচড়াইয়া লইয়া লেবুর রসে মর্দন ও জলে সিদ্ধ করিবে । হিঙ্গুল সমস্ত উর্দ্ধপাতিত হইয়াছে কি হাঁড়িতে অবশিষ্ট আছে, তাহা

জানার জন্য হাঁড়ি মধ্যে মধ্যে নাড়িলে বুঝা যাইবে; অর্থাৎ উহার চাকি থাকিলে শব্দ হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । পরিবর্তক, পিত্তনিঃসারক, লাল্য-প্রাবক ও রেচক । ভাবপ্রকাশ বলেন যে, ইহা তিক্ত কষায়, নেত্ররোগ, কফ পিত্ত, হৃন্মাস, কণ্ঠ, জ্বর, কামল, গ্ৰীহা ও আমবাত নাশক । গৌণিক উপদংশে উদ্বেদ বাহির হইলে নিম্নলিখিত ঔষধের ধূম প্রদান বিশেষ উপকারী ; যথা—হিঙ্গুল ১ তোলা, মনঃশিলা অর্দ্ধ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিবে; ইহার ৮ রতি প্রতিবার ধূম প্রদান করিবে । কুলকাষ্ঠের জলন্ত অঙ্গারে একটা পাত্র রাখিয়া তত্পরি উক্তচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে । যে ধূম নির্গত হয়, তাহা সর্বাঙ্গে লাগাইবে । বিবিধ চর্মপীড়ায় ইহার ধূম প্রদানে উপকার হয় । হিঙ্গুল, গন্ধক, মুদ্রাশঙ্খ, সৈন্ধব, চাকুন্দবীজ, বিড়ঙ্গ, স্বর্ণক্ষীরি ও কুড় প্রত্যেকে সমভাগে চূর্ণ; ধূতুরা, নিম ও পানের রসে মর্দন করিয়া কর্দমাকার করিবে । শাস্ত্রধর বলেন ইহা দ্বারা প্রলেপ দিলে দক্ষ, বিচর্চিকা, কণ্ঠ ও রকস রোগ শীঘ্রই আরোগ্য হয় । দক্ষ আদি চর্মপীড়ায় হিঙ্গুল ১ ভাগ, মোমের মলম ৮ ভাগ একত্রে মাড়িয়া স্থানীক প্রয়োগে উপকার দর্শে । অতিসার রোগে আফিঃ ও হিঙ্গুল সমভাগে লইয়া তেলাকুচার রস দিয়া মাড়িবে, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে । ইহা ১—২ রতি মাত্রায় দিনে ২বার সেব্য ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

হিঙ্গুলেশ্বর । হিঙ্গুল, কাটবিষ, পিপুল একত্রে খলে মর্দন (জল সহ) করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা বাতজ্বরে মধু সহ সেব্য । ভৈঃ র

বৃহৎজ্বরাকুশ । পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরিমাটি, সোহাগা ও দস্তীবীজ প্রত্যেকে সমভাগে, গোঁড়ালেবু রসে, তুলসীপত্র, চিতাপত্র, সিদ্ধিপত্র ও তেঁতুল পত্ররসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে । ইহাতে সকল প্রকার জ্বর বিশেষতঃ জীর্ণ জ্বর ও গ্ৰীহা আরোগ্য হয় । ভৈঃ র

হিন্‌চা, হিলমোচিকা ।

কম্পজিটী জাতীয় এনহিড্রা হিল্‌নচা নামক জলজ লতার পত্র । ইহার পত্র ও ডগা সিদ্ধ করিয়া সেবনে পিত্ত সান্ত্বনা হয় । ইহা অন্ন, তিক্ত, বলকর, ক্ৰীষং রেচক ; চর্ম্ম ও শ্বাসরোগে প্রয়োজ্য । প্রমেহরোগে ইহার রস ১ চটাক ও কাঁচা ছুঙ্ক ১ পোয়া একত্রে পান করিলে প্রস্রাবের আঁলা যন্ত্রণা উপশমিত হয় । ইহার রস বিবিধ ঔষধের অল্পপানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

হিন্‌চাব রস ও শ্বেত চন্দন রসা একত্রে মসুরিকা বোণে সেবন করাইলে উপকার হয় । তাবঃ

হীরক, হীরা ।

আকরে প্রাপ্ত হওয়া যায় । ভারতবর্ষের পার্শ্বত্যা অঞ্চলের কোন কোন স্থানে ইহার আকব আছে ।

হীরা একটা লেবুর মধ্যে পুরিয়া বকপুষ্প বৃক্ষের পাতার রসে পাক করিলে বিগুহ্য হয় । তৎপরে নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা চূর্ণ করিবে । কার্পাসমূল পানের রসে বাটিয়া, তন্মধ্যে হীরক পুরিয়া পোড় দিবে । এইরূপ সাত বার পোড় দিলে হীরা ভস্ম হয় । কণ্টকাবী মূলের মধ্যে হীরা পুরিয়া কুলখের কাথে, দোলাষন্তে পাক করিলেও ইহা বিশোধিত হয় । হীরার পরিবর্তে এক্ষণে পায়ই বৈজ্ঞানিক ব্যবহার হয় ।

ক্রিয়া ও আময়িক প্রয়োগ । পরিবর্তক, বলকর, পুষ্টিকর ও বিবিধ প্রাচীন রোগগ্রস্ত । মাত্রা ৬ রতি, কিন্তু ব্যবহার হয় না । অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া প্রযুক্ত হয় ।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

ত্রৈলোক্য চিন্তামণিরস । হীরক, সুবর্ণ, রৌপ্য (কেহ কেহ মুক্তা দেন), প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ, অন্ন, রসসিন্দূর প্রত্যেকে ৪ ভাগ,

লইয়া ঘৃতকুমারীব রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বিবিধ পীড়ায় নানামুপান যোগে ইহা ব্যবহার্য্য; ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন। যে সকল প্রাচীন যোগে পরিবর্তক ও বলকর ঔষধ আবশ্যক, তাহাতে ইহা প্রযোজ্য। রসেন্দ্র সারঃ

২। ত্রৈলোক্য চিন্তামণি রস। পারদ, হীরক, স্বর্ণ, বৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অম্ল, মৃত্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল, মনঃশিলা প্রত্যেকে সমভাগ; চিতামূলের রসে ৭ দিন, আকন্দের আঠা, নিসিন্দার রস, ওলের রস ও সিজের আঠায় ৩ দিন ভাবনা দিয়া পীতবর্ণ কড়ির মধ্যে পুরিয়া তাহাদের মুখ সকল অর্ক ছন্দ্র সিক্ত সোহাগা দ্বারা রুদ্ধ করিবে। পবে তাহা সবাব সংপুটে বাগিয়া বালুকায়স্থে পাক করিবে; শীতল হইলে চূর্ণ কবিয়া চূর্ণ তুল্য রসসিন্দূর, রসসিন্দূরেব সিকি বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া সজিনামূলেব রসে ৭বার ও চিতামূলেব রসে ২বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ২—৪ রতি, ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন; ইহাতে সকল প্রকার ব্যাধি বিশেষতঃ বাত বিদ্রবী, শূল, গ্রহণী, পাণ্ডু, রক্তাতিসার মেহ, প্লীহা, জ্বলেদরী, শোথ, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রভৃতি নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বিজয় পর্পটী। ভৃঙ্গরাজ রসে শোধিত গন্ধক ৮ ভাগ, পারদ ৪ ভাগ, বৌপ্য ২, স্বর্ণ ১ এবং বৈক্রান্ত ও মৃত্তা প্রত্যেকে ৩ ভাগ। একত্রে মর্দন, পরে যথাবীতি পর্পটী করিবে। মাত্রা ১—১০ রতি। ইহাতে গ্রহণী, শোথ, আমশূল, অতিসার, যক্ষ্মা, পাণ্ডু, বাতরক্ত ও জ্বরাদি নানাব্যাধি আবেগ্য ও দেহের পুষ্টি ও বলবীৰ্য্য বৃদ্ধি হয়। হ

হীরাকস, কাশীশ ।

ইহাকে ইংরাজীতে সলফেট অফ আয়রন ও লাটিনে ফেরি সল্ফাস বলে। ইহা খনিজ দ্রব্য। হীরাকস যাহা সচরাচর বাজারে পাওয়া যায়, তাহার উপরিস্থ পীতবর্ণ পদার্থ ফেলিয়া দিয়া ব্যবহার করা উচিত। জৈবৎ হরিৎ বর্ণ ও ক্ষটিকাকার হীরাকসই উৎকৃষ্ট।

১. রাসায়নিক তত্ত্ব । অগ্নি সম্ভাপে দিলে ইহার জলীয়ংশ শুষ্ক ও দেখিতে খেতবর্ণ অস্বচ্ছ চূর্ণ হয়। অধিক সম্ভাপে ইহা পার-অকসাইড্ অফ আয়রন রূপে পরিণত হয়; জলে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়।

ক্রিয়া । ইহার স্থানীক ক্রিয়া সংকোচক ও উগ্রতাসাধক। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে রক্তজনক, বলকারক, রক্তোনিঃসারক, পর্যায়-নিবারক ও কুমিনাশক। ইহা সেবনকালে কোষ্ঠবদ্ধ ও মল কৃষ্ণবর্ণ হয়। অধিক মাত্রায় সেবনে পাকাশয়ে জ্বালা ও বেদনা করে এবং বমন হয়; অত্যন্ত অধিক মাত্রায় প্রাদাহিক বিষ ক্রিয়া করে।

আময়িক প্রয়োগ । নীরক্তাবস্থায় ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্লীহাবোগে মুসকর সহযোগে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। নীল-প্রদর, রজঃস্ফুট, পালাজ্বর, স্নায়ুশূল, শিরঃশূল, অর্দ্ধাবভেদক প্রভৃতিতে ইহা সেবনে বিশিষ্ট হিতফল উপলব্ধি হয়। নীরক্তাবস্থায় হৃৎকম্প হইলে ডাং এবরক্রমী নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেন। যথা—হীরাকস ও মুসকর প্রত্যেকে ১২ রতি, দাবচিনি চূর্ণ ২১০ রতি; ইহাতে দুইটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া আহারের পূর্বে সেবন করাইবে। প্লীহা ও পর্যায় জ্বরে ডাং ওয়ারিং নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করাইতে উপদেশ দেন। হিরাকস ১২ রতি, গোলমরিচ ১৫ রতি, মধু দ্বারা মর্দন করতঃ ১২ বটিকা করিবে; ইহার ২ বটিকা দিনে ২।৩ বার সেব্য। গুলঞ্চ বা চিরতার কাথ তৎসমন্য সেবন কর্তব্য। পাকাশয়ে উগ্র ও উদরানয় বর্ধমান ইহা অপ্রযোজ্য। রক্তহীনতা সম্বলিত শোথে ইহা বিশেষ উপকার কবে। সরলাস্ত্র বহির্গমন রোগে ও যদি অর্শ হইতে অধিক রক্তস্রাব হয় এবং প্রদাহ না থাকে, তবে হীরাকস ১১০ রতি, জল ১ ছটাক একত্রে দ্রব করিয়া মলদ্বারে পীচকারী দিবে। হৃৎশব্দক কাসিতে কখন কখন ইহা ব্যবহৃত হয়। উদরাময় ও রক্তামাশয় প্রাচীন আকার ধারণ করিলে কখন কখন নিম্নলিখিত ঔষধের দ্বারা উপকার দর্শে। যথা—হীরাকস ২ রতি, অহিকেনের অরিষ্ট ৫ ফোটা, জল আধ ছটাক। বীসর্প রোগে ইহার দ্বীত (৩০ রতি, জল দশ ছটাক) স্থানীক প্রয়োগে উপকার করে; ন্যাকড়া

ভিজাইয়া দিতে হয়। উপদংশীয় ক্ষতে ইহার মুক্য চূর্ণ স্থানীক প্রয়োগ করিলে ক্ষতের অবস্থা আরোগ্যোন্মুখ হয়। মাত্রা ১—৩ রতি।

প্রয়োগরূপ ।

দধ্ন হীরাকস । হীরাকসকে চিন বা লৌহ পাত্রে অগ্নি সস্তাপে দিবোঁউ ক্রমশঃ তাহা ৪০০ তাপাংশ বৃদ্ধি করিবে। জলীয় বাষ্প নিগমন শেষ হইলে চূর্ণ করিয়া বোতলে রাখিবে। মাত্রা ২—১ রতি ; বটিকা-কারে সেব্য।

আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগরূপ ।

কাশীশাদ্য তৈল । হীরাকস, অম্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপুল দ্বারা পাচিত তৈল মদনে স্তন দৃঢ় হয়। চক্রঃ

বৃহৎ কাশীশাদ্য তৈল । কন্ধার্থ—হীরাকস, মৈন্ধব, কৃষ্ণজীবা, শুঠ, কুড়, কুশলাঙ্গলী, পাতরকুটী, করবী, দস্তী, বিড়ঙ্গ, চিতা, হাবতাল, মনঃশিলা ও স্বর্ণকীরি এবং সিজ্ঞা আকন্দের আঠা ও চারি শুণ গোমূত্র দিয়া তৈল পাক করিবে। ইহার স্থানীক প্রয়োগে অর্শ নষ্ট হয়। ভাবঃ

আয়ুর্বেদীয় মুষ্টিযোগ ।

হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু ও তেজ বহুল চূর্ণ, মধুর সস্ত্রে প্রয়োগ করিলে শীতাদ ও পৃতিমাংস নষ্ট হয়। ভাবঃ

হীরাকস ও কংবোলের শাঁস, মধু সহ লেহন করিলে হিকা নিবারণ হয়। চক্রঃ

হীরাকস, গোরেচনা, হরিতাল, রসাজন ও কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষকচ্ছু ও অহিপুতন নষ্ট হয়। ঞ

ছড়ছড়ে, সূর্য্যাবর্ত, আদিত্যভক্ত ।

ক্যাপাবিড়ী জাতীয় গাইনান-ড্রুপিস্ পেণ্টাফিলা নামক বৃক্ষ। বঙ্গদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষের আবাদ অত্যন্ত উগ্র; ইহার পত্র মূল ও বীজ ব্যবহার্য্য।

ক্রিয়া ও প্রয়োগ । এই বৃক্ষের বীজ উগ্র ও কুমিনাশক, বায়ুনাশক ও উত্তেজক । নিষ্পেষণ করিলে এক প্রকার তৈল নিঃসৃত হয়, কর্ণ-শূলে ইহার সদা পত্রের রস উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে উপকার হয় । পত্র বাটিয়া চক্ষোপরি লাগাইলে প্রত্যগ্রতা সাধক ও ফোঙ্কাকারক হয় । সার উইলিয়ম জোন্স বলেন যে, ইহাব আক্ষেপ নিবারক গুণ আছে ; ইহার মূলও কুমিনাশক বলিয়া কখন কখন ব্যবহার হয় । কয়েক প্রকার আয়ুর্বেদীয় ঔষধের ভাবনা দিতে ইহার পত্রের রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ভাবপ্রকাশের মতে ইহা তিক্ত কষায়, উষ্ণ, রুক্ষ এবং বিষ্টম্ভ, কফবাত, রক্তপিত্ত, শ্বাস কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ ও কুমিনাশক । তিনি বলেন যে, ছড়ছড়ের পাতার রস নস্য করিলে বৃশ্চিক বিষ শীঘ্রই নষ্ট হয় ।

ছড়ছড়ের বীজ, উহার পত্রের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আধ-কপালে বেদনা নিবারণ হয় । ভৈঃ র



পরিশিষ্ট ।

কয়েকটা বিশেষ প্রয়োজনীয় আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগকণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে ভ্রম হওয়ায় এখানে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইল ।

মহাতিক্তমৃত । ছাতিম, আতিম, সৌদাল, কটকী, আকনাদি মুতা, বেণারমূল, ত্রিফলা, ক্ষেংপাপড়া, পটোল, নিম্ব, মঞ্জিষ্ঠা, পিপ্পল, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রক্তচন্দন, ছবালভা, রাখালশশা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুভ্রুচী, অননুমূল, শ্যামালতা, মূলা, বাসক, শতমূল, বলালতা, যব, শাটধান্য ও চিরতা প্রত্যেকে ২ তোলা ; সম্ম সমষ্টি চতুর্গুণ ঘৃত ; ঘৃতে রিগুণ আমলকীর রস ও আট গুণ জল দিয়া যথারীতি পাক করিবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক বা দুই তোলা । এই ঘৃত সেবনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, রক্তার্শ, পাণ্ডু ও জ্ব প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । শাস্ত্র :

ইরিমেদাদী তৈল । শুয়েবাবলা ত্বক কুট্টিত ১০০ পল, ভল ৬৯ সেব, পাকশেষ ১৬ সের ; তৈল ৪ সের, কন্ধার্থ—শুয়েবাবলা, লবঙ্গ, গেরীনাটি, অশুরু, পদ্মকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, লাফা, বট, মুতা, দারচিনি, জায়ফল, কপূর, কঁকলা, খদির, রক্তচন্দন, ধাইফুল, ছোট-এলাচ, নাগেশ্বর ও কটফল প্রত্যেকে ২ তোলা ; যথারীতি তৈল পাক করিবে । এই তৈল মুখে ধারণ করিলে মুখের বেদনা, প্রহুট মাংস, চলিত ও শীর্ণ দস্ত, শোশির, শীতাদ, দস্তহর্ষ, বিদ্রবী, কুমিদস্ত, দস্তক্ষুটন, দৌর্গন্ধ এবং জিহ্বা, তালু ও গুষ্ঠের বেদনা নষ্ট হয় । এ

উশীরাসব । বেনার মূল, বালা, পদ্মমূল, গান্তারী, সূঁদিমূল, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মঞ্জিষ্ঠা, ছবালভা, আকনাদি, চিরতা, বট, যজ্ঞডুমুর, শঠী, ক্ষেংপাপড়া, পুওরীক, পটোলপত্র, রক্তকাঞ্চন, জাম ও মোচরস প্রত্যেকে ১ পল লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে, পরে কিসমিস ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, শর্করা ১০০ পল, মধু ১০০ পল ও জল ১২৮ সের দিবে । এই সমস্ত জটা-

মাংসী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা ধুপিত ভাণ্ডে সংস্থাপন করিয়া পাঁত্রের মুখ অব-
রুদ্ধ করতঃ একমাস রাখিবে; পরে ছাকিয়া লইবে। মাত্রা ১-৪ তোলা।
ইহাতে রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, প্রমেহ, অর্শ, ক্রমি ও শোথ নষ্ট হয়। ঐ

বব্বুলারিষ্ট । বাব্বুলার ছাল ২০০ পল, জল ২৫৬ সের, পাক-
শেষ ৬৪ সের; শীতল হইলে তাহাতে গুড় ৪০০ পল, ধাইফুল ১৬ পল,
পিপুল ২ পল, জায়ফল, কাঁকলা, দারচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর,
লবঙ্গ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল প্রদান করিয়া রুদ্ধ ভাণ্ডে এক মাস
রাখিবে। ইহা সেবনে অতিসার ও গ্রহণী রোগ নষ্ট হয়। মাত্রা এক
হইতে ৪ তোলা। ঐ

রোহিতকারিষ্ট । রোহিতক ছাল ১০০ পল, ২৫৬ সের জলে
পাক করিবে, সিকি থাকিতে নামাইবে; শীতল হইলে তাহাতে
গুড় ২০০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতে গুঠ, দারচিনি
এলাচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী চূর্ণ প্রত্যেকে ১ পল
প্রক্ষেপ দিয়া রুদ্ধ ভাণ্ডে এক মাস রাখিবে। মাত্রা ১-৪ তোলা;
ইহাতে প্লীহা, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু নষ্ট হয়। ঐ

দশমূলারিষ্ট । দশমূল প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পল, চিতে ২৫ পল,
কুড় ২৫ পল, লোধ ২০ পল, গুড়চী ২০ পল, আমলকী ১৬ পল, ছুরালভা,
১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী প্রত্যেকে ৮ পল; কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু,
বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামনহাটী, কংবেল, বহেড়া, পুনর্নবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু,
অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরক, ত্রিবৃৎ, রেণুক, রাস্না, পিপুল, গুবাক, শঠা, হরিদ্রা,
গুলফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, গুঠ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ
কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেকে ২ পল; সমুদায় দ্রব্য সমষ্টির
আট গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া কাথ ছাকিয়া লইয়া
মৃত্তিকা ভাণ্ডে রাখিবে। পরে দ্রাক্ষা ৬০ পল, চারি গুণ জলে সিদ্ধ
করিয়া ত্রিপাদ শেষ অর্থাৎ বার আনা থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া
পূর্ব কাথে ঢালিয়া দিবে। অবশেষে উহাতে মধু ৩২ পল, গুড় ৪০০ পল,
ধাইফুল ২০ পল, কাঁকলা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ,

তেজপত্র, নাগেশ্বর ও পিপুল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল ; মৃগনাভি অর্দ্ধ তোলা
নিক্ষেপ করিয়া ভাণ্ড রুদ্ধ করতঃ মৃত্তিকার নিম্নে এক মাস পুতিয়া রাখিবে ;
তৎপরে উত্তোলন করিয়া ও নির্মালীফল প্রক্ষেপ দিয়া রসকে নির্মল
করিবে। মাত্রা ১—৪ তোলা। ইহাতে গ্রহণী, অরুচি, শূল, শ্বাস
কাস, ভগন্দর, বাতব্যাধি, ক্ষয়, ছদ্দি, পাণ্ডু, কামল, কুষ্ঠ, অর্শ, মেহ,
মন্দাঘ্নি, উবর, মূত্রকৃচ্ছ ও ধাতুক্ষয় নষ্ট হয়। ইহা তেজস্কর, শুক্রবর্দ্ধক
ও বলপ্রদ। ইহা কৃশদের পুষ্টিজনক ও বক্ষা স্ত্রীলোকেষু গর্ভাধানকর
হয়। ঐ

ভার্গ্যাদি কাথ । বামনহাটী, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, কুড়, শুঠ, হরী-
তকী, পিপুল, বেল, সোনা, গাম্ভারী, পাকুল, গণিরারি, শালপাণ, চাকুলে
বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুরের কাথ সেবনে বিষমজ্বর, সন্নিপাত ও জীর্ণ-
জ্বর নষ্ট হয়। ভৈঃ র

বৃহৎভার্গ্যাদি কাথ । বামনহাটী, হরীতকী, কটকী, কুড়, ক্ষেৎ-
পাপড়া, মুতা, পিপুল, শুলক, দশমূল ও শুঠের কাথ পানে সকল প্রকার
জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, অরুচি নষ্ট হয়। ঐ

হিমসাগর তৈল । শতমূলীর রস, ভূমিকুয়াণ্ড, কুয়াণ্ড, আমলকী,
শিমূলমূল, গোক্ষুর, নারিকেল(জল) ও কদলীমূলের স্বরস প্রত্যেকে ৪ সের,
তৈল ৪ সেব, দুগ্ধ ১৬ সের। কঙ্কার্থ—রক্তচন্দন, তগরপাহুকা, কুড়,
মঞ্জিষ্ঠা, সরলকার্ষ, অশুর, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, দেব-
দারু, নবী, হরীতকী, খাটাসী, পিড়িশাক, কুন্দরু, নালুকা, শতমূল,
লোধ, মুতা, দারচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, তৈজতী, মউরী,
শঠী, শ্বেতচন্দন, গেটেল্য ও কপূর প্রত্যেকে ২ তোলা দিয়া যথাবিধি
পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে উচ্চস্থানাদি হইতে পতন জন্ম বেদনা,
পঙ্গুতা, একাঙ্গ বা সর্সাপ্রশোষ, শুক্রক্ষয়, হস্ত মন্যাদির বিকৃতি, মিশ্র-
ভাষণ, লব্ধজিহ্বতা, গাত্রদাহ ও নানাবিধ বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহা
বাতব্যাধির অতি উৎকৃষ্ট তৈল। ঐ

যোগেন্দ্র রস । রসসিন্দুর ১ ভাগ, স্বর্ণ, লৌহ ও তাম্র প্রত্যেকে

অর্দ্ধভাগ ; মুক্তা ও বঙ্গ প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ । ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহাতে উন্মাদ, মূর্ছা, প্রমেহ, অল্পপিত্ত ও পক্ষাঘাত নষ্ট হয় । ত্রিফলার রস বা চিনি সহ সেব্য । রাত্রিতে গব্য দুগ্ধ পান করিবে । এ

বৃহৎগঙ্গাধর চূর্ণ । বেলগুঠ, মোচরস, আকনাঁদি, ধাইফুল, ধনে, বরাক্রান্তা, গুঠ, মুতা, আতিস, আফিং, লোধ, কচি দাড়িমফলের ত্বক, কুটজ-ত্বক, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ ; একত্রে মর্দন করিবে । মাত্রা অন্ধি মাষা, তক্র সহ সেব্য । ইহাতে অতিসার, গ্রহণী ও অরতিসার নষ্ট হয় । এ

বিসূচীবিধ্বংস রস । সোহাগার খই, স্বর্ণমাক্ক, গুঠ, পারদ, গন্ধক, কাটবিষ ও সর্পবিষ প্রত্যেকে ১ ভাগ ; হিঙ্গুল ৭ ভাগ একত্রে গৌড়া-লেবুর রসে মর্দন করিয়া শ্বেতসর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে । ইহাতে বিসূচিকা ও অতিসার নষ্ট হয় । এ

গর্ভচিন্তামণি রস । পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেকে ১ কর্ষ ; অত্র ২ কর্ষ এবং কপূর্ব, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে প্রত্যেকে ১ তোলা ; জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহাতে গর্ভিণীর অর দাহ, স্থতিকা ও প্রদর রোগ বিনষ্ট হয় । এ

বৃশ্চীরাদ্যরিষ্ট । শ্বেত পুনর্নবা, এরণ্ড, পুনর্নবা, বৃহতী, কণ্টকারী চিতে মিলিত ৪ সের ; জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; পিপুল, চিতা চূর্ণ ও মধু দ্বারা লিপ্ত ভাণ্ডে উক্ত কাথ রাখিয়া তাহাতে মধু ৪ সের ও হরীতকী চূর্ণ ১ সের দিয়া মুখ বন্ধ করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে দশ দিন রাখিবে । ইহা সেবনে গুণ্ণবোগ নষ্ট হয় । মাত্রা ১—৪ তোলা । চক্ষুঃ

ত্রিশতী প্রসারণী তৈল । গন্ধভাতুলে, অশ্বগন্ধা ও দশমূল প্রত্যেকে ১০০ পল, তিনবার পৃথক পৃথক ৬৪সের জলে পাক করিয়া ১৬সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে । তিলতৈল ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের, দধির-মাত ১৬ সের, কঁজি ৩২ সের ; কন্ধার্থ—পিপুলমূল, ববক্ষার, সচললবণ ;

গন্ধতাহলে, সৈন্ধব, মজ্জিষ্ঠা, চিতা, ষষ্টিমধু প্রত্যেকে ২ পল, জীবনীরগণ প্রত্যেকে ১ পল, শুঠ ৫ পল, ভেলা ৩০ পল দিয়া পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে সন্ধি ও শিরাস্থিত বাত নষ্ট ও বলবর্ণ, অগ্নি বৃদ্ধি হয়। জীবনীরগণ যথা—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও ষষ্টিমধু। ৬

অমৃতারিষ্ট । গুলঞ্চ ১০০ পল, দশমূল মিশ্রিত ১০০ পল, জল ২৫৬ সের, পাক শেষে ৬৪ সের; কাগ ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে গুড় ৩০০ পল ও কৃষ্ণজীরা ১৬ পল, ফেংপাড়া ২ পল, ছাতিম, ত্রিকটু, মুতা, নাগেশ্বর, কটকী, স্নাতিস ও ইজ্জব প্রত্যেকের চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া পাত্রের মুখ আবৃত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার অর নষ্ট হয়। মাত্রা ১-৪ তোলা, দিবসে ২৩ বার সেব্য। ভৈঃ ব

বৃহৎ শুক্রমূল্যাদ্য তৈলা । শুক্রমূল্য, দশমূল (মিশ্রিত), পিপ্পল-মূল, পুনর্নবা প্রত্যেকে ২ সের, জল আট গুণ অর্থাৎ ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের; তৈল ৮ সের, গোমূত্র ৮ সের এবং ককার্থ—মূলক, শুষ্কাক, শুঠ, পটোলপত্র, পিপ্পলমূল, বেড়েলা, আকনাদি, পুনর্নবা, বাল্য, বেনা; সন্নিবি-মীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্তমূল, উত্তরকরঞ্জমীজ, বাসক, পিপ্পল, হরীতকী, বচ, কুঁড়, রান্না, বিড়ঙ্গ, চট্টা, হরিদ্রা, দাক্তবিলা, ধনে, যদক্ষাব, মর্জিকাফার সৈন্ধব, দেবদাক, পদ্মকাষ্ঠ, শঠা, গজপিপ্পল, বেনশুঠ ও মজ্জিষ্ঠা প্রত্যেকে অর্দ্ধ পল পেষণ করিয়া দিতে হয়। যথাবিধি তৈল পাক করিবে। ইহাতে সকল দোষোদ্ভূত শোথ নিঃসংশয় নষ্ট হয়। ভৈঃ ব

কন্দর্পসার তৈল । ছাতিম, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, শিবীষ, নিম, ঘোড়ানিম, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, গোবক্ষ্যাকুলে ও হরিদ্রা প্রত্যেকে দশ পল, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের, তৈল ৪ সের, গোমূত্র তৈলেব ৪ গুণ, আরগথ, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তী, ধূতুরা, সিদ্ধি, সিজ, আকন ও খেজুর পত্রের রস এবং হরিদ্রা, চিতা ও গোময় রস প্রত্যেকে তৈলের সমান। ককার্থ—মাখাল, বচ, বক্ষী, তিতলাউ, চিতা, স্বতকুমারী, কুঁচিলা, পটোল-পত্র, হরিদ্রা, মুতা, পিপ্পলমূল, সৌদালফলের মজ্জা, আকনের আঠা, কালকাম্বলমূল, ঈশুমূল, আচমূল, মজ্জিষ্ঠা, ঘোড়ানিম, রাখালসার মূল।

বিছাটাপত্র, কবজমূল, হাপরমালী, মূর্খী, ছাতিম, শিরীষ, কুটজ, নিম, ঘোড়ানিম, গুলঞ্চ, হাকুচ, সোমরাজ, চাকুন্দেবীজ, ধনে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বনওল, কট্‌কী, শঠী, দাকহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকার্ঠ, গোটেলা, অগুরু, কুড়, কপূর, কটকল, জটামাংসী, মূবামাংসী, এলাচ, বাসক ও বেনা প্রত্যেকে ১ কর্ষ; যথাবীতি পাক করিবে। এই তৈল মর্দনে কুষ্ঠাদি সর্বপ্রকার চর্মদীড়া নষ্ট হয়। ঐ

মালতী তৈল । মালতীপত্র, করবীমূল, চিতামূল ও ডহরকবজবীজ দ্বারা বিপাচিত তৈল মর্দনে ইক্ষুপু নষ্ট হয়। ঐ

ক্রিমি ঘাতিনী গুড়িকা । পারদ ১, গন্ধক ২, বনযমানী ৩, বিড়ঙ্গ ৪, বামনহাটীর বীজ ৫ ও কেঁউ ৬ ভাগ চূর্ণ কবতঃ মধুর সহিত মাড়িয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ঔষধ সেবনের পর পিপাসা উপস্থিত হইলে মূত্র বা ইন্দ্রুকানির কাপ, মধু সহ পান করা বিধেয়। ইহাতে ক্রিমী নষ্ট হয়। ঐ

বোহীভকাল্য চূর্ণ । বোহীভক, যক্ষাক, চিবতা, কট্‌কী, মূত্রা, নিশাদল, আশ্বিন ও শুঠ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ; একত্রে মিশ্রিত করিবে।

মাত্রা ১ মাষা, শীতল স্নান সহ সেব্য; ইহাতে সর্জনক রোগ প্রশমিত হয়। ঐ

গুড়চ্যাদি চূর্ণ । গুড়ক, ছাতিম, শুঠ, চিবতা, কালমেঘ, মূত্রা, পিপ্পল, নবানল, হীমাকস ও তাপাব ছাল চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে লব্ধা একত্রে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১—২ মাষা। ইহাতে জ্বর, পীড়া ও যকৃৎ উপশমিত হয়। ঐ

বৃহৎ লোকনাথ রস । পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, একত্রে কচ্ছনী করিবে, পরে অত্র ১ ভাগ দিয়া স্নাত্ত্বমারীর রসে মাড়িবে; তদনন্তর ত্রায় ও সৌহ প্রত্যেকে ২ ভাগ ও কড়িভস্ম ৯ ভাগ দিয়া কাক-মাচিব রসে মাড়িয়া গোলাকাব করিবে। অবশেষে উহা সরাব সংপূর্বে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পোড় দিবে। মাত্রা ২ রতি, মধু সহ সেব্য। ইহাতে পীড়া, যকৃৎ, জীর্ণজ্বরাদি নষ্ট হয়। ঐ

শূলকেশরী রস । পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ লইয়া এক প্রহর দৃঢ়রূপে মর্দন করিবে, পরে উভয়ের তুল্য শোধিত তাত্র লইয়া একত্রে

মুর্খাবরুদ্ধ করতঃ লেপিবে ; পরে একটা ভাণ্ডে লবণ পুরিয়া তাহাতে উহা সংস্থাপন করিয়া তত্পরি আবার লবণ দিয়া ভাণ্ড পূরণ করিবে । তৎপরে উহা গজপুটে পাক করিবে । শীতল হইলে ঔষধ বাহির করতঃ চূর্ণ করিবে । মাত্রা ১—২ রতি, পান্নের সঙ্গে সেব্য । ইহাতে শূলবেদনা নষ্ট হয় । ঔষধ সেবনের পর হিঙ্গু, শুঠ, জীরা, বচ ও মরিচ চূর্ণ মিলিত ১০—১৫ রতি ; উষ্ণ জল সহ সেবন কর্তব্য । শাস্ত্রঃ

গ্রহণী কপাট রস । রৌপ্য, মুক্তা, স্বর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, পারদ ৩ ভাগ লইয়া এক দিন কতবেলের রসে মর্দন করিয়া গাঢ় হইলে মৃগশৃঙ্গের মধ্যে পুরিয়া মধ্যপুটে পাক করিবে । তৎপরে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া বেড়েলার রসে ৭ বার, অপামার্গের রসে ৩ বার এবং লোধ, আতিস, মুতা, ধাইফুল ইন্দ্রযব, গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের স্বরস বা কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিবে । মাত্রা অর্দ্ধ হইতে এক মাষা, মধু ও মরিচ চূর্ণ সহ সেব্য । ইহাতে সকল প্রকার অতিসার ও গ্রহণী নষ্ট হয় ; ইহা অত্যন্ত অগ্নেয় । এ

কন্দর্পসুন্দর রস । পারদ, হীরক, আফিং, মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ, অভ্র প্রত্যেকে ১ কর্ঘ (বা ১ ভাগ) গুণ্ডে বাবলার রসে মর্দন করিবে, পরে উহার সহিত প্রবাল ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ কর্ঘ (বা ২ ভাগ) মিশ্রিত করতঃ অশ্বগন্ধার স্বরসে বিমর্দন পূর্বক মৃগশৃঙ্গের ভিতর পুরিয়া মূহপুটে পাক করিবে । তদনন্তর ধাইফুল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, ত্রিবিধ বেড়েলা, কাটরিষ, লতাকটকী, ড্রাক্সা, পিপুল, বন্দাক (বাদরা,) শতমূলী শালপাণ, চাকুলে, মৃগানি, মাষানি, পরুষক, কেণ্ডুর, যষ্টিমধু ও আলকুশীর রসে ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে । অবশেষে উহার সহিত ছোটএলাচ, দারচিনি, তেজপত্র, জটামাংসী, লবঙ্গ, অগুরু, নাগেশ্বর, মুতা, মৃগনাভি, পিপুল, বালা ও কপূর প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা (বা ১ ভাগ) মিশ্রিত করিবে । মাত্রা ১—৪ মাষা, চিনি, আমলকী ও ভূমিকুয়াও চূর্ণ মিলিত ১—২ তোলা, যত ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেব্য ; তৎপরে দুগ্ধ পান কর্তব্য । ইহাতে অত্যন্ত কামোদ্দীপন ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় ; ধ্বজভঙ্গাদি রোগে প্রয়োজ্য । এ

মাত্রাবলী ।

যে সমস্ত আয়ুর্বেদীয় প্রয়োগকপের মাত্রা ঋতুস্থলে সন্নিবেশিত হয় নাই, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। আয়ুর্বেদীয় পুস্তক সমূহে ঔষধের যে মাত্রা লিখিত আছে, তাহা বর্তমানকালের উপযোগী নহে। অতএব মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। প্রথমতঃ অল্প মাত্রায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা কর্তব্য।

| ঔষধের নাম। | মাত্রা। | ঔষধের নাম। | মাত্রা। |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| অগ্নিরস | ৩—১০ রতি। | কৈশরিক গুগ্গুল | ১—১ তোলা |
| অকোট মূল | ১—১৫ রতি। | খদিরারিষ্ট | ১—৪ তোলা |
| অজমোদাদি চূর্ণ | ১০—৩০ " | গঙ্গাধর চূর্ণ | ১০—২০ রতি |
| অমৃত ভল্লাতকাবলেহ | ১—২ মাধা | গুড়াদি বটীকা | ১—২ তোলা |
| অমৃতাদ্য ঘৃত | ১—২ তোলা | গুড়াষ্টক | ১০—৩০ রতি |
| অজুনু ঘৃত | ১—১ তোলা | গুড়চী ঘৃত | ১—২ তোলা |
| অলম্বুদ্য চূর্ণ | ১০—২০ রতি | „ মোদক | ১—১ " |
| অশোক ঘৃত | ১—২ তোলা | গোক্ষুরাদি মোদক | ১—২ তোলা |
| অশ্বগন্ধা ঘৃত | ঐ | গোক্ষুরাদ্যবলেহ | ঐ |
| অষ্টমঙ্গল ঘৃত | ১—১ তোলা | চাঙ্গেরী ঘৃত | ১—২ তোলা |
| অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ | ৩—৮ রতি | চিত্রকাদি গুটিকা | ৫—২০ রতি |
| আমলকী খণ্ড | ১—২ তোলা | ছাগাদি ঘৃত | ১—৪ তোলা |
| আর্দ্রক খণ্ড | ১—১ " | তৃণ পঞ্চমূল ঘৃত | ১—২ তোলা |
| এলাদি চূর্ণ | ৫—১৫ রতি | ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত | ১—২ " |
| কণ্টকার্যাবলেহ | ১—২ তোলা | ত্রিফলাদ্য ঘৃত | ১—৩ " |
| কদল্যাদি ঘৃত | ঐ | ভ্রাকাদি চূর্ণ | ২০—৫০ রতি |
| করঞ্জাদি চূর্ণ | ৫—১০ রতি | „ ঘৃত | ১—৩ তোলা |
| কল্যাণক চূর্ণ | ১৫—২০ রতি | দাড়িমান্য ঘৃত | ১—২ তোলা |
| „ অবলেহ | ১৫—৩০ " | দুর্লভাদ্য ঘৃত | ১—২ তোলা |
| কাজিকাদ্য ঘৃত | ১—২ তোলা | ধান্য গোক্ষুরক ঘৃত | ১—২ তোলা |
| কিরাতাদি চূর্ণ | ১০—২০ রতি | ধাষজ্ঞর ঘৃত | ১—৪ তোলা |
| কুটজাষ্টকাবলেহ | ১—১ তোলা | ন্যাগ্রোধাদি চূর্ণ | ১৫—৩০ রতি |
| কুষ্ঠাদি চূর্ণ | ৫—১৫ রতি | নারাচ চূর্ণ | ১০—৩০ রতি |

| ঔষধের নাম । | মাত্রা । | ঔষধের নাম । | মাত্রা । |
|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| নাবাষণ চূর্ণ | ৫—২০ রতি | বকুণাদা চূর্ণ | ১০—৩০ রতি |
| নিদিত্তিকাবলেহ | ২—২ তোলা | বাছশাল গুড় | ২—২ তোলা |
| পাঠাদি চূর্ণ | ৫—১৫ রতি | বড়বানল চূর্ণ | ১০—২০ রতি |
| পঞ্চ ভীরক পাক | ১—১ তোলা | বিশ্বাদা চূর্ণ | ১৫—৩০ রতি |
| পঞ্চ নিষকাবলেহ | ১৫—৩০ রতি | বাসাবলেহ | ১—৩ তোলা |
| পরষক ঘৃত | ২—২ তোলা | বিড়ঙ্গাদি মোদক | ১—৪ মাষা |
| পাষণ ভেদাদ্য ঘৃত | ঐ | বিষাদি অবলেহ | ১—৮ তোলা |
| পথ্যাদি গুগ্গুল | ২—২ তোলা | বিদারী ঘৃত | ১—৪ তোলা |
| পথ্যাদি চূর্ণ | ১৫—৩০ রতি | বৈশ্বানব চূর্ণ | ৫—২০ রতি |
| পূর্ণবাদি চূর্ণ | ১৫—৩০ রতি | বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ | ১০—২০ রতি |
| পূর্ণবাবলেহ | ২—২ তোলা | ব্রহ্মী ঘৃত | ১—৪ তোলা |
| পূর্ণবা মণ্ডুর | ১—৪ মাষা | বৃদ্ধ গঙ্গাধব চূর্ণ | ১০—২০ রতি |
| প্রসাবনী লেহ | ১—৩ তোলা | বাতারি বস | ৪—১৫ রতি |
| পুষ্করাদি চূর্ণ | ২—৫ রতি | বোষাদি বস | ৫—২৫ রতি |
| ফলকলাগ ঘৃত | ১—৩ তোলা | বোষাধ্য শকু | ১—৪ তোলা |
| ফল ঘৃত | ঐ | বৃহৎ শূরগ মোদক | ২—২ তোলা |
| ভদ্রাবহ ঘৃত | ১—২ তোলা | শতাবরা ঘৃত | ২—৩ তোলা |
| মদন মোদক | ১—১ তোলা | শিবঘৃত | ১—৪ তোলা |
| মহাকটুস ঘৃত | ১—৩ তোলা | গুণ্ডী ঘৃত | ২—২ তোলা |
| মহাভ্রাতক | ১—১ মাষা | ” ধান্যক ঘৃত | ঐ |
| মাণক ঘৃত | ১—৮ তোলা | ” খণ্ড | ১—১ তোলা |
| মৃগনাভ্যাদাবলেহ | ৫—২০ রতি | শৃঙ্গবেদাদ্য ঘৃত | ২—২ তোলা |
| মৃত্যুপাশাদি ঘৃত | ১—১ মাষা | শূরগ মোদক | ২—১ তোলা |
| বক্ষাবি লৌহ | ৫—১৫ রতি | সায়ন্তব গুগ্গুল | ১—১ তোলা |
| বনানী খাণ্ডব চূর্ণ | ১৫—৪০ রতি | সারস্বত ঘৃত | ১—২ তোলা |
| যোগরাজ গুগ্গুল | ২—১ তোলা | সনশকন চূর্ণ | ১৫—৩০ রতি |
| যোগসামুত | ১—১ তোলা | সিতোপলাদি | ১—২ তোলা |
| রসাজ্ঞান চূর্ণ | ১০—৩০ রতি | সোমরাজী ঘৃত | ১—১ তোলা |
| লবঙ্গাদি চূর্ণ | ১—৩ মাষা | সৌভাগ্য গুণ্ডী | ২—২ তোলা |
| শোণাদি চূর্ণ | ১০—২০ রতি | হরীতকাদি চূর্ণ | ১৫—৩০ রতি |
| বলাঘৃত | ১—২ তোলা | হিঙ্গাদি চূর্ণ | ৫—১৫ রতি |
| বণাদা ঘৃত | ঐ | | |

ক্রিয়াসূসারে ঔষধের শ্রেণী বিভাগ ।

পরিবর্তক ও পরিবর্তক বলকারক । অনন্তমূল, অভ্র, অশ্ব-
গন্ধা, আকন্দ, আমলকী, এলবালুক, কঙ্কোল, কাংস, কাঞ্চন, কেশবাজ,
গন্ধক, গন্ধভাঙ্কলে, গুগ্‌গুলু, গোরক্ষ চাকুলে, চোবচিনি, চালমুগকা, তাম্র,
তালমাথানা, তালমূলী, থলকুড়ী, দাদমর্দন, নারিকেল, নিশাদল, পদ্মকপঠ,
পরুষক, পারদ, পিত্তল, ভৃঙ্গরাজ, ভেলা, বংশলোচন, বঙ্গ, ব্রহ্মী, বহেড়া,
বাব্‌চী, বিদ্ধক, বেড়েলা, মঞ্জিষ্ঠা, মণ্ডুব, মনঃশিলা, মাড়েব তেল, মাষ-
কলাই, মাষপর্ণী, মৃত্তা, মুদগপর্ণী, যশদ, বকস, বসকপূর্ব, রাশী, বৌপা,
লাঙ্গা, লৌহ, শঙ্খপুষ্পী, শতমূলী, শিমূল, শিলাজতু, শামালতা, সামাসুস,
সীসা, সোমবাজ, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, হরীতকী, হালীমদানা,
হিঙ্গুল, হীরক ও হীরাকস ।

তিক্ত ও স্নিগ্ধ বলকারক । অগুরু, ইশেবমূল, কমলালেবুর
ত্বক, করিতা, কক, কলম্বা, কাকনাসিকা, কাকাতোদালি, কালমেঘ,
কুড়, ক্ষেপাপড়া, গণিয়াবি, গাম্ভাদী, গুলঞ্চ, ঘোষালতা, চিরতা, ঝাটো,
তেজবতী, দারুহরিদ্রা, নিম, নিসিন্দা, পাটলী, বকপুষ্প, বাবুনা, মুখি
মৃত্তা, লালিতাপাত, শালপাণ, স্বর্ণস্বত্রমূল ও হিন্‌চা ।

সংকোচক বলকারক । অর্জুন, আতিস, কুম্মাণ্ড, চাকুলে,
ছাতিম, তুঁতে, নাগেশ্বর, বালা, মৌয়া, রোহন, বহেড়া, নিম, কালমেঘ,
হীরাকস, হরীতকী ।

জ্বরহ্ন ও পর্যায়নিবারক । আতিস, ইশেবমূল, করঞ্জ নাটা,
করলাউচ্ছে, কাকাতোদালি, কুঁচিলা, ক্ষেপাপড়া, গুলঞ্চ, গোলমরিচ,
ঘোষালতা, টাপা, চিরতা, ছাতিম, দারুহরিদ্রা, নিম, ভাঁট, মনঃশিলা,
রোহন, শেফালিকা, সৈকো, হরিতাল ।

সংকোচক । অঙ্কোট, অশোক, অশ্বথ, অহিফেণ, আমলকী,
আনেরকেশী, ইন্দ্রযব, কতবেল, কদম্ব, কাঞ্চন, কুকদিস, কুটজ, কুমরকস,
খড়ি, খদির, গন্ধভাঙ্কলে, গাব, গৈরিক, চন্দন, জবা, জাম, তুঁতে, দাড়িম,

দুর্লা, গলাশ গঁদ, পাকুড়, ফটকিরি, বকম, বকুল, বট, বাবলা, বুড়ীগোপান, বেল, মাছুফল, মাংগষ্টিন, মুদ্রাশঙ্খ, যজ্ঞডুম্বুব, লজ্জালু, লোধ, শাল, মোচরস, শ্যোনাংক, সবেদা, হরীতকী ।

বায়ুনাশক ও হৃৎশ্লেশক । অন্নবেতস, আনারস, আমআদা, আর্দ্রক, এলাচ বড় ও ছোট, কমলালেবুর ত্বক, কমলাফুলের আতর, কালজোরা, কাগকস্তুরী, কুলিন্জন, গন্ধহুমার, গোলমরিচ, চই, জায়ফল, জীরা, তেজপত্র, দারচিনি, ধনে, পান, পিপুল, পিঁয়াজ, পুদিনা, বচ, মহাবুড়ী বচ, মৌরি, যমানী রাধুনী, লবঙ্গ, শঠী, শুলফা, হরিদ্রা ।

উত্তেজক । আয়াপাণ, আর্দ্রক, এলাচ, কপূর, কফি, কুঁচিলা, গজপিপুল, গাঁজা, চা, জায়ফল, পলাণ্ডু, মদা, মৃগনাভি, রসুন, লক্ষা সন্ধিনা, সর্পবিষ, লেবুঘাস, হিঙ্গু, বিবিধ উদ্বায়ী তৈল ।

স্থানীক উত্তেজক । আকরকরা, কুম্ভক, কোপাল, গন্ধবিরোজা, গুগ্গলু, ধূনা, শিলারস, বিবিধ উদ্বায়ী তৈল ইত্যাদি ।

মাদক, অবসাদক ও বেদনা নিবারক । অহিফেণ, কপূর, কাটবিষ, খোরাসানী যমানী, গাঁজা ও চরস, ভাং, তামাক, ধূতুরা, পোস্ত-টেডী ইত্যাদি ।

আক্ষেপ নিবারক । অহিফেণ, কপূর, কালকস্তুরী, গাঁজা, জটা-মাংসী, তামাক, ধূতুরা, মৃগনাভি, পোস্তটেডী, বনযমানী, লেবুঘাসের তৈল, হিঙ্গু ।

শৈত্যকারক । আমড়া, আমরুল, চিনি, কাঁজি, তেঁতুল, তেলা-বুচা, বেনারমূল, টাবালেবু, লেবু, শতমূলী, পাষণভেদী ইত্যাদি ।

স্নেহজনক । অস্তমল, অনন্তমূল, অহিফেণ, আকম্ভ, আয়াপাণ, কাটবিষ, বনপ্পা, সরলকাঠ, সোরা, স্তম্ভদর্শন ইত্যাদি ।

মূত্রকারক । অপাঙ্গ, আকনাদি, আবুল, কদলী, কাকমাটী, কাঁকুড় ও শশা, কাঁটানটে, কাবাবচিনি, কাশ ও কুশ, কুম্ভাণ্ড, গর্জন-তৈল, গোক্ষুর, গোয়ালিয়া লতা, চন্দনতৈল, ছাগলনাদি, তেলাকুচা, তেলিনী, হরাদভা, দুর্লা, দেবদারু, পাতঙ্গকুচী, পুনর্গবা, ভূমিকুমাণ্ড,

বঙ্গ, বরুণ, মসিনা, যজ্ঞদ্রুম্ব, যবক্ষার, লবণ, শিলাজতু, সুরিনজন, মৌরা, হাজরমণি, হাতিগুঁড়া ।

বমনকারক । অন্তমল, আকন্দ, তাম, তুঁতে, বচ, মদনফল, লবণ, সর্ষপ ।

কফনিঃসারক । কটকল, কণ্টকাবী, কাকড়াশুঙ্গী, কুল্ল, কন্দক, গন্ধবোল, তালীশপত্র, তুলসী, বাবুইতুলসী, বাকস, বামনহাটী, বৃহতী, মুক্তাকুরী, মেঘশুঙ্গী, পিপুল, হিঙ্গু ।

রক্তরোধক । অশোক, আনে, কেশী, কুটজ, কুয়াণ্ড, দূর্লা, তুঁতে, ফটকিবি ইত্যাদি ।

বিরেচক । অপবাজিতা, আরথধ, আলুবোখারা, ইন্দ্রবারুণী, এবণ্ড, কটকী, কালাদানা, কিসমিস, খারিলবণ, গ্যাষোজ, ঘৃতকুমারী ও মুসকব, জয়পাল, তেউড়ী, তেঁতুল, দস্তী, পটোলমূল, পিত্ত, বেল, মাখাল, মূত্র, রেউচিনি, বিটলবণ, সাপছন্দ, সিঙ্গ, স্ককমুনিয়া, সোনাশুখী, হরীতকী ।

লালানিঃসারক । আকবকরা, সজিনা, চিতা, কণ্টকারীব বীজ প্রভৃতি ।

মিষ্ণুকারক, পোষক ও তরলকারক । আথরোট, আত্মা, আম্র, আরারুট, আলু, চিনি, ইষপগুল, ওল, কতিরা, কদলী, কাঁটানটে, কিসমিস, কঁচ, গোমধু, ঘৃত, ঘৃতকুমারী, চাউল, তিল, তুতফল, বাবুইতুলসী, ছগ্গ, নারিকেল, পদ্ম, পানিফল, পুঁই, ভূমিকুয়াণ্ড, বাদাম, বিহিদানা, মধু, মসিনা, মেঘেব বসা, মোম, যব, যষ্ঠিমধু, রামতরুই, শতমূলী, শূকরবসা, সাণ্ড, সালেপ মিশ্রী ।

পিত্তনিঃসারক । আনারস, কেশরাজ, নিশাদল, পারদ প্রভৃতি ।

কুমিনাশক । আমের কেশী, আলকুশী, ইন্দ্রযব, কমলাগুড়ী, করলা-উচ্ছে, দস্তী, দাড়িমমূলের ত্বক, পাল্তেমাদার, পেঁপে, তাঁট, বিড়ঙ্গ, পলাশ-বীজ, নিমমূলের ছাল, ছাঁতিম, সোমরাজ, ছুঁছুঁড়ে ।

রজোনিঃসারক ও জরায়ু সংকোচক । আবুল, ইশেরমূল, ওলটকম্বল, গম্বোল, চিতা, বিষলাঙ্গলী, মুনবর, গাঁজা, পেঁপেরবীজ, লতাফটকী, সোহাগা, হিঙ্গু ।

ভূক্ষশ্রাব হ্রাসক । পান, বেলফুল ।

ভূক্ষশ্রাব বর্দ্ধক । কৃষ্ণজীরা, এরওপত্র ।

কামোদ্দীপক । অম্বগন্ধা, আথরোট, আলকুশী, তালমূলী, ভূমি-কুশ্মাণ্ড, ভাং, শিমুলমূল, রূপাণি ইত্যাদি ।

অম্লনাশক । খড়ি, লবণ, শস্ম কড়ি শুক্লি ও শম্বুক ভস্ম, চূণেব-জল, যবক্ষাব, সর্জিকাক্ষাব, সাবান, নৈকব, সোহাগা ও বিবিধ বৃক্ষের ক্ষার বা ভস্ম ।

হাঁচীকারক । ভূতরাজ, কটকল ইত্যাদি ।

সপর্ববিসম্ব । ইশেরমূল, গোবোচনা, আপাংশীস, আয়াপান, মন-সাসিজ, মেঘশৃঙ্গী ইত্যাদি ।

কীটঘ্ন । কাকজংঘা, কাকমারি, গন্ধক, বচ, নিম্ববীজ, সোমরাজ ইত্যাদি ।

অক্ষিতারা প্রসারক । ধূতরার সার ।

প্রত্যুগ্রতাসাদক, দাহক ও ফোস্কাকারক । চিতা, লাল-চিতা, জ্যাম্বাল, তেলিনী, ভেলা, লঙ্কা, সর্জিনা, সর্জিকাক্ষাব, সর্ষপ, ভড়ভড়ে, জয়পালতৈল, গোলমরিচ, গিজ ও আকন্দেব আঠা, গিপুল, দারচিনি, চই, তুঁতে, ক্ষাব ইত্যাদি ।

বিবিধ । করবী, কার্পাস, কালকাস্মন্দে, ক্রিমদানা, কুল, কুলখ কেতকী, খাটানী, গোবোচনা, চাকন্দে, জইন্তী, জাতী, জাফরাণ, তাল, দ্রোণপুষ্প, নখী, নির্মালী, নীল, মল্লিকা, মাংস, মানকচু, মুচুকুন্দ, মুর্ফা, মূলা, রিটা, শিয়ালকাটা, শিরীষ, হাড়জোড়া ।

রোগ-নির্ণয়

৩

তাহার আনুর্ভবীয় ঔষধ।

জ্বরাদিকার।

সামান্য ভেনজ।। নডঙ্গ পাতা, আরগুখাদি কাথ, বিবেচনার্থ—৫
শতাংকি কাথ, গুড়ুচাদি কাথ, জ্বরহী বটিকা, বৈদ্যনাথবটী, মুতাজর রস,
পঞ্চানন রস, প্রচণ্ড রস, জ্বরবিষেদক কণ্ঠার্থ—নবজ্বরহর বটী, তৃণদ্রাবি,
জ্বরপুনাক্তে, ততাসন রস, জ্বরমুরারী রস, রবিসুন্দর রস, জ্বরত্র্যঙ্গ, চণ্ডে-
শ্বর রস, স্রোতেরাবি।

মু। কুড়ুচাদি, জ্বের বাসি, ক্ষেপাপড়াআদির কাথ, জ্বর প্রলাপে, নিমেষ পাতা ও
বৃন্দি, দাহে, পটোল পত্রাদি, পলাশের পাতা ও কাজি, দাহে, বচাদি কাথ, বিষ পত্রের রস,
শর্ষপাদি, বমন করণার্থ।

বাতিকজ্বর (Simple Remittent Fever).

আরগুখাদি, পঞ্চমূল্যাদি কাথ, হিঙ্গুলেশ্বর, মুতাজর রস, রবিসুন্দর রস,
কলতরু রস, ত্রিপুর ভৈরব রস।

পিভজ্বর (Bilious Remittent Fever).

আরগুখাদি কাথ, তিতাদি, স্রোতেরাবি, ছদ্দি দাহে—দ্রাক্ষাদিকথা, মহা-
দ্রাক্ষাদি কাথ, গুড়ুচাদি, পর্পটকাদি কাথ, যব পটোল, কীরাতাদি সপ্তক।
উদক ভঞ্জীরস, উদক মঞ্জরীবস, কাজিক তৈল।

মু। গুলকের শীত ফাটি।

রোগের নিদান, লক্ষণ ও ভাবীকলাদি জানিবার আবশ্যক হইলে ডাঃ উদয়চন্দ্র দত্ত কর্তৃক
সম্পাদিত “মাধব নিদান” দেখিতে হইবে। ‘মু’ শব্দে মৃষ্টিযোগ বুঝিতে হইবে।

কফজ্বর (Catarrhal Fever).

নাগরাদি, পিপ্পল্যাди, আরণ্ধাদি, পঞ্চকোল, নিম্বাদি, বাণাদি কাথ, চতুর্ভদ্রাবলেহ । অমৃতাদি বটী, কল্লতরু রস, ত্রিপুর ভৈরব রস, কফকেচু-রস, স্বল্প জরাকুশ রস ।

বাতপৈত্তিকজ্বর ।

পঞ্চভদ্র কাথ, কিরাতাদি কাথ, দান্য পটোল, ত্রিকলাদি কাথ, মধুকাদি, গুড়ুচ্যাди কাথ । জ্বমুরারী রস, তরুণ জরারি, নবজরহর বটী, মৃত্যুঞ্জয়-রস ।

পিভ্রশ্লেষ্মজ্বর ।

নাগরাদি, কণ্টকার্যাদি, পপটকাদি, গুড়ুচ্যাди, অমৃতাস্থিক কাথ । জ্বরমুরারী রস, নবজরহর বটী, তরুণ জরারি, রবিসুন্দর রস, মৃত্যুঞ্জয় রস ।

মু । বাসকের রস ।

বাতশ্লেষ্মজ্বর ।-

আরণ্ধাদি, দশমূল কাথ, চতুর্ভদ্রক কাথ, পঞ্চকোল, পিপ্পল্যাди কাথ, কিরাতাদি, ভূনিম্বাদি কাথ, বৃহৎ পিপ্পল্যাди কাথ, কলাগন্ধ চূর্ণ, অষ্টাঙ্গা-বলেহ । তরুণজরারি, স্বল্প জরাকুশ, মৃত্যুঞ্জয় রস, সূর্যশেখরী রস, শ্লেষ্ম-শৈলেন্দ্র রস ।

মু । পিপ্পল্যাди কাসে ।

সন্নিপাতজ্বর (Typhoid type of Remittent Fever).

মৌগবাজ কাথ, শৃঙ্গাদি কাথ, অষ্টাঙ্গাবলেহ, বৃহত্যাди কাথ, দ্বাত্রিংশ-কাথ, দশমূল, দ্বাদশাঙ্গ কাথ, চতুর্দশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ কাথ, ভার্গাদি কাথ, লৌহচূর্ণাঞ্জন, শিরীষবীজাদ্যঞ্জন । মৃত্যুঞ্জয় রস, পঞ্চবক্তু রস, ত্রিনেত্র রস, অগ্নিকুমার রস, স্বাচন্দ্র ভৈরব, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস, বেতাল রস, দাক্ষরস রস, স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস, মহালক্ষ্মীবিলাস রস, মকরধ্বজ, রসসিন্দুর, মৃতসঞ্জীবনী-বটী, ভস্মেশ্বরী রস, মৃতোথাপন রস, স্বল্প কস্তুরীভৈরব, বৃহৎ কস্তুরী-ভৈরব রস, সূচিকান্তপুণ রস, কালানল রস । মৃতসঞ্জীবনী সুরা । সৈন্ধ-বাদি নস্য ।

মু। আকন্দাদির কাথ, আদার রসেব নস্য মুচ্ছায় ; কাটিবিষ সান্নিপাতিক মোহে ; পিপ্পলাদি, কাসে ; সৈন্ধবাণি, তন্দ্রায় ; লৌহ-আদি অঞ্জন তন্দ্রায়, বামনহাটী আদি কাথ, কর্ণমূল-শূলে ।

জীর্ণজ্বর (Chronic Fever).

ভার্গাদি, বৃহৎভার্গাদি কাথ, দ্রাক্ষাদাষ্টদশাঙ্গ কাথ, বর্দ্ধমান-পিপ্পলী, দান্যাদি পাচন, অমৃতাদ্য ঘৃত, ধাত্রীমোদক, অমৃতারিষ্ট । জরাশনী বর্ষ, সৌভাগ্য বটিকা, বৃহজ্জরাঙ্কুশ রস, জরাঙ্কুশ, স্বর্ণসিন্দূব, বসন্তমালতী রস, রসায়নামৃত লৌহ, বৃহৎ সর্ষপবহর লৌহ, চন্দনাদি লৌহ, বিষমজ্বাস্তক-লৌহ, জয়মঙ্গল রস, জবত্রফাল । কিরাতাди তৈল, বৃহৎ কিরাতাди তৈল, লাক্ষাদি তৈল, মহালাক্ষাদি তৈল ।

মু। গুলঞ্চ রস ও কাথ, শেফালিকা পত্রের রস ।

বিষমজ্বর (Intermittent Fever).

অভয়াদি মোদক, কোষ্ঠবদ্ধে, ভার্গাদি, বৃহৎ ভার্গাদি কাথ, গুড়চী-মোদক, সুদর্শন চূর্ণ, অমৃতারিষ্ট । শীতকেশরী, জরকুঞ্জরপারীক্ষ রস, মুক্তাঞ্জনা বস, বৃহজ্জরাঙ্কুশ রস, শীতজ্বরারি রস, শীতভঙ্গীরস, মহাজরাঙ্কুশ, জবাঙ্কুশ, কল্লতরু, চার্ত্ত্বকাবী বস, জবত্রফাল, চন্দনাদি লৌহ, বিষমজ্বাস্তক-লৌহ, জয়মঙ্গল রস, লৌহারিষ্ট, বসন্ত মালতী রস । কাঞ্জিক তৈল, দায়ে-ষটতক্র তৈল, মহাষটতক্র তৈল, দাহসমগ্নিত জ্বর ; পদ্মাকাди তৈল, লাক্ষাদি-তৈল, মহালাক্ষাদি তৈল, বৃহৎ কিরাতাди তৈল ।

মু। হরীতক পাচিত তৈল, শীতজ্বরে ; ইন্দ্রযব ও পটোলপত্র, কালজীরা ও গুড়, গুলঞ্চ, তুলসীপত্র, নিমছালাদি, পটোলপত্রাদি, বোডেলা ও শুষ্ঠ, মূতা আদি কাথ, রহুন ।

দুর্জ্বল জ্বর ।

দুর্জ্বলজেতা রস, হরীতক্যাди চূর্ণ, কিরাতাди চূর্ণ, বৃহৎ সর্ষপবহর-লৌহ ।

জ্বরাসিয়ার (Diarrhoea with Fever).

গঙ্গাধর কাথ, কনাদি, হীবেবাদি কাথ, বৃহৎ গুড়চ্যাди কাথ, বৃহৎ-গঙ্গাধর চূর্ণ । শস্তুনাত রস, কর্পূব রস ।

মু। আতিস আদি, গুলঞ্চ ও কুটঙ্গ, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রযব ।

অতিসার, রক্তাতিসার (Diarrhoea, Dysentery).

কোষ্ট বটিকা, নাগরাদি, বৎসকাদি কাথ, লোধাদি, পথ্যাদি কাথ, আমাতিসাবে; হরীতকাদি কঙ্ক, চব্বাদি কাথ, শ্লেষ্মাতিসাবে; জষ্মাদি স্বরস, রক্তাতিসাবে; গঙ্গাধর কাথ, ধাতকাদি, কুটজাষ্টকাবলেহ, কুটজ দাড়িম কষায়, কুটজাদি কাথ, কুটজ পুটপাক, কুটজাবলেহ, কুটজাবিষ্ট, পঞ্চমূল্যাদি কাথ, চতুঃসম মোদক। পাঠাদিচূর্ণ, কপিথাষ্টক চূর্ণ, পাঠাদ্য-চূর্ণ, বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ, গঙ্গাধর চূর্ণ, বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণ, হিম্বাদি চূর্ণ, শ্লেষ্মাতিসাবে; বকুলারিষ্ট, দাড়িমাষ্টক চূর্ণ, রসাজনাদি চূর্ণ, বিষাদি চূর্ণ, বিষাদি অবলেহ। আমবাঙ্গলী, শতুনাত রস, কর্পূর রস, আনন্দভৈরব-রস, বজ্রকপাট রস, মহাগঙ্গ রস।

মু। অতিসারি, আমচাল, তামের বেশী, আদার রস। ইন্দ্রযব কাথ, ইন্দ্রযব ও মুতা; ধেত চন্দন, চিত্রাঙ্গি, তিল ও জা হুঙ্ক, দাড়িম ফনের হক, মুতা, কুটজ কষায়, সমঙ্গা আদি, বিড়ঙ্গ আদি, বেলশুঠ আদি বসায়, বেলের শাঁস ও ইক্ষু শুড়, শতাবরী কঙ্ক ও হুঙ্ক, মোচরস আদির চূর্ণ, শোণাকের পুটপাক রস।

গ্রহণী (Chronic Diarrhoea, Dysentery).

কুপিথাষ্টক চূর্ণ, বৃহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ, জাতীকনাদ্য চূর্ণ, দাড়িমাষ্টক চূর্ণ, ঙ্গিনাদি চূর্ণ, লাই চূর্ণ, বৃদ্ধগঙ্গাধর চূর্ণ, মর্জরস চূর্ণ, মুতাদি চূর্ণ। ষড়-মুগ, বিষাদি অবলেহ, বার্তাকু শুড়িকা, ধান্যপঙ্কক, কল্যাণ শুড়, মহা-কল্যাণ শুড়, কুয়াণ্ড কল্যাণক শুড়, চাঙ্গেরিয়ত, কামেশ্বরমোদক। গ্রহণীমিহির তৈল, বিষতৈল। কুটজাবিষ্ট, বকুলারিষ্ট, লৌহাসব। হুঙ্ক-বটী, গ্রহণী কপাট রস, বিজয় পর্পটী, গ্রহণীকপাট রস, বজ্রকপাট রস, রস-পর্পটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, রস পর্পটী, আলানল রস, স্বর্ণ পর্পটী, নৃপবল্লভ।

মু। মোচরস আদি দ্বারা নিষ্ক হুঙ্ক।

অর্শ (Piles).

লবু শূরণ মোদক, বৃহৎ শূরণ মোদক, বাহুশাল শুড়, কবজাদি চূর্ণ, চন্দ্রপ্রভা শুড়িকা, ঐশাদা শুড়িকা, চন্দনাদি কষায়, পিঙ্গলাদি চূর্ণ, অমৃত-ভল্লাতকী, ধামসুর য়ত, মানশূরণাদ্য লৌহ। বৃহৎ কাশীশাদ্য তৈল।

মু। হবিত্রা ও সিজের আঠা, হরিদ্রা ও ঘোষালফল, ককডিল, মাগেধর, ভেলা আদি।
সমঙ্গা আদি, সিজের আঠা।

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ (Dyspepsia, Indigestion).

সম শর্কর চূর্ণ, বড়বানল চূর্ণ, আমলকাদি চূর্ণ, পথাদি চূর্ণ, হরী-
তকাদি গুটী, পিপ্পলাদি চূর্ণ, হিঙ্গু ষ্টক, বৃহদগ্নি মৃথ চূর্ণ, ফাণাষ্টক, 'সমানী-
খাণ্ডব, বৈশ্বানর ফাব, ভাস্কর লবণ, গুড়াষ্টক, ষড়ধরণ যোগ, অভয়া-
মোদক, অমৃত হরীতকী। গুটী ঘৃত, দাত্রী অবিধি, কাজিকাদা ঘৃত, চতুঃ-
সম মোদক. বার্তাকু গুড়িকা. মেথি মোদক, চিত্রকাদি বটী। অগ্নিকমার-
বস, স্নেহোচনামৃতাল, ক্রবাদ রস, শজাবটীরস, বৃহৎ শজাবটী, টঙ্গনা-
দি বটী, অমৃতাদি বটী, রামবাণ রস, অজীর্ণকণ্টক রস, জালানল রস।

মু। হরীতকী ও সৈন্ধব, হালীমদানা, চিতা আদি, আদিব রস ও মধু, চিতা ও
কটকী, বেড়েলা ও পিপুল চূর্ণ, বচাদি চূর্ণ ও সচল লবণ, নিডঙ্গাদি, সর্ষপাদির চূর্ণ।

বিসৃচিকা (Cholera).

কর্পূরাসব, বিহুতী বিধ্বংস রস. মৃতসঞ্জীবনী স্রবা, হৃচিকাতরণ রস,
'কালানল রস।

মু। অপাঙ্গ ও গোলমরিচ, অপাঙ্গপত্রের অঞ্জলি, শুষ্ঠ ও বেলশুষ্ঠাব কাথ, কট ফুটু ও
বেলশুষ্ঠা কুড় ও কটুতৈল, খালধরায়; বেড়েলা ও পিপুল চূর্ণ, সৈন্ধব ও -কুড়পাচিত হৈল
খাল ধরায়।

অলমক, উদাবর্ত (Tympanitis).

হিঙ্গুাদি ফলবর্তি, ষড়ধরণযোগ, নারাচ চূর্ণ, ভুসুবাদা চূর্ণ, নাবাচ রস,
দারুশটক লেপ. ত্রিকটুকাদ্যাবর্তি, মদনফলাদি ফলবর্তি, গুঁড় মূল্যাদ্য ঘৃত,
বিন্দু ঘৃত।

মু। হালীমদানা, লেবুর রস ও যবক্ষার।

বিলম্বিকা, আনাহ (Constipation).

হরীতকাদি গুটী, অভয়ামোদক, ইচ্ছাভেদী রস, রুকেশী রস, নারাচ-
চূর্ণ, গুড়াষ্টক, নারাচ.রস, অবিপত্তিকর চূর্ণ, বিন্দু ঘৃত, ত্রিকটুকাদ্যাবর্তি।

মু। হরীতকী আদি, ত্রিবৃৎ, ত্রিবৃত্তাদি, বিধ্বংসের রস।

ক্রমি (Worms).

ক্রমিবাতিনী শুড়িকা, রমন তৈল ।

মু। হিঙ্গু, কপিলক চূর্ণ, কপিলক ও সৈন্ধব, করঞ্জ পত্রের লেপ, বহিঃক্রমিতে, ধূস্রপত্র-
রস, নিম পত্র, পলাশ বীজাদি, ঝিড়ঙ্গ আদি, বিড়ঙ্গ কাথ, সোমরাজী ।

পাণ্ডু, কামলা, হলৌমক (Anæmia, Jaundice; Malignant Jaundice).

পাণ্ডুহৃদয় রস, পটোলাদি চূর্ণ, ধাত্রী অরিষ্ট, ত্রিফলাদ্য তৈল, পুন-
র্গবা মণ্ডুর, ত্র্যম্বক মণ্ডুর, পিত্তাস্তক রস, নবায়স লৌহ, অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ.
লৌহ রসায়ন, লৌহাসব, যোগরাজ ।

মু। হলৌমকী ও মরিচ, হরীতকীর কাথ, আমলকী চূর্ণ, শুলফ ও তক্ত, চিতা আদি,
লৌহ ও মূতা, বাসকের রস, বিষ্ণুপত্রের রস ও গোলমরিচ, শিলাজতু ও গোমূত্র, স্বর্ণ-
মাক্ষিকাদি ।

রক্তপিত্ত (Hæmorrhage).

কুয়াণ্ড কল্যাণক শুড়, কুয়াণ্ড খণ্ডাবলেহ, বৃহৎ কুয়াণ্ড খণ্ডাবলেহ,
কুয়াণ্ড খণ্ড. উশীরাসব, চন্দনাদি তৈল, হর্কাদ্য ঘৃত, রক্ত বমন ও নাসা
কর্ণ চক্ষুর রক্তস্রাবে। খণ্ডকাদ্য লৌহ, আমলকাদ্য লৌহ, শভাবরো-
পাক ।

১। ক্ষেপাপাণ্ডাদির কষায়, খেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠাদির কাথ, বালা আদি, বজ্রডুম্বর রস ও
সকের রস ।

যক্ষ্মা, শোষ (Phthisis, Consumption).

এলাদি শুড়িকা, দ্রাকাদি ঘৃত, দ্রাকারিষ্ট, কুয়াণ্ড কল্যাণক শুড়,
চন্দনাদি তৈল, বৃহচ্চন্দনাদি তৈল, জাতীফলাদ্য চূর্ণ ২, নারিকেল খণ্ড,
বৃহৎ নারিকেল খণ্ড, সিহোপলাদি অবলেহ, বাসাবলেহ, বাসচন্দনাদি
তৈল, বড়বুধ, চাবন প্রাশাবলেহ, অমৃতেশ্বর রস, রাজমুগাঙ্ক রস, মুগাঙ্ক-
রস, বসন্ততিলক রস, খণ্ডকাদ্য লৌহ, যক্ষ্মারি লৌহ, অগ্নিরস লৌহ ।

মু। অথগন্ধা ও হ্রৎ বা হৃত ।

কাস (Chronic Bronchitis, cough).

ওষ্ঠীধান্যক ঘৃত, চতুরঙ্গাতলেহ, এলাদি শুড়িকা, কটকলাদি চূর্ণ,
শুঙ্গাদি চূর্ণ, কণ্টকারীবলেহ, রাসাকুয়াণ্ডখণ্ড, মরিচাদি শুড়িকা, বিজয় চূর্ণ,

ভূগু হরীতকী, ঘোষাদি বটী, জাতীকলাদা চূর্ণ, ভাণীখান চূর্ণ, পিঞ্জলাদি কাথ, সিংহোপলাদি অবলেহ, বাসাঝেহ, বাসকাদি কাথ, ভাগোত্তর গুড়িকা, যোগবাল্লী। কুঙ্কুমাদি ঘৃত, বাসাঝেহাদি তৈল, কালজীবাণী চূর্ণ। ককটক রস, রসেশ ৩০ ড্রাক, শূল গণ্ডীবিদ্যাস রস, মহাশাখাঝেহ রস, শঙ্কাঝেহ, স্বর্ণসিন্দূর, যোগবাল্লী রস, মসুরনাগতী রস, অমিরণ লৌহ, ঘোষাসব, চক্ষুঃমূত্র রস, সর্পাঙ্কশৃঙ্গর রস।

মু। আকন্দ মূলের ধূমপান, আনার রস ও মধু, কটকারি আদির কাথ, কুখাও মূল, কুলদী পত্র, পিঞ্জলা, যোগশিলা ও কুলপত্র, বাসকের শীতলচি, বাসকাদি কাথ।

শ্বাস (Asthma).

কটকারিাবলেহ, ভার্গী গুড়, ভার্গী শর্করা, বিজয় চূর্ণ, ঘোষাদি বটী, ভাগোত্তর গুড়িকা, জাকারিষ্ট, বাসা কুম্মাওগুণ্ড, চার্বন প্রাণাবলেহ, ঘোষাসব। ভার্গাবর্ত রস, শ্বাসকৃঠাব রস, মহাশাখাঝেহ চৌহ, রসসিন্দূর, মকরধ্বজ বাসচিক্তামনি। রহং চন্দনাদি তৈল, মহাবলাতৈল।

মু। হরীতকী ও কটু তৈল, কটকারি আদির কাথ, কট্টানটে ও বামনহাটী, কালজীবাণী চূর্ণ ও মূল, পিঙ্গল ও ত্রিকলা, বহেড়া ও ছাগবুজ, বামনহাটীর মূল ও শুঠ, বামনহাটী আদি কাথ ও পিঙ্গল চূর্ণ।

হিকা (Hiccough).

চক্ষুঃর রস, চকুস্থূপ রস, মহাবলা তৈল, লবঙ্গাদি চূর্ণ, রসসিন্দূর, মকরধ্বজ।

মু। হিরাকুল ও কণ্ঠবেলের পান, মলঃশিলাদি, যক্টিমধু, সৈকবের রস।

স্বরভেদ (Hoarseness).

সারবত ঘৃত, বিশ্বাদা চূর্ণ, নিদিহিকাবলেহ, মৃগনাত্মাদি অবলেহ।

মু। বহেড়া ও সৈকব।

অরোচক।

সমশর্কর চূর্ণ, আমলকাদি চূর্ণ, পথ্যাদি চূর্ণ, চতুঃসম মৌদক, অগ্নীকাপান, দাড়িমাদি চূর্ণ, লবঙ্গাদি চূর্ণ, যমানী খাণ্ডব, অরোচনামৃত।

মু। হরীতকী আদি ও মধু, আকনাদি আদি ও মধু, আমলকী ও ত্রাক, গুঠীকাথ আনার রস ও সৈকব, কালজীবাণী আদি, দাড়িম ও চিনি বা ত্রাক, দারচিনি আদি, টাবালে আদি, সৈকব ও টাবালেবুর কেশর।

চ্ছর্দি (Vomiting).

এলাদি চূর্ণ, এলাদি শুভিকা, বসসিন্দুর, মকরধ্বজ ।

যু। অথবা বকল রস ও জল, আমলকী ও খই, অমেরকেশী, শুঠ ও বেঙ্গগুঠের কাথ, কটকল ও বেঙ্গগুঠ গুলকের কাথ ।

তৃষ্ণা (Thirst).

ষড়ঙ্গ পানীয় ।

যু। কটকলদি কাথ, মউল পুষ্পাদি কাথ, যষ্টিমধুর কাথ ।

মূচ্ছা (Fainting).

শিরিষা বীজাদ্যঞ্জন, সৈন্ধবাদিব অঞ্জন ।

দাহ (Burning of Body).

পথাবাংসত, মটতক্র তৈল, কটকলাদি কাথ ।

যু। কটকলাদি, বজ্রশেনাদি সধুক পুষ্পাদি কাথ, বিড়ীতক মস্তকস মেন, সেনাদি চূর্ণাদি, চূর্ণ জল নিশাটন রস ।

উন্মাদ (Insanity, Mania).

সারসংগ চূর্ণ, জ্বাষণ অঞ্জন, উন্মাদ গজাঙ্গুল, চতুর্শৃংখ রস, চিষ্টামণি চতুর্শৃংখ, ত্রাক্ষীঘৃত, শিষা ঘৃত, মহাটোষস ঘৃত, সিদ্ধার্থকাপি ।

যু। কুম্ভার বীজ প্রকুট, যষ্টিমধুর, শঙ্খপুষ্পের স্বরস ।

অপস্মার, মূগী (Epilepsy).

কুম্ভাণ্ড ঘৃত, শিষাঘৃত, মহাটোষস ঘৃত, ত্রাক্ষীঘৃত । ভূত ভৈরব রস চতুর্শৃংখ রস ।

যু। সন্তিনাথস আদি সিদ্ধ তৈলের ন্যাং ।

বাতব্যাদি (Nervous Diseases).

সমীর গজকেশরী, যোগেশ্বরস, পক্ষাঘাত উন্মাদ ও অল্পপিত্তাদিতে । চতুর্শৃংখ রস, চিষ্টামণি চতুর্শৃংখ, স্বর্ণসিন্দুর, হুইং বাতগজাঙ্গুল, মকরধ্বজ কেতকী তৈল, প্রসারণী তৈল, হিমসাগর তৈল (পঙ্কজা, অঙ্গণোব, হুই মন্যাদির বিকৃতি ও গাজদাহ) ; ত্রিখত্তী প্রসারণী তৈল (সন্ধি ও শিরাত্তি বাত) ; কুম্ভারী তৈল (অপিত্ত ও মন্যাস্তত্ত) ; মহাশৃংগি তৈল, বলা

তৈল, মহাঝলা তৈল, মাষ তৈল, মাষাদি তৈল, সর মাষতৈল, মহামাষাদি-
তৈল, (বেপথু অর্দ্ধিত, মন্যা ও হুস্তস্ত, বহুস্তস্ত, পক্ষবধ, শিরোগ্রহ);
ঐহিকাদি তৈল, পক্ষবধ; বিষ্ণু তৈল, বৃহৎ বিষ্ণুতৈল, নারায়ণ তৈল, মধ্যম
নারায়ণ তৈল, মহানারায়ণ তৈল, সর্ষপ বাতযোগে। সৈন্ধবাদি তৈল,
বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল, গুণ্ডনী, আমবাত, কটী ভাজু ও সন্ধিস্থ শূল-
বিত্তে। অজমোদশাক্ত গুণ্ডুল, পথ্যাদি গুণ্ডুল, ত্রিক, জাহ্নু ও হুস্তগ্রহ,
সন্ধিস্থ বাত, পক্ষাঘাতাদিতে। অজমোদাদি চূর্ণ, সন্ধিবাত: রসোনাষ্টক,
বজ্র রসোনাষ্টক, গুণ্ডনী; রাস্মা সপ্তক, রাস্মাদশমূল। হংসাদি ঘৃত, বাত-
নাশি ও শিরঃপীড়া। ভাণাদি ঘৃত, অর্দ্ধিত, মন্যা, খজ, গুণ্ডনী, অশতাল
ও অশতম্ব প্রভৃতিতে।

মু। কিবাতরিকাদি কণ, আলকশীষাদি কণ, পক্ষাঘাত, এরডবীজ ও মূল, কটীশূল ও
গুণ্ডনী, কুচেরলেণ, অববাহ গুণ্ডনী, গুণ্ডুল, কেষ্টুশীর্ষ, মাষাদি কণ, পক্ষাঘাতাদি তৈল,
বজ্র, রাস্মাদি কণ গুণ্ডুল সহ, বৃক্কড়ক অর্দ্ধিত, বিদ্যুৎচকম্বল ও চূড়, কেষ্টুশীর্ষ, পক্ষালিকা
সংহর কণ, গুণ্ডনীতে।

বাতরক্ত (Gout mixed with skin Disease).

পিণ্ড তৈল, মহাপিণ্ড তৈল, গুড়ুচী তৈল, বয়বান্দা তৈল, মহাপদ্মক
তৈল, খড়্গাকপয় তৈল, মৃণালান্দা তৈল, (পিত্তবোগে); শলাহরাদি তৈল,
মধুকাদি তৈল। মহাযোগেশ্বরাজ গুণ্ডুল, পুনর্নব গুণ্ডুল, শর্করা সম গুণ্ডুল,
অমৃত গুণ্ডুল, দৈকশোর গুণ্ডুল, দ্বায়ন্তর গুণ্ডুল, যোগ সাব.মূল, গুড়ুচী-
ঘৃত, অমৃতান্দা ঘৃত, মহাতিক্ত ঘৃত, পক্ষবধ ঘৃত, বলাঘৃত, বলাদা ঘৃত, দ্বায়ন্তর-
ঘৃত, শতাবরী ঘৃত। মহারাস্মাদি কণ, রসোনাষ্টক, গুড়ুচাদি শ্লোচ,
পুনর্নবাবলেহ, মহাতালকেষর।

মু। হরিত্রা ও গুলক, হরিত্রাদির লেণ, গুলক, নিষেধি।

উরুস্তম্ব (Paraplegia).

গুজ্জাভঙ্গ রস, কুষ্ঠাদ্য তৈল, হিপকম্বলাদ্য তৈল, রাস্মাদি কণ, সর
রসোনাষ্টক।

মু। তেলাদি পঞ্চমূলের কষায়।

আমবাতি (Rheumatism).

অলম্বুবাতি চূর্ণ, বৈদ্যনর চূর্ণ, হিঙ্গুদি চূর্ণ, পুনর্ণবা চূর্ণ, অজমোদাদি চূর্ণ । শুষ্ঠী খণ্ড, সিংহনাদ গুগ্গুল, প্রসারণী লেহ, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুল, যোগরাজ ও মহাযোগরাজ গুগ্গুল, পুনর্ণবা ও আদিভাণ্ডাক গুগ্গুল । অনুভূতি ঘৃত, বাত্মরি রস, ত্রিপঞ্চমূলদ্য তৈল, রসোনাষ্টক, রসোনা-দিকব্য, রসোনিপিত্ত, রাসাদি কাথ, মধ্যম রাসাদি কাথ । মহাসৈন্ধবাদি তৈল, বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল । কার্ণাসাম্বি শ্বেদ । কেতকী তৈল ।

মু। ধূসরবীজ ও সবণী তৈল ; শঠী আদির কব্য ও গুগ্গুল, জ্বর সহ সন্ধি গ্রহণিতে ।

শূল (Colic, Enteralgia, Gastrodynia).

অবিপাকিক চূর্ণ, তুঙ্গুবাতি চূর্ণ, বৈদ্যনর চূর্ণ, কুয়াণ্ড ফার, শূলহরণ যোগ, অভ্রামোদক, বৈদ্যনর ফার । নারিকেল পণ্ড, বৃহৎ নারিকেল পণ্ড নারিকেলফার, পরিণামশূলে । বিড়ঙ্গাদি মোদক, পরিণামশূলে । শূন্যবেরাদি ঘৃত, আনলকী খণ্ড, রসোনিপিত্ত, বজ্রফার । বিদ্যামরাজ, দাত্রীলৌহ, শূল কেশরীরস, মশানারচ রস, রেচনার্থ ; গুড়মণ্ডুর, পিত্তাস্তক রস, ক্রবাদি রস, শঙ্খাটী রস, বৃহৎ শঙ্খাটী, অমৃতকর রস, শর্করা লৌহ । বিষ্ণু-রেচনার্থ । রসুন তৈল ।

মু। সিংহ, এরওহল ও শুষ্ঠীর কাথ, এরও ও সৈন্ধব, কটকী ও চিতামূল, তিল, সো-কাচ, শম্বতম্ব ।

গুল্ম ।

নারায়ণ চূর্ণ, বৈদ্যনর চূর্ণ, হিঙ্গুদি চূর্ণ, বিদ্যাবর রস, বৃশ্চীরাদি-চূর্ণ, কালফালগল রস, দাত্রীহরীতকী, দ্বাষস্কর ঘৃত, ফারটিক, ভাদর পণ্ড-ক্রবাদি রস, বসায়নামৃত লৌহ, সর্জিকাদি চূর্ণ, বজ্রফার, বিষ্ণু ঘৃত ।

মু। তেউড়ী ও বিকলা, পলাশফার, রক্তগুণ্ডে ।

হৃদ্রোগ (Heart Disease).

অর্জুন ঘৃত, অর্জুনাস, সহ্যাদি রস, বলাদা ঘৃত ।

মু। অর্জুন হর্জুন ও গোষ্ঠী, ত্রিকণ্ড ও মৃত ।

মূত্রকুচ্ছ (Strangury, Painful Micturition).

এলাদি কাথ, তৃণপঞ্চমূল, তৃণপঞ্চমূলাদা ঘৃত, কুশাদা তৈল, বীরতরাদা তৈল, ত্রিকণ্টকাদা ঘৃত, গোক্ষুরকাদাবলেহ, ছবালভাদি কাথ, শিলোত্তেদাদি-তৈল, পুনর্নাবাবলেহ, মূত্রকুচ্ছাস্তক রস, বিশেষ রস, ন্যাগ্রোধাদি চূর্ণ, শুণ্ঠাদি বকগাদি কষায়, বক্রগাদা চূর্ণ, বক্রগাদা ঘৃত, বক্রণ তৈল, বহ্ন-তৈল, শতাবরী ঘৃত ।

মু। আকন্দাদি বাদির কাথ, কাঁকড়বীজ, কাঁকড়বীজ ও মৈকব, শশাবরী ও মৈকব, গোক্ষুরাদি, গোক্ষুর ও যবক্ষার, ছাতিস, পাবানভেদাদি, গৌত ও মধু, বৃহতী আদির কাথ, শিলোত্তে ও গোক্ষুর কাথ, শিলোত্তে ও অজুন কাথ ।

মূত্রাদাত (Retention of Urine).

ভদ্রাবক ঘৃত, কুলগাদা ঘৃত, গোক্ষুরকাদাবলেহ, ছবালভাদি কাথ, শিলোত্তেদাদি তৈল, ত্রিকটু শুড়িকা, বিদারী ঘৃত ।

মু। আমলকীর লেপ, শশাবরী ও জিনি, বজ্রাবরীজ, কুমড়ার রস ও যবক্ষার, গোক্ষুর-রস, গোক্ষুর ও যবক্ষার, পাবানভেদাদি, যবক্ষার ।

অশ্মরী (Stone, Calculi).

বীরতরাদা তৈল, এলাদি কাথ, কুশাদা ঘৃত ও তৈল, কুলগাদা ঘৃত, পামানভেদাদা ঘৃত, বিদারী ঘৃত, শুণ্ঠী বকগাদি কষায়, বক্রগাদি কাথ, বক্রণ ঘৃত, বক্রগাদা চূর্ণ, বক্রগাদা ঘৃত, বক্রণ তৈল ।

মু। কুমড়ার রস ও যবক্ষার, অশ্মরী, শিলোত্তে ।

প্রমেহ, মেহ (Urinary disorders, or Morbid secretions of urine).

অজুনাদা ঘৃত, যোমানাশঙ্কু, সিংহামৃত ঘৃত, গোক্ষুরাদি চূর্ণ, গোক্ষুরকাদাবলেহ, দাড়িমানা ঘৃত, ত্রিকটু কাদা মোদক, ত্রিকটু শুড়িকা, বদনানন্দ মৌষিক, ন্যাগ্রোধাদি চূর্ণ, ধাতব্রত ঘৃত, প্রমেহমিহির তৈল, যোগরাজ । হরিশঙ্কর রস, বসন্ত কুসুমাকার রস, বজ্রেশ্বর, বৃহৎ বজ্রেশ্বর, সর্পবজ, বৃহৎ সোমনাথ রস, মেহবৃন্দার বটিকা ।

মু। অশ্বথ, আমলকীর রস, কদলী, কটকারীর রস, গোক্ষুর কাথ ও গুলগুল, শিলা-জতু ও মধু ।

সোমরোগ (Diabetis, Diuresis)।

কপূৰ্বাদি বটী, কদল্যাদি ঘৃত, সিংহাসূত ঘৃত, বসন্ত কুহুমাকার রস, বৃহৎ বঙ্গেশ্বর, স্বর্ণবঙ্গ, বৃহৎ সোমনাথ রস ।

মৃ। কদলী ও আমলবী, বোড়লা, লৌহ ও ত্রিকলা ।

মেদরোগ (Obesity)।

ত্রিকলাদ্য তৈল, দশাঙ্গ গুগ্গুল, লৌহ বসায়ন, বোম্বাদ্য শঙ্কু ।

মৃ। অলম্বুখা ও কঁচি পত্র পাতকাকার, ত্রিকলা ও ত্রিবটু ।

উদরা (Ascites)।

নাগরাস চূর্ণ, বুটাদি চূর্ণ, পটোলাদি চূর্ণ, পথ্যাদি কাথ, পুনর্নবাদি কৃষ্ণা । বড়কায়, মানমগ্ন, বসন্ত তৈল, পুনর্নবা তৈল, নাগরাদি তৈল । শুষ্কবটী, মহানাবাচ রস ইচ্ছাচেদনী বস, বকেশী রস, অভয় লবণ, ভাস্কব-
লবণ, নাগরাস ঘৃত, বিলু ঘৃত । রস পর্ণটি, স্বর্ণপর্ণটি, লৌহ রসায়ন, পক্ষা
মূত পর্ণটি, বিষ্ণু পর্ণটি ।

মৃ। জাবাফিল, হস্ত ও হস্ত ও লম্বুল, ত্রিবটু ইত্যাদি ।

স্পীহারোগ (Disease of Spleen)।

শুভ্রচূর্ণ চূর্ণ, সিংহাসূত রস, হোমীতকারিষ্ট, হোমীতক লৌহ, বৃহৎ
লোকনাথ বস, মহা মৃত্যঞ্জয় লৌহ, অক্ষয় লবণ, অভয় লবণ, রসায়নামৃত
লৌহ, শোণারিষ্ট, চন্দনাদি লৌহ, বৃহৎ সর্পজবহব লৌহ, বিষমজরাস্তক
লৌহ । কিবাতাদি তৈল, বৃহৎ কিবাতাদি তৈল ।

মৃ। অক্ষয় পত্র ও সৈকর লবণ পলাশ কঁরা, সবকাব জাদি, লেবুর রস ও নাভিশয
শিল্প পুপ ।

যকৃৎরোগ (Diseases of Liver)।

হোমীতকাদ্য চূর্ণ, মহামৃত্যঞ্জয় লৌহ, অভয় লবণ, রসায়নামৃত লৌহ
বিষমজরাস্তক লৌহ, যকৃদরি লৌহ, হোমীতক লৌহ, হোমীতকারিষ্ট ।
বৃহৎ লোকনাথ বস ।

মৃ। সবক বৃ ও হরীতকী আদ ।

শোথ (Anasarca)

শুভ্রাদি বটিকা, নারায়ণ চূর্ণ, পটোলাদি চূর্ণ, পথ্যাদি কৃণ, বজ্রকার ।
নারাচ ঘৃত, মাশক ঘৃত, মানমণ্ড । মহানারচ রস, ইচ্ছাভেদী রস । ছত্র-
বটী, পঞ্চামৃত পর্পটী, বন পর্পটী, পুনর্নবদি কৃণ, পুনর্নব তৈল, বৃহৎ-
শুক মূলকাদা তৈল, শুক মূলদ্য তৈল, লৌহারিষ্ট, লৌহাসব, সর্পপটী,
হাসগাদি লৌহ ।

মু। শুষ্ক ও পুনর্নব রস, পিপ্পল চূর্ণ ও শুষ্ক, পুনর্নবদি, দেউড়ী ও সিংহের অণা,
বিষচনার্থ ।

বৃদ্ধিরোগ (Scrotal Tumors &).

বৃদ্ধিবান্ধিকা বটী, বাতাবি রস ।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা (Bronchocoele & Scrofala).

কাঞ্চনার গুগ্গুল, শুভ্রা তৈল, বোষাদি তৈল, চক্রমর্দ তৈল, চন্দ্রনা-
দি তৈল, নির্গুণী তৈল ।

মু। অপরাধিতা, সজিনা বীজাদির প্রলেপ, মজ্জিকা ক্ষণেব লেপ, সর্পপটী তক্র সহ লেপ,
সর্প তৈল ও ইলবাল দ্রব্য ।

শ্লীপদ (Elephantiasis).

নিত্যানন্দ রস । সজিনা মূলাদির প্রলেপ ।

বিদূষী (Diffuse or Deepseated Abscess).

অম্বথাদির বকল ও ঘৃতে র লেপ । আকনাদি মূল ও তণ্ডুলাশু । এবং
মূল ও ঘৃতে র লেপ । কটকী ও নিমের কাথ ।

মু। অম্বথাদি ও ঘৃতে র লেপ, আকনাদি ও তণ্ডুলাশু, এবং মূল ও ঘৃতে র লেপ, কটকী
ও নিমের কাথ, রক্তচন্দ্রনাদির লেপ, বেত পুনর্নব, সজিনার আঠা ও সৈন্ধব ।

ত্রণশোথ (Abscess).

জাত্যাদি তৈল, আতার পাতার প্রলেপ ।

মু। কেতপাশড়াদির কাথ, করে ; চিতা ও সিংহের আঠা আদি, তিলের লেপ, মজ্জিষ্ঠাদি
লেপ, বহুবল ও মজ্জিকাকার, বিদারনাশ, এবং বহুলের লেপ ।

শারীর ভ্রণ, ক্ষত (Ulcer).

বিপরীত মল্ল তৈল, অম্ব আদি তৈল, জাত্যাদি ঘৃত, জাত্যাদি তৈল, নিও'ভী তৈল, পটোলাদি তৈল, বক্ক ফতে; মঞ্জিষ্ঠাদি ঘৃত, শিঙ্গুবাди ঘৃত, পুণ্ডীয়াব তৈল ।

২. গন্ধ ও সোণ ৫০ অৰ্ধমূল বকল শিল্পে লেপ, খাইফুল, নিমগজ ও তিল, সরল কাঠাদি ব. ২০ ।

সদ্যভ্রণ । (Injuries wound).

তি কাদি ঘৃত, কুস্তীবাди তৈল ।

৩. বক্কাকুল্লবাস, অজুন ইক ও গুণ্ড, কপূর ও লতধৌত ঘৃত ।

ভগ্নাধিকার (Fracture).

হাড়কাড, আদিব পালপ, অর্জুন ইক ও গুণ্ড ।

নাড়ীভ্রণ (Sinus, Fistula)

মপ্তাক গুণ্ডল, বস্ত্রীকাদা তৈল, বিপরীতমল তৈল, নিও'ভী তৈল, ভল্লভকাদা তৈল, সৈন্ধবাди তৈল ।

৪. খণ্ডক বীজ ও সোণ ৫০, আকাকর আঠা ও দারহরিজা, শিল্পে লেপ ও দারহরিজা ।

ভগ্নদর (Fistula in anus).

কববীবাди তৈল, নিশান্য তৈল, বিম্বানন তৈল ।

৫. সিতের আঠা ও দারহরিজা ।

উপদংশ, ফিরিস্কীরোগ (Syphilis).

কবজনা ঘৃত, কঙ্কলীর ধূম প্রহোণ, অম্ব আদি তৈল, বস্ত্রশালী বটী ।

৬. ত্রিকলার তলের ধাবন, তিলুলের ধূম, হীরাকিস চূর্ণ, কববী মূল, গন্ধক ও পারদে ধূম, জটামাংসী ও সেকব, জীরা আদির লেপ, কাগিডে; দারহরিজা লেপ, শিঙ্গুবাди, ভূম রাজের রস, সোবীরাঙ্গনাদি লেপ, লিঙ্গার্শে ও মাংসোদরে ।

মহাকুষ্ঠ (Leprosy).

কন্দর্পসার তৈল, গুলিত বুড়ারি রস, খদিরারিষ্ট, অমৃত ভল্লভকাবলেহ, মহাভল্লভক, কববীরাди তৈল, মহাশালী বট, মহামরিচাদি তৈল, ধাবতর

ঘৃত, সোমরাজীঘৃত ও তৈল, পৃথ্বীমার তৈল, তামাকেশরী, পঞ্চনিষ চূর্ণ।

মু। হরিভাঙ্গা লেপ, কঁচ ও চিতামূল, খেতকুঠে, বদ, সিংধা, অপাঙ্গ ও মুলার বীজ, মনশিলা ও অপাঙ্গ, ধবলে, মনশিলা ও আকনের আঠা।

কুষ্ঠ, চর্মপীড়া (Diseases of Skin).

অর্ক তৈল, পামা কচ্ছু বিচর্জিকায়; কচ্ছুরাক্ষস তৈল, পামা কচ্ছু কণ্ডু প্রভৃতিতে; রূরবীরাদা তৈল, পৃথ্বীমার তৈল, করঞ্জ তৈল, বিচর্জিকা; বিম-
তৈল, শিহ, বিক্ষেপট, বিচর্জিকা, কণ্ডু ও কচ্ছু আদিতে। আদিত্য-
পাকতৈল, পান্নাতে; কন্দর্পনার তৈল, লব্ মরিচাদি তৈল, মহামরিচাদি-
তৈল, শিম, পামা, কণ্ডু, বিচর্জিকা দ্রব্য আদিতে। মহাশুগন্ধি তৈল, মনঃ-
শিলাদ্য তৈল, বল্লীক; সিন্দূবাদা তৈল, পামা আদি; সোমরাজী তৈল ও
বৃহৎ সোমরাজী তৈল। সোমরাজীঘৃত, ধাতয়র ঘৃত, লৌহ রসায়ন,
খদিরারিষ্ট, একবিংশতিক গুণ্ডণ, তালাকশরী, মহাতালকেশর (রক্তমণ্ড-
লাদি); মহাতিক্ত ঘৃত, তাম্রেশব রস, পঞ্চ নিষকাবলেহ, পঞ্চতিক্ত ঘৃত,
পঞ্চনিষ চূর্ণ। লবু, মধ্যম ও বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ, কণ্ডু, পামা, বক্রমণ্ডল,
দ্রব্য প্রভৃতি চর্মরোগে। অমৃত ভন্নাতকাবলেহ।

মু। হিম্বুলের ধূস, ইন্দ্রবারণী মূল ও গুণ্ডণ, করঞ্জখড় তৈল, কণ্ডু বীজের প্রলেপ, তিল-
চাণির প্রলেপ, হুজ্জত; আমলী ও সৈকবের লেপ, চন্দ্রদলে, হরিজার লেপ, কাণ্ডে;
অপাঙ্গিতা মূল, বিজৈ; বেলপুল, ধামাচীতে, বিড়ম্বাদির লেপ, সোমরাজী আদি।

শীতপিত্ত, উদক ও কোঠ (Urticaria).

আর্দ্রক খণ্ড, হরিদ্রা খণ্ড, পঞ্চতিক্ত ঘৃত।

মু। আমলকী ও শুড়, আদার রস ও শুড়, গুণ্ডলাদি, গুলফ চাকুলে বীজ, নিমপত্র
ও আমলকী, খরকার ও ত্রিকটু।

অম্লপিত্ত (Acidity of Stomach).

আমলকী খণ্ড, আমলকাদ্য লৌহ, পিত্তাস্তক রস, নারিকেল খণ্ড,
বৃহৎ নারিকেল খণ্ড, অবিপাক্তক চূর্ণ, শতাবরী ঘৃত, শতাবরী পাক,
গোভাগ্যগুণ্ডী, স্থলোচনামৃতাত্র, শঙ্খবটী, বৃহৎ শঙ্খবটী, ধাত্রী অরিষ্ট,
অভয়ামোদক।

মু। আঁধানি ও মধু, বাকসেশ বস ও মধু, বাসকাদির কাথ ।

বিসৰ্প (Erysipelas).

পুরুষক ঘৃত, দশাঙ্গলেণ, কালাগ্নি কড়রস, করজ তৈল ।

মু। কটকট ও নিমের কাথ, রাসা আদি, ত্রিফলাদি লেপ ।

মসুরিকা (Small Pox).

খদিরাষ্টক, নিম্বাদি কাথ ।

ম। হিন্দার রস ও মার চন্দন পাতোল পত্রাদির কাথ । হরিদ্রা চূর্ণ ও উচ্ছেপাতার রস ।
নিম্বালব্ধ টাং মূল ।

রোগান্তিকা, হাম (Measles).

খদিরাষ্টক, হরিদ্রা চূর্ণ ও উচ্ছেপাতার রস ।

ক্ষুদ্ররোগ ।

কবজ তৈল, বিসৰ্পে; চাকেরী ঘৃত, গুদজংশে; মালতী, মুস্তরাদ্য, ভূজ-
বাজ ও মুলীচকাদি তৈল, ইন্দ্রলুপ্ত বা টাকে । ভূঙ্গরাজ তৈল, আমেরকেশী ও
সৈন্ধবেব লেপ, দারুণকে । উন্নত তৈল, পাদদারী; দাষাদি তৈল, প্রাশ-
তৈল, অবলাহকে; ত্রিফলাদ্য তৈল, অরুণিকায়; কুম্ভাভ্যাদ্য তৈল, মুখদুষ্কি,
পলিনুনীকষ্টক, বাপ, নীলিকা আদিতৈ । মৃক তৈল, গুদজংশে ।

মু। হরিদ্রা ও ভরীতকীর লেপ, তিলে; আমেরকেশী ও সৈন্ধব, দারুণকে; আমলকী
ও শিম্বর লেপ, অরুণিকায়; আমেরকেশী ও লৌহ চূর্ণ পলিতে; অরুণ স্বক ও হুঙ্ক, মাছের
ছলি বা মাছতে; হীরাকদের লেপ, দূষণ কচ্ছ ও অহিপুতন । হরিভালাদির লেপ, লোমশাতনার্থ
কটানটের লেপ, বিষ্ণুটিকে; চন্দ্রমর্দ, পানাকড়; ভীকুলে আদির লেপ, দক্ষ কুঠ; চাকুলে
ও সিজের আঠা, অরুণে; জাতীতাদি পাচিত তৈল, ইন্দ্রলুপ্তে; তিলপুপ ও গোমূর, টাকে
হস্তিহস্ত ও রসাক্ষন, টাকে; ধূনাদি, পা কটায়; নাগেশ্বর ও শতমৌত ঘৃত, পদজ্বালে; পটো
পত্র রস, টাকে; পলাশ কায়, লোমশাতনার্থ; কেশে, ভূঙ্গরাজ আদি, মস্তিষ্ঠা, ব্যজে; মন
শিলাদি, জলসকে, যষ্টিমধু ও হরিপুপ টাকে । লোষাদি লেপ, অরুণে; লোষাদি লেপ
তাক্ষ্য গীড়কা; বটপত্রাদি লেপ, বীলিকা আদিতৈ; দৌষীরজিনাদির লেপ, অহিপুতনে ।

মুখরোগ (Diseases of Mouth).

শ্রবণ খদির বটীকা; ইরিমেদাদি তৈল, জাত্যাদি তৈল, দন্তরোগে; ম
চরাদ্য তৈল, মুস্তাদি বটীকা, দন্ত শ. পাতায় । লাক্ষাদি তৈল ।

মু। হীরাকস ও মধু, পুঁচমাংস ও শীতাদ ; পকবকল কষায়, অশ্বথ মূল বক, তাকলেব আঠা, দস্তশূলে ; শুভীষাদির কাথ, কণ্টকারী কাথ, জিঙ্গকে, ছাতিমানি, ছাতিপত্র, জাতিআলি কবল, রসত, ক্ষতে ; নিমপত্রাদি সিদ্ধ তৈল, পটোল পত্রাদি কাথ, যষ্টিমধুগাদি, বদনস্রাব্যে ।
লোধানি, শৈশিরে ; বকুল, দম্বরোগে ; বৃহতী আদির কাথের কলী, ক্রিমিদম্বক বেদনাগ ।

কর্ণরোগ (Diseases of Ear).

অণামার্গ তৈল, বাধির্ঘ্য, কর্ণনাদ ; কুষ্ঠাদি তৈল, পুঁতিকর্ণে ; বিল তৈল, বাধির্ঘ্যে ; শঙ্খকাদি তৈল, কর্ণনাগীতে ; বৃহৎ দশমূল তৈল, কর্ণ শূলে ।

মু। তি। কর্ণশূলে, হুডুড়ের রস, আদার রস ও তৈল, কর্ণশূলে । খেত আকনের মূল ও তেল, আত্মহাল ও তৈল, পুঁতিকর্ণে ; গন্ধকাদি পাতিতৈল, গুণগুণধূপ, জাতিপত্র রস, বদন, শ্যোনাক মূল সিদ্ধ তৈল, কর্ণশূলে ; সজিনামূলদি লেপ, কর্ণমূল শোধে, সন্ধিয়া মূলের রস ও তৈল, কর্ণশূলে ।

নাসারোগ (Diseases of Nose).

শিখরী তৈল, নাশাশে ; ব্যাঘ্রী তৈল, পুঁতিনাশায় ; বোধানি বটী, পানীসে ; শিগু তৈল, পুঁতিনাশায় ।

মু। আদার রস ও মধু, সন্ধিতে, তুলসী পত্র, পুঁতিনাশা ; বাডিন পুষ্পের বস, রক্তা-
শায়ে ; বিড়ঙ্গআদি চূর্ণের ননা, পুঁতিনাশায় ।

নেত্ররোগ (Diseases of Eyes).

চক্রেদয়বর্জি, তিমির পটোল রাত্রাফাদিতে ; চক্রেপ্রভাবর্জি, তিমির, পটোল ও পুষ্পক রোগে ; নয়ন শানাজন, তিমির, ক্ষয়, পটোল ও পুষ্পক রোগে । ষড়ঙ্গ গুণগুণ, শোধ শূল অক্ষিপাক প্রভৃতি চক্ষুরোগে । ত্রিফ-
লাদ্য ঘৃত ১, ত্রিফলাদ্য ঘৃত ২, নক্কাঙ্গ, কাচ, নীলিকা, পটোল, অর্দ্ধদ, অভিষ্যক্ত ও অভিষ্মাদিতে । মুক্তাদি মহাজন, পূর্ণবর্জি । বৃহৎ দশ-
মূল তৈল, নেত্রশূলে ।

মু। করবী পত্র রস, চক্ষুউঠা, কর্পূর ও বটকীর, শুক্র ; রসত, রসত ও চক্ষু, পলাশ
গদা, শুক্র ও যক্ষ ; পিপুল, নক্কাঙ্গ । লোধানি লেপ, চক্ষুউঠায় ; মেঘবীরাঙ্গন ।

শিরোরোগ (Headache).

ঘরিচাদি নস্য, কুমারী তৈল, ঝড়বিদ্ধ তৈল, হংসাদি

ঘৃত, মধুরাদি ঘৃত, রান্না দশমূল, দশমূল তৈল, মহা দশমূল তৈল, বৃহৎ-দশমূল তৈল, শ্লেষ্ম-শৈলৈজ্ঞ রস ।

মু। ছুড়ছুড়ের লেপ, আধকপালে; আনার রসের নস্য, এরও মূল ও তক্রের লেপ, কট-ফলের নস্য, কাটবিষ ও যষ্টিমধু, কুড় ও এরও তৈল, খেত চন্দন ঘসা, তিলের লেপ, দারুচরি-দ্রাব লেপ, ভুঙ্গরাজের নস্য, সূঁচাবর্তে; মউল বীজের তৈল, ত্রিফলাদি কাথের নস্য, সজিনা-বীজের নস্য ।

স্ত্রীরোগ (Diseases of Women).

অশোক ঘৃত, প্রদরে; প্রদরাবি লৌহ, কাশীশাদা তৈল । দার্বাদি কাণ, ফল ঘৃত, বজ্রদোষহ্ন; ফলকল্যাণ ঘৃত, গর্ভ ও যোনিদোষ নাশক ।

মু। মাসিক বন্ধল ও উষ্ণ, অধঃকার কাথ, বক্ষা; পঞ্চদক্ষর বলাগ, আলকশীব মূল, ইন্দ্রবাক্ষণী লেপ, স্তনের বেদনা ও স্ফীততা । কাটানটে ও রসপ্তজন, রক্তপ্রদরে; কাব্যাদি প্রদরে । রসত ও কাটানটে, বজ্রসানি বা বৃন্তব ও হরিতার লেপ, স্তনের বেদনায় । নাগেশ্বর শেতপ্রদবে । বেড়েলা প্রদরে । বজ্রচূষর রক্তপ্রদরে । লতাকটকী আদি, ষড়বোধে । সোহাগাদি ষড়্রস মনঃ সেবনে গভিসকার হয় না ।

যোনিরোগ ।

পুনর্নবাবলেহ, যোনিশূশে; ত্রিফলা ঘৃত, ফলঘৃত ।

মু। পঞ্চদক্ষর কষায়, কালজীল ও মদ্য, যোনিশূশে ।

গর্ভিণী-টিকিৎসা ।

গর্ভচিহ্নানগি, জব দাহ হৃতিকা ও প্রদরাদি । গর্ভবিলাস রস, অর-শূল, অকীর্ণে । দেবদার্বাদি কাথ, শূল কাসজরে । লাফাদি তৈল, জরে । গভাবনোদ রস, গর্ভপীড়্যুবলী রস ।

মু। আম ও জামের রস, গ্রহণী । এরও মূলের কাথ, শূলে; বালাদি, জরে, ঈশলাকুলী মূল প্রলেপ, প্রসব বিলম্ব হইলে । সেবার মূলাদির কষায়, জরে । শামালতা আদির কষা-জরে ।

সূতিকারোগ ।

সৌভাগ্য তণ্ডুল, পঞ্চজীরক পাক, দেবদারু আদি কাথ, মহাগন্ধক রস, মকরধ্বজ ।

বালরোগ (Diseases of Childhood).

অধঃগঙ্গা ঘৃত, বাল চতুর্ভঙ্গিকা, শূলাদি চূর্ণ, শ্রাকাদি চূর্ণ, গুরুাদি চূর্ণ, নিশাদ্য চূর্ণ, গ্রহণী অতিশা, মহাগন্ধক রস, উল্লাসয়ে; অষ্টমঙ্গ

ঘৃত, মেধাবর্জক। বিড়ঙ্গাদি চূর্ণ, অতিসারে; ভদ্রমূল্যাদি কাথ, অবে; সমস্তাদি কাথ, অতিসারে। বাণ লাকাদি তৈল, রামেশ্বর রস, অরে।

মু। অনন্ত মূল্যের কাথ, মৃগশ্রাবে; অখগন্ধা ও চুত, কৃষ্ণচায়। অতিসারি, অতিসারে। আমেরকেশী ও সৈন্ধব, ছদ্মিতে। ইল্লয়ব ও গৃহধূম, সিদ্ধা পান। বিচক্ষিকা। কটকী ও মধু, হিকা। কুমড়ার বীজের লেপ, শোথে। ষাইকুলানি, অতিসারে। পটোল পত্রাদি কাথ, শিশুর, ক্ষত বীসর্প বিক্ষেপিত ও অরে। ভূমিকুন্ডাও, কৃষ্ণচায়। বৃহতী ও কটকারী বস, জ্বরে। বেলপত্রাদি কাথ, অতিসারে। বেলমূলের কাথ, ছদ্মিতে। মোচনাদি সহ মধু, রক্তাতিসারে। সৈন্ধবাদি চূর্ণ, আনাহ ও শূলে। সৈন্ধবাদি, মৃগশ্রাবে। মাবত স্বর্ণ ও কড়, পুষ্টিপ্রদ।

ধ্বজভঙ্গ (Impotency).

মহালক্ষ্মীবিলাস রস, মদন মঞ্জরী বটী, অমৃতপ্রাস ঘৃত, ফৌত্রাক্ষিভাগ-ঘৃত, বানরী বটীকা, কন্দর্পসুন্দর রস, বসন্ত কুহুমাকার রস, রতিবলভাখ্য-পুর্ণপাগ, মন্থপাত্র রস।

মু। আলকশী ও গোম্ব, শিমূল মূলের বস, শিমূল মূল ও হালমূলী।

বিষাধিকার (Serpent & Insect & poisons).

মৃত্যুপাশচ্ছেদি সূত্র, সর্প ও কীটাদির বিষে। ছড়ছড়ের পাতার রসেবনসা, বৃশ্চিক বিষে।

মু। কটামাসী ও ঠৈরিক, জীবাব লেপ, বৃশ্চিক বিষে। দারুহরিষাদির লেপ, লুত্বে বিষে। ধূত পত্র।

রসায়নাধিকার ।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস, অখগন্ধা তৈল, তৈলোকা চিন্তামণি, দশমূলীরিষ্ট, লৌহ গুগগুল, ঋতু হরীতকী, কল্যাণকাবলেহ।

বাজিকরণাধিকার ।

মদনমঞ্জরী বটী, অখগন্ধাদি চূর্ণ, অকরাদি চূর্ণ, লাক্ষ্মীশাক, গোক্ষুরাদি-মোদক, কন্দর্প সুন্দর রস, রসলা, কামেশ্বর মোদক, মদনানন্দ মোদক, মকরধ্বজ, স্বল্প চন্দ্রোদয় ও বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, রতিবলভাখ্য পুর্ণপাগ।

মু। ভূমিকুন্ডাও, স্বর্ণমাক্ষিকাদি লেহন।

ড্রুহ শব্দের অর্থ।

—****—

অনিম—বায়ু, বাত।

অলুলোমন—মলের পরিণাক ও তা-

হার বন্ধ ভেদ করিয়া যদ্বারা তাহা

অদোভাগে আনীত হয়, তাহাকে

অলুলোমন বলে।

অপচী—গওনালার যে গ্রন্থিগুলি

অবস্ফাব না হইয়া অধিক কাল

ধাকে ও পাকে না, তাহাকে অপচী

কহে।

অভিন্যাসজ্বর—সন্নিপাত জরে

কম্প প্রলাপ মিত্রা বিভাব ও ওজো-

নাশ হইলে অভিন্যাস জর কহে।

অভ্যঙ্গ—মর্দন, মাখা।

অর্জাবভেদক—আদ্যকপালে নাখা-

বেদনা।

অলসক—পাকুই।

অয়—রক্ত।

অপতান—একরূপ আক্ষেপ (Hy-

sterical convulsion).

অপতত্ত্ব—Apoplectic convulsion.

অববাহক—Stiffness of shoulder-

joint, বাতপীড়া বিশেষ।

অবধূলিত—ছড়াইয়া দেওয়া।

অশ্বরী—পাতরী রোগ।

অরুবিকা—Prurigo. একরূপ চর্ম-

পীড়া।

অর্শ—চক্ষুরোগ বিং Pterygium.

অষ্টিগা—নাভির অদঃদেশে ডেলার

ন্যায় হইলে তাহাকে অষ্টিগা কহে।

অর্কক্ষীর—আকন্দের আঠা।

অন্ধিত—Facial paralysis. মুখমণ্ড-

লের পক্ষাঘাত।

অহিপুতন—শিশুদের মলদ্বারের কত-

● বিশেষ।

আমর—রোগ।

আনাহ—কোষ্ঠিবদ্ধ Constipation.

আমবাত—Rheumatism. বাত,

রসবাত, গেটে বাত। ভাষায় শীত

পিত্তকে আমবাত কহে।

উল্ললপ্ত—টাক, Baldness.

উপল—ঘুটে।

উদাবর্ত—প্রকৃতির বেগ ধারণ জনিত

পেট ফাঁপা।

উদ্বারী—যাহা শীঘ্র উড়িয়া যায়।

উদর্দ—একরূপ কণ্ঠযুক্ত শোণ গায়ে

উৎপন্ন হয়।

উরুতত্ত্ব—Paraplegia, অধোদেহ

পক্ষাঘাত।

কটগ্রহ—কটিবেদনা ।

কফনু—কফনাশক ।

কোঠ—একপ শীতপিত্ত, Urticaria-Evanida.

কপালিকা—দন্তবজল, দন্ত মলারূত
হইয়া উহার সহিত বিদীর্ণ হইলে
কপালিকা কহে ।

ক্রোষ্ঠী নীর্ণ—শিবমুণ্ড, Synovitis of
knee joint.

ক্ষত্কাংক—ঈচিকারক ।

কেশ্য—কেশবর্দ্ধনকর ।

কণ্ঠা—স্বরবর্দ্ধনকর ।

কক্ষু—পাচড়া, Scabis.

ককাপহ—কফয় ।

কর্ণানিকা—চক্ষের তারা ।

গুধুমী—Sciatica. নিতম্ব হইতে পদ
পর্যন্ত বেদনা হয় ।

গলগ্রহ—গলায় বেদনা ।

গ্রাহী—সংকোচক ।

গ্রস্থি—গাঁট, তদ্বৎ স্থিতি ।

গদগদ—অস্পষ্ট ভাষণ ।

গুদভ্রংশ—Prolapsus, Rectum. সর-
লাস্ত নিঃসরণ ।

চিপ্প—onychia. কুনিতে ক্ষত বিশেষ ।

চর্মদল—Impetigo. চর্মরোগ বিশেষ । অগ্নি বৃদ্ধি করে না ।

চনক—ছোলা ।

চক্ষ্য—চক্ষুর তিতকর, নেত্র্য ।

জিং—জরকারক, নাশক ।

জিহ্বাস্তম্ভ—জিহ্বাব পক্ষাঘাত ।

জ্বিদোষ—দাত পিত্ত কফ। সন্নিপাত ।

ত্রিকোষন—সন্নিপাতের অত্যন্ত বর্দ্ধি-
তাবস্থা ।

তর্পণ—অগ্নিজনক, স্তম্ভকর ।

দীপন—অগ্নিবৃদ্ধিকর । বাহ্যতে ক্ষদ্য
বৃদ্ধি হয়, অথচ পরিণামে শক্তির
সাহায্য করবেনা ।

দুর্বাণ্য—ঔষধাদির দ্বারা শীর্ণ হীন-
বিব ।

দারুণক—Ringworm of scalp.
কেশদ্রু ।

দালন—Toothache, দন্তশূল ।

দন্তচাল—শিথিল দন্ত ।

নীলিকা—মুখমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণ দাগ ।

নাসার্শ—নাসারন্ধ্রে অর্শের মত বলি
হইয়া রক্তস্রাব হইলে বলে ।

পটল—চক্ষুরোগবিশেষ ।

প্রবাহিকা—Mucous Diarrhoea
ইহাতে অধিক আমলুল মল নিঃসৃত
হয় ।

পামা—Eczema একরূপ চর্মরোগ ।
পিণ্ডাকার রক্তপিত্ত ।

পাচন—পরিপাক কারক, কিন্তু ইহাতে

অগ্নি বৃদ্ধি করে না ।

পক্ষবধ—পক্ষাঘাত ।

পিত্তল—পিত্তবৃদ্ধিকর ।

পলিত—অকালে কেশ ও ভ্রূবর্ণ হওয়া ।

| | |
|---|--------------------------------------|
| পাদদারী—পা ফাটা । | রক্তজিৎ—রক্তরোধক । |
| পদ্মিনী কণ্টক—Lichen, চক্ষুরোগ- বিশেষ । | রকস—চর্মপীড়া বিশেষ । |
| পীড়কা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটা, ফুসকুড়ি । | শীতানি—Scurvy, মূত্ররোগ বিশেষ । |
| পুতিবস্ত্র—মুখ দৌর্গন্ধ । | সামজর—নবজর । |
| পুতিনামা—Ozena, ইহাতে নাসাভা- গুরে ক্ষত হইয়া দুর্গন্ধ নিঃসৃত হয় । | সোমরোগ—বহুমূত্র । |
| পুতিশায়—Catarrh, সন্ধি । | স্নীপদ—গোদ । |
| পীনস—সাদারক্ষেত্র প্রাচীন প্রদাহ ও ছাশকির লোণ । | গুক্র ও বলাস—চক্ষুরোগ বিশেষ । |
| পুতিকণ—কণ হইতে দুর্গন্ধ পুণ্যস্রাব ফলবন্তি—ঔষধ বাতির মত করিয়া মলমূত্র দেওয়া । | স্তোলা—মেদরোগ । |
| ভগ্নসন্ধানকর—বদ্বারা হাড় ফোড়া লাগে । | শোক—শোথ । |
| মূত্রল—মূত্রবাকক । | শঙ্কক—শিরোরোগ বিশেষ । |
| মূত্রবিষক—মূত্ররোধ । | হৃদ্যাবর্ত—শিরোবেদনা বিশেষ । |
| মাবক—আঁচিল । | শারীর ভ্রণ—ক্ষতরোগ । |
| মদকব—মাদক । | সদ্য ভ্রণ—স্বাঘাত-জনিত ক্ষত । |
| মেধ্য—মেধাবৃদ্ধিকর । | শর্করা—মূত্ররোগ বিশেষ । |
| মলস্তম্ভ—কোষ্ঠবিদ্ধ । | শিথ্র—ধবল । |
| মুখদুর্ধিকা—Acne, চর্মরোগ বিশেষ । | শূত—সাদিত । |
| মুর্দ্ধি—মস্তকের উপরি অংশ, ব্রহ্ম- তালু । | ঈবন—ছেপ ফেলা । |
| মূত্রাঘাত, মূত্রস্তম্ভ, মূত্রনিগ্রহ, মূত্র- বিঘাত, মূত্রাবরোধ । | সিধু—কুষ্ঠরোগ বিশেষ । |
| মুক্তা—বাকরোধ বা অস্পষ্টতা । | স্ববথু—শোথ । |
| বিভ্রদী—রাঙ্কপীড়া, বৃহদাকার ফোড়া বলে । | সারক—রেচক । |
| | স্তন্য—হৃদ্যস্রাব বৃদ্ধিকর । |
| | শেয়ল—শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর । |
| | স্তম্ভন—রক্তকরণ, জড়ীকরণ । |
| | গুক্রল—গুক্রবৃদ্ধিকর । |
| | ব্রধু—বাগি । |
| | ফুটন—ফাটা । |
| | খিন্ন—সিক্ত । |
| | শীতপিত্ত—ইহাকে ভার্য জামবাত বলে । |

সোনিকন্দ — Prolapsus Uteri. বিচর্চিকা — Psoriasis. চর্মরোগ
জরায়ু বহির্গমন, পৈদ। বিশেষ।

বাত—বায়ু। ভাষায় বাত শব্দে বীসর্প—Erysipelas. বিস্তীর্ণ আরক্ত
বাত বেদনা বা দশা বাত বুঝায়। প্রদাহ।

আয়ুর্কীদমতে বাত অর্থে বায়ু বুঝায়। রুদ্রাজ—~~স্বপ্নের~~ বেদনা বা পীড়া।
বৃংগ—শুক্রবর্জক। হস্তাস—গা বনি বনি কথা।

বসায়ন—বসায়ী জরা বায়াদি ধ্বংস মন্যাতন্ত—Wry neck. বাড়ে বেদনা
হয়। বশতঃ বোগী উঠা ফিরাইতে অসমর্থ
হয়।

বর্ণ্য—বর্ণকর। হমুস্তম্ভ—হমুগহ—হমুস্তম্ভ সন্ধি
বর্ণকর। বিশেষ।

বদন—বদনকর, শুক্রবর্জক। স্পর্শহারক—স্পর্শাত্তর শক্তি যা
বিশেষ।

বিষ্টভী—বিষ্টভকর, পেট ভার হয়ে সুকা—উকুন।
ধাক্কা।

বাতল—বায়ু তরিকর। মহত বিবমস্বর—একজ্বরী, Con-
tinued Fever.

লেখন—অবসাদক, শরীরের কুপিত বম্বীক—Enlarged gland suppara-
লেখ্যাদি নিঃসৃত করতঃ শরীর কুশ ও তির্যক।

বলা—বলকর। বিদাণী—অস্ত্রচর।

বিশচী—বাহু পৃষ্ঠাদির পেশীর বাত নজরকতা—রাত জাগা, Night-blind-
বেদনা। বাতরক্ত—চর্মপীড়া বা বাত পীড়া।

বৃতা—মাকড়সা। শিবোগহ—শিবাবেদনা, (Cepha-
বৃজী ছন্দ—সিজের আঠা। lalgia.)

বাতহং—বায়ুনাশক। অপম্মাব—মৃগী, Epilepsy.

বস্তি—নাড়ির অধঃভাগ। শোষ—Consumption or Maras-
বস্তি—মলবারে পীচকারী দেওয়া। mus. শরীর ক্ষয়।

ব্রণশোধ—ফোটক। উরঃ রক্ত—Ulder in the Lungs.
বাতব্যাধি—মায়বীর পীড়া। কুসকুমাত্তরে রক্ত।

সূচীপত্র ।

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|----------------|----------|------------------|----------|
| তা | | অপার্মার্গ টুতল | ৬ |
| অকরাদি চূর্ণ | ১০ | অভয়াঙ্গি মোদক | ৩৯৪ |
| অঙ্কক | ১ | অভয় লব্ধ | ২৫৭ |
| অগ্নিকুমার রস | ৯ | অম | ৭ |
| " " | ৩৭৫ | অমৃত প্রাণবলে | ১৩ |
| " " | ১২১ | অমৃতাদি বটী | ৮৬ |
| অগ্নিমন্ত | ১১৯ | অমৃত চা অগ্নি | ১৩০ |
| অগ্নিচূর্ণ | ১০৫ | অমৃত চিক | ১৩৪ |
| অগ্নিরস লেহ | ৩০৭ | অমৃতেশ্বর রস | ১৩৫ |
| অকোট | ১ | অমৃতাদি রস | ১৩৬ |
| বটিকা | ২ | অমৃত ভ্রাতব্যবলে | ২৫১ |
| অজমোদাদি চূর্ণ | ৩১০ | অমৃত ভ্রাতকী | ২৫২ |
| অর্জুনকণ্টক রস | ১০১ | অমৃতকণ রস | ৩৭৫ |
| অর্জুন | ১৪১ | অর্জুন | ১০৪ |
| অর্জুন | ২৬ | অমৃতাদি | ২৫১ |
| অনন্ত মূল | ২ | অমৃত | ১০ |
| ফাট | ১১ | অমৃতবেতল | ১০ |
| কাথ | ১১ | অম্লীকাথ | ১৮৬ |
| পাক | ৩ | অক | ২২ |
| অকমল | ৩ | অকাদি চূর্ণ | ২২ |
| অকমল | ২৫৩ | অক তৈল | ১৮ |
| অকরাজিতা | ৪ | অকুন | ১০ |
| অপাঙ্গ | ৫ | অক | ১১ |
| কাথ | ১১ | অকুনাদি রস | ১১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|
| অজুনাভ | ১০ | আ | |
| অলম্বুবা | ১২ | আকন্দ | ২২ |
| অলম্বুবাচ্য চূর্ণ | ঐ | আকন্দাদি | ২০ |
| অবিপাকিকর চূর্ণ | ১৮৩ | আকরকরা | ২৪ |
| অশোক | ১২ | " কাথ | ২৫ |
| " বৃত | ঐ | " ক্রিষ্ট | ঐ |
| অশ্বখ | ১৩ | অশ্বখাট তাম্বী | ঐ |
| " বৃত | ঐ | আতা | ঐ |
| " তৈল | ৬ | আহিন | ২৬ |
| অশ্বগন্ধাদি চূর্ণ | ৫ | আতিষ্ঠ | ঐ |
| অশ্বখ | ১৪ | আম্রভূষণ | ৩৫ |
| অষ্টকটুর তৈল | ১২৭ | আদিত্যাক শুণ্ণ | ১৩ |
| অষ্টমশাখ কাথ | ৩৩৬ | " " তৈল | ২২ |
| " গোহ | ৩৩৬ | আমলকৈঃ রস | ৮৭ |
| অষ্টমল্ল বৃত | ৩১৬ | আমানস | ৩১ |
| অষ্টাশাবলেহ | ৫৭ | আমলক | ২১ |
| অহিকেশ | ১৫ | " তরিতা | ৮ |
| " পলহা | ১১ | আমড়া | ৮ |
| " পীচকারি | ঐ | আমরুল | ৮ |
| " সার | ঐ | আমলকী | ২৩ |
| " তরল সার | ১৮ | " থণ্ড | ৩১ |
| " মর্দন | ঐ | আমলক্যাদি চূর্ণ | ৩০ |
| " থণ্ড | ঐ | আমলক্যাদি গোহ | ৩০৩ |
| " অরিষ্ট | ঐ | আমরাক্ষী | ১৩ |
| " আদি চূর্ণ | ঐ | আরাপান | ৩৬ |
| " " বটিকা | ঐ | আত্র | ৩৩ |
| " বৃত অগ্নি খটিকা চূর্ণ | ঐ | " পাক | ৩৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা। | বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|----------------|---------|------------------|---------|
| অরখ | ৩৬ | উদ্ভাদ গজাঙ্কুশ | ২০৪ |
| " আদি কাথ | ৩৭ | উশীর | ৩৩২ |
| আয়াকট | ৩৮ | উশীবাসক | ৪০৬ |
| আর্দ্রক | ৩৮ | এ | |
| " খণ্ড | ৪২ | একবিংশতিক গুণগুল | ১৩২ |
| আলকুশী | ৪৩ | এরও | ৫০ |
| আলু | ৪৪ | এলবালুক | ৫২ |
| আলুবোখাসা | ৪৫ | এলাচ বড়. | ৫২ |
| আবুলহবার | ঐ | " ছো | ৫৩ |
| " তৈল | ৪৬ | এগাদি অরিষ্ট | ঐ |
| " ফাণ্ট | ঐ | " ওড়িকা | ঐ |
| | | " চূর্ণ | ঐ |
| ইক্ষু | ৪৬ | " কাথ | ঐ |
| ইক্ষোভেদী রস | ১১৭ | ও | |
| ইক্ষুব | ৪৭ | ওল | ৫৪ |
| ইক্ষুবাণী | ৪৭ | ওলটকমল | ৫৫ |
| ইরিমেদাদি তৈল | ৪০৬ | ক | |
| ইশের মূল | ৪৮ | ককোল | ৫৬ |
| ইক্ষুওল | ৪৯ | কচ্ছুরাকস তৈল | ২৩০ |
| " কাথ | ঐ | কটকী | ৫৭ |
| | | কটকল | ৫৬ |
| ইশলাকনী | ৩৩০ | " আদি চূর্ণ | ৫৭ |
| | | কঠিনী পেয়া | ১১৪ |
| উৎপলাদিপ্রিতাম | ২১৮ | কণাদি কাথ | ২৩৩ |
| উদকমঞ্জরী রস | ২২৭ | কতক | ২১২ |
| উদ্রত তৈল | ২০৩ | কতবেল | ৫৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| কতিরা | ৬০ | করজাদ্য ঘৃত | ৬৭ |
| আদি চূর্ণ | ঐ | করঞ্জ তৈল | ৬৮ |
| কদম্ব | ৬০ | করবী | ৬৯ |
| কদলী | ৬১ | করবীরাদি তৈল | ঐ |
| কদল্যাদি ঘৃত | ৬২ | করবীরাদ্য তৈল | ৭০ |
| কন্দপনার তৈল | ৬১০ | করলা উচ্ছে | ঐ |
| কন্দর্পহৃদয় রস | ৬১২ | করিতা | ৭১ |
| কণ্টকাবী | ৬২ | কক | ঐ |
| কণ্টকাযাদি ক্কাণ | ৬৩ | " ফাণ্ট | ঐ |
| কণ্টকার্যাবলেহ | ঐ | কপূর | ৭২ |
| কপাদক | ৩১৭ | কপূরাজি বাট | ২০ |
| কপিপাষ্টক চূর্ণ | ৫৯ | কপূরোদক | ৭৪ |
| কপিথ | ঐ | কপূর সুরা | ঐ |
| কককেতু রস | ৮৭ | " চূড়ান্ত দ্রব | ঐ |
| কদি | ৭৬ | " আদি অরিষ্ট | ঐ |
| কমলাগুড়ী | ৬৪ | " মর্দন | ঐ |
| কমলালেবুর ত্বক | ৬৫ | " আদি মর্দন | ঐ |
| " " ফাণ্ট | ৬৬ | " রস | ৭৫ |
| কমলাসুকাদির ফাণ্ট | ঐ | কপূরাসব | ঐ |
| কমলাত্বকের অরিষ্ট | ঐ | কদম্ব | ৭৬ |
| " পাক | ঐ | " ফাণ্ট | ৭৬ |
| " পুষ্পের অল | ঐ | " অরিষ্ট | ঐ |
| " " পাক | ৬৭ | " সার | ঐ |
| কম্পিরক | ৬৪ | করতক রস | ৮৭ |
| " অরিষ্ট | ৬৫ | " " | ৩৮৭ |
| কবঞ্জ | ৬৭ | করনাথ | ৯১ |
| করজাদি চূর্ণ | ঐ | কল্যাণ শুড় | ৩০ |

বিষয়

পৃষ্ঠা । বিষয়

পৃষ্ঠা ।

কল্যাণক চূর্ণ

৪১ কার্পাসাহি শ্বেদ

৮৯

,, অবলেহ

৩৯০ কারকল

৫৬

কাজরা

২২৭ কালকুস্তুরী

৯০

কাঁওরা

৭৬ কালকান্দ

৯১

কাংস

৭৭ কালমেঘ

ঐ

কাকজংঘা

৭৮ ,, ফাণ্ট

৯০

কাকনাসিকা

ঐ ,, অবিষ্ট

ঐ

কাকমাটি

ঐ ,, পত্রের কাণ

ঐ

কাকমারি

ঐ কালাদানা

৯২

,, মলম

৭৯ ,, গাঁর

৯৩

কাঁকড়াশুঙ্গী

৭৯ ,, অবিষ্ট

ঐ

কাঁকলা

৫৬ কালাগিরদ বস

২২৯

কাকাতোদালি

৮০ কালানগ রস

৩৫৩

,, অরিষ্ট

ঐ কাবাবচিনি

৯৩

,, ফাণ্ট

৮১ ,, তৈল

৯৪

কাঞ্চন

৮২ ,, অবিষ্ট

ঐ

কাঁকড়

৮১ কাশ

ঐ

কাঞ্চনার শুগুণ্ডল

৮২ কাশীশাদা তৈল

৪০৪

কাঞ্জিক, কাঁজি

৮২ কাসমর্দ

৯১

,, তৈল

৮৩ কিরাত তিক্ত

১৫৯

,, মৃত

ঐ কিরাতাদি চূর্ণ

১৬০

কাটবিষ

৮৩ কিরাতাদি কাণ

১৬০

,, অরিষ্ট

৮৫ ,, সপ্তক

ঐ

,, মর্দন

ঐ কিরাততিক্তাদি কক

১৬১

কাটানটে

৮৮ কিরাতাদি তৈল

ঐ

কামেশ্বর মোদক

২৪৫ ,, বৃহৎ

ঐ

কার্পাস

৮৯ কিংক

২১৯

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| কিসমিন | ২৫ | কুমারী তৈল | ১৪৬ |
| কুকসিম | ২৭ | কুন্তীকাদ্য তৈল | ৫২ |
| কুকুর সৌক্য | ঐ | কুল | ১০৭ |
| কুকুটাদি ঘৃত | ২৬১ | কুলথ | ১০৭ |
| কুঙ্কুম | ১৬২ | কুলখাদ্য ঘৃত | ১০৮ |
| ” অরিষ্ট | ঐ | কুলিনজন | ঐ |
| কুঙ্কুমাদ্য তৈল | ঐ | কুলে খাড়া | ১৭৭ |
| কুঁচ | ২৭ | কুশ | ২৪ |
| কুঁচের সার | ২৮ | কুশাদ্য তৈল | ২৪ |
| ” পাক | ঐ | কুষ্ঠাদি চূর্ণ | ১০৪ |
| কুঁচিল | ২৯ | ” তৈল | ঐ |
| ” ফাণ্ট | ১০০ | কুষ্ঠাদ্য তৈল | ঐ |
| ” অরিষ্ট | ঐ | কুম্বাণ্ড | ১০৮ |
| ” সার | ঐ | ” কল্যাণক গুড় | ঐ |
| কুষ্ঠির কাথ | ১০২ | ” খণ্ডাবলেহ | ১০৯ |
| কুটজ | ১০১ | ” ” বৃহৎ | ঐ |
| কুটজাদি কাথ | ১০২ | ” খণ্ড | ১১০ |
| ” দাড়িম কষায় | ঐ | ” ঘৃত | ঐ |
| ” পুটপাক | ঐ | ” ফার | ঐ |
| ” অবলেহ | ঐ | কৃষ্ণ জীরা | ৮৯ |
| কুটজাষ্টকাবলেহ | ঐ | ” অরিষ্ট | ২০ |
| ” অরিষ্ট | ১০৩ | কেতকী | ১১১ |
| কুড় | ১০৪ | কেদারফুল | ঐ |
| কুঙ্গ | ১০৫ | কেশরাজ | ২৪৮ |
| কুন্দরু | ১০৬ | কৈশরিক গুগ্গল | ১৩১ |
| ” মলম | ঐ | কোপাল | ১১২ |
| কুমরকণ | ঐ | ” মলম | ১৩৩ |

সূচীপত্র ।

৪৪৯

বিষয়

পৃষ্ঠা । বিষয়

পৃষ্ঠা ।

জীবাদ রস

৩০৩ খাবিলবণ

১১৭

ক্রিয়দানী

৯৭ খোরাবাদি জোদান

১১৮

,, অরিষ্ট

ঐ গ

ক্রিসীষাতিনা শুড়িকা

৪১১ গুণাধন কাণ

১১০

স্মার

২০৮ " চূর্ণ

১৪৩

স্মারষ্টক

২৮১ " "

৩৪১

ফেংপাপড়া

১১১ গজপিপুল

১১৮

,, কাণ

১১২ গণিয়ারি

১১৯

ফেত্রপর্ণী

১১১ গজক

১১৯

ফোদাধিভাণ রস

৪৩ " মলম

১২০

খ

গজভাদালে

১২৪

গজাকগজক টেব

২১৯ গজবিরোজা

১২৩

গজিকাটী

১১৩ " মলম

ঐ

গজিকামিশ

১১৭ গজকরণ

১২৩

গজিব

১১০ " অরিষ্ট

ঐ

ফাণ্ট

ঐ গজদ্বৈতল

১২

,, অরিষ্ট

ঐ গজকহার

১২৫

,, আদি চূর্ণ

ঐ গজদ্বৈতল

ঐ

গজিব বটিকা রস

১১৬ গলিত কৃষ্ণ বি রস

৩২

,, " বৃহৎ

ঐ গজবিলাস রস

১৮১

গজিষ্টক

১১৬ গজবিনোদরস

৩৮৩

গজিবারিষ্ট

ঐ গজপৌষষটী রস

ঐ

গজকাদ্য লৌহ

৩০৬ গজচিন্তামণি রস

৪০৯

গজব

২৮১ গাজা

১২৭

,, বর্জি

২৮৩ " সাব

১২৮

গাটানী

১১৭ " অরিষ্ট

ঐ

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| গাস্তারী | ১১৬ | শলকেষ সার | ১৩৭ |
| গাংসোজ | ১২৭ | ,, পালো | ১৩৫ |
| ,, বটিকা | ঐ | গুবাক | ৩৬৩ |
| গাব | ১১৬ | গুন্ডাকালানল রস | ১৭৬ |
| ,, সাব | ঐ | গৈটিক | ১৩৭ |
| গুজা | ৯৭ | গোক্ষুর | ২৩৮ |
| ,, তৈল | ৯৯ | ,, আদি চর্ণ | ঐ |
| গুজাদি তৈল | ঐ | ,, বড | ১৪০ |
| গুজাভঙ্গ রস | ঐ | গোক্ষুশদি মৌদক | ১৩৯ |
| গুড়কামাট | ৭৮ | গোক্ষুগাধাবলেহ | ১৩৮ |
| গুডাদি বটিকা | ৪২ | গোপাঙ্গী | ১৪১ |
| গুড়মণ্ডুব | ২৫৪ | গোমিদু | ১৭০ |
| গুড়ম্বক | ১৯১ | গোমালিরা লতা | ১৪১ |
| গুড়াষ্টক | ১৮৪ | গোরোচনা | ১৪১ |
| গুগ্গলু | ১২৮ | গোবক্ষ চাকুলে | ঐ |
| গুড়ুচী | ১৩৩ | গোলআলু | ৪৫ |
| গুড়ুচ্যাদি চূর্ণ | ৪১১ | গোলমরিচ | ১৪২ |
| ,, লোহ | ৩০৯ | ,, গুণ্ড | ১৪৩ |
| ,, কাপ | ১৫৫ | গ্রহণী কামাট রস | ৪১২ |
| ,, " | ঐ | ,, " | ১৮১ |
| ,, " হুত | ঐ | ,, " | ১৯ |
| ,, তৈল | ১৩৫ | গ্রহণীমিহির তৈল | ১০৩ |
| গুড়ুচী মৌদক | ১৩৫ | গ্রন্থিকাদি তৈল | ২৩৪ |
| ,, তৈল | ঐ | ঘ | |
| ,, হুত | ১৩৬ | হুত | ১৪৫ |
| গুলকের অরিষ্ট | ১৩৩ | হুতকুমারী | ১৪৬ |
| ,, কাণ্ড | ১৩৪ | ঘোষালতা | ১৪৭ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-----------------|----------|-------------------|----------|
| চ | | চাক্ষিকারী রস | ১৮১ |
| চই | ১৪৭ | চব্বাদি কাণ | ১৪৮ |
| চক্ৰমন্দি | ১৫৩ | চাবন প্রাশাবলোহ | ৩২ |
| .. তৈল | ঐ | চরস | ১২৭ |
| চক্রেশ্বর রস | ২৫৮ | চব্ভিনি | ১৫১ |
| | ৩৩৭ | চা | ঐ |
| চক্রমুখ | ২১০ | চাউল | ১৫২ |
| চক্রভটিকা | ১৩৩ | .. কাণ | ঐ |
| চক্রশাখ কাণ | ১৩৩ | চান্দে | ১৫৩ |
| চক্রদণ্ড কাণ | ১৩১ | চাবুদে | ১৫৪ |
| চক্রমণ্ড বটী | ২১৬ | চাপা | ১৫৫ |
| .. মেনিক | ৩২৪ | চালমুগবা | ১৫৬ |
| চক্রমণ্ডবলোহ | ৩১ | .. তৈল | ঐ |
| চক্ৰন | ১৪৮ | .. মসম | ১১৭ |
| চক্ৰনবি কাণ | ১৪২ | চাপেরী | ২৮ |
| .. বটী | ঐ | .. স্বত | ৩২ |
| .. তৈল (কাস) | ঐ | চিড়চিড় | ৫ |
| | ১৫০ | চিড়া | ১৫৭ |
| গুহ | ঐ | চিক্কাদি বটিকা | ১৫৮ |
| .. লোহ | ৩০৮ | চিক্কামণি চক্রমুখ | ২১০ |
| চক্রপ্রভা ওটিকা | ১৩১ | চিনি | ৪৩ |
| .. বটী | ৩২৫ | চিরতা | ১১২ |
| চক্রেশ্বর রস | ৩২৭ | .. ফাণ্ট | ঐ |
| চক্রমুখ রস | ৩১৬ | .. অরিস্ট | ৮ |
| চক্রোদয় বটী | ৩২৫ | চক্র | ৮৩ |
| চম্পক | ১৫৫ | .. ছ | |
| চামেলী | ১৮৮ | ছাগলনাদি | ১৬১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|----------------|----------|------------------|----------|
| জাগলাদি দ্রুত | ১৬১ | জাতীফল | ১৭০ |
| জাতিস | ১৬২ | জামফল | ১৭০ |
| ,, অরিষ্ট | ১৬৩ | ,, তৈল | ঐ |
| ,, ফাট | ঐ | জাতিফলাদি চূর্ণ | ১৭১ |
| জ | | জাতিফলাদি চূর্ণ | ঐ |
| জংগী, পিয়ার | ১৭৫ | জামফল | ১৭১ |
| জাইফা | ১৬৩ | জীরাম | ১৭২ |
| জাতিফলাদি | ১৬৩ | জীরকাদা তৈল | ঐ |
| ,, ফাট | ১৬৪ | জ্যোতিষতী | ১৭৩ |
| ,, অরিষ্ট | ঐ | জব্দধমকেতু রস | ২২৭ |
| জরাজিহ্ন | ১৬৩ | জরজিহ্ন চূর্ণ | ১৬৪ |
| ,, পাক | ঐ | জরজী বটিকা | ১২১ |
| ,, অরিষ্ট | ঐ | ,, বটিকা | ঐ |
| জম্বু, জাম | ১৬৫ | জরশনী রস | ১৭ |
| ,, আদি স্ববস | ১৬৫ | জবকুঞ্জরপারীজ রস | ১৩৭ |
| ,, তৈল | ঐ | জর মুরারী রস | ১৬৭ |
| জরপাল | ১৬৫ | জালানল রস | ২৪৪ |
| ,, অরিষ্ট | ১৬৬ | ঝ | |
| জয়মঙ্গল রস | ১৬৭ | ঝাটী | ১৭২ |
| জবা | ১৬৪ | ট | |
| জালী | ১৬৮ | টঙ্গনাদি বটী | ৩৭৫ |
| জাত্যাতি দ্রুত | ঐ | টা বা লেবু | ২৬৫ |
| ,, তৈল | ঐ | ঢ | |
| ,, ” | ঐ | ঢেড়স | ২৮৭ |
| জাকরণ | ১৬৯ | | |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|------------------|----------|-----------------------|----------|
| ত | | তেলিনী মক্ষিকা পলঙ্গা | ১৮৭ |
| তণ্ডুলের প্রলেপ | ১৫৩ | তিজাদি কাথ | ৫৮ |
| তকণ জরারি রস | ২২৭ | ,, দ্রুত | ঐ |
| তাম্বল | ২২৩ | তৃণপঞ্চমূলদ্বা য়ত | ২৫ |
| তামাক | ১৭৩ | ত্রয়োদশাঙ্গ গুণ্ণ্ডল | ১৩১ |
| ,, পীচকারি | ১১৬ | ত্রিকটু ত্রিড়িকা | ২৩৪ |
| তাম | ১৭৪ | ত্রিকটকাদি য়ত | ১৩৯ |
| তাম্রধ্বজ | ১৭৩ | ,, মোদক | ১৩৩ |
| তাল | ১৭৭ | ত্রিনেত্র রস | ৩১৫ |
| তালকেশরী রস | ৩৮৭ | ,, ,, | ১২১ |
| তালমাথানা | ঐ | ত্রিপ্রব বৈদ্য রস | ৮৭ |
| তালমূলী | ঐ | ত্রিফলাদি তৈল | ৩১ |
| তাম্রীশ পত্র | ১৭৮ | ,, তৈল | ৩২১ |
| তাম্রীশাদি চূর্ণ | ঐ | ,, দ্রুত | ৩২০ |
| তৈল | ১৭৮ | ,, ,, | ঐ |
| তুত ফল | ১৭৯ | ত্রিফলা দ্রুত | ঐ |
| ,, পাক | ১৮০ | ত্রিফলাদি কাথ | ৩৯২ |
| তুত, তুতিয়া | ১৮০ | ত্রিফল | ১৮৩ |
| তুঙ্গুরাদি চূর্ণ | ১৮৪ | ত্র্যম্বক অঞ্জন | ১৪৭ |
| তুলসী | ১৮২ | ত্র্যম্বকাদি মাণ্ডু ব | ২৫৪ |
| তেউড়ী | ১৮৩ | ,, লৌহ | ৩৮৯ |
| তেজপত্র | ১৮৪ | ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল | ৪০৯ |
| তেজবতী | ১৮৫ | ত্রৈলোকা চিষ্টামণি রস | ৩১ |
| তৈল, | ১৮৫ | ,, থু | |
| তৈলাকুচা | ১৮৬ | থলকুড়ী | ১৮৭ |
| তেলিনী মক্ষিকা | ১৮৬ | ,, দ | |
| ,, অরিষ্ট | ১৮৭ | দন্তী | ১৮৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-------------------|----------|---------------------|----------|
| দণ্ডী হরীতকী | ১৮৮ | দারুশটক লেপ | ১৯৩ |
| দশাঙ্গ গুণ্ডুল | ১৩২ | দাস্যাদি পাচন | ১৭৩ |
| দশমূল কাথ | ৩৩৫ | হৃৎ | ১৯২ |
| „ তৈল | ৩৪২ | হৃৎকব্জী | ১৯১ |
| „ আদি কাথ | ৩৩৬ | হরালতা | ১৯৭ |
| দশাঙ্গ লেপ | ৩৪৫ | „ আদি কাথ | ঐ |
| দশমূলারিষ্ট | ৪০৭ | হৃৎলাভেতা রস | ৮৬ |
| দাড়িম | ১৮৯ | দুষ্কা | ১৯৮ |
| „ মূলের কাথ | ঐ | দুষ্কাদা বৃত্ত | ঐ |
| „ কলেঃ স্বকের কাথ | ১৯০ | দেবদাক | ঐ |
| দাড়িমাষ্টক চূর্ণ | ১৯০ | দেবদাকাদি কাথ | ১৯৯ |
| দাড়িমাটি চূর্ণ | ঐ | দোনা | ১২৫ |
| দাড়িনাদা বৃত্ত | ঐ | দ্রাক্ষা | ২৫ |
| দাদমদন | ১৯১ | দ্রাক্ষাদি কাথ | ঐ |
| „ মলম | ঐ | দ্রাক্ষাদ্যঃ দশাঙ্গ | ২৬ |
| দারচিনি | ১৯১ | দ্রাক্ষাদি চূর্ণ | ঐ |
| „ জল | ১৯২ | „ বৃত্ত | ঐ |
| „ অরিষ্ট | ঐ | দ্রাক্ষারিষ্ট | ঐ |
| „ তৈল | ঐ | দ্রোণপুষ্প | ১৯৯ |
| দারচিন্যাদি চূর্ণ | ঐ | দ্বাত্রিংশ কাথ | ৩৩৪ |
| দারমূচ | ৩৬৫ | দ্বাদশাঙ্গ কাথ | ৩৩৬ |
| দাক্তরঙ্গ রস | ৩৬৭ | বিপকমূলাদা তৈল | ১৫১ |
| দাক্তরিত্রা | ১৯৩ | ধ | |
| „ অরিষ্ট | ঐ | ধনিয়া | ২০০ |
| „ ফাণ্ট | ঐ | ধাই ফুল | ২০১ |
| „ সার | ১৯৪ | ধাতকী পুষ্প | ঐ |
| দার্কাদি কাথ | ঐ | ধাতক্যাদি | ঐ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-------------------|----------|--------------------|----------|
| গানাদি পঞ্চক | ২০০ | নাট্যকরণ আদি চূর্ণ | ৬৯ |
| ধানা গোষ্ঠক দ্রুত | ১৩৯ | নারায়ণ চূর্ণ | ৩৪০ |
| দাবস্থব ঘৃত | ২৮৭ | ,, রস | ১৮৮ |
| মাত্রী অতিষ্ট | ৩২ | নারায়ণ চূর্ণ | ১৮৪ |
| ,, মোদক | ১৩৫ | নারায়ণ চূর্ণ | ৪৮ |
| ,, লৌহ | ৩১ | ,, তৈল | ৩৪১ |
| ,, " | ঐ | নাশোনা | ৩৪৯ |
| দুত্বা | ২০১ | নিত্যানন্দ রস | ৭৭ |
| দত্তবাদ্য তৈল | ২০৩ | নিদিষ্টবাদ্যকত | ৬১ |
| দেব তৈল | ঐ | নির্দোষ তৈল | ২১৫ |
| ,, সাব | ২০২ | নারিকেল খণ্ড | ২০৭ |
| ,, অবিষ্ট | ২০৩ | ,, , রস | ২০৮ |
| দুগা | ২০৫ | ,, ক্ষার | ঐ |
| ,, মলম | ঐ | নিষ | ২০৮ |
| ,, পল্লভা | ঐ | ,, আদি কাথ | ২১১ |
| ন | | ,, , ঘৃত | ঐ |
| নী | ২০৬ | নির্দোষী | ২১১ |
| নয়নশানাজন | ২৪১ | নিশাদল | ২১৩ |
| নবমহর বটী | ২২৭ | নিশাদ্য তৈল | ৩৯০ |
| নব্যাস লৌহ | ৩০৬ | ,, চূর্ণ | ৩৮৯ |
| নাগরমুতা | ২৬৯ | নিসিন্দা | ২১৪ |
| নাগরাদি কাথ | ৪০ | নিম্বকাব কাথ | ৪০ |
| ,, " | ঐ | ,, তরল সার | ঐ |
| ,, " | ঐ | নীল | ২১৫ |
| ,, তৈল | ৪১ | নৃগবল্লভ | ১৪৪ |
| নয়নেশ্বর | ২০৬ | নাগ্রোষাদি চূর্ণ | ৩১৭ |
| নাট্যকরণ | | | |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| প | | পদ্যকাঠ | ২১৮ |
| পঞ্চানন বস | ৮৭ | পদ্মকাঠ তৈল | ২১৯ |
| পঞ্চমূল্যাদি কাথ | ১১৯ | পঞ্চবক | ২১৯ |
| পঞ্চবক্ত রস | ১১২ | ,, ঘৃত | ঐ |
| পঞ্চভদ্র কাথ | ১১৪ | পলাশ | ঐ |
| পঞ্চলীক পাক | ১৭২ | পাঠাদি চূর্ণ | ২১ |
| ,, নিদকাবলেহ | ২১১ | পাঠান্য চূর্ণ | ১০৩ |
| ,, তিক্ত ঘৃত | ঐ | পাটলী | ২২১ |
| ,, নিষ ঘৃত | ঐ | পাতরকুটী | ২২২ |
| পঞ্চামৃত পর্পটী | ২২৯ | পাদিফল | ২২৩ |
| পঞ্চকোল | ২৩৩ | পান | ২২৩ |
| পঞ্চমূল | ৩৫২ | পাণ্ডুদন রস | ১৬১ |
| ,, দ্বন্দ্ব | ঐ | ,, ,, | ২১০ |
| ,, চূর্ণ | ঐ | পারদ | ২২৪ |
| পঞ্চ কষায় | ২৫৫ | পারিতদ্র | ২৩১ |
| পটোল | ২১৬ | পাকল | ২২১ |
| পটোলাদি কাথ | ঐ | পাল্লভেদাদি | ২৩১ |
| ,, তৈল | ঐ | পাশাভেদ | ২২২ |
| ,, চূর্ণ | ঐ | ,, আদ্য ঘৃত | ঐ |
| পথ্যাবলেহ | ৩৯৪ | পিণ্ড তৈল | ৩ |
| পল্যাচি চূর্ণ | ৩৯৩ | পিষ্ট | ২৩২ |
| ,, কাথ | ৩৯৩ | পিত্তল | ঐ |
| ,, ,, | ঐ | পিত্তান্তক রস | ২৬৭ |
| ,, শুণ্ণ | ১০০ | পিপুল | ২৩২ |
| পর্পটীকাঠি কাথ | ১১২ | পিপ্পল্যাচি কাথ | ঐ |
| ,, ,, | ঐ | ,, ,, | ২৩৩ |
| পদ্য | ২১৭ | ,, চূর্ণ | ২৩৪ |

সূচীপত্র ।

৪৫৭

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|----------------|----------|------------------|----------|
| পিরাজ | ২৩৫ | প্রবাল | ২৩৮ |
| পুদিনা | ২৩৫ | প্রাণনা শুদ্ধিকা | ১৪৩ |
| পুনর্গণনা | ঐ | ফ | |
| আদি চূর্ণ | ২৩৬ | ফটকিরি | ২৩৯ |
| " অগ্নেহ | ঐ | " দক্ষ | ২৪১ |
| " কাথ | ২৩৬ | " তক্ষ | ঐ |
| " তৈল | ঐ | ফলঘৃত | ২৪০ |
| " গুপ্তভ | ২৩৭ | ফলক মাণি ঘৃত | ২৪০ |
| " মধু | ২৪৪ | ফেনি | ২৮৯ |
| পদ্য | ২০৪ | ব | |
| আদি চূর্ণ | ঐ | বদরী | ২০৭ |
| " ঐ | ২৩৫ | বলা | ২৪২ |
| " ঐ | ঐ | " সূত | ঐ |
| " রস | ২৩৩ | " তৈল | ঐ |
| " পাপ | ২৩৭ | বলাদা ঘৃত | ঐ |
| " তেজী | ঐ | ব্রহ্মষট্ঠিকা | ৩১৩ |
| " কাথ | ২৩৮ | ব্রহ্মী ঘৃত | ২৪৩ |
| " মার | ঐ | ড | |
| পূর্ণিয়ার তৈল | ৬৮ | ভদ্রমুস্তাদি কাথ | ২৭০ |
| পাণিপর্ণী | ১৫৪ | ভদ্রাবহ হৃত | ২৭১ |
| পাণ্ডুর রস | ৮৭ | ভগ্নাতক | ২৭০ |
| পদবাবি লোহ | ১০৩ | ভগ্নাতকাদি তৈল | ২৫১ |
| পমেহ মিহিব তৈল | ৩০১ | ভদ্রেশ্বরী রস | ৮৬ |
| পদাবলী | ১২৪ | ভাং | ২৪৩ |
| " লেহ | ঐ | ভাঁট | ২৪৬ |
| " তৈল | ঐ | ভাগী গ্রহ | ৩২৪ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| ভাণ্ডী শর্করা | ৩২৪ | মদন মঞ্জরী | ৯ |
| ভাণ্ডীদি কাথ | ৪০৮ | মদ্য | ২৫৬ |
| ভাগোত্তর শুড়িকা | ৩২৪ | মদন ফল | ২৫৫ |
| ভাস্কর লবণ | ২০৭ | ,, আদি ফলবর্জি | ঐ |
| ভুততৈলব্বরস | ১২২ | মনঃশিলা | ২৫৮ |
| ভুতরাজ | ২৪৭ | ,, দা তৈল | ঐ |
| ভূনিষ | ১৫৯ | মনছাল | ঐ |
| ভূনিষাদি কাথ | ১৬০ | ,, দা তৈল | ঐ |
| ভূনিষাহাড়ুলন | ১৬১ | মধু | ২৫৭ |
| ভূমিকুমাণ্ড | ২৪৭ | মধুক | ২৮২ |
| ভুজবাহু | ২৪৮ | মধুকাদি কাথ | ১৮৩ |
| ,, তৈল | ২৪৯ | ,, তৈল | ২৮৪ |
| ভুজ হরীতকী | ৩২৪ | মধুক | ২৭৭ |
| ভেড়ি সরাদুল | ১৮৯ | মধ্যম নাসায়ণ তৈল | ৩৪১ |
| ভেরেতা | ৫০ | ,, বিষ্ণু তৈল | ঐ |
| ভেশা | ২৫০ | ময়ূরাজ রস | ৮ |
| ম | | ময়ূরাদি রস | ১৬১ |
| মকরমুখ | ৩৮১ | মরিচাদি কাথ | ১৪৩ |
| মঞ্জিষ্ঠা | ২৫২ | ,, শুড়িকা | ঐ |
| মঞ্জিষ্ঠাদি কাথ লঘু | ২৫৩ | ,, তৈল, লঘু | ২৪৮ |
| ,, মধ্যম | ঐ | ,, ,, মজা | ঐ |
| ,, ,, বৃহৎ | ঐ | ,, নসা | ১৪ |
| মঞ্জিষ্ঠাদা যুত | ঐ | মরিচাহাড়ুলন | ৮ |
| মণ্ডুর | ২৫৪ | মলিকা | ২৫৮ |
| মণ্ডুকগর্গী | ২৮৭ | মরিচা | ঐ |
| মদন মৌদক | ২৪৫ | মসিনা ফান্ট | ২৬০ |
| মহানামক মৌদক | ২৪৬ | ,, পুনটান | ৮ |

মূৰ্চীপত্র ।

৪৫৯

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| মহাকনক তৈল | ২০৩ | মাখাল | ২৬২ |
| মহা কল্যাণক শুভ | ৩০ | মাংগষ্টিন | ২৬৩ |
| মহাদ্রাক্ষাদি কাণ | ২৬ | মাছুন | ২৬৪ |
| মহাতিক্ত | ২১ | মাছের তেল | ২৬৩ |
| ,, মৃত | ৪০৬ | মাজুকল | ২৬৩ |
| মহানারিক রস | ২৬৭ | ,, অরিষ্ট | ২৬৪ |
| মহাগন্ধক রস | ২২৯ | ,, কাণ | ঐ |
| মহাঋদ্রাক্ষণ | ২২৭ | মাজুকল মলম | ২৬৪ |
| মহা চৈতন্য মৃত | ৩৪০ | ,, ,, অহিংস মৃত | ঐ |
| মহা দশমূল তৈল | ৩৪২ | মাতুল্য | ২৬৫ |
| মহা কানকৈব | ৩৮৮ | মানকু | ২৬৪ |
| মহা পিণ্ড তৈল | ৩ | মানক | ঐ |
| মহা লক্ষ্মীবিনায়ক রস | ৮ | ,, মৃত | ঐ |
| মহা যোগরাজ শুগ্ধ | ১১৯ | মানমণ্ড | ২৬৫ |
| মহা মৃত্যুঞ্জয় লৌহ | ১৭৪ | মানমৃগাদা লৌহ | ৩০৮ |
| মহা পদ্মক তৈল | ২১৮ | মানসী তৈল | ৪১১ |
| মহা ভয়াকারলেহ | ২৫১ | মানকলাই | ২৬৫ |
| মহাবলা তৈল | ২৪২ | ,, তৈল | ২৬৬ |
| মহাবড়ীবচ | ২৬০ | ,, আদি তৈল | ঐ |
| মহা মাষাদি তৈল | ২৬৬ | মাষপণী | ২৬৭ |
| ,, ,, | ঐ | মাষানি | ঐ |
| মহা অগ্নি তৈল | ১৫০ | মিনমিত্তিতার কাণ্ট | ৩৮৪ |
| মহা লাক্ষাদি তৈল | ৩০০ | ,, অরিষ্ট | ঐ |
| মহা সৈন্ধবাদ্য তৈল | ৩৬৮ | মুচুকল | ২৬৯ |
| মহা ষট্ভজ তৈল | ১৯৭ | মূল্য | ২৬৭ |
| মহা খানারি লৌহ | ৩০৯ | মূল্যাদি মহাকন | ২৬৮ |
| মাংস | ২৬০ | মুগানি | ২৭০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|----------------------|----------|----------------|----------|
| মৃগপর্শী | ২৭০ | মেঘশৃঙ্গী | ২৭৫ |
| মৃত্তা | ২৬৯ | মেহ মৃদার রস | ৩১০ |
| মৃত্তিকাক | ২৬৯ | মোচরস | ৩৪৩ |
| মৃত্তাকুরী | ২৬৮ | মোম | ২৭৮ |
| মৃত্তাশঙ্খ | ২৭১ | ,, মলম | ঐ |
| ,, পলম | ঐ | মোয়া | ২৭০ |
| মুষ্ণী | ২৭৭ | মোহরি | ঐ |
| মৃত্তাদি বটিকা | ২৭০ | য | |
| মৃত্তাদি চূর্ণ | ২৭০ | যক্ষুদরি লৌহ | ৩০১ |
| মৃত্তাক্ষাঙ্ক রস | ২৪৮ | যক্ষ্মারি লৌহ | ৩০০ |
| মৃত্ত | ২৭১ | যক্ষুদ্রু র. | ২৭৭ |
| মৃত্তা | ঐ | যব | ২৭১ |
| মৃদক তৈল | ২৬১ | ,, কাথ | ঐ |
| মৃদক | ২৭২ | যবাণ্ড | ১৫০ |
| মৃগনাভি | ২৭২ | যবকাষ | ২৭১ |
| ,, অরিষ্ট | ২৭৩ | যমানী | ২৭০ |
| ,, আদি অবলেহ | ঐ | ,, তৈল | ঐ |
| মৃদাক রস | ৩৮০ | ,, খাণ্ড চূর্ণ | ২৭০ |
| মৃগশূল | ২৭৪ | যশদ | ২৮১ |
| মৃত্ত সঞ্জীবনী স্রু | ২৫৬ | যষ্টিমধু | ২৮০ |
| মৃত্ত সঞ্জীবনী বটিকা | ৮৫ | ,, সাব | ২৮ |
| মৃত্ত প্রয় রস | ৮৬ | ,, পাক | ঐ |
| মৃত্তোথাপন রস | ৮৮ | যোগরাজ কাথ | ১১ |
| মৃদালাদ্য তৈল | ২১৮ | যোগরাজ গুণ্ডুল | ১২০ |
| মোষি | ২৭৪ | যোগসারামৃত | ১৩৫ |
| ,, মোদক | ঐ | যোগরাজ | ৩৪৭ |
| মেষের রস | ২৭৫ | যোগেন্দ্র রস | ৪০৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--------------------|----------|-----------------|--------|
| র | | রাধা মণ্ডক | ২৮৮ |
| রকস | ২৮৪ | ,, আদি কাণ | ঐ |
| রজনীহাসা | ৩৪৮ | ,, ,, মদাম | ঐ |
| রতিবনভাষা পুণ্যপাক | ৩৬৪ | ,, ,, নদা | ঐ |
| রতিজন্মর রস | ২২৮ | ,, দশমূনা | ঐ |
| রস কপূর | ২৮৪ | রিটা | ২৮৯ |
| রস ত | ১৯৩ | রকেশী রস | ১৬৭ |
| রস দিল্লুর | ২৩০, ২২৬ | রেউজিনি | ২৮৯ |
| রসাজনাদি চূর্ণ | ১৯৮ | রেউজিনির সার | ১৯০ |
| রসাল | ১৯৬ | ,, ফাট | ২৯১ |
| রস পপটী | ১৮৮ | ,, বটকা | ঐ |
| রসায়নামৃত লৌহ | ৩০৩ | ,, অরিষ্ট | ঐ |
| রত্ন | ২৮৫ | রোহন | ঐ |
| রসেন্দ্র গুড়িকা | ২৩১ | ,, কাণ | ২৯২ |
| রসোনাষ্টক | ২৮৬ | রোহীতক | ২৯১ |
| রসোনাডি কষাঘ | ২৮৫ | ,, লৌহ | ৩০৯ |
| রসোনপিণ্ড | ২৮৬ | ,, অরিষ্ট | ২০৭ |
| রসোন তৈল | ঐ | রোহীতকাদা চূর্ণ | ৪১২ |
| রাখাল সমা | ৪৭ | রোপা | ২৯২ |
| রাজ মৃগাঙ্ক রস | ৩৮০ | ল | |
| রাধুনী | ২৮৭ | লক্ষা | ২২৩ |
| রামতরুই | ঐ | ,, অরিষ্ট | ২৯৪ |
| রামবাণ রস | ৮৭ | লজ্জানু | ঐ |
| রামেশ্বর রস | ৩৮৩ | লতাকল্পরী | ১০ |
| রাধা | ২৮৮ | লতা ফট্কা | ২৯৪ |
| ,, জগন্মল | ৩৮৯ | লবঙ্গ | ২৯৫ |
| ,, পঙ্ক | ঐ | ,, কাণ্ট | ঐ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|---------------|----------|--------------------|----------|
| লবঙ্গ তৈল | ২৯৫ | বগভেরেণ্ডা | ৩১৪ |
| " আদি চূর্ণ | ঐ | বঙ্গ | ঐ |
| কাই চূর্ণ | ২৪৫ | বঙ্গেশ্বর | ৩১৫ |
| লবণ | ২৯৬ | " বৃহৎ | ঐ |
| লাফা | ৩০০ | বট | ৩১৬ |
| " আদি তৈল | ঐ | " ফাট | ঐ |
| " " মধ্য | ঐ | বজী | ৩১৭ |
| লাফাদি তৈল | ঐ | বজ্রকার | ৩৩০ |
| লালচিটা | ১৫৭ | বজ্রকণাট রস | ২২৮ |
| লালিতা পাত | ২৯৯ | বট | ৩১৭ |
| লেবু | ৩০১ | বড়বানল চূর্ণ | ৩১৮ |
| " ঘাস | ৩১৭ | " " | ঐ |
| লোণ | ৩০৪ | বংসক | ১০১ |
| লোণাদি চূর্ণ | ঐ | " আদি কাথ | ১০২ |
| লৌহ | ৩০৫ | বনঙ্গা | ৩১৮ |
| " চূর্ণান্নজন | ৩১১ | " ফাট | ঐ |
| " রসায়ন | ৩০৭ | বনধমানী | ১৭৮ |
| " অরিষ্ট | ৩১০ | বন্ধনান শিথলী | ২৩৩ |
| " হাস্য | ঐ | বরুণ | ৩১৮ |
| " শুণ্ডুল | ৩০৮ | " আদি কাথ | ঐ |
| বংশলোচন | ৩১১ | " ঘৃত | ৩১৯ |
| বকপুষ্ণ | ৩১২ | " তৈল | ঐ |
| বকর | ৩১৩ | বকুশাদি চূর্ণ | ঐ |
| " কাথ | ঐ | " ঘৃত | ঐ |
| " সার | ঐ | বঁকুল | ৩২৬ |
| বকুল | ঐ | " অরিষ্ট | ৪০৭ |
| | | বসন্ত কুসুমাকার রস | ২৩৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা। | বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|------------------|---------|------------------|---------|
| বদন্ত তিলক রস | ২৭৪ | বাকুড় | ৩৩২ |
| " মালতী রস | ২৮২ | বালী দূত | ৬৪ |
| বাহুড়া . | ৩১৯ | বিজয় চূর্ণ | ৩২৩ |
| বাকুচী, বাবচী | ৩৭১ | বিজয় গণ্টি | ৪০২ |
| বাকস . | ৩২১ | বিভর | ৩৩৮ |
| বাকুরি রস | ১০৯ | " আদি মোদক | ঐ |
| বানরী ষটিকা | ৪৩ | " " চণ | ঐ |
| বাননহাতি . | ৩২৩ | " তৈল | ঐ |
| বানাস . | ৩০৫ | " ঘৃত | ঐ |
| " তৈল | ঐ | বিদ্যাবী ঘৃত | ২৭৭ |
| " গিশ | ঐ | বিদ্যামদান | ৮ |
| " আদি চূর্ণ | ঐ | বিদ্যামদ রস | ৩৮৭ |
| " হিন্দী বা কাজু | ৩১৬ | বিক্রমক | ৩২৯ |
| বাক চতুর্ভুজিকা | ২৭ | বিন্দ ঘৃত | ৩৬০ |
| " লাক্ষাদি তৈল | ৩০১ | বিশবী তনয় তৈল | ১০৮ |
| বাকী কুণ্ডিকা | ৩৬১ | বিশীতক | ৩১৯ |
| বাক্য | ২৪১ | বিষ | ১৮৬ |
| বাক্য ফল | ৩০৭ | বিষ, বেল | ৩৩৩ |
| " ফাট | ঐ | " তৈল | ৩৩৭ |
| বাবলা . | ৩০৬ | বিষাদি চূর্ণ | ৩৩৬ |
| " কাথ | ৩০৭ | " তৈল | ঐ |
| বাবুট ফুলসী . | ১৮২ | " অবলেহ | ৩৩৬ |
| বাসাবলেহ | ৩২২ | বিশলাকরণী | ৩৬ |
| বাসকাদিকাথ | ৩২২ | বিশাদা চূর্ণ | ৪১ |
| বাসাচন্দনাদি তৈল | ঐ | বিষম অরাস্তক গোহ | ৩০৮ |
| " কুম্ভাও খণ্ড | ১১০ | বিষভাডক | ৩২৯ |
| বাহুশাল শুভ | ৫৪ | বিষ তৈল | ৮৮ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| বিষমুষ্ঠী | ৯৯ | বৃহৎ কাশীশাদ্য তৈল | ৪০৪ |
| ,, আদি ভটিকা | ১০১ | ,, খড্গাদি কাথ | ৪০৮ |
| বিষান্নন তৈল | ১৫৮ | বৃহতী | ৩৩২ |
| বিসৃতি বিধ্বংস রস | ৪০৯ | বৃহত্যাতি কাথ | ঐ |
| বিষ লাঙ্গলী | ৩৩০ | বৃহৎ শুক্রমলাদ্য তৈল | ৪১০ |
| বিহিৎনা | ঐ | বৃষ্টারাদ্যারিষ্ট | ৪০৯ |
| ,, কাথ | ৩৩১ | বেড়েলা | ২৪২ |
| বীণতরঙ্গিণী তৈল | ১১ | বেণা * | ৩৩২ |
| বুড়ীগোপান | ৩৩১ | বেল | ৩৩৩ |
| বুদ্ধ গন্ধাদি চূর্ণ | ৩৪৩ | ,, মার | ৩৩৫ |
| বুদ্ধিবাদিকা বটিকা | ৩৮৮ | ,, তরল মার | ঐ |
| বৃহৎ চন্দনাদি তৈল | ১৫০ | ,, মিশ্র | ৩৩৪ |
| ,, নারিকেল পত্র | ৩০৮ | বেতাল রস | ৩৮৬ |
| ,, জ্বাক্ষুশ | ৪০০ | বৈদ্যানাথ বটী | ৫৮ |
| ,, গন্ধাদি চূর্ণ | ৩০৯ | বৈদ্যানর ক্ষার | ২৯৯ |
| ,, চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ | ৩৮২ | ,, চূর্ণ | ৩৯৩ |
| ,, দশমূল তৈল | ৩৪২ | ঘোষাদি শঙ্কু | ৪১ |
| ,, অগ্নিমুখ চূর্ণ | ২৮১ | ,, বটী | ১৪৩ |
| ,, কস্তুরী ভৈরব | ২৭২ | ,, তৈল | ১৪৪ |
| ,, পিপ্পল্যাди কাথ | ২৩৩ | শ | |
| বৃহৎ বীণগন্ধাক্ষুশ | ২৯৩ | শঙ্ক | ৩৩৭ |
| ,, শঙ্খবটী রস | ৩৩৮ | শঙ্খপুল্পী | ৩৩৮ |
| ,, বিষ্ণু তৈল | ৩৪০ | শঙ্খবটী রস | ৩৩৮ |
| ,, নব জ্বরহর লোহ | ৩০৮ | শঠী | ৩৩৯ |
| ,, সোমনাথ রস | ৩৮১ | শঠ্যাди কাথ | ৩৩৯ |
| ,, সোমরাজী তৈল | ৩৭১ | শতপুল্পী | ৩৪৫ |
| ,, সৈন্ধবাদ্য তৈল | ৩৬৮ | শতমূলী | ৩৩৯ |

সূচীপত্র ।

৪৬৫

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|------------------|----------|---------------------|----------|
| শতাবরী পাক | ৩৩৯ | শীতভঞ্জী রস | ৪৮৭ |
| „ ঘৃত | ৩৪০ | „ „ | ঐ |
| „ „ | ঐ | শুষ্ঠী পত্র | ৪১ |
| শঙ্খক | ৩৩৭ | „ কান্ট | ৩৯ |
| „ আদি তৈল | ২৬২ | „ অরিষ্ট | ৬০ |
| শর্করাসম জগণ্ডল | ১৩০ | শুষ্ঠীর ঐগ্র অবিষ্ট | ৪০ |
| শসা | ৮১ | „ পাত | ঐ |
| শর্করার পাক | ৪৬ | „ ঘৃত | ৪১ |
| শস্ত্রনাথ রস | ১৯ | „ ধান্যক ঘৃত | ঐ |
| শর্করা দৌহ | ৩১০ | „ বসবাহি কষায় | ৩১৮ |
| শালপাণ | ৩৭২ | শুষ্টি | ৩৩৭ |
| শ্যামালতা | ৩৪৮ | জলকা | ৩৪৫ |
| শানকটীর রস | ২২৯ | „ তৈল | ঐ |
| শান চিস্তামণি | ৩১০ | „ জল | ঐ |
| শিধুরী তৈল | ৬ | শুক | ৮৩ |
| শিগ্রু তৈল | ৩০ | শুধ মূলদা তৈল | ২৭২ |
| শিমূল | ৩৪৩ | „ ঘৃত | ঐ |
| শিরীষ | ৩৪৫ | শুকর দশা | ৩৪৮ |
| „ বীজাদ্যঞ্জন | ঐ | শূলহরণ যোগ | ১৬০ |
| শিলাজতু | ৩৪৬ | শূরণ মোদক সমু | ৫৪ |
| শিলারস | ৩৪৭ | „ „ সুত | ঐ |
| শিলোস্তেদাদি তৈল | ২২২ | শূলকেশরী রস | ৩১২ |
| শিয়ালকাঁটা | ৩৪৪ | শূলারাজ | ১০ |
| শিবান্নত | ২৬১ | শূষবেরাদা পাত | ৪১ |
| শীতকেশরী | ১২২ | শূষাদি কাথ | ৭৯ |
| শীতজ্বরারি রস | ৩৮৬ | „ চূর্ণ | ৮০ |
| শীতভঞ্জী রস | ঐ | „ „ | ৮০ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| শেফালিকা | ৩৪৮ | সমীর গজকেশরী | ১০১ |
| শ্বেত ঈশনোজ্জ্বল রস | ৩৭৬ | সর্জিকাফর | ৩৫১ |
| শোণাক | ৩৪৯ | সর্জিকাদা তৈল | ৩৫২ |
| শোণাজল অবিষ্ট | ৩৫০ | ,, চূর্ণ | ঐ |
| ,, ফাণ্ট | ঐ | সর্পবিধ | ৩৫৩ |
| ত্রিশর্বা তৈল | ১২৬ | সর্ষপ | ৩৫৭ |
| শ্রীবাহশাল গুড় | ৫৪ | ,, পুণ্ডরিক | ৩৫৫ |
| ত্রিকণ | ৩৩৩ | সর্ষাজল অবিষ্ট রস | ৩৭৬ |
| স | | সহচরদা তৈল | ১৭৩ |
| ষট্‌চক্র তৈল | ১২৬ | সাদ | ৩১৬ |
| ষড়ঙ্গ গুণ্ডুল | ১৩০ | সাড়ীরা* | ১৭২ |
| ,, পানীর | ২৬২ | সাড়ীমাটি* | ৩৫১ |
| ষড়গ্রন্থা | ৩১৬ | সাপজন | ৩৫৬ |
| ষড়বরণ সোণ | ১৫৮ | সাবান | ৩৫৭ |
| ষড়যুগ | ২৬৭ | ,, মধন | ৩৫৮ |
| ষড়যুগ | ঐ | ,, পল্লরা | ঐ |
| ষড়বন্দু তৈল | ২৪২ | সালোপ মিশ্রী | ৩১৮ |
| স | | সারস্বত তুট | ২১ |
| সংশমনীয় কদাম | ২৩৬ | সারস্বত চূর্ণ | ১০৭ |
| সজিনা | ৩৪২ | সারিবাদি তৈল | ৩ |
| সপ্তর্ষী | ১৬২ | সাসাফাস | ৩৫০ |
| সপ্তর্ষী বটী | ২৩১ | সিক্তাদি স্ত | ২৭৬ |
| সপ্তাঙ্গ গুণ্ডুল | ১৩২ | নিজ | ৩৫০ |
| সফেদা | ৩৫৬ | সিন্দূরাদা তৈল | ৩৬২ |
| সনদ্রাদি কাপ | ৩২৪ | সিন্দূরাদি | ৩৫৫ |
| সম শর্কর চূর্ণ | ৪০ | সিন্ধেচা | ২৩৩ |
| সরলকাষ্ঠ | ৩৫১ | সিতোপলাদি অবলোহ | ৩১২ |

সূচীপত্র ।

৪৬৭

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|----------------------|----------|----------------------------|----------|
| সিন্দুবার | ২১৫ | সোনাচাল | ৩৪৯ |
| সিন্ধি | ২৪০ | সোনামুখী | ৩৬৯ |
| সিংহনাদ গুগ্গল | ২২২ | ,, ফাট | ঐ |
| সিংহামৃত দ্রুত | ৬৪ | সোবা | ৩৭২ |
| সীসা | ৩৬১ | সোহাগা | ৩৭৪ |
| স্বকমুনিয়া | ৩৬২ | ,, মধু | ৩৭৫ |
| স্বপ্ন দর্শন | ঐ | সোমরাক | ৩৭৬ |
| ,, রস | ৩৬৩ | ,, দ্রুত | ৩৭১ |
| ,, পাক | ঐ | ,, তৈল | ৩৭৪ |
| স্বদর্শন চূর্ণ | ২৬০ | সোভাগা বটিকা | ৮৬ |
| স্বগন্ধি খাটকা চূর্ণ | ২১৪ | ,, শুষ্কী | ৮২ |
| সুপারি | ৩৬৩ | সৌবীবাঞ্জন | ৩৭৭ |
| সুলোচনামৃশান | ৮ | সুখী | ৩৫৯ |
| সুন্দা | ৩৬২ | ,, শুদ্ধাঙ্গি তৈল | ৩৬১ |
| সুহিঙ্গল | ৩৬৫ | স্বচ্ছল ভৈরব রস | ২৭৫ |
| ,, অরিষ্ট | ঐ | স্বর্ণ | ২৭৮ |
| সুচিকান্তরস | ৩৫৩ | স্বর্ণ পপটী | ৩৮০ |
| ,, | ঐ | ,, বঙ্গ | ৩৮৫ |
| সুখাবর্ত বস | ৩৭৬ | ,, সিন্দুর | ২৩১ |
| সুখশেখরী রস | ২২৭ | ,, মাকিক | ৩৮২ |
| সুইকো | ৩৬৫ | ,, সত্য মূল | ৩৮৪ |
| সুইদ্র | ৩৬৮ | স্বস্ত চন্দ্রোদয় মক বঙ্গজ | ৩৮২ |
| সুইদ্রাদ্য নস্য | ঐ | ,, কস্তুরী তৈল | ২৭৩ |
| ,, তৈল | ঐ | ,, জীরাঙ্কণ | ২০৪ |
| ,, | ঐ | ,, নাব তৈল | ২৩৫ |
| সোদাল | ৬ | ,, লক্ষ্মীবিলাস রস | ৮ |
| সোনালী | ১ | ,, রসোনিপিত্ত | ২৮৯ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয় | পৃষ্ঠা । |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| স্বাস্থ্যব গুণগুল | ১৩১ | হিঙ্গু বটিকা | ৩৯৮ |
| হ | | হিঙ্গুদি চূর্ণ | ঐ |
| হংসাদি দ্রুত | ২৬১ | হিঙ্গু | ঐ |
| হরিতাল | ৩০৫ | হিঙ্গু | ঐ |
| হরিদ্রা | ৩৮৯ | হিঙ্গু বর্জিত | ঐ |
| হিঙ্গু | ঐ | হিঙ্গু চূর্ণ | ঐ |
| হিঙ্গু | ঐ | হিঙ্গু | ৩৯৯ |
| হরীতকী | ৩৯১ | হিঙ্গু লেবুর | ৪০০ |
| হরীতকাদি গুটী | ৩৯৩ | হিনচা, হিলমোচিকা | ৪০১ |
| হিঙ্গু | ৩৯৩ | হিমসাগর তৈল | ৪০২ |
| হিঙ্গু | ঐ | হিরণ্যোল | ১২৮ |
| হরিশঙ্কর রস | ১০ | হীবাকস | ৪০৩ |
| হাজরমনি | ৩৯৬ | হীবাক | ৪০১ |
| হাড়জোড়া | ঐ | হাড়হাড় | ৪০২ |
| হাতীতড়া | ঐ | হাড়হাড় | ৪০২ |
| হালীমদানা | ঐ | হাড়হাড় | ১৭৮ |
| হিঙ্গু | ৩৯৭ | হীবেবাদি কাথ | ২৪ |
| হিঙ্গু | ৩৯৮ | | |
| হিঙ্গু | ঐ | | |

রোগ নির্ঘণ্টের সূচীপত্র।

| বিষয় | পৃষ্ঠা। | বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|----------------------|---------|------------|---------|
| অধিকার | ৪১৯ | তিকা | ৪২৫ |
| বাতিক জ্বর | ঐ | অবভেদ | ঐ |
| পিত্ত জ্বর | ঐ | অরোচক | ঐ |
| কফ জ্বর | ৪২০ | ছদ্ম | ৪২৬ |
| বাতপৈত্তিক জ্বর | ঐ | তৃণ | ঐ |
| পিত্তশোথ জ্বর | ঐ | মূচ্ছা | ঐ |
| বাতশোথ জ্বর | ঐ | দাশ | ঐ |
| মন্দিপাত জ্বর | ঐ | উমান | ঐ |
| জীর্ণ জ্বর | ৪২১ | অগ্ন্যাগ্ন | ঐ |
| বিষম জ্বর | ঐ | বাতশ্যানি | ঐ |
| হৃৎজ্বর | ঐ | বাতবল | ৪২৭ |
| অরুতিসার | ঐ | উবন্ত | ঐ |
| অতিসার | ৪২২ | আমবাত | ৪২৮ |
| গ্রহণী | ঐ | শূল | ঐ |
| অর্শ | ঐ | শূল্য | ঐ |
| অগ্নিমান্দ্য | ৪২৩ | কদ্রোগ | ঐ |
| বিস্ফটিকা | ঐ | মৃতকফ | ৪২৯ |
| অলসক, উদারু | ঐ | মৃতাদাত | ঐ |
| বিলম্বিকা, আনাহ | ঐ | অশ্রু | ঐ |
| কৃমি | ৪২৪ | প্রমেহ | ঐ |
| পাণ্ডু, কামলা, হলীমক | ঐ | সোমরোগ | ৪৩০ |
| রক্তপিত্ত | ঐ | মেদরোগ | ঐ |
| যক্ষ্মা, শোথ | ঐ | উদরী | ঐ |
| কাল | ঐ | গীহা | ঐ |
| শ্বাস | ৪২৫ | যকৎ | ঐ |

বিষয়

শোধ

বৃদ্ধি

ধলগণ্ড, গণ্ডমালা

শ্রীপদ

বিজয়ী

ত্রক শোধ

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম ও ফিরিঙ্গী

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম, উদ্বৃ

স্বারী ব্রহ্ম

স্বারী ব্রহ্ম

পৃষ্ঠা । বিষয়

৪০১ স্বারী ব্রহ্ম

ঐ রোমাটিক, হাম

ঐ কুদ্রবোগ

ঐ সুখরোগ

ঐ কর্ণরোগ

ঐ নাসারোগ

৪০২ নেত্রবোগ

ঐ শিরারোগ

ঐ স্ত্রীবোগ

ঐ যেনিবোগ

ঐ গর্ভিণী চিকিৎসা

ঐ স্তন্যবোগ

ঐ বালরোগ

৪০৩ স্বজ ভজ

ঐ বিবাহিকার

ঐ বসন্তনাধিকার

৪০৪ রাজীকরণাধিকার

সম্পূর্ণ

পৃষ্ঠা

কলিকাতা ।

চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত ।

